Aonadubee
Jomi.

অনাবাদী জমি



ইভান তুর্গেনিভ

Virgin Soil-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

অনুবাদক :

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

নওরোজ লাইব্রেরী

কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৬১

প্রকাশিকা ঃ
মোসাম্মাৎ ফাতেমা খানম
নওরোজ লাইব্রেরী
১সি, সার্কাস মার্কেট প্লেস
কলিকাতা ১৭

মুদ্রক ঃ
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা ১৩

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
মণীন্দ্র মিত্র

ভারতের পরিবেশক ঃ
ভারতী লাইব্রেরী
১৪৫, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

পাকিস্তানের পরিবেশক ঃ
নওরোজ কিতাবিস্তান
৩৭, বাংলা বাজার
ঢাকা

দাম—**চার টাকা**

অনাবাদী জমি

রাশিয়ায় তখন জারতন্ত্রের শোষণ ও নির্যাতন সমানে চলেছে। সামন্ততন্ত্র ধ্বসে পড়ছে। তার জায়গা দখল করছে ধনিকতন্ত্র। চারদিকে কল-কারখানা গড়ে উঠছে। ভূমিহীন কৃষকরা ভিড় করছে এসে এই সব কল-কারখানায় বাঁচার তাগিদে। কিন্তু এখানেও তাদের মুক্তি নেই। এখানেও শোষণ ও উৎপীড়নের ষ্টীম-রোলার সমান-ভাবেই তাদের পেষণ করে চলেছে। সারাদিন গায়ের রক্ত জল করেও দু'বেলা অন্ন জোটে না। অসুখ হ'লে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয়।

স্বভাবতই এর ফলে দেখা দিলো গণ-বিক্ষোভ। চারদিক থেকে ওঠে দাবীর জিগির। সে দাবী জোরদার হয় কলে কারখানায় ধর্মঘটে। 'শ্রম-মুক্তি সংঘ' প্রেরণা যোগাতে থাকে। কিন্তু সে প্রেরণাকে যে প্রাণময় করে তুলতে হবে। তার জন্য যে এগিয়ে আসতে হবে সাহিত্যিককে—জাতীয় কবিকে।

ঔপন্যাসিক তুর্গেনিভ্ এগিয়ে এলেন। সৃষ্টি হোলো 'Virgin Soil—অনাবাদী জমি।' নূতন সড়কের হোলো গোড়া পত্তন—এলো নব জাগরণ।

ইভান তুর্গেনিভের 'Virgin Soil—অনাবাদী জমি'তে যার সূচনা, ম্যাক্সিম গর্কি'র 'Mother—মা'তে তার পরিণতি। আজো তাই মুক্তিকামী মানুষের কাছে Virgin Soil-এর মূল্য সমধিক।

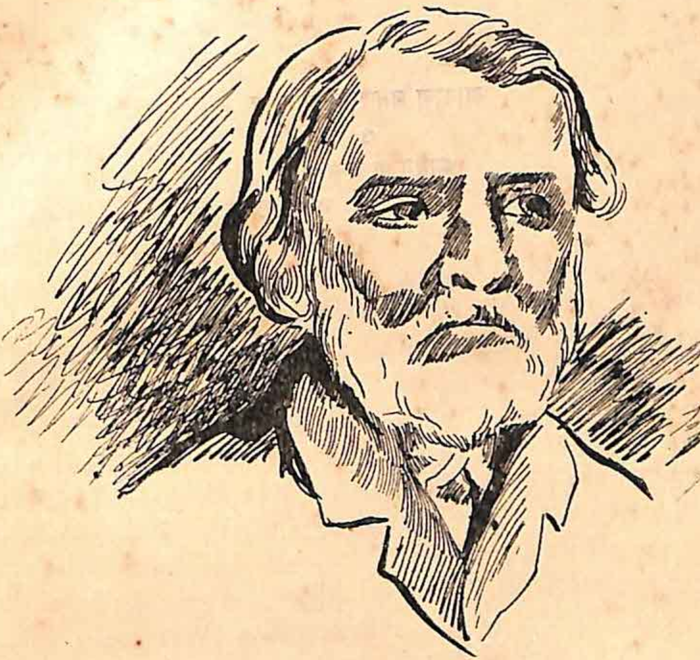
আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব সাধ্যমতো নিষ্ঠার সংগে এই অমূল্য গ্রন্থখানির মূলানুগ অনুবাদ করেছেন। 'পোড়োজমি' নামে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে-ছিলো বহুদিন আগে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা কারণে এর দ্বিতীয় সংস্করণ এতোদিন প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি। বিলম্বে হলেও এখন আমরা এই বিখ্যাত গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকসমাজের হাতে তুলে দিতে পেরে আনন্দ অনুভব করছি।

'পোড়োজমি' কিংবা 'অনাবাদী জমি' এর কোনটাই হয়তো Virgin Soil-এর সঠিক প্রতিশব্দ নয়। তবু শ্রদ্ধেয় অনুবাদক তাঁর জনকয়েক সাহিত্যিক বন্ধুর সংগে একমত হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে 'পোড়োজমি'র বদলে নতুন নামকরণ করলেন 'অনাবাদী জমি'। আশা করি, সুধী পাঠকগণ ক্ষুণ্ণ হবেন না। সন্দেশের নাম যা-ই রাখা যাক, আসলে তা সন্দেশই।

সাধ্যানুযায়ী পরিশ্রম সত্ত্বেও মুদ্রণ ব্যাপারে কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গেলো। পাঠকগণের নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

প্রকাশিকা

কলিকাতা
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৬১



ইভান তুর্গেনিভ

আবুল মনসুর আহমদ
ও
আয়নুল হক খাঁ
বন্ধুবরেষু

এক

১৮৬৮ সাল। বসন্তকালের এক অপরাহ্ন। বেলা একটা।

২৭ বৎসর বয়সের এক যুবক রুশিয়ার সেণ্টপিটার্স্‌বুর্গ শহরের অফিসার স্ট্রীটের এক পাঁচতলা বাড়ীর পেছনের সিঁড়ি বেয়ে অতিকষ্টে উপরে উঠ্‌ছিল। যুবকের গায়ে অযত্ন-পরিহিত ছেঁড়া কাপড়। ছেঁড়া জুতোর ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ করতে করতে ধীরে ধীরে সে নিজের বিশ্রী ভারী দেহটাকে টেনে তুল্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে সর্বোচ্চতলায় উঠে সে এক অর্ধোন্মুক্ত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে। পরক্ষণেই, ঘণ্টা না বাজিয়েই, সে একটি ক্ষুদ্র অন্ধকার বারান্দায় পা দিলে।

—নেজ্‌দানোভ ঘরে আছ? সে উচ্চকণ্ঠে হেঁকে উঠল।

পাশের ঘর থেকে একটি কর্কশ নারী-কণ্ঠ ভেসে এলো ঃ না, সে নেই। আমি এখানে আছি। ভেতরে এসো।

—কে, মাশুরিনা নাকি? আগন্তুক জিজ্ঞেস করলে।

—হাঁ, আমি। তুমি অস্ট্রোডুমোভ?

—হাঁ, পেমিন অস্ট্রোডুমোভ। ব'লে আগন্তুক তালি-দেওয়া জুতো-জোড়া সযত্নে পা থেকে খুলে' তার ছেঁড়া কোট আল্‌নার আংটায় ঝুলিয়ে রাখ্‌লে। পরে নারীকণ্ঠ যে-ঘর থেকে এসেছিল, সেখানে গেলো।

ঘরটি ক্ষুদ্র, অপরিষ্কার। অযত্নে দেয়ালের সবুজ রং ফিকে হয়ে গেছে। ক্ষুদ্র দু'টি জানালা মাত্র—আলো প্রবেশের পথ তাতে প্রশস্ত নয়। গৃহসজ্জার মধ্যে একটি লোহার খাট—ঘরের এক কোনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। মধ্যস্থলে একটি টেবিল, খান কতক চেয়ার, একটি বুক্‌-শেল্‌ফ্‌—কতকগুলো বই এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে সেখানে। টেবিলে বসে বসে সিগারেট ফুক্‌ছিল একটি মেয়ে—বয়স অনুমান ত্রিশ, মস্তক আবরণহীন, পরণে কালো রঙের গাউন।

অস্ট্রোডুমোভকে দেখে মেয়েটি কোন সম্ভাষণ না করেই তার প্রশস্ত লাল্‌চে হাতটি তার দিকে বাড়িয়ে দিল। করমর্দন শেষ হ'লে অস্ট্রোডুমোভও কোনো কথা না বলে একটি চেয়ারে বসে পড়ল, আর পাশের পকেট থেকে একটি অর্ধভগ্ন চুরুট টেনে বার করলে। মাশুরিনা দিয়াশলাই এগিয়ে দিলে সে চুরুট ধরালে। পরে কোনো কথা না ব'লে —এমন কি, পরস্পরের দিকে একবার না চেয়েই তারা চুরুটের ধূম উদ্‌গীরণে লেগে গেলো। আগে থেকেই ক্ষুদ্র ঘরটি ধূমে আচ্ছন্ন ছিল —এখন একেবারে অন্ধকার হয়ে উঠ্‌ল।

চুরুটসেবীযুগলের মধ্যে যেন কোথায় একটা সমতা ছিল, যদিও চেহারায় তাদের ছিল না তার বিশেষ কোনো লক্ষণ। এই দুইটি অপরিচ্ছন্ন মূর্তির ভেতরে একটা সাধু দৃঢ় অধ্যবসায়ী প্রকৃতি যেন কোথায় লুকিয়েছিল।

—নেজ্‌দানোভকে দেখেছ? অস্ট্রোডুমোভ জিজ্ঞেস করলে।

—হাঁ, সে আস্‌বে এখুনি। কতকগুলো বই নিয়ে সে লাইব্রেরীতে গেছে।

অস্ট্রোডুমোভ একপাশে থুথু ফেলে বললেঃ এভাবে সে আজকাল যেখানে-সেখানে যাওয়া-আসা করছে কেন? কোনো সময়েই যে তাকে পাওয়া যায় না!

মাশুরিনা আর একটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেঃ তার বিরক্তি ধরে গেছে।

—বিরক্তি ধরে গেছে? ভর্ৎসনার সুরে অস্ট্রোডুমোভ বললেঃ কি আবদেরে কথা! লোকে ভাববে—আমাদের কাজ করবার বুঝি কিছু নেই। কি করে আমাদের কাজকে সফল করতে হবে, ভেবে ভেবেই আমরা অস্থির। আর এর মধ্যেই সে কিনা বলে—বিরক্তি ধরে গেছে!

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। মাশুরিনা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠ্‌লোঃ মস্কো থেকে নতুন কোনো চিঠিপত্র পাওয়া গেলো?

—হাঁ, তিনদিন আগে এক চিঠি পেয়েছি।

—পড়েছ?

অস্ট্রোডুমোভ সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

মাশুরিনা বললেঃ কি সংবাদ?

—আমাদের একজনকে শীগ্‌গিরই সেখানে যেতে হবে।

—কিন্তু কেন? সেখানে কাজ বেশ ভালই চলছে ব'লে শুন্‌ছি।

—হাঁ, সে কথা ঠিক। কিন্তু একজন বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। তাকে

সরাতে হবে। তা ছাড়া আরও কাজ আছে। তারা তোমাকেই চায়।

—চিঠিতে তা-ই আছে নাকি?

—হাঁ।

মাশুরিনার বেণীবদ্ধ কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ এতক্ষণে তার পৃষ্ঠদেশ ছেড়ে সম্মুখে এসে ভ্রূযুগলের সাথে খেলা করছিল, মাশুরিনা ধীরে ধীরে তা' পিঠের দিকে সরিয়ে দিলে।

সে বললেঃ যদি আমার যাওয়াই ঠিক হ'য়ে গিয়ে থাকে, তবে সে নিয়ে আর আলোচনায় ফল কি?

—ফল কিছুই নেই। এখন কথা শুধু টাকার...এ-ছাড়া তো কিছুই হতে পারে না। টাকা পাওয়া যাবে কোথায়?

মাশুরিনা ভাবতে লাগলো। তারপর যেন নিজের মনেই বলে উঠল ঃ নেজ্‌দানোভকেই এ-টাকা সংগ্রহ করতে হ'বে।

—ঠিক তাই। আমি এজন্যেই এখানে এসেছি। অস্ট্রোডুমোভ বললে।

হঠাৎ মাশুরিনা বলে উঠলঃ চিঠি তোমার কাছে আছে?

—হাঁ। দেখ্‌তে চাও?

—দেখতে পেলেই ভাল হয়। তা...সে যা'ক। সে এক সময় দেখা যাবে'খন।

অস্ট্রোডুমোভ কিছু অসন্তোষের সুরে বললেঃ আমার কথায় সন্দেহ করার কিছু নেই। আমি সত্য কথাই বল্‌ছি।

—আমি সন্দেহ করছি না তো।

উভয়েই নীরব। আবার ধূম উদ্‌গীরণ চলতে লাগল। ধূম্রকুণ্ডলী তাদের মাথার উপর মেঘজাল সৃষ্টি করে চললো।

বারান্দায় জুতোর শব্দ শোনা গেল।

মাশুরিনা ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললে ঃ ঐ সে আসছে।

ঈষদুন্মুক্ত দ্বার ঠেলে একটি মাথা দেখা দিল—কিন্তু সে নেজ্‌দানোভের নয়।

মাথাটি গোলাকার, উস্কো-খুস্কো কালো চুল, প্রশস্ত ললাটে বার্ধক্যের রেখা পরিস্ফুট, ঘন ভ্রূযুগলের নীচে উজ্জ্বল পিঙ্গলবর্ণ দু'টি চোখ, খাঁদা নাক ও মুখে যেন একটা কৌতুকের ভাব লেগে আছে। মাথাটি একবার চারদিক চেয়ে নিয়ে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা দাঁতগুলো বের করে একটু হাসলো। ঘরে প্রবেশ করলে দেখা গেলো—একটি দুর্বল দেহ খাটো দু'টি বাহু ঝুলিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আস্‌ছে।

লোকটিকে দেখেই মাশ্‌রিনা ও অস্ট্রোডুমোভের মুখের উপর একটা ঘৃণা এবং তার সাথে কৃপার ভাব ফুটে উঠলো—যেন দু'জনেই মনে মনে বলছিল, এ আপদ আবার এসে জুটলো কেন? কিন্তু কেউই মুখে কিছু প্রকাশ করলে না। এই অভ্যর্থনায় অবিশ্যি নব-আগন্তুক অতিথিটি কিছুমাত্র বিচলিত হলো না—অধিকন্তু সে যেন বেশ একটু আমোদ পেলো।

খনখনে আওয়াজে লোকটি জিজ্ঞেস করলে ঃ ব্যাপার কি? দু'জনেই যে জমিয়ে তুলেছ? তিনজন হ'লে ক্ষতি কি? গৃহকর্তা কোথায়?

গম্ভীরভাবে অস্ট্রোডুমোভ জিজ্ঞেস করলেঃ নেজ্‌দানোভের কথা জিজ্ঞেস করছো, মিঃ প্যাকলীন

—হাঁ, মিঃ অস্ট্রোডুমোভ।

—সে এখনই আসবে।

—শুনে খুশী হওয়া গেল।

আগন্তুক মাশ্‌রিনার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। মাশ্‌রিনা ভ্রূকুটি করলো। আরামে সে সিগারেট ফুঁকেই যেতে লাগলো।

—কেমন আছ লক্ষ্মীমেয়ে...কি ভালো নামটা তোমার? তোমার খ্রীষ্টান নামটা আর তোমার বাবার নামটা আমার কখনো মনেই থাকে না ছাই।

মাশ্‌রিনা বিরক্তিভরে কাঁধ কুঞ্চিত করলো।

—তোমার সে জানবার দরকার কি? আমার ডাকনামটা জানো তো? আর বেশী কি জান্‌তে চাও? আমি কেমন আছি—সব সময়ে এ জিজ্ঞেস করে থাকো কেন, বল তো? দেখতে তো পাচ্ছো যে বেঁচে আছি।

ভড়কে গিয়ে মুখ ঘসতে ঘসতে প্যাকলীন বললে ঃ তা ঠিক, তা ঠিক। বেঁচেই যদি না থাকতে, তোমার এ দাসটি তবে আজ তোমায় এখানে দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ করতে পারতো না বটে। আমার এ কৌতূহল একটা পুরানো অভ্যাস মাত্র। কিন্তু যা-ই বলো, এই ক্ষুদ্র মাশ্‌রিনা নামে তোমায় ডাক্‌তে আমার যেন কেমন বাধে। জানি, চিঠি-পত্রে পর্যন্ত তুমি 'বোনাপার্ট' নামে স্বাক্ষর করো। কিন্তু আলাপ-আলোচনায়—

—কে তোমায় আমার সাথে আলাপ-আলোচনা করতে বলে শুনি?

ভড়কে গিয়ে ঢোক গিল্‌তে গিল্‌তে হেসে প্যাকলীন বললে ঃ কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি। তোমার হাত দাও দেখি। প্রতিবাদ করো না। আমি জানি, তুমি বড্ড ভালো মেয়ে—

প্যাকলীন হাত বাড়িয়ে দিলে। মাশুরিনা তার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলে।

প্যাকলীনের মুখের উপর সেইভাবে তীব্রদৃষ্টি রেখেই মাশুরিনা বললে ঃ নাম আমার সত্যিই জান্‌তে চাও? আমার নাম ফিক্‌লা।

—আর আমার নাম পেমিন। অস্ট্রোডুমোভ তার স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বললে।

—বাঃ! কি চমৎকার! প্রিয় ফিক্‌লা, প্রিয় পেমিন! বল দেখি, কেন তোমরা আমার প্রতি এতো বিরূপ? যখন আমি—

বাধা দিয়ে অস্ট্রোডুমোভ বললেঃ মাশুরিনা মনে করে (শুধু মাশুরিনাই বা কেন) যে, তুমি নির্ভরযোগ্য আদমী নও; কারণ তুমি সব-কিছুই হেসে উড়িয়ে দিয়ে থাকো।

প্যাকলীন তড়িৎবেগে গোঁড়ালির উপর ঘুরে দাঁড়ালো।

—প্রিয় পেমিন! লোকে এই ভুলটাই সাধারণতঃ আমার সম্বন্ধে করে থাকে। কিন্তু সব সময়েই আমি তো হাসি না। আর যদিই বা সময়ে সময়ে হাসি, তবু আমায় অবিশ্বাস করবার প্রমাণ ব'লে তা' নিশ্চয়ই গণ্য হ'তে পারে না। তা' ছাড়া এর পূর্বে একটিবারও কি আমায় বিশ্বাস করে ঠকেছ? প্রিয় পেমিন! বিশ্বাস করো, আমি একজন সৎলোক।

অস্ট্রোড়ুমোভ বিড়বিড় করে কি যেন বললে। কিন্তু প্যাকলীন বলেই চললো ঃ

—না, সব সময়ই আমি হাসি না। আমি যে মোটেই সুখী নই। দেখ আমার দিকে চেয়ে।

অস্ট্রোডুমোভ তার দিকে চাইলে। বাস্তবিকই প্যাকলীনের মুখে হাসি ছিল না তখন। নীরব একটা গাম্ভীর্য তার মুখে বিরাজ করছিল। যখন সে মুখ খুলছিল, তখনই শুধু তাতে একটা বিদ্রূপের আমেজ ফুটে উঠছিল।

অস্ট্রোড়ুমোভ কিছু বল্‌লে না। প্যাকলীন মাশুরিনার দিকে চাইলে।

—পড়াশুনো তোমার কেমন চল্‌ছে? তোমাদের মানবতা-চর্চা কতদূর এগোলো? সংসারে আমার মতো নবাগত একজন অনভিজ্ঞ নাগরিককে সাহায্য করা তোমাদের পক্ষে কি খুবই কঠিন?

—তোমার মতো একজন মানবকে সাহায্য করা মোটেই কঠিন নয় বটে। মাশুরিনা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলে।

[মাশুরিনা সম্প্রতি ধাত্রীবিদ্যা পাশ করে এসেছে। তার জন্ম দক্ষিণ রুশিয়ার এক গরীব সম্ভ্রান্ত বংশে। দু'বৎসর পূর্বে সে মাত্র ১২ শিলিং

সম্বল নিয়ে গৃহত্যাগ ক'রে মস্কোয় আসে। সে অবিবাহিতা ও অত্যন্ত পবিত্রস্বভাবা। তার বাহ্যিক চেহারার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে অনেকের মনে হতে পারে—'এ আর এমন কি আশ্চর্যের ব্যাপার।' কিন্তু আমরা জানি, এমনটি ক্বচিৎ দেখা যায়।]

মাশুরিনার উত্তরে প্যাকলীন হাসলে। বললেঃ বেশ বলেছ। জবাবটা হয়েছে মুখের মতোই। বামন হওয়ার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছ। কিন্তু আমাদের নেজ্‌দানোভ গেল কোথায়?

প্যাকলীন ইচ্ছে করেই আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দিলে। ব্যাপারটা তার কাছে মোটেই প্রীতিকর হয়নি। বামন হওয়াটা তার নিজের কাছেই একটা অপরাধ বলে মনে হতো। বিশেষ করে তার এ-অনুভূতিটা উগ্রতর ছিল এই কারণে যে, মেয়েদের প্রতি তার একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাদের কাছে প্রিয়দর্শন হওয়ার লোভে সে যে-কোনোরূপ স্বার্থত্যাগ করতে পারতো। সমাজেও তার স্থান কারুর ঈর্ষার বস্তু ছিল না বটে, কিন্তু তা-ও তাকে তত দুঃখ দিতো না, যত দুঃখ দিতো তার এই চেহারার কুশ্রীতা। তার পিতা ছিল নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক। নানা অসদুপায়ে সে টাকা জমিয়েছিল বেশ। কিন্তু শেষ বয়সে সে মদ খেতে আরম্ভ করে। তার মৃত্যুর পর দেখা গেল তহবিলে কিছুই নেই। তরুণ যুবক প্যাকলীন কমার্শিয়াল স্কুলে পড়েছিল। জার্মান ভাষাটা তার ভালোই জানা ছিল। পিতার মৃত্যুর পর বহুকষ্টে সে একটি চাকরি জোগাড় করে। বেতন পেতো বার্ষিক পাঁচশ' রুবল। তার দ্বারা তাকে তার রুগ্ন চাচী আর কুব্জ বোনকে প্রতিপালন করতে হতো। যে-সময় থেকে আমাদের গল্পের আরম্ভ, তখন প্যাকলীনের বয়স হবে আটাশ বৎসর। ছাত্রদল ও তরুণ যুবকদের অনেকের সাথেই তার বেশ পরিচয় ছিল। তারা তার কৌতুককর বিদ্রূপাত্মক কথা শুনে বেশ আমোদ পেতো। নেজ্‌দানোভের সাথে তার পরিচয় এক ক্ষুদ্র গ্রীক রেস্তোরাঁয়। এইখানেই সে তার কৌতুক ও বিদ্রূপভরা উদ্ভট গল্পের বাজার খুলে বস্‌তো।

—আশ্চর্য! এখনো নেজ্‌দানোভ ফিরে আসছে না কেন? সে কারো প্রেমে-ট্রেমে পড়েনি তো? প্যাকলীন বললে।

মাশুরিনা ভ্রূকুঞ্চিত করলে।

—সে বই আনতে গেছে লাইব্রেরীতে। প্রেমে পড়বার সুযোগ বা সময় তার নেই।

—কেন, তোমার সাথে? কথাটা প্রায় প্যাকলীনের মুখ থেকে বেরিয়ে

পড়েছিল। সে বল্লেঃ তার সঙ্গে একটা দরকারী কথা ছিল, তাই দেখা করতে চেয়েছিলাম।

অস্ত্রোড়ুমোভ জিজ্ঞেস করলেঃ কি কথা? আমাদের সম্বন্ধে?

—হাঁ, তাই।

অস্ত্রোড়ুমোভ বিড় বিড় করতে লাগল। সে তাকে বিশ্বাস করতো না।

মাশুরিনা হঠাৎ বলে উঠলোঃ এই যে সে এসেছে। দ্বারদেশে স্থাপিত তার ক্ষুদ্র বিশেষত্বহীন চোখ দু'টি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো—যেন ভেতরের কোনো এক অপূর্ব আলোর দীপ্তিতে।

দরজা খুলে এক ব্যক্তি প্রবেশ করলো। তার বয়স হবে তেইশ। মাথায় তার টুপি, বগলে একরাশ বই। এ-ই নেজ্‌দানোভ।

দুই

অতিথিদের দেখে নেজ্‌দানোভ দ্বারদেশে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। এক দৃষ্টিতে তাদের একবার দেখে নিলে। টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর বইগুলো মেঝেয় ছড়িয়ে রেখে সে বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে একপাশে বসলো। তার ম্লান সুন্দর মুখের উপর একটা বিরক্তি ও অসন্তোষের ছায়াপাত হলো।

মাশুরিনা মুখ ফিরিয়ে অধর দংশন করল। অস্ত্রোড়ুমোভ বিড় বিড় করতে লাগল।

প্যাকলীনই প্রথমে কথা বললেঃ ব্যাপার কি রুশিয়ার হ্যামলেট এলেক্সী মিট্রিস? তোমার হলো কি? এমন বিমর্ষ কেন?

বিরক্তির সুরে নেজ্‌দানোভ বলে উঠলোঃ থাম হে রুশিয়ার মেফিস্টোফেলিস, তোমার ভোঁতা রসিকতা শোনবার মনের অবস্থা বর্তমানে আমার নয়।

প্যাকলীন হাসলো।

—কথাটা ঠিক হলো না নেজ্‌দানোভ। যদি এটা রসিকতা হয়ে থাকে, তবে তা' নিশ্চয়ই ভোঁতা হতে পারে না; আর যদি এটা ভোঁতা হয়ে থাকে, তবে তা রসিকতা নয়।

—বেশ, থামো তুমি। জানি, তুমি চালাক আদমী।

প্যাকলীন ইতস্ততঃ করে বললে ঃ হয় তোমার শরীর আজ ভালো নেই, নয় তো নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে।

—ঘট্‌বে আবার কি হে? কথাটা কি জান? এই শহর আমার কাছে আর বাসযোগ্য ব'লে মনে হচ্ছে না। বর্বরতা, মূর্খতা, বাজে কথা, অন্যায়-অবিচার এখানে যেন কায়েমী আসন গেড়ে বসেছে। একদণ্ডও এখানে আর টেকা যায় না।

অস্ট্রোডুমোভ বললেঃ এইজন্যেই কি কাগজে তোমার এক বিজ্ঞাপন দেখলুম যে, তুমি অন্য কোথাও আশ্রয় পেলেই সেণ্টপিটার্সবুর্গ ছেড়ে যাবে?

—হাঁ, কোনো নির্বোধ যদি আমায় আশ্রয় দিতে রাজী হয়, আমি খুবই খুশী হ'য়ে এখান থেকে চলে যাব।

—এখানকার কাজকর্ম আগে শেষ করা তোমার উচিত। গভীর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ক'রে মাশুরিনা এই কথা বললে। সে তখনো মুখ ফিরিয়েই বসেছিল।

—কি কাজ? তার দিকে ফিরে নেজ্‌দানোভ জিজ্ঞেস করলে।

মাশুরিনা অধর দংশন করলে। বললেঃ অস্ট্রোডুমোভকে জিজ্ঞেস করো।

নেজ্‌দানোভ অস্ট্রোডুমোভের দিকে চাইলে। অস্ট্রোডুমোভ অব্যক্ত স্বরে বিড় বিড় করতে লাগ্‌লো। বোধ হয় বললে ঃ থামো কিছুক্ষণ।

প্যাকলীন হঠাৎ বলে উঠলঃ সত্যি করে বল দেখি, কোনো অপ্রিয় সংবাদ পেয়েছ কি?

নেজ্‌দানোভ যেন রবারের বলের মতো আসন থেকে উৎক্ষিপ্ত হ'ল। চীৎকার ক'রে ক'রে বলতে লাগলঃ অপ্রিয় সংবাদ আর বেশী কি চাও? অর্ধেক রুশিয়া অনাহারে মরছে। ছাত্রদের সাহায্যভাণ্ডারগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। সর্বত্র গোয়েন্দা, অত্যাচার, মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা। তোমার পক্ষে দেখ্‌ছি এ-সব যথেষ্ট নয়! আরো নতুন অপ্রিয় সংবাদ চাও? তুমি যেন মনে করে বসে আছ—আমি ঠাট্টা করছি...ব্যাসানোভ গ্রেফ্‌তার হয়েছে। পরে স্বর নীচু করে বললে ঃ আমি লাইব্রেরীতে এ-কথা শুনে এসেছি।

মাশুরিনা ও অস্ট্রোডুমোভ একই সময়ে মাথা উঁচু করলো।

প্যাকলীন আরম্ভ করলো ঃ প্রিয় আলেক্সী মিট্রিস! তোমার মন খারাপ হয়েছে। অবিশ্যি তার সঙ্গত কারণও আছে। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ—কোন্ যুগে আর কোন্ দেশে তুমি বাস করছো? আমাদের

মধ্যে সাগরে নিমজ্জমান ব্যক্তিকেও আজ ধরবার জন্যে খড়কুটো সৃষ্টি করতে হবে। এত জন্যে এরূপ চঞ্চল হচ্ছো? অমঙ্গলকে তার সত্যিকার রূপেই দেখতে হবে! শিশুর মতো উত্তেজিত হ'লে চল্‌বে কেন?

বাধা দিয়ে নেজ্‌দানোভ বললেঃ আর না, থামো ভাই! জানি, তুমি আশাবাদী লোক—কিছুতেই ভয় পাও না—

প্যাকলীন বললেঃ আমি ভয় পাই না?

নেজ্‌দানোভ বলতে লাগলোঃ আমি আশ্চর্য হচ্ছি, কোন্‌ বিশ্বাস-ঘাতক ব্যাসানোভকে ধরিয়ে দিলে! কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

—নিশ্চয়ই সে একজন বন্ধু। বন্ধুরাই সাধারণতঃ এরূপ করে থাকে। বেঁচে থাকতে হলে দুনিয়াটাকে চোখ মেলে দেখতে হবে বইকি।

অস্ট্রোডুমোভের এ-সব বাজে কথা ভালো লাগছিল না। সে তার কর্কশ গলায় চীৎকার করে বললেঃ আলেক্সী মিট্রিস! মস্কো থেকে চিঠি এসেছে—ভ্যাসিলী নিকোলেভিচ লিখেছে।

নেজ্‌দানোভ ঈষৎ কেঁপে উঠে চোখ অবনত করল। বললেঃ কি লিখেছে?

অস্ট্রোডুমোভ ভ্রূভঙ্গিতে মাশুরিনাকে ঈঙ্গিত করে বললেঃ তাকে সঙ্গে করে আমাদের মস্কোয় যেতে লিখেছে।

—মাশুরিনাকেও তারা চায় নাকি?

—হাঁ।

—বেশ। তা' এখন চাই কি?

—কেন? টাকা।

নেজ্‌দানোভ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো ও জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

—কত টাকা?

—পঞ্চাশ রুবলের কম নয়।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে অবশেষে জানালার কাঁচে আঙুলের টোকা দিতে দিতে নেজ্‌দানোভ মৃদুস্বরে বললেঃ এখন আমার কাছে টাকা নেই। তবে কিছু সংগ্রহ করে আন্‌তে পারব। চিঠিটা তোমার কাছে আছে?

—হাঁ তা'...নিশ্চয়ই...

প্যাকলীন বললেঃ তোমরা আমায় গোপন করছ কেন? আমি কি বিশ্বাসের যোগ্য নই? তোমাদের সব কাজে আমার পূর্ণ সহানুভূতি না থাকতে পারে, কিন্তু তোমরা কি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পার

যে, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব বা তোমাদের কথা প্রচার করে দেব?

অস্ট্রোভুমোভ বললেঃ ইচ্ছায় না হউক, অনিচ্ছায়ও তো তা' হ'তে পারে।

—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনো অবস্থাতেই না। মিস্ মাশুরিনা আমার দিকে চেয়ে হাসছে, কিন্তু আমি বলছি—

মাশুরিনা তীব্রস্বরে বলে উঠল ঃ আমি মোটেই হাসছি না।

প্যাকলীন বলে চললোঃ কিন্তু আমি বলছি, তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি নেই। কে খাঁটী বন্ধু, এ বুঝবার ক্ষমতা তোমাদের নেই! যদি কেউ হাসে, তোমরা মনে কর, সে গভীর হতেই পারে না।

মাশুরিনা টিপ্পনি কাট্‌লেঃ সে কি সত্যি নয়?

মাশুরিনার কথা গ্রাহ্য না করে নবোৎসাহে প্যাকলীন বলে চল্‌লোঃ তোমাদের টাকার দরকার। নেজ্‌দানোভের কাছে তা' নেই। ধরো, আমিই যদি তোমাদের টাকা সংগ্রহ করে দিই?

নেজ্‌দানোভ চরকির মতো মুহূর্তে জানালা থেকে ঘুরে দাঁড়াল।

—না, না। তার দরকার নেই। যে-কোনো উপায়ে হোক, টাকা আমি জোগাড় ক'রে নেব। আমার ভাতা থেকে কিছুটা আগাম নিলেই চল্‌বে। যাক, চিঠিটা এখন দেখা যাক, কি বল অস্ট্রোভুমোভ?

অস্ট্রোভুমোভ কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে বসে রইল। পরে চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে দাঁড়ালে। সম্মুখের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে এক পায়ের বুটের মধ্য থেকে বিশেষ সন্তর্পণে এক টুক্‌রো নীল কাগজ টেনে বার করল। নেজ্‌দানোভের হাতে তা' দিলে। নেজ্‌দানোভ কাগজের টুক্‌রো হাতে নিয়ে খুলে খুব সাবধানে মনোযোগ দিয়ে পড়ল। পরে তা মাশুরিনাকে দিলে। মাশুরিনাও দাঁড়িয়ে তা' পাঠ করলে। তার পাঠ শেষ হ'লে প্যাকলীন তার দিকে হাত বাড়ালো। কিন্তু মাশুরিনা চিঠিখানা প্যাকলীনকে না দিয়ে আবার ফিরিয়ে দিলে নেজ্‌দানোভকে।

নেজ্‌দানোভ বিরক্তিভরে কাঁধ কুঞ্চিত ক'রে গোপন চিঠিখানা প্যাকলীনকে দিলে। প্যাকলীন চিঠিখানা প'ড়ে টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে ওষ্ঠাধর দংশন করতে লাগল। অস্ট্রোভুমোভ একটা প্রকাণ্ড দিয়াশলাই জ্বালালে—গন্ধকের তীব্র গন্ধে ঘর পূর্ণ হলো। চিঠিখানা তখন সে মাথার উপর উঁচু করে তুলে ধরলে—মনে হলো, যেন সকলকে দেখানোই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু অবিলম্বে সে তা' আগুনের লেলিহান শিখায় তুলে দিলে। চিঠিখানা পুড়ে ছাই হওয়ার সাথে সাথে আগুনের মুখে তার আঙুলগুলিও পুড়তে লাগল—সে ভ্রূক্ষেপও

করলে না। এই অগ্নি-ক্রীড়ার সময় সকলেই নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল—সকলেরই স্থিরদৃষ্টি ন্যস্ত ছিল মেঝের উপর। কিন্তু প্রত্যেকেরই বাহ্য মূর্তি ছিল বিভিন্ন রকম—অস্ট্রোডুমোভ তন্ময়, নেজ্‌দানোভ ক্রুদ্ধ, প্যাকলীন উত্তেজিত এবং মাশুরিনার মুখে ছিল যেন উপাসনাকালীন একটা পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য।

এ-ভাবে দু'মিনিট চলে গেল—সকলেই একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগল। প্যাকলীনই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করলে।

—দেশের কাজে আমি কি কিছু দেবার অধিকারী নই? জনসাধারণের এই কাজে, সবটা না হোক, আমার পঁচিশ-ত্রিশটি রুবলও কি নেওয়া চল্‌বে না?

নেজ্‌দানোভ দপ্ করে জ্বলে উঠল। বিরক্তিতে সে যেন এতক্ষণ জ্বলন্ত পানির মতো ফুট্‌ছিল—চিঠি পুড়ানোতেও তার শান্তি হয়নি, যেন তা' ফেটে পড়বার জন্যই সুযোগের অপেক্ষা করছিল মাত্র।

—না, চল্‌বে না। আবার আমি বল্‌ছি তোমায়—তোমার টাকা চাইনে, চাইনে, চাইনে। এক্ষুনি টাকা সংগ্রহ করে আনতে পারি আমি। কারো সাহায্যের আমার দরকার নেই।

—প্রিয় এলেক্সী! দেখ্‌ছি তুমি বিপ্লবী হলেও গণতন্ত্রী নও মোটেই। প্যাকলীন বল্‌লে।

—সোজা কথায় কেন বল্‌ছ না যে, আমি একজন য়্যারিস্ট্রোক্রাট?

—হাঁ, তুমি কতকটা তাই বটে।

নেজ্‌দানোভ জোর করে একটু হাসলে।

—দেখছি, আমি যে জারজ-সন্তান, তুমি সেইদিকেই ইঙ্গিত করছো। কিন্তু বন্ধু, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, আমি সে-কথা মোটেই ভুলিনি।

প্যাকলীন হতাশভাবে হাত নাড়লে। বললে ঃ এলিওসা, কি হয়েছে তোমার? কেন আমার কথার এ-ভাবের কদর্থ করছো? তোমায় আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে।

নেজ্‌দানোভ বিরক্তিভরে কাঁধ কুঞ্চিত করল।

প্যাকলীন আবার বল্‌লেঃ ব্যাসানোভের গ্রেফ্‌তারে তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু সে এতটা অসাবধান ছিল—

বাধা দিয়ে বিষণ্ণভাবে মাশুরিনা বল্‌লে ঃ সে তার বিশ্বাসকে গোপন করতে জান্‌তো না। কিন্তু তার কাজের বিচার কববার অধিকার আমাদের নেই।

—ঠিক কথা। তবে আমার বলবার কথা শুধু এইটুকু যে, অপরের

সাথে ব্যবহারে তার যদি সামান্য একটু সতর্কতাবোধ থাকত, তো বেশ হতো।

অস্ট্রোডুমোভ চীৎকার করে বললেঃ এ কথা তুমি কেন বলছ? ব্যাসানোভ দৃঢ়চরিত্র লোক, কারুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবার পাত্র সে নয়। তা' ছাড়া প্রত্যেকের পক্ষেই অতি-সাবধানী হওয়া সম্ভব নয়, মিঃ প্যাকলীন!

প্যাকলীন আহত হলো। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, নেজ্‌দানোভ বাধা দিয়ে বললেঃ থামো দেখি তোমরা। আমি প্রস্তাব করছি, রাজ-নৈতিক আলোচনা আপাততঃ থাক।

কিছুক্ষণ সবাই নীরব।

নীরবতা ভাঙ্‌ল প্যাকলীনই প্রথম। বললেঃ আজকে স্করোপিকিন—আমাদের সুবিখ্যাত জাতীয় সমালোচক, রুচিবাগীশ, আশাবাদী স্করোপিকিনের সাথে পথে দেখা হলো। লোকটাকে সহ্য করা অসম্ভব। সে সব সময়েই 'ভাস' মদের বোতলের মতো ফুটছে আর ফেনায়িত হচ্ছে। কিন্তু ফেনার শেষে যা অবশিষ্ট থাকে, তা' শুধু যে অপেয় তা' নয়, কেউ পান করলে তার আর রক্ষে নেই। যুবকদের পক্ষে তার সংশ্রব খুবই মারাত্মক।

প্যাকলীনের এই সরস উপমায়ও শ্রোতাদের মুখে হাসি দেখা গেল না। শুধু নেজ্‌দানোভ বললে, যুবকদের রুচি যদি এতই বিকৃত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে স্করোপিকিন তাদের বিপথে চালিত করবে, তাতে দুঃখ করবার কি থাকতে পারে।

সমর্থন না পেয়ে প্যাকলীন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললেঃ স্বীকার করছি, ব্যাপারটা রাজনৈতিক নয়; কিন্তু সমস্যাটা যে খুবই দরকারী, তাতে আর সন্দেহ কি! স্করোপিকিনের মতে শুধু পুরানো বলে প্রাচীন সমস্ত শিল্প মূল্যহীন। তাই যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আর্ট জিনিসটাই একটা ফ্যাশান ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এ-কি মেনে নে'য়া চলে? আর্টের দৃঢ়তর ভিত্তি যদি না-ই থেকে থাকে, যদি তা' চিরন্তনই না হয়, তা'হলে তো আর্ট নিতান্তই ব্যর্থ। ধরো, বিজ্ঞানের কথা। তুমি কি মনে কর ইউলার, ল্যাপ্‌লেস বা গস—এ'রা সবাই মূর্খ ছিলেন? নিশ্চয়ই না। তুমি তাঁদের স্বীকার করো। তবে রাফেল, মোজার্টকেই বা স্বীকার করবে না কেন, শুনি? অবিশ্যি স্বীকার করছি যে, প্রকৃতির বিধান ব্যাখ্যা করার চাইতে আর্টের বিধান ব্যাখ্যা করা ঢের শক্ত। কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা চলে না।

যারা তা' অস্বীকার করে, তারা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, সত্যের প্রতি চোখ খোলা রেখে চলে না।

প্যাকলীনের কথা শেষ হলো। কেউই একটা কথাও বল্‌লে না। তাদের ভাব দেখে মনে হলো, লোকটার জন্য তাদের যেন করুণা হচ্ছে।

অস্ট্রোডুমোভ বল্‌লেঃ যুবকরা স্করোপাকিনকে অনুসরণ করছে, এতে আমি মোটেই দুঃখিত হবার কারণ দেখ্‌ছিনে।

প্যাকলীন মনে মনে বল্‌লেঃ তোমার মতো বোকাচন্দ্রকে বুঝানো বৃথা। এবার সরে পড়াই যুক্তিসংগত।

প্যাকলীন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে টুপি হাতে নিয়েছে, এমন সময়ে বারান্দা থেকে পুরুষালী কণ্ঠ শোনা গেলঃ মিঃ নেজ্‌দানোভ ঘরে আছেন কি?

খুব মোটা গলার আওয়াজ—কিন্তু মধুর। বেশ বোঝা যায়—আওয়াজধারী ভদ্র, শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি। সকলেই বিস্মিত হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

আবার শোনা গেলঃ মিঃ নেজ্‌দানোভ ঘরে আছেন?

—হাঁ আছি, ভেতরে আসুন।

ধীরে ধীরে দরজা খুলে একটি লোক ঘরে প্রবেশ করলে। সে তার ছোট-ক'রে ছাঁটা-চুল মাথা থেকে ধীরে ধীরে তার চক্‌চকে টুপিটা খুল্‌লে। লোকটির বয়স অনুমান চল্লিশ। লম্বা সুগঠিত চেহারা। তখন এপ্রিল মাসের শেষ সময় হ'লেও লোকটির পরিধানে ছিল বীবরের লোমের পরিচ্ছন্ন জাঁকালো কোট। তাঁর মার্জিত ও ভদ্র চালচলনে নেজ্‌দানোভ ও প্যাকলীন—এমন কি, মাশুরিনা ও অস্ট্রোডুমোভ পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেল। লোকটি প্রবেশ করা মাত্র তারা যেন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই উঠে দাঁড়ালো।

তিন

আগন্তুক ভদ্রলোক—মুখে পরিচ্ছন্ন অমায়িক হাসি—নেজ্‌দানোভের কাছে এগিয়ে গেলেন। বল্লেনঃ মিঃ নেজ্‌দানোভ, গতপরশু থিয়েটারে আপনার সাথে আমার সাক্ষাতের ও আলাপের সৌভাগ্য হয়েছে, আশা করি আপনার তা' মনে আছে। এই বলে আগন্তুক কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা ক'রে রইলেন—সম্ভবতঃ নেজ্‌দানোভের মন্তব্য শোন্‌বার জন্যে।

কিন্তু নেজ্‌দানোভ মন্তব্য প্রকাশ না করে শুধু নম্রভাবে মাথা নাড়লে।

আগন্তুক বল্‌তে লাগ্‌লেনঃ আপনার বিজ্ঞাপন কাগজে দেখলুম। সেই সম্পর্কেই আমি এসেছি। আপনার অতিথিরা যদি কিছু মনে না করেন, তা'হলে সেই নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। আগন্তুক মাশুরিনাকে লক্ষ করে মাথা নোয়ালেন এবং প্যাকলীন ও অস্ট্রোডুমোভের দিকে তাঁর দস্তানাশোভিত শুভ্র হস্ত সঞ্চালিত করলেন।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ আপনি বসবেন না?

আগন্তুক আবার মাথা নোয়ালেন। একটা চেয়ার টেনে নিলেন, কিন্তু সকলেই দাঁড়িয়ে আছে দেখে না বসে তিনি তাঁর উজ্জ্বল অর্ধ-মুদিত চোখে ঘরটার চারিদিক দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

মাশুরিনা হঠাৎ বলে উঠ্‌লঃ তবে এখন আসি, এলেক্সি মিট্রিস! পরে আবার একবার আসা যাবে।

—আমিও তবে আসি। অস্ট্রোডুমোভ বল্‌লে।

মাশুরিনা আগন্তুককে যেন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রেই নেজ্‌দানোভের কাছে এগিয়ে গেল এবং তার করমর্দন ক'রে কারো কাছে একবারও মাথা নত না ক'রেই বেরিয়ে গেল। অস্ট্রোডুমোভও জুতোর অনাবশ্যক শব্দে ঘর মুখরিত ক'রে তার অনুসরণ করলে।

আগন্তুক নম্র—কিন্তু কিছু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাদের গতিপথের দিকে চেয়ে রইলেন। তারা চলে গেলে তিনি প্যাকলীনের দিকে দৃষ্টি ফিরালেন। কিন্তু প্যাকলীনের যাবার লক্ষণ দেখা গেল না...সে ঘরের এক কোনে গিয়ে আসন গেড়ে বস্‌ল। আগন্তুকের প্রবেশের পর থেকে তার মুখে একটা অদ্ভুত চাপা মৃদু হাসি যেন খেলা করছিল। আগন্তুক আসন গ্রহণ করলেন। নেজ্‌দানোভও।

নম্রতামিশ্রিত কিছুটা গর্বের সাথে আগন্তুক শুরু করলেনঃ আমার নাম সিপিয়াজিন—সম্ভবতঃ এ-নাম শুনে থাকবেন।

কিন্তু থিয়েটারে নেজ্‌দানোভের সাথে তাঁর সাক্ষাতের ব্যাপারটা এখানে আগে বলা দরকার।

সুবিখ্যাত অভিনেতা সেডভ্‌স্কীর মস্কোয় ফিরে আসা উপলক্ষে অস্ট্রোভ্‌স্কীর একখানা নতুন নাটকের অভিনয় হ'চ্ছিল। এই নাটকের একটি চরিত্র নেজ্‌দানোভের খুবই প্রিয় ছিল। সেদিন ডিনারের পূর্বে একখানা এড্‌ভ্যান্স টিকিট কাট্‌তে সে থিয়েটারে গিয়েছিল। কিন্তু গিয়ে দেখে সেখানে বেজায় ভিড়। 'পিটে'র একখানা টিকিট কাট্‌তে সে

'ডেস্কে'র কাছে এগিয়ে গেল। এমন সময় তার পশ্চাতে দণ্ডায়মান একব্যক্তি, বোধ হয় কোনো সরকারী কর্মচারী হবে, তার মাথার উপর দিয়ে তিন-রুবলের একখানা নোট ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে টিকিট বিক্রয়কারী লোকটিকে ডেকে বল্‌লেঃ ইনি (নেজ্‌দানোভ) বোধ হয় ভাঙানি চান। এই অবসরে আমায় একখানা 'স্টলে'র টিকিট দিন তো। খুব শীগ্‌গির।

—মাফ করবেন। আমিও একখানা 'ষ্টলের'ই টিকিট চাই। ব'লে নেজ্‌দানোভও তার শেষ সম্বল তিন-রুবলের নোটখানা ভিতরে ঠেলে দিলে। টিকিট নিয়ে সে চলে গেল। সন্ধ্যায় এসে আলেকজান্দ্রিস্কী থিয়েটারের একটি অভিজাত আসন সে দখল করে বস্‌ল।

পোশাকে তার পারিপাট্য ছিল না—দস্তানাবিহীন হাত ও নোংরা জুতো নিয়ে সে ভারী বিব্রত হয়ে পড়ল। কিন্তু বিব্রত হওয়ার জন্য নিজের উপরই সে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল। তার ডানদিকে বসেছিল একজন উচ্চপদস্থ সেনানী—পোশাকের উজ্জ্বলতায় সে যেন ঝল্‌মল্‌ করছিল। বামে বসেছিলেন সিপিয়াজিন নামক সেই ভদ্রলোকটি—যিনি দু'দিন পরে নেজ্‌দানোভের বাড়ীতে মাশুরিনা ও অস্ট্রোডুমোভকে পর্যন্ত বিস্মিত করে ফেলেছিলেন। সেনানীটি বারবার নেজ্‌দানোভের দিকে তাকাচ্ছিল, অবজ্ঞায় বার বার তার নাসিকা কুঞ্চিত হচ্ছিল। সিপিয়াজিনও মাঝে মাঝে বক্র কটাক্ষে তার দিকে তাকাচ্ছিলেন, তবে তাঁর দৃষ্টিতে বিরক্তির আভাস ছিল না। মোট কথা, তার চারপাশে যারা বসেছিল, তারা প্রায় সবাই অভিজাতবংশীয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় থাকায় তারা প্রায়ই নিতান্ত পরিচিতের মতো নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করছিল। কেউ কেউ হাসছিল, কেউ চীৎকার করছিল। এই কার্যটা কখনো কখনো নেজ্‌দানোভের মাথার উপর দিয়েও হয়ে যাচ্ছিল। নেজ্‌দানোভ ক্ষুব্ধ-চিত্তে নিস্পন্দভাবে তার প্রশস্ত আসনে বসেছিল—তার মনে হচ্ছিল, সে যেন সেখানে অনধিকার-প্রবেশ করে ফেলেছে। অস্ট্রোভ্‌স্কীর নাটক আর সেডোভ্‌স্কীর অভিনয়ও তাকে কোনো আনন্দ দিতে পারল না। অন্তর তার বিষাক্ত হয়ে উঠ্‌ল। তার মনের যখন এই অবস্থা, হঠাৎ তখন তার বামপাশের ভদ্রলোকটি (সেই ঝলম'লে সেনানীটি নয়) অভিনয়ের এক ইণ্টারভ্যালে ভদ্রভাবে, কিন্তু কতকটা সশঙ্কে, তার সাথে আলাপ আরম্ভ করলেন। তিনি অস্ট্রোভ্‌স্কীর নাটক সম্বন্ধে তার অভিমত জিজ্ঞেস করলেন এবং নবযুগের প্রতিনিধি হিসেবে অস্ট্রোভ্‌স্কীর স্থান কোথায়, তা-ও জানতে চাইলেন। নেজ্‌দানোভের বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছিল। সে অভিভূতের মতো, এবং কতকটা ভয়ে, প্রথমতঃ শুধু 'হাঁ'

'না' বলেই জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু নিজেরই উত্তেজনায় সে ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। ভাবলেঃ কেন? আমি কি অন্য সবাইর মতোই মানুষ নই? এরপর সে নির্ভয়ে তার মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করলে। ক্রমে আলোচনায় সে এমনি মেতে উঠ্‌ল এবং এমন জোরে চীৎকার করতে লাগল যে, পার্শ্ববর্তী সেনানীটি পর্যন্ত দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গেল।

তার ভদ্র সঙ্গীটি তার কথা খুবই মন দিয়ে শুন্‌লেন। তার মন্তব্যে খুশী হলেন বলেও মনে হলো। পরের ইণ্টারভ্যালেও তিনি নেজ্‌দানোভের সাথে আলাপ জুড়লেন। কিন্তু এবার নাটক সম্বন্ধে নয়, দেশের কথা, বৈজ্ঞানিক প্রগতি—এমনকি, রাজনৈতিক সমস্যাও বাদ গেলো না। তরুণ সঙ্গীটির কথাবার্তায় তিনি খুবই মুগ্ধ হয়ে গেছলেন। নেজ্‌দানোভের মন্তব্যে পূর্বের ন্যায় আর জড়তার আভাস ছিল না—এমনকি, সে এক সময় তার সঙ্গীকে বলেই ফেল্‌লঃ যদি সত্যিই জান্‌তে চান, আপনার জান্‌বার আগ্রহ মেটাতে পারি আমি। সেনানীটির বিরক্তি এবার শুধু যে চরমে উঠ্‌ল তা' নয়, তার মনে একটা সন্দেহেরও ছায়াপাত হলো।

অভিনয় শেষ হলে সিপিয়াজিন যথাযোগ্য ভদ্রভাবে নেজ্‌দানোভের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, কিন্তু তার নাম জিজ্ঞেস করলেন না, কিংবা নিজের নামও তাকে জানালেন না।

ভদ্রলোক নিজের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছেন, এমন সময় তাঁর এক বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে গেলো। ইনি প্রিন্স জি..., একজন এডিক্যাম্প।

সুরাভিসিক্ত গোঁফের ভেতর থেকে প্রিন্সের কথা বেরুলঃ বক্স থেকে তোমাদের লক্ষ করছিলুম। কথা বল্‌ছিলে যার সঙ্গে, সে কে জান?

—না, জানিনা তো। বেশ বুদ্ধিমান ছোক্‌রা। তুমি চেন নাকি?

প্রিন্স তাঁর কানে কানে ফরাসী ভাষায় বল্‌লেনঃ ও আমার ভাই, কিন্তু বৈধ ভাই নয়, নাম তার নেজ্‌দানোভ। আর একদিন তার সম্বন্ধে সব কথা বলব। আমার পিতা এটি চাননি; তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'নেজ্‌দানোভ'*। কিন্তু তিনি এর সুব্যবস্থা করতে ত্রুটি করেননি। আমরা একে একটা মাসিক ভাতা দিয়ে থাকি। সে মূর্খ নয়, আমার পিতার কৃপায় সে শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু তার মতিগতি সম্পূর্ণ উল্টো, সম্ভবতঃ সে একজন প্রজাতন্ত্রী (Republican)।

* অবাঞ্ছিত।

আমরা তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখিনে। যাক, এখন আসি। গুড্‌বাই!

প্রিন্স চলে গেলেন।

পরদিন সিপিয়াজিন কাগজে নেজ্‌দানোভের বিজ্ঞাপন দেখে দেখা করতে যান তার সঙ্গে।

রাশভারী চালে নেজ্‌দানোভকে আপাদমস্তক পরীক্ষা করে তার সম্মুখে বস্‌তে বস্‌তে সিপিয়াজিন আবার বল্‌লেনঃ আমার নাম সিপিয়াজিন। বিজ্ঞাপনে দেখলুম, আপনি একটি কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাই আমি জান্‌তে এলুম, আমার ওখানে যেতে আপনি ইচ্ছে করেন কিনা। আমি বিবাহিত, আমার আট বৎসরের একটি ছেলে আছে। ছেলেটি বেশ চালাক-চতুর—অন্ততঃ তাই আমার ধারণা। গ্রীষ্ম ও শরৎকালটা আমরা সাধারণতঃ কাটাই দেশের বাড়ীতেই। ...পল্লীগ্রামে আমাদের বাড়ী—শহর থেকে তার দূরত্ব হবে মাইল পাঁচেক। আমার ইচ্ছে, এই ছুটির সময়টা আপনি আমার ছেলেকে কিছু কিছু ব্যাকরণ ও রুশিয়ার ইতিহাস পড়ান। যতদূর মনে পড়ে, বিজ্ঞাপনে আপনি এই দু'টো বিষয়ের কথাই উল্লেখ করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, আমাদের সাথে আপনার বন্‌বে ভালই এবং খুব সম্ভব আমাদের প্রতিবেশীদেরও আপনার পছন্দ হবে। আমাদের বাড়ীটি বেশ বড়, সঙ্গে বাগানও আছে, বাতাসও তাতে খেলে ভালো, পার্শ্বে একটি নদীও আছে। আস্‌তে পারবেন আমাদের সাথে? সামান্য একটু মুখ বেঁকিয়ে তিনি আবার বললেনঃ হাঁ, তারপর পারিশ্রমিকের কথাটা। তা...আশা করি, সেদিক দিয়েও আপনার সাথে আমার দ্বিমত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

সিপিয়াজিন যতক্ষণ কথা বল্‌ছিলেন, নেজ্‌দানোভ তাঁকে কেবল লক্ষ করেই চলেছিল। আগন্তুকের একপার্শ্বে একটু হেলানো ক্ষুদ্র মাথা, তাঁর নীচু অপ্রশস্ত বুদ্ধিদীপ্ত ললাট, সুন্দর রোমান নাসিকা, উৎফুল্ল চোখ, ঋজু ওষ্ঠাধর—যার থেকে মনোজ্ঞগতিতে তাঁর কথার স্রোত বয়ে চলেছিল—নেজ্‌দানোভ এ-সব বিশেষভাবে লক্ষ করছিল। এ সব দেখে আশ্চর্য হয়ে সে ভাবছিলঃ এ-সবের অর্থ কি? আমাকেই খুঁজ্‌তে ইনি এলেন কেন? দেখ্‌ছি ইনি একজন পুরো য়্যারিস্টোক্রাট। আর আমি? আমাদের ভেতরে সমতা হতে পারে কি করে? কী আমার মধ্যে ইনি দেখেছেন?

নিজের চিন্তায় সে এতই মশ্‌গুল ছিল যে, সিপিয়াজিন নিজের বক্তব্য শেষ ক'রে যখন তাঁর উত্তরের অপেক্ষা করছিলেন, সে তখন কোনো

কথা বল্‌লে না। ঘরের কোনে যেখানে প্যাকলীন বসেছিল, একবার সেইদিকে, আর একবার নেজ্‌দানোভের দিকে দৃষ্টি হেনে সিপিয়াজিনের হঠাৎ মনে হ'লোঃ সম্ভবতঃ ঐ লোকটার উপস্থিতির জন্যেই এ নিজের কথা কিছু বল্‌তে পারছে না। যেন ঘরের চারিদিকটা একবার ভালো ক'রে দেখে নে'য়া দরকার, এই ভাব দেখিয়ে তিনি ভ্রূযুগল টেনে তুলে আবার নিজ প্রশ্নের পুনরুক্তি করলেন।

নেজ্‌দানোভ কতকটা অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লেঃ হাঁ, নিশ্চয়ই খুব খুশীর সাথেই আপনার প্রস্তাব আমি...তবে স্বীকার করতে হচ্ছে... আমি বেশ একটুখানি আশ্চর্য হয়ে গেছি। কারণ একে তো আমার কোনোই সুপারিশ-পত্র নেই...তার উপর থিয়েটারে আমার যে-সব মতামতের পরিচয় আপনি পেয়েছেন, তাতে আমার সম্বন্ধে আপনার ভালো ধারণা হবে, তা...

—এইখানেই আপনার ভুল হচ্ছে, আলেক্সী—আলেক্সী মিট্রিস। নামটা ঠিক হলো তো? সিপিয়াজিন মৃদু হেসে বল্‌তে লাগ্‌লেনঃ আমি জোর করেই বল্‌তে পারি, উদার মতামতের জন্য আমি সকলের কাছেই পরিচিত। সেদিন আপনি যা বলেছিলেন, তার যৌবনসুলভ প্রকাশভঙ্গিটা ছাড়া—যদি মাফ করেন তো বল্‌তে পারি, যৌবনসুলভ প্রকাশভঙ্গিতে একটু বেশী রকম অত্যুক্তি থাকেই—সবই আমার ভালোই লেগেছিল।

সিপিয়াজিনের কথায় কোনরূপ দ্বিধা ছিল না—যেন স্রোতের মতই তাঁর মুখ থেকে এ-সব বেরিয়ে আস্‌ছিল।

সিপিয়াজিন বলে চল্‌লেনঃ আমার স্ত্রীর চিন্তাধারাও আমারি মতো —তাঁর মতামত আমার চাইতেও সম্ভবতঃ আপনার সাথে বেশী মেলে। এ অবিশ্যি আশ্চর্য কিছু নয়, কারণ তিনি আমার চাইতে বয়সে ছোট। সেদিন থিয়েটারেই আপনার নামটা প্রথম শুনি। তার পরদিনই আবার কাগজে আপনার নামটা দেখি। ঘটনার এই মিলে আমি যেন কতকটা বিস্মিত হয়ে পড়ি। আমার মনে হলো, এ যেন অদৃষ্টেরই অঙ্গুলি-সংকেত। আমার এ-কুসংস্কারকে ক্ষমা করবেন নিশ্চয়ই। তারপর সুপারিশের কথা। এ-ক্ষেত্রে তার কোনো দরকার আছে বলে আমি মনে করিনে। আমি আপনাকে পছন্দ করেছি—আমার এ-সংস্কারই এ-ক্ষেত্রে যথেষ্ট। বাস্‌। এখন আপনি সম্মত হতে পারবেন কি না, তাই বলুন।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ হাঁ, নিশ্চয়ই আমি সম্মত এবং আপনার বিশ্বাসের যোগ্য হবার চেষ্টা করব। কিন্তু এখানে একটা কথা পরিস্কার

হওয়া দরকার। আমি আপনার ছেলের শিক্ষার ভারগ্রহণ করতে রাজী আছি বটে, কিন্তু তার তত্ত্বাবধানের ভারগ্রহণে সম্মত নই। আমি এমন-কিছুর ভারগ্রহণ করতে পারিনে, যার ফলে আমার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে।

যেন মাছি তাড়াচ্ছেন, এইভাবে সিপিয়াজিন তাঁর হাত একদিক থেকে আরেক দিকে সঞ্চালিত করলেন।

—এ বিষয়েও আপনার সংকোচের কারণ নেই। আমি শিক্ষকই চেয়েছি—তত্ত্বাবধায়ক চাইনি। যা'ক্, এখন পারিশ্রমিকের কথাটা? বিশ্রী টাকা-পয়সার শর্তটা? সেটাও শেষ হয়ে যা'ক। কি বলেন?

কি বল্‌বে নেজ্‌দানোভ ভেবে পেলে না।

সিপিয়াজিন সমুখে ঝুঁকে পড়ে তাঁর আঙুলের ডগায় নেজ্‌দানোভকে স্পর্শ করে বল্‌লেনঃ আমি মনে করি, এ-সব ব্যাপার ঠিক করতে ভদ্রলোকদের দু'কথার বেশী লাগে না। মাসে আমি আপনাকে একশ' রুবল ও সমস্ত যাতায়াত-খরচা দেব। রাজী?

নেজ্‌দানোভের মুখ লাল হয়ে উঠ্‌লো।

—আমি যা চাইতুম, এ তার চাইতে অনেক বেশী...কারণ আমি—

বাধা দিয়ে সিপিয়াজিন বল্‌লেনঃ যাক, তা' হ'লে কথাটা ঠিক হ'য়ে গেল মনে করতে পারি। এখন আপনাকে আমাদের বাড়ীর একজন বলেই ভাবতে পারি। তিনি আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং খুব খুশী হ'য়ে নিজেকে প্রসারিত করলেন—যেন এইমাত্র তিনি একটি জবর উপহার পেয়েছেন। তাঁর হাবভাবে একটা আত্মীয়তার সহজ অমায়িকতা ও রহস্যপ্রিয়তা ফুটে উঠ্‌তে লাগল।

আত্মীয়তার সহজ সুরে তিনি বল্‌লেনঃ আমরা দু'এক দিনের মধ্যেই রওনা হবো। শহরে-বাঁধা ব্যস্তবাগীশ নেহাৎ গদ্য-মানুষ আমি, কিন্তু বসন্ত কালটা দেশেই আমার ভালো লাগে...আজ থেকেই আপনি...তুমি আমাদের পরিবারভুক্ত হলে। আমার স্ত্রী ছেলে সাথে নিয়ে আগেই যাত্রা করেছেন—সম্ভবতঃ তাঁরা এতক্ষণে মস্কোয় পেঁাছে গেছেন। আমরা একেবারে প্রকৃতির কোলে গিয়েই তাঁদের ধরবো। উভয়ে সংগীবিহীন হ'য়ে যাব—যেন দুই অবিবাহিত বন্ধু। হা, হা, হা—বলে ছেলেমানুষের মতো নাকীসুরে তিনি হাসতে লাগলেন।

ওভারকোটের পকেট থেকে নিজের পকেট-বই বা'র করে তিনি তার ভেতর থেকে একটি কার্ড টেনে নিলেন।

—এই আমার ঠিকানা। কাল বেলা বারোটায় আমার সাথে দেখা ক'রো। এই নিয়ে আরো আলোচনা করা যাবে। শিক্ষা সম্পর্কে আমার

কয়েকটা অভিমতও তোমায় শোনাতে চাই। কখন যাত্রা করা যাবে, তা-ও তখন ঠিক করা যাবে।

সিপিয়াজিন নেজ্‌দানোভের হাত টেনে নিলেন। একদিকে একটু ঝুকে পড়ে নীচুস্বরে তিনি বল্‌লেনঃ সে কথা যাক্‌, টাকার দরকার থাক্‌লে চাইতে সংকোচ করো না তুমি। তোমায় এক মাসের বেতন আগাম দিতে পারি।

নেজ্‌দানোভ ভেবে পেলে না, কি বল্‌বে। এই দয়ার্দ্রচিত্ত হাসিমুখ অপরিচিত ব্যক্তিটির মুখের দিকে সে হতবুদ্ধির মতো চেয়ে রইল।

সিপিয়াজিন নেজ্‌দানোভের কানে কানে জিজ্ঞেস করলঃ তা' হ'লে টাকার দরকার নেই তোমার?

—কাল বল্‌ব। নেজ্‌দানোভ অবশেষে বল্‌লে।

—তা'হলে আসি। গুড্‌বাই। সিপিয়াজিন নেজ্‌দানোভের হাত ছেড়ে দিয়ে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়ালো।

নেজ্‌দানোভ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলোঃ একটা কথা জান্‌তে চাই। আপনি বলেছেন, আমার নাম প্রথমে আপনি থিয়েটারে জানতে পেরেছেন। কিন্তু বললে কে?

—এমন একজন, যিনি তোমার খুবই পরিচিত—হয়ত বা তোমার আত্মীয়ও। প্রিন্স...

—এডিক্যাম্প?

—হাঁ।

নেজ্‌দানোভ আগের চাইতেও লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, কিন্তু কোনো কথা বল্‌লে না। সিপিয়াজিন আবার তার করমর্দন করলেন, কিন্তু এবার কোনো কথা বললেন না। তারপর প্রথমতঃ তার দিকে, পরে প্যাকলীনের দিকে মাথা নুইয়ে দ্বারে গিয়ে হ্যাট মাথায় দিলেন এবং আত্মপ্রসাদের হাসি মুখে নিয়ে চলে গেলেন।

চার

সিপিয়াজিন ঘরের চৌকাট মাড়াতে না মাড়াতেই প্যাকলীন আসন থেকে লাফিয়ে উঠ্‌ল। দৌড়ে' নেজ্‌দানোভের কাছে এসে তাকে অভি-নন্দন জানাতে শুরু করলে।

খুশীতে ফেটে পড়ে সে চীৎকার করে উঠলঃ খুব বড়লোক বাগিয়েছ

হে। জান ইনি কে? ইনি একজন বিখ্যাত লোক, জারের পার্শ্বচর। আমাদের সমাজের গৌরব, দেশের ভারী মন্ত্রী।

নেজ্‌দানোভ নীরসস্বরে বললেঃ আমি কখনো এ'র নাম শুনিনি।

প্যাকলীন হতাশভাবে উপরদিকে বাহু আন্দোলিত করলে।

—ঠিক এইখানেই আমরা ভুল করছি, আলেক্সী মিট্রিস! আমরা কাকেও চিনিনে। সমস্ত পৃথিবীটাকে আমরা উল্‌টিয়ে ফেল্‌তে চাই, অথচ বাস করছি আমরা দুনিয়ার বাইরে, দু'চার জন বন্ধুবান্ধবের মাঝে, নিতান্ত সংকীর্ণ পরিবেষ্টনে।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ তুমি ভুল করছ। শত্রুদের মাঝে যাই নে এ-কথা ঠিক, কিন্তু সমশ্রেণীর লোক—জনসাধারণের সাথে সব সময়ই তো আমরা মিশে থাকি।

প্যাকলীন বাধা দিয়ে বল্‌লেঃ শত্রুদের দিকে সব সময়েই পিঠ ফিরিয়ে থাকা, তাদের বুঝতে চেষ্টা না করা আমার মতে বোকামী—স্রেফ বোকামী। নেক্‌ড়ে বাঘকে গুলী করতে হ'লে আগে জঙ্গলে ঢুকে তার ঠিকানা জান্‌তে হয়। জনসাধারণের সাথে মেশামেশির কথা এইমাত্র তুমি বল্‌লে। কিন্তু বন্ধু! ১৮৬২ সালে পোলেরা জঙ্গলেই বিপ্লবী দল গড়ে তুলেছিল। আমরা এখন সেই জঙ্গলে—মানে জনসাধারণের মাঝে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। বাস্তব জঙ্গলের চাইতে তার অন্ধকার ও ভয়াবহতা মোটেই কম নয়।

—তা'হ'লে কি করতে বল আমাদের?

—হিন্দুরা জগন্নাথের রথের চাকার নীচে আত্মসমর্পণ করে; তার ফলে তারা পিষ্ট হয়, কিন্তু এই মৃত্যুকে বরণ করে তারা রসোন্মাদনায়। আমাদেরও জগন্নাথ আছে এবং তা পিষ্টও করে, কিন্তু হিন্দুদের সে মৃত্যুর উন্মাদনার আনন্দ এখানে নেই।

নেজ্‌দানোভ প্রায় চীৎকার করেই ব'লে উঠ্‌লঃ তা'হ'লে আমাদের কি করতে বল তুমি? তুমি কি চাও, আমরা প্রচারমূলক নভেল লিখ্‌তে শুরু করে দিই?

নিজের বাহু দ্বিভাজ করে তার উপর মাথা রেখে প্যাকলীন বল্‌লেঃ নভেল লিখবার ক্ষমতা তোমার যথেষ্টই আছে। চমৎকার তোমার সাহিত্যিক মেজাজ। কিন্তু এ-সম্পর্কে আমি কোনো কথা বলব না। আমি জানি, এ তুমি পছন্দ কর না। আমার কথা শুধু এইটুকু যে, ছোট-বড় সমস্ত ধরনের মানুষ সম্পর্কেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা তোমার উচিত। অস্ট্রডুমোভ শ্রেণীর লোকদের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর

করে থাকা আমাদের উচিত নয়। এরা খুবই সৎ ও নির্ভরযোগ্য লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু অত্যন্ত নির্বোধ। তার জুতোর তলাটা দেখলেই বুঝতে কষ্ট হয় না, ওটা আনাড়ীর তৈরী। কিছুক্ষণ আগে সে অমন-ভাবে তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন? কারণ আর কিছুই নয়, সে চায়নি যে একজন য়্যারিস্টোক্রাটের সাথে সে একঘরে থাকে।

নেজ্‌দানোভ যেন ফেটে পড়লঃ আমার সুমুখে অস্ত্রোডুমোভ সম্পর্কে ও-রকম কথা বলো না। সস্তা বলেই সে মোটা চামড়ার জুতো পরে।

—আমি সে-অর্থে এ-কথা বলিনি। প্যাকলীন বল্‌লে।

নেজ্‌দানোভ স্বর উঁচুতে তুলে বলতে লাগলঃ সে যে য়্যারিস্টোক্রাটের সাথে একঘরে থাকতে রাজী হয়নি, তার জন্য তাকে প্রশংসাই করতে হয়। দরকার মনে করলে সে যে-কোনরূপ স্বার্থত্যাগ করতে পারে। মৃত্যুবরণ তার পক্ষে অতি সহজ—যা তোমার আমার পক্ষে খুবই কঠিন।

প্যাকলীন মুখ কাঁচুমাচু করে তার অস্থিচর্মসার পঙ্গু পায়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বল্‌লেঃ আমার মতো লোকের সাথে কেন এ-যুদ্ধ-সাজ ভাই! কিন্তু এ-আলোচনা এখন থাক। সিপিয়াজিনের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে, এতে আমি আনন্দিত এবং এর ফলে আমাদের কাজের কিছু সুবিধে হবে, এ-সম্বন্ধেও আমি আশান্বিত। অভিজাত সম্প্রদায়ের সাথে মিশবে, এ-যাবৎ কেবল-শুনে'-আসা অভিজাত-শ্রেণীর সুন্দর-সুন্দরীদের সাথে এখন তোমার দহরম-মহরম চল্‌বে, এ একটা খুবই বড় লাভ। তুমি যদি ইপিকিউরীয় মতাবলম্বী—ভোগবিলাস-বাদী হ'তে, তবে তোমার এ-সমাজে মেশায় আমার আপত্তি হতো। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই সে-উদ্দেশ্যে অভিজাত সম্প্রদায়ে মিশতে যাচ্ছ না। তাই নয় কি?

নেজ্‌দানোভ বললেঃ জীবিকা অর্জন করতেই আমি সেখানে যাচ্ছি। পরে নিজের মনে মনে বললেঃ তোমাদের সকলের সংশ্রব থেকে দূরে থাকাও আমার একটা উদ্দেশ্য।

—তা' ঠিক, তা' ঠিক। তাই তো আমি বড়লোকদের আচার-ব্যবহারের সাথে পরিচিত হতে তোমায় উপদেশ দিচ্ছি। পরে জোরে নিশ্বাস টেনে বল্‌লেঃ বাঃ! ভদ্রলোক কি চমৎকার সুগন্ধ রেখে গেছেন!

নেজ্‌দানোভ নীরস স্বরে বল্‌লেঃ ভদ্রলোক প্রিন্স জি...'র সাথে আমার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই আমার সম্বন্ধে সমস্ত কথাই জান্‌তে পেরেছেন।

—'সম্ভবতঃ' নয়, নিশ্চয়ই। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? আমি তো বলি, শুধু এই কারণেই তিনি তোমায় নিতে চেয়েছেন। তাদের সাথে তুমি বেশ মিশে যেতে পারবে। রক্ত-সম্পর্কে তুমিও একজন য়্যারিস্টোক্রাট—কাজেই তাঁদের সমকক্ষ। যা'ক, আর নয়। এখন অফিসে—আমার শোষণকারীর কাছে যাওয়া যা'ক। গুড্‌বাই!

প্যাকলীন দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো। কতকটা অনুনয়ের স্বরে বলতে লাগলোঃ এলিওশা, তুমি আমায় সত্যি আজ নিরাশ ক'রে ফিরিয়ে দিলে। জানি টাকার অভাব তোমার হবে না, কিন্তু তোমাদের মহান ব্রতে আমারও কিছুটা সেবা গ্রহণ করো। আমি আর কোনো দিক দিয়ে তোমাদের সাহায্য করতে পারব না—একমাত্র অর্থের দিক ছাড়া। এই আমি দশ রুবল টেবিলের উপর রাখলুম। নেবে না ভাই?

নেজ্‌দানোভ নিস্তব্ধভাবে বসে রইলো—কোনো কথা বল্‌লো না।

প্যাকলীন খুশী হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লঃ মৌনং সম্মতি লক্ষণং। ধন্যবাদ। ব'লে স'রে পড়লো।

নেজ্‌দানোভ একা। অপ্রশস্ত আধো-অন্ধকার প্রাঙ্গনের দিকে সে চেয়ে রইল। এই গ্রীষ্মকালেও সেখানে সূর্যের আলো পড়েনি। নেজ্‌দানোভের মনে একটা বিষাদের অন্ধকার যেন গুমোট মেরে রইল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—নেজ্‌দানোভের পিতা প্রিন্স জি...। তিনি ছিলেন রুশিয়ার জঙ্গীলাটের সহকারী। তার মা তার পিতার গভর্নেস্‌ ছিলেন। খুবই সুন্দরী ছিলেন তিনি—কিন্তু নেজ্‌দানোভের জন্মের দিনই তিনি মারা যান। নেজ্‌দানোভের প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয় একজন উৎসাহী কড়া সুইসদেশীয় শিক্ষকের অধীনে এক বোর্ডিং-স্কুলে। তারপর সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। তার উচ্চাভিলাষ ছিল সে একজন আইনজীবী হবে। কিন্তু তার পিতার ছিল ঘোরতর নিহিলিস্ট-বিদ্বেষ। তিনি তাকে ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব এবং যাকে তিক্ত হাসির সাথে নেজ্‌দানোভ বল্‌তো 'রসতত্ত্ব' (aesthetics), তাই নিতে বাধ্য করলেন। বছরে মাত্র চারবার তিনি পুত্রের সাথে দেখা করতেন বটে, কিন্তু তার তত্ত্বাবধানের কোনো ত্রুটী করতেন না। মৃত্যুর সময় তিনি তাকে তার মা 'নাস্তিন্‌কা'র স্মরণ-চিহ্নরূপে ছ'হাজার রুবল দিয়ে যান। নেজ্‌দানোভ এই টাকারই সুদ পেতো তার ভাইদের নিকট থেকে—যাকে তাঁরা বলতেন 'ভাতা'। তাই প্যাকলীন নেজ্‌দানোভকে য়্যারিস্টোক্রাট বল্‌তো।

আভিজাত্যের সমস্ত নিদর্শনই তার মধ্যে ছিল পরিস্ফুট। তার ক্ষুদ্র নাক, হাত, পা—তার ক্ষুদ্র কিন্তু সুন্দর গঠন, সূক্ষ্ম চর্ম, ঢেউতোলা চুল —তার মধুর কণ্ঠস্বর—এ-সবই ছিল পূর্ণমাত্রায় আভিজাত্যের পরিচায়ক। খুব উদ্ধত, অনুভূতিপ্রবণ, খেয়ালী ছিল তার প্রকৃতি। যে মিথ্যা পারিপার্শ্বিকতায় সে আবাল্য প্রতিপালিত, তার ফলে সে পেয়েছিল কতকটা কোপনস্বভাব। কিন্তু স্বাভাবিক ঔদার্যের ফলে তার এই স্বভাবে সন্দিগ্ধতা বা অবিশ্বাসের স্থান ছিল না। এই মিথ্যা পরিপার্শ্বই তার সমস্ত সত্তায় এনে দিয়েছিল একটা অবিমিশ্র অসামঞ্জস্য। তার সব-কিছুতেই ছিল উৎকট নিয়ম-নিষ্ঠা এবং এইদিক দিয়ে তার প্রকৃতি ছিল যেন কতকটা খুঁৎখুঁতে রকমের। বাইরের দিকে সে মানব-দ্বেষী ও কঠোরভাষী হতে চেষ্টা করতো বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ সে ছিল আদর্শ-বাদী। একই সময়ে সে ছিল আবেগপ্রবণ ও পবিত্রমনা, সাহসী ও ভীত। অনুতপ্ত পাপীর মতো সে হতো নিজের পাপে লজ্জিত। নিজের ভীরুতার জন্যও তার ছিল যেমন অপরিসীম লজ্জা, নিজ মনের পবিত্রতার জন্যও তার সে-লজ্জা কম ছিল না। সব রকম আদর্শবাদকে বিদ্রূপ করা সে মনে করত একটা কর্তব্য। অন্তরটি ছিল তার স্নেহপ্রবণ, কিন্তু সকলের নিকট থেকে সে নিজেকে যথাসাধ্য সরিয়ে রাখ্‌তো। সে সহজেই উত্যক্ত হয়ে উঠতো বটে, কিন্তু কারো প্রতি বিদ্বেষ তার মনে স্থান পেতো না। তার পিতা তাকে 'রসতত্ত্ব' নিতে বাধ্য করায় সে চটে গিয়ে প্রকাশ্যে রাজনীতির ও সমাজনীতির চর্চায় মেতে ওঠে বটে, গোপনে কিন্তু শিল্প, কবিতা প্রভৃতির চর্চাই সে করতে থাকে এবং মনের রসঘন মুহূর্তে সে অনেক কবিতাও লিখে ফেলেছিল। কিন্তু কবিতার খাতা সে খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখত, এক প্যাকলীন ছাড়া সেন্টপিটার্সবুর্গের কোনো বন্ধুই এ-খবর জানতে পারেনি। নিজের কবিতার উল্লেখ মাত্রেই নেজ্‌দানোভ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌তো; কারণ নিজের কবিতা লেখার এই প্রবৃত্তিটাকে একটা অমার্জনীয় দুর্বলতা ব'লেই সে মনে করতো। তার সুইসদেশীয় শিক্ষকটি অনেক-কিছুই তাকে শিখিয়েছিলেন—কোনোরূপ কঠিন কাজেই দ'মে যাওয়া তার স্বভাব নয়। কিন্তু কোনো কাজেই সে দীর্ঘদিন লেগে থাকতে পারতো না। বন্ধুবান্ধব সবাই তাকে ভালবাসতো—তার ন্যায়-পরতার স্বাভাবিক অনুভূতি, তার দয়া, তার অন্তরের নির্মলতা তাদের মুগ্ধ করতো। কিন্তু জীবনযাত্রার পথ তার যে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, তা সে ভালো করেই জানতো। তাই বন্ধুবান্ধবের আন্তরিক ভালোবাসা পাওয়া সত্ত্বেও সে বোধ করতো নিজেকে নিতান্তই একাকী।

জানালায় দাঁড়িয়ে সে কতো কথাই ভাবল। জীবনে যে নতুন পরিবর্তন বরণ করতে যাচ্ছে সে, তার কতো সুখ-দুঃখের ভবিষ্যৎ-ভাবনাই না তার মনে একের পর এক ভিড় করতে লাগল। সেন্টপিটার্সবুর্গ ছেড়ে যাওয়ায় তার দুঃখ ছিল না মোটেই, কারণ বাঁধনের টান কি-ই বা আছে এখানে! কিন্তু তবু সে যেন কিছুতেই মন স্থির করতে পারছিল না, যেন একটা অহেতুক বিষাদ তাকে ঘিরে রইলো।

—দুত্তোর! আমি আবার কাব্যজগতে ফিরে যাচ্ছি নাকি? বলে জানালা থেকে সে ফিরে এলো। টেবিলের উপর তখনো প্যাকলীনের দে'য়া দশ-রুবলের নোটখানা পড়েছিল। নোটখানা সে পকেটে পুরে ঘরে পায়চারি শুরু করল।

—আমায় সে আগাম টাকা নিতেই হবে। সে মনে মনে বলে চল্‌লোঃ ভদ্রলোক বেশ প্রস্তাবটি করেছেন কিন্তু। একশ' রুবল...ভাইদের নিকট থেকে আর একশ'। আমার দেনা মেটাতে যাবে পঞ্চাশ, ভ্রমণে যাবে পঞ্চাশ-ষাট, বাকী সব অস্ট্রোডুমোভকে দে'য়া চল্‌বে। তার উপর থাক্‌ল প্যাকলীনের এই দশ রুবল। (এ-ছাড়া মার্কুলোভের কাছ থেকেও বোধ হয় পাওয়া যাবে কিছু...)

এই হিসেবের জগৎ থেকে তার মন আবার কখন কাব্যজগতে উধাও হয়ে গেলো, সে টেরও পেলে না। তার হাত নিতান্ত অহেতুকভাবে টেবিলের দেরাজে ঢুকে গেলো এবং একটা খাতা টেনে বা'র করলো। খাতাটি ব্যবহারে পুরানো হ'য়ে গেছে। খাতাটি নিয়ে সে চেয়ারে বসে পড়লো। ক্রমে তার উপর কলম চল্‌তে লাগ্‌লো।

ঘরের দরজা একটু ফাঁক হলো—সেখানে মাশুরিনার মাথা দেখা দিল। কিন্তু নৈজ্‌দানোভ লেখায় এমনি ব্যস্ত ছিল যে তা দেখতে পেলে না। মাশুরিনা স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলো, পরে মাথা টেনে নিলে। নেজ্‌দানোভ হঠাৎ সোজা হ'য়ে বসে মাশুরিনাকে দেখ্‌তে পেলে। কতকটা বিরক্তির সুরে সে বলে উঠলোঃ ওঃ তুমি, মাশুরিনা? সে খাতাটা তাড়াতাড়ি দেরাজে লুকিয়ে ফেল্‌লো।

দৃঢ়পদক্ষেপে মাশুরিনা ঘরের ভিতরে চলে এলো।

এসেই শুরু করলেঃ অস্ট্রোডুমোভ আমায় পাঠিয়ে দিলে। সে জান্‌তে চায় টাকাটা কখন পাওয়া যাবে। আজকেই দেওয়া সম্ভব হলে আজই রওয়ানা হয়ে পড়তে পারি।

ভ্রূভঙ্গিসহকারে নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ না, আজ দিতে পারব না। কাল এসো।

—কাল কখন ?

—দুটোয়।

—বেশ।

মাশুরিনা কিছুক্ষণ নীরব রইলো। পরে নেজ্দানোভের দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিলে।

সম্ভবতঃ তোমায় বাধা দিলুম। এ-জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু জান তো...আমি চলে যাচ্ছি...কে জানে আবার আমাদের দেখা হবে কি না ...তোমার নিকট বিদায় নিচ্ছি, নেজ্দানোভ।

নেজ্দানোভ মাশুরিনার ঠাণ্ডা লাল্চে আঙুলগুলির উপর চাপ দিলে। বল্লেঃ যে-ভদ্রলোকটি আজ এখানে এসেছিলেন, তাঁকে চেনো তুমি ? তাঁর সঙ্গে আমার সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেছে। তাঁদের বাড়ী যাচ্ছি আমি। তাঁর বাড়ী হচ্ছে গ্রামে—শহর থেকে তা' বেশী দূর নয়।

স্মিতহাস্যে মাশুরিনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্ল।

—কি বল্লে ?...গ্রামে, শহরের কাছে ? তা'হ'লে তো আবার আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হ'তে পারে ? পরে গভীর আবেগভরে বলে উঠ্লঃ ওঃ, এলেক্সী মিট্রিস!

নেজ্দানোভ জিজ্ঞেস করলেঃ কি বল্ছো ?

মাশুরিনা আবেগ সংযত ক'রে নেজ্দানোভের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইলে।

—কিছু নয়। বিদায় তবে এলেক্সী মিট্রিস! বিদায়। ও কিছু নয়। আবার নেজ্দানোভের করকম্পন করে সে দ্রুত চলে গেলো।

নেজ্দানোভ ভাব্লেঃ সেন্টপিটার্সবুর্গে এই খেয়ালী মেয়েটির চাইতে অন্তরঙ্গ আর কেউ নেই আমার।

পরদিন সকালে নেজ্দানোভ সিপিয়াজিনের বাড়ী গেল। একটি সুসজ্জিত কামরায় তাকে নিয়ে যাওয়া হলো। কামরাটি উদারনৈতিক রাজনীতিকের মর্যাদার অনুরূপই বটে। ভদ্রলোক একরাশ কাগজপত্র সুমুখে নিয়ে বসেছিলেন। একঘণ্টা ধরে তাদের কথাবার্তা হলো। নেজ্দানোভ তাঁর প্রাজ্ঞ, ভদ্র, মুরুব্বিয়ানাপূর্ণ বক্তৃতা মন দিয়ে শুন্লো। অবশেষে একশ' রুবল নিয়ে চলে এলো।

দশদিন পরে এই একই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাথে তাকে একখানা রিজার্ভ-করা প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর কামরায় পাশাপাশি বসে আলাপ করতে দেখা গেলো।

পাঁচ

পাথরে তৈরী বিরাট বাড়ী। সম্মুখ ভাগটা গ্রীক ফ্যাশানের। ঊনবিংশ শতাব্দীর ২০-৩০ সালের মাঝে কোনো বছরে সিপিয়াজিনের পিতা এটি তৈরী করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত জমিদার —মুষ্টিযুদ্ধে তাঁর খ্যাতি ছিল অসাধারণ।

এই বাড়ীরই বৈঠকখানায় বসে' সিপিয়াজিনের স্ত্রী ভ্যালেন্টিনা মিহেলোভ্না। অসামান্য সুন্দরী। স্বামীর আগমনের টেলিগ্রাম পেয়েছেন—প্রতি মুহূর্তে তাঁরই আগমন-প্রতীক্ষা করছেন। ঘরটি আধুনিক রুচি-অনুযায়ী চমৎকার ভাবে সাজানো। বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র চিত্রখচিত পর্দা থেকে শুরু ক'রে টেবিলের উপর সাজানো ব্রোঞ্জ ও স্ফটিকনির্মিত নানারূপ ছোটখাট জিনিস—সব-কিছুতেই একটা মনোহারিতা ও সুরুচির পরিচয় পরিস্ফুট। মুক্ত প্রশস্ত জানালা-পথে বসন্তকালীন সূর্য-রশ্মি এসে পড়ায় সবই যেন একই সুরে ঔজ্জ্বল্যে মাধুর্যে হেসে উঠেছে। লিলি ফুলের বড় বড় তোড়া ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো। অদূরবর্তী বাগান থেকে ভেসে-আসা মৃদুমন্দ বাতাস এই ফুলের তোড়ায় মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে ঘরটিকে একটি সুমিষ্ট গন্ধে ভরিয়ে দিচ্ছিল।

কি সুন্দর চিত্রটি! একে সম্পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন গৃহকর্ত্রী স্বয়ং। যেন নিষ্প্রাণ-প্রতিমায় তিনি জীবনসঞ্চার করে তাকে সার্থক করে তুলেছেন। বয়স তাঁর ত্রিশ। একহারা চেহারা, ঘনকৃষ্ণ চুল, মেডোনার চিত্রের মতোই সুশ্রী দেহের রং, মখ্মলের মতো কোমল অপূর্ব গভীর চোখ দু'টি। তাঁর পান্ডুর ঠোঁট দু'টি যেন একটু বেশী রকম পূর্ণ, তাঁর স্কন্ধদ্বয় একটু অতিরিক্ত রকমে চতুষ্কোণ, তাঁর হাত দু'টি যেন একটু বেশী বড়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও যারা দেখেছে তাঁর ভেসে-চলার ন্যায় মনোহর গতিভঙ্গি, তাঁর সরু হস্তধৃত কুসুম-আঘ্রাণ-কালীন মুখের মৃদুমধুর হাসি, বা আয়নার সুমুখে ব'সে কেশবিন্যাস কালের তাঁর অর্ধমুদিত অপূর্ব চোখ, তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবে, এমন আকর্ষণের বস্তু এ-দুনিয়ায় নেই—হ'তে পারে না।

একটি নয় বছরের সুশ্রী ছেলে তার কোঁক্ড়ানো চুল দুলিয়ে ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করে ভ্যালেন্টিনাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। তার পরনে পাহাড়ে পোশাক। পায়ে জুতো ছিল না। তার কোক্ড়ানো চুল থেকে পমেটমের সুগন্ধ ভুর ভুর ক'রে বেরুচ্ছিল।

—কি চাও, কোলিয়া? ভ্যালেন্টিনা জিজ্ঞেস করলেন। মখ্‌মল-কোমল তাঁর চোখ দুটির মতো তাঁর স্বরও আশ্চর্য রকম কোমল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছেলেটি শুরু করলেঃ মা, কয়েকটি লিলিফুল নিয়ে যেতে দাদী-মা আমায় পাঠিয়েছেন...তার ওখানে নেই কিনা।

ভ্যালেন্টিনা মিহেলোভ্‌না ছেলের চিবুক ধরে তার মাথা উঁচু করে তুল্‌লেন। বললেনঃ দাদী-মাকে ব'লো, মালীকে যেন ফুল আনতে পাঠিয়ে দেয়। এগুলো আমার। দেওয়া চল্‌বে না। আমি যা বলেছি বল্‌তে পারবে?

বালক মৃদুস্বরে বল্‌লেঃ হাঁ, পারব।

—বল দেখি?

—আমি বল্‌ব...বল্‌ব...যে, ফুল তুমি দেবে না।

ভ্যালেন্টিনা হেসে উঠ্‌লেন। হাসিও কোমল।

—দেখ্‌ছি, তোমায় দিয়ে কাউকে কোনো খবর পাঠানো বৃথা। যাক, তোমার যা ইচ্ছে হয়, তাকে ব'লো।

বালক তাড়াতাড়ি মায়ের আঙ্‌টি-শোভিত হাতে চুমু খেয়ে চ'লে গেল।

ভ্যালেন্টিনা বালকের গমন-পথের দিকে চেয়ে রইলেন। পরে একটা নিশ্বাস ফেলে সোনার-তার-দিয়ে-ঘেরা একটা খাঁচার দিকে এগিয়ে গেলেন। খাঁচার ভেতরে ছিল একটা সবুজ রঙের তোতা পাখী। পাখীটাকে কতক্ষণ খুঁচিয়ে বিরক্ত করলেন। পরে নিকটস্থ কৌচে বসে একটা মাসিক কাগজের পাতা উল্‌টাতে লাগ্‌লেন।

পেছনে সম্ভ্রমপূর্ণ কাশির আওয়াজ শুনে তিনি ফিরে তাকালেন—একজন চাকর দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে। পরনে তার পরিচ্ছন্ন পোশাক, গলায় সাদা গলাবন্ধ। চেহারাও বেশ।

—কি চাও আগাফন? এবারকার স্বরও আগের মতোই কোমল।

—সিমিয়ন পেট্রোভিচ্‌ কলোমিজেফ এসেছেন। তাঁকে এখানে নিয়ে আস্‌ব কি?

—নিশ্চয়ই। আর মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্‌নাকে এই বৈঠকখানায় আস্‌তে বলো।

ভ্যালেন্টিনা মাসিকপত্রখানা টেবিলের উপর ছুড়ে ফেলে দিলেন। যেন কি চিন্তা করছেন, এইভাব দেখিয়ে উপরদিকে চেয়ে রইলেন। এই ভঙ্গিতেই তাঁকে মানাতো ভালো।

বত্রিশ বছর বয়সের একটি যুবক ঘরে প্রবেশ করলো। এই-ই সিমিয়ন পেট্রোভিচ কলোমিজেফ্‌। তার মন্থর অথচ সহজ গমন-ভঙ্গি,

আকস্মিক মৃদু হাসির সাথে তার একপাশে মাথা নোয়ানোর কায়দা, নাতি-কর্কশ নাতি-মোলায়েম তার কথা বল্‌বার ঢং, ভ্যালেন্টিনার হাত চুমু দেওয়ার সম্ভ্রমাত্মক ভঙ্গি—সবই মনে করিয়ে দিচ্ছিল, আগন্তুক কোনো গ্রাম্য ভদ্রলোক নয়, সেন্টপিটার্সবুর্গের কোনো উচ্চতম অভিজাত বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। পরনে ছিল ইংলিশ ফ্যাশনের পোশাক। টুইড কাপড়ের কোটের বুক-পকেট থেকে সাদা চিক্কন রুমালের রঙীন কোন উঁকি মারছিল। মুখ ছিল ক্লিনশেভ্ করা, চুল ছোট করে ছাঁটা। চেহারায় মেয়েলী ভাব পরিস্ফুট। চোখ দু'টি বড়, ঘনসন্নিবিষ্ট। ক্ষুদ্র চ্যাপ্‌টা নাক, লাল্‌চে ঠোঁট দু'টি। তার অমায়িক মেজাজে সম্ভ্রান্ত বংশের পরিচয় ধরা পড়ে। অনর্গল কথা বলে যাওয়া তার স্বভাব; কিন্তু কেউ তাকে বিরক্ত করলে কিংবা তার রক্ষণশীল মতামতে, ধর্ম-বিশ্বাসে বা দেশপ্রেমে আঘাত করলে সে উঠ্‌ত একেবারে ক্ষেপে—তার প্রতি তার ঘৃণা-বিদ্বেষের অন্ত থাক্‌তো না। তখন সে হয়ে উঠ্‌তো হিংস্র। তার সমস্ত ভদ্রতার মুখোস এক মুহূর্তে পড়তো খসে। তার কোমল চোখ দু'টিতে তখন ফুটে উঠ্‌তো একটা বর্বর নিষ্ঠুরতা—সুন্দর মুখ থেকে বেরুতো কদর্য কথার স্রোত। শুধু তাই নয়, কর্তৃপক্ষকে বলে তাকে শাস্তি দিতে না পারলে তার আর শান্তি হতো না।

এক সময়ে তার পূর্বপুরুষেরা ছিল মালী। সিমিয়ন পেট্রোভিচ্ হঠাৎ একদিন নিজকে অভিজাতবংশের খাঁটী য়্যারিস্টোক্রাট বলে ঘোষণা করল। তার দাবী—ফিল্ড-মার্শাল ব্যারন ভন গ্যালেন্‌মিয়ারের বংশধর তারা। সিমিয়ন জারের পারিষদ এবং মন্ত্রিসভার একজন সভ্য। প্রতিপত্তিশালী বহু বন্ধুবান্ধব তার ছিল এবং অর্থ-সম্পদও ছিল প্রচুর। দু'মাসের ছুটি নিয়ে সে দেশে এসেছিল জমিদারীর তদারক করতে—অর্থাৎ প্রজাদের আরো উৎপীড়ন করতে।

পায়চারী করতে করতে কলোমিজেফ বলে উঠলঃ ভেবেছিলুম তোমার স্বামী ইতিমধ্যেই এসে গেছে। হঠাৎ সে এগিয়ে গিয়ে ভ্যালেন্টিনার মুখে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালে।

ভ্যালেন্টিনা মুখ ভ্যাংচিয়ে বল্‌লেনঃ তোমার এ বদ স্বভাবটা আর গেল না!

কলোমিজেফ পিছিয়ে গেল। ভ্যালেন্টিনার গোপন ইঙ্গিতটুকু তাকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুললো। বললেঃ এরূপ ইঙ্গিত কি ক'রে করতে পার তুমি?

—যাক, কিছু মনে করো না। আমার স্বামী এখনই এসে পৌঁছুবেন।

তাঁকে আন্‌তে স্টেশনে গাড়ী পাঠিয়েছি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে তোমার। ক'টা বাজে এখন?

ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে সোনার ঘড়িটি বা'র করে ভ্যালেন্টিনাকে দেখিয়ে বল্‌লেঃ আড়াইটে। ঘড়িটি দেখ্‌ছ? সার্ভিয়ার রাজকুমার মাইকেল এটি আমায় উপহার দিয়েছে। এই দেখ তার স্বাক্ষর। আমার একজন খুব বড় বন্ধু সে—একত্রে প্রায়ই শিকারে গিয়ে থাকি। চমৎকার লোকটি কিন্তু! শাসনকর্তারই উপযুক্ত। সে বোকা বন্‌বে না কিছুতেই —কিছুতেই না।

কলোমিজেফ একটা চেয়ারে বসে পড়ল। বল্‌লেঃ এদেশে মাইকেলের মতো লোকের খুবই দরকার।

—এদেশের প্রতি তোমার এ বিরাগের কারণ?

কলোমিজেফ মুখ বেঁকিয়ে বল্‌লেঃ কী আছে এদেশে? কতকগুলো আহ্‌মক লোকের আড্ডা। এতে ক'রে সরকারের শক্তি ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে; আর দেশের লোক বিপথে যাচ্ছে—তাদের মনে মিথ্যা আশা জাগছে। সেন্টপিটার্সবুর্গে এ-সম্বন্ধে আমি অনেক কথা বলেছি। কিন্তু কেউ আমার কথা শুনছে না—এমন কি, তোমার স্বামী পর্যন্ত না। সে একজন খাঁটী লিবারেল কিনা।

ভ্যালেন্টিনা সোজা হ'য়ে বসলেন। বললেনঃ কী শুনছি তোমার সম্বন্ধে? তুমি নাকি সরকারের বিরোধিতা করেছ?

—আমি? কখ্‌খনো না। অবিশ্যি মাঝে মাঝে সরকারী নীতির সমালোচনা করি বটে—তবে অবাধ্য হইনে কখনো।

—আর আমি? কখনো সমালোচনাও করি নে—বাধ্যতা-অবাধ্যতারও ধার ধারিনে।

কতকগুলি ফ্রেঞ্চ শব্দের বুক্‌নী দিয়ে কলোমিজেফ্‌ বল্‌লেঃ আমার বন্ধু লেডিস্‌ল্যাস একখানা সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন। সেদিন আমায় তা' পড়িয়ে শুনাচ্ছিলেন। চমৎকার! —আবার কতকগুলো ফ্রেঞ্চ বুক্‌নী।

—বইটি কোথায় প্রকাশ হবে?

—নিশ্চয়ই "রাশিয়ান মেসেঞ্জারে"।

—ও তো পুরানো দলের কাগজ।

—তা হবে। কিন্তু এ-কাগজখানাও দেখছি ক্রমে গ্রাম্যশব্দ ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

কলোমিজেফ হাস্‌লে। আবার কতকগুলো ফরাসী বুক্‌নী

চালিয়ে বললেঃ আধুনিক রুশ-সাহিত্যে আমি আনন্দ পাইনে। ভয়ানক গ্রাম্য হ'য়ে উঠ্ছে এ-সাহিত্য। পাচিকাকেও উপন্যাসের নায়িকা করা হচ্ছে! কী বীভৎস! অবশ্য আমি লেডিস্ল্যাসের উপন্যাস পড়বো। তার উপন্যাসগুলো বেশ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। নিহিলিস্টদের বিরুদ্ধে তাঁর কলম খুবই জোরালো। আমি তাকে খুবই সমর্থন করি।

ভ্যালেন্টিনা তাঁর সুন্দর চোখ দু'টি অর্ধমুদিত ক'রে তার দিকে চাইলেন। বল্লেনঃ সিমিয়ন পেট্রোভিচ্! রুশভাষা বলতে বলতে হঠাৎ অমন ফরাসী বুক্নী চালাও কেন, বল তো? যদি কিছু মনে না করো তো বলতে পারি, এ নিতান্ত পুরানো ফ্যাশান।

—কিন্তু স্বদেশী ভাষায় তোমার মতো পাকাপোখ্ত তো আর সবাই হ'তে পারে না। রুশভাষার প্রতি খুবই শ্রদ্ধা আছে আমার। আদেশ দিতে বা সরকারী উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে এর মতো ভাষা আর নেই। অন্য ভাষার মিশ্রণ থেকে এ-ভাষাকে রক্ষা করতে আমি খুবই উৎসুক—এবং কেরাম্জিনের প্রতি শ্রদ্ধাও আমার সুপ্রচুর। কিন্তু দৈনন্দিন কাজের ভাষা হিসেবে কি ক'রে একে ব্যবহার করা চলে?

—যাক, এ-সম্বন্ধে তোমার সাথে আমি তর্ক করতে চাইনে। তোমার যুক্তি আমার মনে লাগে না।...আশ্চর্য! মেরিয়ানা এখনো আস্ছে না কেন? ব'লে ভ্যালেন্টিনা ঘণ্টা বাজাতেই একজন চাকর ঘরে প্রবেশ করলো।

—মেরিয়ানাকে এখানে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলুম। তাকে তুমি বলোনি?

চাকর উত্তর দিতে না দিতেই দ্বারদেশে তার পশ্চাতে একটি তরুণীকে দেখা গেল। তার পরনে ঢিলে কালো রঙের ব্লাউজ—চুল ছোট করে কাটা। এই-ই মেরিয়ানা ভিকেন্টেভ্না সিনেট্স্কা—সিপিয়াজিনের ভাগিনেয়ী।

ছয়

কাছে এসে মেরিয়ানা বল্লেঃ ভ্যালেন্টিনা মিহেলোভ্না! আমি কাজে বড্ড ব্যস্ত ছিলুম, তাই এতক্ষণ আসতে পারিনি। সেজন্য আমি দুঃখিত। ব'লে সে কলোমিজেফের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে ঘরের এক কোনে গিয়ে বসলো এক ক্ষুদ্র টুলের উপর সেই তোতাপাখীটার কাছে। তোতাটা তাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে পাখার ঝাপ্টা দিতে লাগ্লো।

তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে ভ্যালেন্টিনা জিজ্ঞেস করলেনঃ এত দূরে কেন, মেরিয়ানা? পরে কলোমিজেফের দিকে ফিরে বল্‌লেনঃ দেখ সিমিয়ান পেট্রোভিচ্! তোতা পাখীটা নিশ্চয়ই আমাদের মেরিয়ানার প্রেমে পড়েছে।

—এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

—কিন্তু পাখীটা আমায় দেখতে পারে না।

—তাই নাকি? ভারী অদ্ভুত! সম্ভবতঃ তুমি ওকে খুঁচিয়ে বিরক্ত কর।

—না, না। মোটেই বিরক্ত করিনে। বরং চিনি দিয়ে ওকে খাইয়ে দিই। কিন্তু ও আমার হাত থেকে কিছুই নেবে না।

মেরিয়ানা ও ভ্যালেন্টিনা তীব্রদৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাইলেন। এদের মধ্যে কোনোরূপ স্নেহের আকর্ষণ ছিল না।

ভ্যালেন্টিনার তুলনায় মেরিয়ানা ছিল সাদাসিদে রকমের। গোলাকার মুখ, ঈগলপাখীর মতো সূক্ষ্ম নাক, বড় উজ্জ্বল ধূসর চোখ, মনোহর ভ্রূযুগল, পাত্‌লা ঠোঁট। ঘন কটা রঙের চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা। মিশুক প্রকৃতির নয় বলেই মনে হয়—কিন্তু তার সমস্ত সত্তায় যেন একটা প্রবল আবেগের প্রকাশ-ইঙ্গিত সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। হাত-পা তার ছোট ছোট। তার সুস্থ সুপুষ্ট নমনীয় চেহারা ষোড়শ শতাব্দীর ফ্লোরেন্টাইনের মূর্তি স্মরণ করিয়ে দেয়। গতিভঙ্গি তার অবাধ ও মনোহর।

সিপিয়াজিনের বাড়ীতে মেরিয়ানার অবস্থা ছিল বেশ কিছুটা উৎকট রকমের। তার পিতা ছিলেন পোল্যান্ডের একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি—প্রতিভাগুণে সেনাপতির পদে উন্নীত হয়েছিলেন। কিন্তু রাজ-কোষের তহবিল-তছরূপের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়। বিচারে তাঁর শাস্তি হয়। তাঁর পদবী ও সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাঁকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে তিনি ক্ষমালাভ ক'রে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন বটে, কিন্তু নতুনভাবে জীবন শুরু করতে গিয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে চরম দারিদ্র্যের মাঝে মারা যান। তাঁর স্ত্রী—সিপিয়া-জিনের বোন—এই অপমান ও স্বামীর মৃত্যুর শোক বেশীদিন স'য়ে থাক্‌তে পারেননি; অল্পদিন পরেই তিনিও স্বামীর অনুগমন করেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান মেরিয়ানার ভার তার মামা সিপিয়াজিন গ্রহণ করেন। কিন্তু পরের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে মোটেই তার ভালো লাগতো না। সমস্ত সত্তা দিয়ে সে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে মনে পোষণ করতো।

তার মামীমার সাথে তার মনের দ্বন্দ্ব ক্রমে বেড়েই চলেছিল। ভ্যালেন্টিনা তাকে মনে করত নিহিলিস্ট ও মুক্তবুদ্ধি—আর মেরিয়ানা তার মামীমাকে মনে করতো অজ্ঞান অত্যাচারী। মামার নিকট থেকে—প্রকৃতপক্ষে বাড়ীর সকলের নিকট থেকেই—সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতো। কিন্তু তাই ব'লে কাউকে ভয় করতো না সে। তার প্রকৃতিতে ভয় ব'লে কোনো কিছু ছিল না।

—বিদ্বেষ একটা অদ্ভূত জিনিস। কলোমিজেফ বলতে লাগ্‌লো: সকলেই জানে, ধর্মের দিক দিয়ে আমি ভয়ানক গোঁড়া। কিন্তু যখন দেখি কোনো পাদ্রীকে লম্বা চুলের বাহার দেখিয়ে বেড়াতে, আমিও তখন রাগে অন্ধ না হয়ে পারিনে।

মেরিয়ানা বল্‌লে: আমার বিশ্বাস, চুল সম্বন্ধে আপনার একটা বদ্ধ-মূল সংস্কার আছে। মনে হয়, আমার এই ছোট-করে-ছাঁটা চুলও আপনি সহ্য করতে পারেন না।

ভ্যালেন্টিনা তার দিকে তাকালেন, পরে মাথা নত করলেন। সম্ভবতঃ আধুনিক তরুণীদের কথা শুরু করবার এই সংকোচহীন স্বাধীনতায় তিনি কতকটা বিস্মিত হ'য়ে গেছ্‌লেন।

কলোমিজেফ প্রসন্ন হাসি হাস্‌ল। বললে: অবিশ্যি আমার কিছুটা দুঃখ হয় বই কি, যখন দেখি তোমার এমন সুন্দর কোঁকড়ানো চুলকেও কাঁচির নির্মম কবলে সমর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু মেরিয়ানা! এতে তোমার প্রতি কোনো বিদ্বেষ আমার মনে জাগে না, বরং ভয় হয়, তোমার এই দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতে হয়ত বা...হয়ত বা তোমার মতেই আমায় দীক্ষিত ক'রে ফেলে!

উপযুক্ত রুশশব্দের অভাবে কথাটা ভালো ক'রে বলা হলো না—গৃহস্বামীর আগের মন্তব্যের পর আর ফরাসী শব্দ ব্যবহারেও তার সাহস হলো না।

ভ্যালেন্টিনা বল্‌লেন: মেরিয়ানা এখনো চশ্‌মা ধরেনি, কিংবা গলা-বন্ধ ও আস্তিনের কফের প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জীবজন্তুর ইতিহাস নিয়ে সে বেজায় ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছে—এমন কি, নারী-সমস্যা নিয়েও। নয় কি মেরিয়ানা?

মেরিয়ানাকে অপ্রস্তুত করবার উদ্দেশ্যেই যে এ-সব কথা বলা, তা বুঝতে কারুর বাকী রইলো না। কিন্তু সে অপ্রস্তুত হলো না। বল্‌লে: হাঁ, আমি ও-সব আলোচনা ক'রে থাকি বটে, নারী-সমস্যাটা আমি বুঝতে চেষ্টা করছি মাত্র।

—তা তুমি পার বটে, কারণ তোমার তরুণ বয়েস। পরে কলোমিজে-ফের দিকে ফিরে ভ্যালেন্টিনা বল্‌লেনঃ যাক, আমার মতো তোমারও এ-সব ব্যাপার ভালো লাগে না নিশ্চয়ই—কেমন ?

কলোমিজেফ হাসলে। গৃহকর্ত্রীর এই তরল রহস্যালাপে যোগ না দিয়ে সে পারল না। বললেঃ মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্‌নার মন এখনো আদর্শবাদে পূর্ণ—তারুণ্যের রহস্যময়তা এখনো তাকে ঘিরে আছে।... সময়ে হয়ত...

বাধা দিয়ে ভ্যালেন্টিনা বল্‌লেনঃ আমি নিজের প্রতি অবিচার করেছি। এ-সব সমস্যা নিয়ে আমিও যে মাথা না ঘামাই, তা নয়। বুড়ো হয়ে যাইনি এখনো নিশ্চয়ই !

কলোমিজেফ তাড়াতাড়ি সায় দিয়ে বল্‌লেঃ নিশ্চয়ই না। ও-সব সমস্যা আমারো মনে আসে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, ও নিয়ে আলো-চনা করা উচিত নয়।

মেরিয়ানা বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লেঃ আলোচনা করা উচিত নয় ! কেন ?

—হাঁ, আমি বলি, এ-সব সমস্যা নিয়ে সবাই যত ইচ্ছে চিন্তা করুক ; কিন্তু আলোচনার ব্যাপারে চুপ...বলে কলোমিজেফ নিজের ঠোঁটের উপর আঙুলচাপা দিলে।

আবার বল্‌লেঃ সংবাদপত্রেও এ-সব আন্দোলন-আলোচনা আমি পছন্দ করিনে।

ভ্যালেন্টিনা হেসে উঠ্‌লেন। বল্‌লেনঃ কি ! এ-সব সমস্যা মন্ত্রীরা কমিশননিয়োগে মীমাংসা করুক, এই তুমি চাও নাকি ?

—নয় কেন ? এই সব মূর্খ অনাহারী ভবঘুরের দল—যারা জানে না কিছুই অথচ নিজেদের মনে করে এক একটা 'জিনিয়াস' বলে—তাদের চাইতে এ-সব ব্যাপার ভালো বুঝিনে আমরা ? বোরিস এন্ড্রিভিচ্‌কে এ-কমিশনের প্রেসিডেন্ট সহজেই করা যেতে পারে।

ভ্যালেন্টিনার স্বামী সিপিয়াজিনই বোরিস এন্ড্রিভিচ্‌।

ভ্যালেন্টিনা আরো জোরে হেসে উঠ্‌লেন। বল্‌লেনঃ কিন্তু খবর-দার ! বোরিস এন্ড্রিভিচ্ কিন্তু এক সময়ে জেকবিন দলের একজন চাঁই ছিল।

তোতাপাখীটা চীৎকার করে উঠ্‌লঃ জ্যাকো ! জ্যাকো ! জ্যাকো !

পাখীটার দিকে রুমাল নেড়ে ভ্যালেন্টিনা বল্‌লেনঃ এমন একটা সরস আলোচনায় বাধা দিস্‌নে বল্‌ছি। মেরিয়ানা, ওকে একটু ভদ্রতাজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া তোমার উচিত।

মেরিয়ানা খাঁচার কাছে গেলো। তোতার ঘাড়ে আঙ্গুল বুলিয়ে তাকে আদর করতে লাগ্‌ল। পাখীটাও তার দিকে নিজেকে প্রসারিত ক'রে দিলে।

ভ্যালেন্টিনা বল্‌তে লাগ্‌লেনঃ হাঁ, বোরিস এন্ড্রিভিচের কোনো কোনো কাজে মাঝে মাঝে আমি বেশ একটুখানি আশ্চর্য হয়ে যাই। তার মাঝে যেন একটা...যেন একটা...বাহ্‌বা পাওয়ার জন্য লোভ আছে।

কলোমিজেফ সোৎসাহে ব'লে উঠ্‌লঃ ঠিক কথা। তোমার স্বামী একজন চমৎকার বক্তা বটে, কিন্তু আমারও মনে হয় যেন বাহ্‌বা লাভের একটা ইচ্ছা তার মধ্যে প্রবল। এখন কিন্তু কতকটা বিরক্ত হ'য়ে পড়েছে। নয় কি?

ভ্যালেন্টিনা মেরিয়ানার দিকে বক্রকটাক্ষে চাইলেন। বললেনঃ আমি তা' লক্ষ করিনি।

কলোমিজেফ নীরস স্বরে বল্‌লেঃ হাঁ, এই বড়দিনে সবাই তাকে যেন কতকটা উপেক্ষা করেছে।

ভ্যালেন্টিনা মেরিয়ানার দিকে চোখের ইঙ্গিত করলেন।

কলোমিজেফ মৃদুহাসি হাস্‌লে। চোখ টিপে জানিয়ে দিল, কথাটা সে বুঝেছে। পরে হঠাৎ অনাবশ্যক উচ্চস্বরে বলে উঠ্‌লঃ মেরিয়ানা! এবারও তুমি স্কুলে পড়াতে চাও নাকি?

মেরিয়ানা খাঁচার নিকট থেকে ঘুরে দাঁড়ালো। বল্‌লেঃ খবরটা জান্‌তে কি আপনি খুবই উৎসুক, সিমিয়ন পেট্রোভিচ্‌?

—নিশ্চয়ই।

—নিষেধ করবেন নাকি?

—স্কুলের কথা চিন্তা করাও নিহিলিস্টদের পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। পাদ্রীদের হাতে সমস্ত স্কুলের ভার দেওয়া আমি উচিত মনে করি। ওদের কাজের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে একটি স্কুল পরিচালনা করতেও আমার আপত্তি নেই।

—তাই নাকি? তা...এবার আমি কি করব, সে-সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কিছু স্থির করিনি। গতবার এ-ব্যাপারে আমি সফল হইনি। তা' ছাড়া, এই গরমের দিনে স্কুল পরিচালনা করাও মুশ্‌কিল।

মেরিয়ানা লাল হয়ে উঠল। কথাগুলো বল্‌তে তাকে দস্তুরমতো শক্তিপ্রয়োগ করতে হলো। তখনো পর্যন্ত তার আত্মপ্রত্যয় ছিল টন্‌টনে।

—ভালো ক'রে তৈরী হ'তে পারনি—না? বিদ্রূপাত্মক স্বরে ভ্যালেন্টিনা জিজ্ঞেস করলেন।

—তা' হ'তে পারে।

কলোমিজেফ চীৎকার ক'রে উঠল ঃ আশ্চর্য! কৃষকদের এ. বি. সি. শেখাতে আবার 'তৈরী' হওয়া দরকার নাকি?

ঠিক এই সময়ে 'মা! মা! বাবা এসেছে' চীৎকার করতে করতে কোলিয়া বৈঠকখানায় এসে ঢুকলো। তার পিছনে পিছনে মরালগতিতে ছোট ছোট স্থূল পা ফেলে ঘরে ঢুক্‌লেন এক ধূসরকেশী বৃদ্ধ মহিলা। তাঁর মাথায় টুপি, গায়ে হল্‌দে রঙের শাল। তিনি এসে জানালেন, বোরিস এসেছে।

মহিলাটি সিপিয়াজিনের মা। নাম আনা জহরোভ্‌না। বৈঠকখানার সবাই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে হল পেরিয়ে ছুটে গিয়ে গাড়ী-বারান্দায় হাজির হলেন। গাড়ীবারান্দা থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত পথটুকু হল্‌দে রঙের 'ইউ'-কাঠমণ্ডিত। এই পথ দিয়ে চার ঘোড়ার একটি গাড়ী তাদের দিকে ছুটে আস্‌ছিল। সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভ্যালেন্টিনা তাঁর পকেট-রোমাল নাড়লেন, কোলিয়া আনন্দে চীৎকার করতে লাগল। গাড়ীবারান্দায় এসে গাড়ী থাম্‌লো। কোচবক্স থেকে নীচে নেমে কোচোয়ান গাড়ীর দরজা খুলে সসম্ভ্রমে একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে রইলো। ঠোঁটে, চোখে, মুখের সর্বত্র অমায়িক হাসি ফুটিয়ে, কাঁধের একটি মনোরম ভঙ্গি ক'রে বোরিস এন্ড্রিভিচ্ মাটিতে লাফিয়ে পড়লেন। ভ্যালেন্টিনা হাসিমুখে স্বামীকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করলেন। তাঁরা পরস্পর পরস্পরে তিনবার চুমু খেলেন। কোলিয়া পিতার পেছনে গিয়ে তাঁর কোট ধরে টান্‌লে। কিন্তু বোরিস এন্ড্রিভিচ্ সর্বপ্রথম আনা জহরোভ্‌নাকে চুমু খেলেন, টুপি খুলে মেরিয়ানা ও কলোমিজেফকে অভিনন্দন জানালেন এবং ইংলিশ ফ্যাশানে কলোমিজেফের করমর্দন করলেন। তারপর পুত্রের দিকে ফিরে তাকে উপরে তুলে চুমু দিলেন।

এই অবসরে যেন কতকটা অপরাধীর মতো, নেজ্‌দানোভ চুপে চুপে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো এবং টুপি না খুলেই গাড়ীর সম্মুখের চাকার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ভ্রূযুগলের নীচে দিয়ে সকলকে দেখতে লাগলো। স্বামীকে আলিঙ্গন করবার সময়ে ভ্যালেন্টিনা তার স্বামীর কাঁধের উপর দিয়ে এই নতুন লোকটির প্রতি একবার তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত করেছিলেন। সিপিয়াজিন আগেই স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন যে সঙ্গে ছেলের একজন শিক্ষক আসছে।

এরপর নতুন অতিথিকে অভিনন্দন জানাবার ও তার সাথে করমর্দনের পালা শুরু হলো। সে-পালা শেষ হ'লে সকলেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে

উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। দু'পাশে চাকর-চাকরানীর দল সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। মনিবের হস্তচুম্বনের জন্য কেউ এগিয়ে এলো না। প্রাচ্যের এই প্রথা বহু আগেই এ-বাড়ী থেকে নির্বাসনলাভ করেছে। চাকররা শুধু নতমস্তকে অভিবাদন জানালে। সিপিয়াজিন তাদের অভিবাদনের উত্তরে সামান্য একটু নাক ও চোখ নাড়লেন মাত্র।

নেজ্‌দানোভও এই দলের অনুসরণ করছিল। সবাই হলে পেঁছুলে সিপিয়াজিন নেজ্‌দানোভের দিকে চেয়ে তাকে তাঁর স্ত্রী, আনা জহরোভ্‌না ও মেরিয়ানার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কোলিয়াকে বল্‌লেনঃ ইনিই তোমার শিক্ষক। ইনি যা বল্‌বেন, মন দিয়ে শুনো। তাঁর দিকে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।

কোলিয়া ভীতভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়ে একদৃষ্টিতে তার দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলো। কিন্তু শিক্ষকের মাঝে আশ্চর্যজনক কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে আবার বাবার কাছে ফিরে এলো।

ঠিক সেই থিয়েটারের দিনের মতো আজ্‌কেও নেজ্‌দানোভ কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগ্‌লো। তার গায়ে ছিল একটি পুরানো অপরিচ্ছন্ন কোট। ভ্রমণের ফলে তার হাতে ধুলো জমেছিল প্রচুর। ভ্যালেন্টিনা সদয়ভাবে তার সাথে কি কতগুলো কথা বল্‌লেন, নেজ্‌দানোভ তা ভালো করে বুঝতেই পারলে না। কাজেই উত্তর দেওয়াও হলো না। সে লক্ষ করলে, ভ্যালেন্টিনা স্বামী-প্রেমে একেবারে গদগদ। কোলিয়ার পমেটম-মাখা মাথা তার ভালো লাগ্‌লো না। কলোমিজেফের দিকে দৃষ্টি পড়লে সে ভাবলে, বেশ সুন্দর পাতলা লোকটি! আর কাউকে সে বড় লক্ষই করলে না।

সিপিয়াজিন দু'একবার সম্ভ্রমাত্মক ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকালেন —যেন সাংসারিক জিনিসপত্রগুলি একবার দেখে নেওয়া দরকার। তারপর একজন চাকরকে ডেকে বল্‌লেনঃ আইভান, এই ভদ্রলোককে গ্রীনরুমে নিয়ে যাও, তার জিনিসপত্রগুলি ঠিক ক'রে রাখ। নেজ্‌দানোভকে জানালেন, আপাততঃ সে বেশ পরিবর্তন ক'রে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে পারে—খানা দেওয়া হবে পাঁচটায়।

নেজ্‌দানোভ অভিবাদন ক'রে আইভানের অনুসরণ করে গ্রীনরুমে এসে পেঁছিল। এ-ঘরটা ছিল তেতলায়।

আবার দলটি গেল বৈঠকখানায়। আবার অভিনন্দনের পালা শুরু হলো। একজন বৃদ্ধা ধাত্রী এসে অভিবাদন জানালে। তার বয়স বিবেচনা ক'রে সিপিয়াজিন নিজের হাত বৃদ্ধার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

তারপর কলোমিজেফের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক দু'একটা কথা ব'লে তিনি সস্ত্রীক নিজের কক্ষে চলে গেলেন।

সাত

নেজ্‌দানোভের ঘরটি ছিল বেশ পরিপাটী ও বড়—তার উদ্যানমুখী জানালাটিও ছিল প্রশস্ত ও মুক্ত। মৃদুমন্দ বাতাস থেকে থেকে সাদা পর্দাগুলোকে দোলা দিচ্ছিল। পর্দার আন্দোলনের ছায়া সোনালী রঙে প্রতিফলিত হচ্ছিল ছাদের গায়ে। ঘরের সর্বত্র বিরাজ করছিল বসন্তকাল-সুলভ একটা বিশুষ্ক পরিচ্ছন্নতা। নেজ্‌দানোভ চাকরকে বিদায় দিয়ে নিজের জিনিসপত্র গুছাতে লাগ্‌লো। পরে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে বস্‌লো। ভ্রমণের ফলে সে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। গত দু'দিন নতুন লোকের সংস্রবে থেকে আর তাঁর সাথে নানা বাজে কথার আলোচনার ফলে তার দেহ-মন অবসাদে ভরে গেছ্‌লো। তার মনের অন্তস্থলে একটা তিক্ততা জমে উঠ্‌ছিল—যদিও তাকে ঠিক বিরক্তি বা ক্রোধ কোনো-কিছুই বলা চলে না। সে নিজের উপরেই বিরক্ত হ'য়ে উঠছিল নিজের সাহসের অভাবে—তবু সে মানসিক বেদনার হাত এড়াতে পারছিল না। জানালার কাছে গিয়ে সে বাগানের দিকে চেয়ে রইলো।

বাগানটি ছিল পুরানো ধরনের—একটি পার্বত্য-উপত্যকার চতুষ্কোণ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ-ধরনের বাগান মস্কোতে বেশী ছিল না। ঘরের সামনেই ফুলের বাগান—তার ভেতর দিয়ে অনেকগুলো রাস্তা নানাদিকে প্রসারিত। বামদিকে আস্তাবল থেকে খামার পর্যন্ত ফলের বাগান—তাতে আতা, কুল, কিস্‌মিস্‌, পিয়ার ও রাসবেরীর গাছ ঘন-সন্নিবিষ্ট। ফুলের বাগান ছাড়িয়ে বাড়ীর সামনে একটি বড় সমচতুষ্কোণ বেড়াবার মাঠ—ঘন নেবুগাছের সারি দিয়ে ঘেরা। ডানদিকে চাইলেই চোখে পড়ে দীর্ঘ পপ্‌লার গাছের রূপালী সারির ভেতর দিয়ে প্রসারিত ছায়াবীথি—নতশাখ উইলো গাছের ঝোপের ভেতর দিয়ে অদূরে কমলা-লেবুর বাগান দেখা যায়। বাগানের সমস্ত গাছেই সবেমাত্র কচিপাতা গজিয়েছে—কীটপতঙ্গাদির গুঞ্জন তখনো শুরু হয়নি। একটা কোকিলের কুহুধ্বনি এখানে ওখানে শোনা যাচ্ছিল। প্রকৃতির এই শান্ত নীরবতার উপর দিয়ে স্বপ্নাভিভূতের মতো পাতলা মেঘ ভেসে যাচ্ছিল—যেন কতকগুলো বড় অলস পাখীর প্রসারিত বক্ষস্থলের মতো।

নেজ্‌দানোভ মুগ্ধনেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার দেহের ও মনের অবসাদ দূর হ'য়ে গেল—একটা অদ্ভুত প্রশান্তিতে ক্রমে তার মন পূর্ণ হলো।

ওদিকে নীচে শয়নাগারে তাকে নিয়ে আলোচনা চল্‌ছিল, সিপিয়াজিন তাঁর স্ত্রীকে নেজ্‌দানোভের সাথে তাঁর সাক্ষাতের কথা, প্রিন্স জি'র মন্তব্য, ভ্রমণকালে তাঁদের আলোচনা—একে একে সব কথা শোনাচ্ছিলেন। শেষে তিনি বল্‌লেনঃ চমৎকার ছোক্‌রা। জানে শোনেও খুব। হ'তে পারে সে একজন বিপ্লবী; কিন্তু তাতে কি এসে যায়! এই শ্রেণীর লোক কতকটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়েই থাকে। কোলিয়ার শিক্ষক হিসেবে কিন্তু বেশ হবে। কোলিয়া এতো ছোট যে, ছোক্‌রার বিপ্লবী মতে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

ভ্যালেন্টিনা প্রীতিমুগ্ধচিত্তে স্বামীর কথা শুন্‌ছিলেন। তাঁর মুখের উপর একটা কৌতুককর হাসি খেল্‌ছিল—যেন তাঁর স্বামী ভারী একটা মজাদার কাহিনী তাঁকে শোনাচ্ছেন। সিপিয়াজিন তুষার-শুভ্র শার্ট প'রে আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে দু'টো ব্রুশ দিয়ে ইংলিশ ফ্যাশানে চুল আঁচ্‌ড়াচ্ছিলেন—আর ভ্যালেন্টিনা একটা অপ্রশস্ত তুর্কী কৌচে বসে সংসারের নানা কথা তাঁকে জানাচ্ছিলেনঃ কাগজের কলটা ভাল চল্‌ছে না, পাচকটাকে বদলানো দরকার, গির্জাটার মেরামত চাই, মেরিয়ানা, কলোমিজেফ...ইত্যাদি আরও কত কি।

স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে পূর্ণ বিশ্বাস ও মনের মিল ছিল। তাঁদের ভালোবাসা ছিল যেন সেই পুরানো প্রবচনের "কপোতকপোতীর" ভালোবাসার মতো। প্রসাধন শেষ ক'রে সিপিয়াজিন স্ত্রীর হাত দু'খানি নিজ হাতে গ্রহণ করে দু'হাতে দু'টো চুমো দিলেন।

ঠিক পাঁচটায় নেজ্‌দানোভ আহার করতে নীচে নেমে গেল। দেখা গেল, ডাইনিংরুমে আগেই সকলে এসে সমবেত হয়েছেন। সিপিয়াজিন নেজ্‌দানোভকে আবার অভ্যর্থনা জানিয়ে আনা জহরোভ্‌না ও কোলিয়ার মাঝখানে তাকে বসিয়ে দিলেন। আনা জহরোভ্‌না সিপিয়াজিনের পিতার বোন—এখন বৃদ্ধা, কিন্তু আজীবন অবিবাহিতা। পোশাক বহুদিন ধরে ফেলে রাখ্‌লে যেমন তার ভেতর থেকে একটা বিশ্রী বোট্‌কা গন্ধ বেরোয়, আনা জহরোভ্‌নার গা' থেকেও তেমনি একটা বিকট গন্ধ বেরুচ্ছিল। তাঁকে বিচলিত ও বিষণ্ন মনে হলো। কোলিয়াকে লালন-পালন করেছেন তিনিই, তাই কোলিয়া ও তাঁর মাঝখানে নেজ্‌দানোভ এসে আজ যখন আসন গ্রহণ করলো, তিনি বিরক্ত না হয়ে পারলেন না।

কোলিয়া তার পার্শ্ববর্তী শিক্ষককে দেখ্‌তে লাগ্‌লো; বুদ্ধিমান ছেলে অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলে, তার শিক্ষকটি খুবই লাজুক। নেজ্‌দানোভ্‌ চাইছিল না কোনো দিকেই, আর খাচ্ছিলও খুবই কম। কোলিয়া তার শিক্ষকের রকমসকম দেখে খুশীই হলো; কারণ তার ভয় ছিল, শিক্ষকটি হয়তো কড়া মেজাজের হবেন। ভ্যালেন্টিনাও নেজ্‌দানোভ্‌কে বিশেষ-ভাবে লক্ষ করছিলেন।

ভ্যালেন্টিনা মনে মনে ভাবলেন, এ বোধহয় এখনো ছাত্র, সমাজে মেশেনি এখনো। কিন্তু মুখখানা এর বেশ। চুলগুলি কি সুন্দর! হাত দু'টো কি পরিষ্কার! আহার-নিরত সকলেই নেজ্‌দানোভ্‌কে লক্ষ করলে, কিন্তু তারা যেন তাকে দেখ্‌লে কতকটা কৃপার চোখেই। নেজ্‌দানোভ বুঝতে পারলে এদের মনোভাব। তার কতকটা রাগও হলো, আবার আনন্দও হলো।

সিপিয়াজিন ও কলোমিজেফের মধ্যে আলাপ চল্‌তে লাগ্‌লোঃ মন্ত্রিসমাজ, গভর্নর, টেক্স, কৃষক আন্দোলন, মস্কো ও সেন্টপিটার্সবুর্গের উভয়ের পরিচিত লোকদের সম্বন্ধে—এমন কি, চাকরবাকরের মহার্ঘতা, বিসমার্কের বুদ্ধি, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ ইত্যাদি আলোচিত হতেও বাকী হইলো না। তৃতীয় নেপোলিয়নকে কলোমিজেফ বীর বলে আখ্যাত করলে।

ক্রমে আলোচনা গরম হ'য়ে উঠ্‌লো। কলোমিজেফ প্রতিক্রিয়াশীল অনুদার মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগ্‌লো; আর সিপিয়াজিন তাঁর উদার মতামত প্রকাশ ক'রে কলোমিজেফের কথার প্রতিবাদ করতে লাগলেন, মাঝে মাঝে তাকে মৃদু তিরস্কার করতেও ছাড়লেন না।

সিপিয়াজিন বল্‌লেনঃ তোমার এই সমস্ত অনুদার মতামত শুনে শ্রদ্ধেয় বন্ধু এলেক্সী ইভানোভিচ্‌ ও তাঁর ১৮৬০ সালের দরখাস্তের কথা আমার মনে পড়ছে। সেন্টপিটার্সবুর্গের প্রত্যেক বৈঠকখানায়ই তিনি তাঁর সেই দরখাস্তখানা একবার ক'রে পাঠ করবার জন্যে জেদ করতেন! তবু তাতে অন্ততঃ একটি ভালো কথা ছিল, যে-মুক্ত কৃত-দাসটি দেশের বুকের উপর দিয়ে মুক্তির বার্তা ছড়িয়ে গেছ্‌লো, তার সম্বন্ধে প্রশংসার কথা তাতে ছিল। সে-কথা যা'ক। কৃষকের মুক্তির বার্তা এখন একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য; কিন্তু বাণীবাহী সে-কৃষক কোথায়?

কলোমিজেফ দৃঢ়স্বরে বল্‌লেঃ এলেক্সী ইভানোভিচ সামান্য একটু ভুল করেছিল; তা' হচ্ছে এই—মুক্তির অভিযান কৃষকেরা করবে না, সে করবে অন্য লোক।

নেজ্‌দানোভ এতক্ষণ পর্যন্ত অদূরে এক কোনে উপবিষ্ট মেরিয়ানার দিকে একবারও তাকায়নি। কলোমিজেফের কথায় এইবার সে মেরিয়ানার সাথে দৃষ্টিবিনিময় করলে। কেন যেন তার তৎক্ষণাৎ মনে হলো, এই মেয়েটির সাথে তার বিশ্বাস ও মতের ঐক্য আছে—তারা একই পথের পথিক। বিনা প্রতিবাদে এই সমস্ত মতামত শুনে যাওয়া, আর তার ফলে অপরের মনে ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া যে সে-ও এই সমস্ত মতামতের সমর্থক, এই চিন্তাও তার কাছে অপমানকর বলে মনে হলো। আবার মেরিয়ানার দিকে সে তাকালে। মেরিয়ানার আঁখি যেন বল্‌লেঃ সবুর করো...এখনো সময় হয়নি...পরে প্রতিবাদ করবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

মেরিয়ানা তাকে বুঝতে পেরেছে মনে ক'রে সে খুবই খুশী হলো। সে আবার কথাবার্তা শুন্‌তে লাগ্‌লো।

ভ্যালেন্টিনা স্বামীর সব কথায়ই সায় দিচ্ছিলেন—এমন কি, স্বামীর অভিমতের চাইতেও তিনি অধিকতর চরম মতামত প্রকাশ করছিলেন। তিনি নাকি বুঝতেই পারছিলেন না, "কেমন করে একজন শিক্ষিত যুবক এমন সেকেলে মতামত প্রকাশ করতে পারে!"

তিনি বল্‌লেনঃ যা'ক, আমার বিশ্বাস, তুমি এ-সব কথা তর্কের খাতিরেই বল্‌ছো।...নেজ্‌দানোভের দিকে চেয়ে একটু হেসে তিনি আবার বল্‌লেনঃ এলেক্সী মিট্রিস! আমি জানি, সিমেন পেট্রোভিচের মতামতের সাথে আপনার অভিমতের কোনোখানেই মিল নেই। আমার স্বামী আপনার সম্বন্ধে অনেক কথাই আমায় বলেছেন কিনা।

নেজ্‌দানোভ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। সে ভেবে পেলে না, তার খৃষ্টীয় নাম ও তার পিতার নাম কি ক'রে ইনি জান্‌তে পারলেন। অস্পষ্টস্বরে সে কতকগুলো কি বল্‌লে বুঝা গেলো না। ভ্যালেন্টিনা হাস্‌তে লাগলেন; তাঁর স্বামী সদয়ভাবে মাথা নাড়লেন। কলোমিজেফ ভ্রূকুঞ্চিত করলে, এই লোকটা তার মতামত সমর্থন করে না শুনে সে তার দিকে কটমট্‌ ক'রে চেয়ে রইলো।

কিন্তু নেজ্‌দানোভ দমে যাবার পাত্র নয়, সে-ও সোজা হ'য়ে বসে কলোমিজেফের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। মুহূর্তকালের যে-সংস্কারবলে সে মেরিয়ানাকে নিজের দলের লোক ব'লে চিনতে পেরেছিল, সেই সংস্কারের বশবর্তী হয়েই সে এই লোকটাকে নিজের শত্রু বলে বুঝতে পারলে। কলোমিজেফও তা' বুঝলে। অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সে হাস্‌তে চেষ্টা করলো, কিন্তু বেরুলো শুষ্ক হাসি। কেবল আনা

জহরোভ্‌নাই তার পক্ষে ছিলেন—এই অপরিচিত লোকটাই তার থেকে কোলিয়াকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে ভেবে তিনি নেজ্‌দানোভের উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লেন।

কিছুক্ষণ পরেই আহার-পর্ব শেষ হলো। সকলে কফি পান করতে বারান্দায় গেলেন। সিপিয়াজিন ও কলোমিজেফ সিগার ধরালেন। নেজ্‌দানোভের দিকে সিপিয়াজিন একটা সিগারেট এগিয়ে দিলে সে তা' গ্রহণ করলে না।

সিপিয়াজিন বল্‌লেনঃ তাইতো। আমি ভুলে গেছ্‌লুম যে, নিজের ছাড়া আর কারুর সিগারেট গ্রহণ করো না তুমি।

—তাই নাকি? অদ্ভুত রুচি তো! দাঁত খিঁচিয়ে কলোমিজেফ বল্‌লে।

নেজদ্‌নোভ ভ্রূকুঞ্চিত কর্‌লে এবং উদ্ধত দৃষ্টিতে কলোমিজেফের দিকে চাইলে।

ভ্যালেন্টিনা হঠাৎ বলে উঠ্‌লেনঃ মেরিয়ানা! আমাদের এই নতুন বন্ধুর উপস্থিতিতে কোনোরূপ সংকোচ করবার দরকার নেই। এখানে সিগারেট খেতে বাধা কি! তা ছাড়া...নেজ্‌দানোভের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি বল্‌লেনঃ আমি শুনেছি, আপনাদের সমাজে তরুণীরা নাকি সকলেই সিগারেট খেয়ে থাকে।

নেজ্‌দানোভ শুষ্কস্বরে বল্‌লেঃ হাঁ। ভ্যালেন্টিনার সাথে এই তার প্রথম কথা বলা।

ভ্যালেন্টিনা তাঁর মখ্‌মল-কোমল চোখ দু'টি সংকুচিত ক'রে বললেনঃ আমি ধূমপান করিনে। সম্ভবতঃ আমি সেকেলে হয়ে গেছি!

মেরিয়ানা তার মামীমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করবার জন্যই যেন ইচ্ছে করে ধীরে ধীরে একটা সিগারেট বা'র ক'রে ধূমপান করতে লাগলো। নেজ্‌দানোভও মেরিয়ানার দেখাদেখি সিগারেট ধরিয়ে ধূমপান করতে শুরু করলে।

সেদিনের সন্ধ্যা ছিল সুন্দর। কোলিয়া ও আনা জহরোভ্‌না বাগানে চলে গেলো। আর সকলে সেখানেই মুক্ত বায়ুতে বসে গল্প করতে লাগ্‌লেন। কলোমিজেফ আধুনিক সাহিত্যের নিন্দা করতে লাগ্‌লো। এ-ব্যাপারেও সিপিয়াজিনের মন্তব্যে উদারতা প্রকাশ পেলো। নেজ্‌দা-নোভ এ-আলোচনায়ও যোগ দিলে না। ভ্যালেন্টিনা তার বিনীত ব্যবহারে মুগ্ধ ও বিস্মিত হ'য়ে তাকে লক্ষ করছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সকলেই চা পানের জন্য বৈঠকখানায় গেলেন।

সিপিয়াজিন বল্‌লেনঃ এলেক্সী মিট্রিস! সন্ধ্যায় তাস খেলা আমাদের একটা বদ্‌-অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আমরা তোমায় এ-খেলায় যোগ দিতে নিশ্চয়ই বলবো না। আশা করি, মেরিয়ানা এ-সময়ে তার পিয়ানো বাজনা তোমায় শোনাবে। সুরের আলাপ নিশ্চয়ই তোমার অপছন্দ নয়। ব'লে উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রেই তিনি তাসের প্যাক্‌ নিয়ে বসে গেলেন।

মেরিয়ানা পিয়ানো বাজাতে বস্‌লো। বাজালোও কিছুক্ষণ বটে, কিন্তু সে-সুরের আলাপন কেন যেন জমে উঠ্‌লো না। নেজ্‌দানোভেরও অবিশ্যি সুর উপভোগ করবার মতো মনের অবস্থা ছিল না তখন।

ইতিমধ্যে সিপিয়াজিন, তাঁর স্ত্রী, কলোমিজেফ, আনা জহরোভ্‌না তাস খেল্‌তে বসে গেছলেন। কিছুক্ষণ পরে কোলিয়া শয়নের পূর্বে প্রথামতো মা-বাপের কাছে বিদায় নিতে এলো। বাপ-মার আশীর্বাদ নিয়ে চলে যাবার সময় তার পিতা তাকে ডেকে বল্‌লেনঃ পরদিন থেকে নতুন শিক্ষকের কাছে তার পড়া শুরু করতে হবে।

অল্পক্ষণ পরে নেজ্‌দানোভ্‌কে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে সিপিয়াজিন বল্‌লেনঃ তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ। শিষ্টাচারের প্রয়োজন নেই: তুমি শয়ন করতে যাও। এ-বাড়ীতে বিনয়-শিষ্টাচারের চাইতে স্বাধীনতার কদর বেশী।

নেজ্‌দানোভ সুযোগ বুঝে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। দরজায় মেরিয়ানার সাথে তার ধাক্কা লেগে গেলো। মেরিয়ানার চোখের দিকে চেয়ে আবার তার মনে হলো, এ তাদেরই একজন কমরেড।

আট

সকালে ঘুম থেকে উঠে চাকরের আগমন-প্রতীক্ষা না ক'রেই নেজ্‌দানোভ পোশাক পরে' বাগানে চলে গেলো। সুন্দর, পরিপাটী, সুবৃহৎ বাগান! নেজ্‌দানোভ বেড়াতে বেড়াতে পুকুরের ধারে চলে গেলো। নবোদিত সূর্যালোকে কুয়াসা বিদীর্ণ হওয়ায় চারদিক হেসে উঠেছে—কেবল পুকুর পাড়ের বড় বড় গাছগুলোর নীচে তখনো আঁধার জমাট বেঁধে আছে।

হঠাৎ অদূরে সিপিয়াজিনকে বেড়াতে দেখা গেল। তাঁর পরিধানে ধূসরবর্ণের কোট—কতকটা ড্রেসিং গাউনের মতো। মাথায় বিচিত্রবর্ণের

টুপি, হাতে মোটা বেতের লাঠি। তাঁর সদ্য-কামানো মুখ আনন্দ-উজ্জ্বল। নেজ্‌দানোভকে অভিনন্দিত ক'রে সিপিয়াজিন বল্‌লেন ঃ এলেক্সী মিট্রিস যে! তুমিও দেখ্‌ছি আমারই মতো ভোরে শুয়ে থাক্‌তে পার না। যাক, আটটায় চা পান আর ১২টায় আহার, মনে রেখো। ১০টায় কোলিয়াকে ব্যাকরণ আর দু'টোয় তাকে ইতিহাস পড়াবে। আগামীকাল পড়ানোর দরকার হবে না—কারণ ওদিন কোলিয়ার নামকরণের দিন। আজকে থেকেই তাকে পড়ানো শুরু করবে—কেমন?

নেজ্‌দানোভ মাথা নোয়ালে। সিপিয়াজিনও ফরাসী কায়দায় ঠোঁট ও নাক পর্যন্ত কয়েকবার হাত উঠিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গুন্‌ গুন্‌ করতে করতে ও বেত ঘুরাতে ঘুরাতে চলে গেলেন। তাঁকে দেখে তখন একজন গ্রাম্য সুখী রুশ ভদ্রলোক মাত্র ব'লে মনে হলো—তাঁর সেই সরকারী আদব-কায়দার চিহ্নমাত্রও তখন তাঁতে বিদ্যমান ছিল না।

আটটা পর্যন্ত নেজ্‌দানোভ বাগানে ঘুরে বেড়ালো। পরে যখন ঘরে প্রবেশ করলে, দেখ্‌লে তার আগেই সকলে এসে খাবার-টেবিলে বসে গেছেন। ভ্যালেন্টিনা বন্ধুভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রাভাতিক গাউনে তাঁকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। মেরিয়ানাকে কিন্তু গম্ভীর বলে মনে হলো।

ঠিক দশটায় নেজ্‌দানোভ কোলিয়াকে পড়াতে বস্‌লে। ভ্যালেন্টিনাও নীরবে পাশে বসেছিলেন। কোলিয়াকে বুদ্ধিমান ছেলে বলে মনে হলো। ভ্যালেন্টিনা নেজ্‌দানোভের পড়ানোর রীতি দেখে খুশী হ'য়ে প্রসন্নচিত্তে তার সাথে কয়েকটি কথাও বললেন। কিন্তু নেজ্‌দানোভ তাঁকে এড়িয়ে চল্‌তেই চেষ্টা করলো। দু'টোর সময় কোলিয়াকে রুশীয় ইতিহাস পড়ানোর সময়েও ভ্যালেন্টিনা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হেসে জানালেন ঃ কোলিয়ার মতো তিনিও রুশ ইতিহাসে একেবারে মহাপণ্ডিত!

দু'টো থেকে পাঁচটার মধ্যেকার সময়টুকু নেজ্‌দানোভ তার সেন্ট-পিটার্সবুর্গের বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখে কাটালো। নেজ্‌দানোভের অবসাদ ও বিরক্তি এতক্ষণে কেটে গেছ্‌লো। বর্তমান অবস্থার সাথে সে নিজকে মানিয়েও নিতে পেরেছিল অনেকটা।

এইভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেলো। নেজ্‌দানোভের তখনকার মানসিক অবস্থার কিছুটা আভাস জানতে পারা যাবে এক বন্ধুর কাছে লেখা তার চিঠি থেকে। বন্ধুর নাম ভ্লাডিমীর সিলিন—নেজ্‌দানোভের

সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ্। সিলিন রাজধানী সেন্টপিটার্সবুর্গে থাকতো না—থাক্তো অন্য এক প্রাদেশিক শহরে তার এক পুরানো আত্মীয়ের সাথে। এই আত্মীয়ই তার ভরণপোষণ করতেন। সিলিনের অবস্থা ছিল এমনই যে, সেই আত্মীয়ের আশ্রয় ছেড়ে চলে যাবার কল্পনাও তার করবার উপায় ছিল না। সে ছিল ভগ্নস্বাস্থ্য, ভীতু, কর্মক্ষমতাহীন —কিন্তু খুবই পবিত্রস্বভাব। রাজনীতির কচ্কচি তার ভালো লাগ্তো না, কিন্তু যে-কোনো বই পড়ায় তার ছিল অদম্য উৎসাহ। মনের অবসাদ দূর করবার জন্য সে সময়ে সময়ে একাকী ফ্লুট বাজাতো। সুন্দরী তরুণীদের সংস্রব তার কাছে ছিল ভয়ের ব্যাপার। কিন্তু সে নেজ্দানোভকে ভালোবাসতো একেবারে অন্ধভাবে। নেজ্দানোভও তার এই বন্ধুর কাছে যেমনভাবে মনের দরজা খুলে দিয়েছিল, এমনটি আর কারুর কাছেই দেয়নি। এখন অবিশ্যি নেজ্দানোভ তার এই বন্ধুর সংস্রবে এক মুহূর্ত থাকবারও কল্পনা করতে পারে না—কারণ তাদের রুচি-প্রবৃত্তির পার্থক্য এর মধ্যে দুস্তর হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও সে তাকে সুদীর্ঘ চিঠি না লিখে থাক্তে পারতো না। যে-কথা সে দুনিয়ার কারুর কাছে ব্যক্ত করেনি, তা-ও এই বন্ধুকে সে নির্ভয়ে পূর্ণ বিশ্বাসে জানিয়েছে। সিলিন অবিশ্যি পত্রলেখায় তার মতো পটু ছিল না—তার পত্র সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত কথাতেই সমাপ্ত হতো। কিন্তু তাতে নেজ্দানোভের ক্ষোভ ছিল না। সে জান্তো, তার বন্ধু তার চিঠির প্রতি কথাটি এমনভাবে হজম করে ফেলে যা তার মনের দরজা খুলে আর কখনো বাইরের মুখ দেখ্তে পাবে না। সিলিনের সাথে তার বন্ধুত্বের কথা সে কখনো কারুর কাছে এ যাবৎ বলেনি।

সিলিনের কাছে লেখা নেজ্দানোভের একখানা চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাক ঃ

"প্রিয়বন্ধু ভ্লাডিমীর! আমায় অভিনন্দিত করো, আপাততঃ কিছুদিনের জন্য আমি আরামের মুখ দেখতে পেয়েছি। আমি আছি এখন সিপিয়াজিন নামে একজন ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে তাঁর ছেলের গৃহ-শিক্ষক হ'য়ে। বেশ খাচ্ছি, দাচ্ছি, ঘুমুচ্ছি—সুন্দর প্রকৃতিরাজ্যের মাঝখানে আনন্দে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। সব চাইতে আমার আনন্দ—সেন্টপিটার্সবুর্গের বন্ধুদের কবল থেকে কিছুদিনের জন্য রক্ষা পাওয়া গেছে। প্রথম প্রথম এখানে এসে বিরক্তই হ'য়ে উঠেছিলুম, কিন্তু এখন বেশ লাগ্ছে। শীগ্গিরই আমাদের 'কাজে' লেগে যেতে হবে, তাই অল্পদিনের জন্য আরামের মুখ দেখবার অনুমতি পেয়েছি। যে-ভদ্রলোকের

বাড়ীতে আছি, তাঁর জমিদারীতে সব বিষয়েই খুব সুবন্দোবস্ত, শুধু কারখানাগুলোতে কিছু কিছু গোলযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে। এখানকার কৃষকদের কাছে আমাদের কথা প্রচার করবার উপায় নেই, ভাড়া-করা চাকরগুলোকে দেখেও মনে হয়, দাসত্ব এদের মনের মূলে একেবারে শিকড় গেড়ে বসেছে। যা'ক, এ-সব কথা অন্য সময়ে বিস্তৃতভাবে বলা যাবে। আমার আশ্রয়দাতা আর তাঁর পত্নী বেশ অমায়িক, ভদ্র, উদারমনা লোক। স্বামীটি খুবই উচ্চশিক্ষিত, প্রায় সব সময়েই তিনি বড় বড় কথা খুবই চমৎকার ভাষায় বলে থাকেন। তাঁর স্ত্রী ছবির মতো সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। তাঁর দেহলতা এমনি কোমল মনে হয় যে, অস্থি তাতে আছে কিনা সন্দেহ হয়। তাঁকে আমার বড্ড ভয়। বাড়ীতে আর যারা আছে, বিস্তৃত বিবরণ দেবার মতো তাদের বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নেই। একজন বৃদ্ধ মহিলা আছেন, তার জন্যে সব সময়ে আমায় সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। ...এ-ছাড়া বাড়ীতে আর একজন আছে...একজন অল্পবয়স্কা তরুণী, তার কথা কিছু না বললে আমার বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মেয়েটির স্বরূপ বর্ণনা করা বাস্তবিকই মুশ্‌কিল—আমি নিজেই ভালো ক'রে তাকে বুঝতে পারিনি। তার সাথে আমার কথাবার্তা হয়েছে খুবই কম; তবু মনে হয়, আমরা একই পথের পথিক।"

এইখানে নেজ্‌দানোভ মেরিয়ানার চেহারা ও স্বভাবের বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে পরে লিখেছিল:

"কিন্তু মেয়েটি যে অসুখী, গর্বিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সংযতবাক—বিশেষ করে অসুখী, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু কেন সে অসুখী, তা' এখনো বুঝতে পারিনি। তার প্রকৃতিতে সততার পরিচয় খুবই সুস্পষ্ট, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে সৎ কিনা তা' জানিনে। মেয়েদের মধ্যে নিতান্ত বোকাগুলো ছাড়া সৎ কি কেউ আছে? আর বাস্তবিকপক্ষে তাদের জন্য সততা কি অপরিহার্য? যা'ক, মেয়েদের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম—কাজেই অনধিকারচর্চা আর নয়। গৃহকর্ত্রী মেয়েটিকে পছন্দ করেন না—আমার বিশ্বাস, সে-ও গৃহকর্ত্রীকে ভালো চোখে দেখে না।...কিন্তু এদের মধ্যে দোষ কার, তা' বলা খুবই শক্ত। মনে হয়, দোষের ভাগটা গৃহকর্ত্রীর দিকেই পড়বে...কারণ গৃহকর্ত্রী তার প্রতি যেমন অস্বাভাবিক রকম নম্র, আর মেয়েটি যে-রকম ভাবে তাতে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে থাকে, তাতে ঐ সন্দেহই মনে জাগে। মেয়েটি নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অসাধারণ রকম সজাগ—কতকটা আমার মতনই আর কি। আমারই মতো সে সহজে বিচলিত হ'য়ে পড়ে।

"এখান থেকে যখন ছাড়া পাব, তখন এ-সম্বন্ধে তোমায় আরো জানাবো।

"আগেই বলেছি, আমার সাথে তার আলাপ হয়েছে খুব কমই। কিন্তু সে যে-কয়টি কথা আমায় বলেছে, তাতে এমন একটা সহজ আন্তরিকতার সুর ছিল যে, আমি পছন্দ না করে পারিনি।

"যাক এ-সব কথা। তুমি আর কতদিন তোমার আত্মীয়ের কবলে পড়ে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করবে? তাঁর মরবার আর কতদিন বাকী?"...

নয়

মে মাসের শেষ ভাগ। এরই মধ্যে বেশ গরম হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

কোলিয়াকে ইতিহাস পড়িয়ে একদিন নেজ্‌দানোভ বাগানে বেড়াতে গেলো।

প্রায় আধঘণ্টা এদিক ওদিক বেড়াবার পর ক্লান্ত হয়ে সে এক গাছের শিকড়ের উপর বসে পড়লো। জায়গাটা ছিলো বেশ নির্জন আর লতা-গুল্মপরিবেষ্টিত—একটি শান্ত স্নিগ্ধ কুঞ্জের মতো।

নেজ্‌দানোভ সেখানে বসে বসে যে বিশেষ-কিছু চিন্তা করছিল তা নয়। তবে কেমন-যেন নানাপ্রকার বিচিত্র অনুভূতি তার অন্তরে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল—যে-অনুভূতি সাধারণতঃ বসন্তকালে যুবকবৃদ্ধনির্বিশেষে সকলেরই অন্তরকে নাড়া দিয়ে যায়; যুবকদের অন্তরে তা' আত্মপ্রকাশ ক'রে প্রিয়জনের প্রতীক্ষার ব্যাকুলতায়, আর বৃদ্ধদের অন্তরে তা' প্রকাশ পায় গতজীবনের অনুশোচনায়।

হঠাৎ অদূরে মৃদু পদশব্দ শুনে নেজ্‌দানোভ্‌ চম্‌কে উঠ্‌লো। কারা যেন সেইদিকেই আসছে।

মাত্র একজনের পদশব্দ ব'লে মনে হলো না। কোনো কৃষকের ভারী বুটের অথবা কোনো কৃষক-রমণীর খালি পায়ের শব্দও একে মনে করা চলে না। মনে হলো, দু' ব্যক্তি মৃদু ও সমান ওজনে পা ফেলে এগিয়ে আস্‌ছে। স্ত্রীলোকের কাপড়ের মৃদু খস্‌খস্‌ ধ্বনিও শোনা গেলো।

হঠাৎ গম্ভীর পুরুষকণ্ঠে ধ্বনিত হলো: এই কি তোমার শেষ কথা?

—হাঁ।

এ যে পরিচিত নারীকণ্ঠ। মুহূর্তপরে রাস্তার মোড়ে একটা গাছের আড়ালে দেখা গেলো মেরিয়ানা আর তার সাথে মলিন অপরিচ্ছন্ন একটি লোক। লোকটির চোখ দু'টি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এ-কে নেজ্‌দানোভ আগে কখনো দেখেনি।

নেজ্‌দানোভকে হঠাৎ সেখানে দেখ্‌তে পেয়ে তারা স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে গেলো। নেজ্‌দানোভও এই ব্যাপারে এতোই হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়লো যে, শিকড় থেকে উঠে দাঁড়াতেও সে ভুলে গেলো। মেরিয়ানা লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। অবজ্ঞাসূচক মৃদুহাসি হাসলে সে। এ-হাসি লজ্জা পাওয়ার জন্যে, কি নেজ্‌দানোভকে লক্ষ ক'রে, তা' ঠিক বুঝা গেলো না। মেরিয়ানা সঙ্গীটির মুখে অসন্তোষের চিহ্ন ফুটে উঠ্‌লো, তার ক্লান্ত কালো চোখের হরিতাভ শ্বেতাংশে একটা অস্বাভাবিক দ্যুতি খেলে গেলো। মেরিয়ানার সাথে তার দৃষ্টিবিনিময় হলো। একটি কথাও না ব'লে তারা যেমন এসেছিল, তেমনি ধীর পদবিক্ষেপে নেজ্‌দানোভের দিকে পেছন ফিরে চ'লে গেলো। নেজ্‌দানোভ হতবুদ্ধির মতো তাদের গতিপথের দিকে চেয়ে রইলো।

আধঘণ্টা পরে সে নিজের ঘরে ফিরে এলো। কিছুক্ষণ পরে ঘণ্টাধ্বনি শুনে সে ড্রইংরুমে এসে দেখ্‌তে পেলো, বাগানে-দেখা সেই কৃষ্ণচক্ষু অপরিচিত লোকটি আগেই সেখানে এসেছে। সিপিয়াজিন তার সাথে নেজ্‌দানোভের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে ভ্যালেন্টিনার সহোদর, সিপিয়াজিনের শ্যালক—নাম সার্জে মিহেলোভিচ্‌ মার্কেলোভ।

—আশা করি শীগ্‌গিরই তোমরা পরস্পরের বন্ধু হবে। সিপিয়াজিন মৃদু হাসির সাথে বললেন।

মার্কেলোভ নীরবে অভিবাদন করলে—নেজ্‌দানোভও প্রত্যভিবাদন জানালে। মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে কাঁধ কুঞ্চিত ক'রে সিপিয়াজিন চলে গেলেন। মনের ভাবখানা তাঁর যেন এইরূপঃ আমি তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিলুম, এখন তোমরা বন্ধু হও বা না হও, তাতে আমার বিশেষ-কিছু এসে যাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে ভ্যালেন্টিনা এসে পড়লেন। তিনিও তাদের উভয়কে পরস্পরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর ভাইয়ের দিকে অপূর্ব ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্‌লেনঃ প্রিয় সার্জে! তুমি আমাদের একেবারেই ভুলে গেছো। কোলিয়ার নামকরণের দিনেও একবার দেখা দেবার ফুরসৎ করে উঠ্‌তে পারোনি! কী তোমার এতো কাজ?...পরে নেজ্‌দানোভকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লেনঃ আমার ভাইটি তার প্রজাদের

সাথে চমৎকার এক বন্দোবস্ত করেছে। দস্তুরমতো তা মৌলিক। সমস্ত-কিছুরই চারভাগের তিনভাগ সে দেয় কৃষকদের, আর নিজের জন্য রাখে মাত্র একভাগ। একেও কিন্তু সে মনে করে নিজের প্রাপ্যের চাইতে বেশী।

মার্কেলোভ নেজ্দানোভকে লক্ষ ক'রে বল্লেঃ আমার বোনটি ভারী কৌতুকপ্রিয়। তবে আমি তার এ-কথা স্বীকার করি, যা একশ' জনের প্রাপ্য, তার চারভাগের একভাগ একজনে গ্রহণ করলে তা বেশী নেওয়া হয় বই কি।

কণ্ঠে ও আঁখিতে তাঁর স্বভাবসুলভ কোমলতা ঢেলে দিয়ে ভ্যালেন্টিনা বল্লেনঃ আপনিও কি মনে করেন, এলেক্সী মিট্রিস, যে, আমি কৌতুক-প্রিয়?

নেজ্দানোভ কি যে উত্তর দেবে, ভেবে পেলে না। এমন সময়ে কলোমিজেফের আগমন-বার্তা ঘোষিত হলো। ভ্যালেন্টিনা তার সাথে দেখা করতে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই চাকর এসে জানিয়ে গেলো, আহার প্রস্তুত।

আহারের সময়ে নেজ্দানোভ মেরিয়ানা ও মার্কেলোভের উপর থেকে চোখ ফিরাতে পারলে না। তারা উভয়ে পাশাপাশি বসেছিলো। উভয়েরই চোখে ক্লান্তি, ওষ্ঠে সংকোচ, মুখে গভীর বিষণ্নতা পরিস্ফুট। নেজদানোভ ভেবে পেলে না, মার্কেলোভ কি করে ভ্যালেন্টিনার সহোদর হতে পারে। তাদের চেহারার পার্থক্য এতোই বেশী। ভ্যালেন্টিনার মুখ, বাহু, কাঁধ প্রভৃতির ললিত সৌন্দর্যের চিহ্নমাত্রও ছিল না মার্কে-লোভের দেহের কোনো স্থানে।

মার্কেলোভের ছিল সরু কুঞ্চিত চুল, কতকটা বঁড়শির মতো বাঁকা নাক, পুরু ঠোঁট, বসে-যাওয়া গাল ও শিরা-উপশিরা-বহুল হাত। দেহ ছিল তার শুষ্কং কাষ্ঠং। গলার স্বর কর্কশ—কাটখোট্টা ধরনের। তন্দ্রার জড়িমা-মাখানো চোখ দু'টি দেখে তাকে বদমেজাজী বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। সে আহার করলে খুবই কম—আর সব সময়েই তার দৃষ্টি ছিল কলোমিজেফের দিকে।

আহার-শেষে আলাপ চল্তে লাগলো। কলোমিজেফ কৃষকদের সম্বন্ধে কড়া মন্তব্য প্রকাশ করলে। সিপিয়াজিন মোলায়েমভাবে তার প্রতিবাদ করলেন। মাঝে মাঝে ভ্যালেন্টিনাও সে-আলাপে যোগ দিচ্ছিলেন।

কলোমিজেফের কথা মার্কেলোভের ভালো লাগ্লো না। সে দু'একবার

নেজ্‌দানোভের সাথে দৃষ্টি-বিনিময় করলে। একবার কলোমিজেফের নাক লক্ষ ক'রে গোপনে রুটীর টুক্‌রো ছুঁড়ে মারলে—অল্পের জন্যে তা' কলোমিজেফের গায়ে লাগলো না!

সিপিয়াজিন কতক্ষণ পরে উঠে গেলেন। ভ্যালেন্টিনাও মার্কেলোভের সাথে কোনো কথা বল্‌লেন না। স্বামী-স্ত্রীর হাবেভাবে বুঝা গেলো—তাঁরা মার্কেলোভের মতো বাতিকগ্রস্ত লোককে ঘাটানো সুবিধাজনক মনে করেননি।

মার্কেলোভ পাইপ টান্‌তে বিলিয়ার্ডরুমে চলে গেলো, নেজ্‌দানোভও উঠে গেলো নিজের কামরায়। যাবার পথে মেরিয়ানার সাথে তার দেখা হয়ে গেলো। নেজ্‌দানোভ পাশ দিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করতেই মেরিয়ানা হাতের ইঙ্গিতে তাকে থামতে বললে।

ঈষৎ চঞ্চলস্বরে মেরিয়ানা বল্‌লেঃ মিঃ নেজ্‌দানোভ! আমার সম্পর্কে আপনি যা ভাবছেন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না; তা' সত্ত্বেও আমার মনে হয়...মনে হয়...(সে উপযুক্ত কথা খুঁজে পেলে না) আমার মনে হয় যে, মার্কেলোভের সাথে আজ বাগানে আমার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলা দরকার। আমাদের হতবুদ্ধি ভাব দেখে নিশ্চয়ই আপনার মনে হয়েছে যে আমরা পরামর্শ ক'রেই সেখানে গিয়েছিলুম!

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ তা'...আমার কাছে কিছুটা আশ্চর্য মনে হয়েছিল বৈ কি—

বাধা দিয়ে মেরিয়ানা বল্‌লেঃ মিঃ মার্কেলোভ আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন—আর আমি তার সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। বাস্, এইটুকুই আমার বক্তব্য। গুড্‌নাইট। এখন আপনি যা-ইচ্ছে তাই ভাবতে পারেন।

মেরিয়ানা দ্রুত পদবিক্ষেপে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

নেজ্‌দানোভ নিজ কামরায় ঢুকে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ভাবলেঃ অদ্ভুত মেয়ে! এই অযাচিত কৈফিয়ৎ দেবার কারণ কী থাক্‌তে পারে? এ কি সব ব্যাপারে মৌলিক হবার চেষ্টা, না শুধু মিথ্যা ভান, বা গর্ব? গর্ব সন্দেহ নেই; কারণ কেউ তার সম্বন্ধে এতটুকু খারাপ ধারণা পোষণ করবার সুযোগ পাবে, এ-কল্পনাও সে সহ্য করতে পারে না। আশ্চর্য মেয়ে যা হোক!

সে যখন এই সব ভাবছিল, তাকে নিয়ে তখন নীচের অলিন্দে আলোচনা চল্‌ছিল। নেজ্‌দানোভ তার সব কথাই পরিষ্কার শুন্‌তে পেলে।

কলোমিজেফ বল্‌ছিলো ঃ আমার স্থির ধারণা, ও একজন বিপ্লবী। মস্কোর বড়লাটের দফ্‌তরে আমি যখন এক বিশেষ কাজে নিযুক্ত ছিলুম, তখন এই শ্রেণীর লোকদের চেন্‌বার সুযোগ পেয়েছিলুম। সব চাইতে আমি সহজসংস্কারে বিশ্বাসী।...এইখানে কলোমিজেফ মস্কোর একটা ঘটনা বিবৃত করলে—একটি বৃদ্ধ বিপ্লবীকে কি ক'রে সে পুলিসসহ তার বাড়ীতে ঢুকে গ্রেফ্‌তার করেছিলো। বল্‌লেঃ গ্রেফ্‌তার করবার পূর্ব পর্যন্ত বদ্‌মাশটা স্থিরভাবে নিজের আসনে বসেছিলো—নড়েওনি পর্যন্ত।

কলোমিজেফ একটা কথা কিন্তু বলতে ভুলে গেছ্‌লো। তা হচ্ছে—সেই বুড়ো জেলে গিয়ে কিছুতেই খেতে রাজী হয় নি। তার ফলে অনাহারে মারা যায়।

কলোমিজেফ সোৎসাহে বলতে লাগ্‌লোঃ নতুন শিক্ষকটি বিপ্লবী, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? সে কখনো আগে কাউকে অভিবাদন করে না।

ভ্যালেন্টিনা বল্‌লেনঃ কেন করবে? শুধু এই কারণেই আমি লোকটিকে পছন্দ করি।

কলোমিজেফ বল্‌লেঃ যে-বাড়ীতে সে পেটের জন্য চাকুরি করে, আমি সেখানে একজন অতিথি। কাজেই আমি তার চাইতে নিশ্চয়ই বড়ো। তার উচিত আমায় প্রথমে অভিবাদন করা।

সিপিয়াজিন বল্‌লেনঃ কলোমিজেফ! যদি কিছু মনে না করো তো বলি। আমি ভেবেছিলুম, আমরা সবাই এ-সব অনাবশ্যক আদব-কায়দার মায়া কাটিয়ে উঠ্‌তে পেরেছি। আমি তাকে তার কাজের জন্য বেতন দিই সত্য, কিন্তু তার স্বাধীনতা কোনো দিক দিয়েই ক্ষুণ্ণ করিনি।

কলোমিজেফ বল্‌লেঃ তাই সে বে-পরোয়া, কাউকে গ্রাহ্য করতেই চায় না। বিপ্লবীরা সবাই এরূপ। আমার হাতে যদি সে পড়তো, মজা দেখাতুম। সে টুঁপি খুল্‌বার পথ পেতো না।

—থামো বদমাশ হাম্‌বাগ কোথাকার। নেজ্‌দানোভ উপর থেকে এই বলে প্রায় চীৎকার করে উঠেছিল আর কি। এমন সময়ে তার কামরার দরজা হঠাৎ খুলে গেলো। নেজ্‌দানোভ সবিস্ময়ে দেখ্‌লে—ঘরে এসে প্রবেশ করলো মার্কেলোভ।

দশ

নেজ্‌দানোভ উঠে দাঁড়ালো। মার্কেলোভ কোনোরূপ সম্ভাষণ না করেই সোজা নেজ্‌দানোভের কাছে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলে, সে সেন্ট-পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এলেক্সী মিট্রিস কি না।

নেজ্‌দানোভ উত্তরে বল্‌লেঃ হাঁ।

মার্কেলোভ বুকের পকেট থেকে একখানা চিঠি বা'র করে তার হাতে দিলে। স্বর নীচু ক'রে বল্‌লেঃ পড়ে দেখ, ভ্যাসিলী নিকোলেভিচের চিঠি।

নেজ্‌দানোভ চিঠি খুলে পড়লে। একখানা আধা-সরকারী পত্র, তাতে তাদের দলেরই একজন বলে মার্কেলোভের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, সে একজন খুবই বিশ্বাসী কম্‌রেড। চিঠিতে তাদের 'কাজে'র জন্য দলবদ্ধভাবে প্রচারকার্য চালাবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কতকগুলো উপদেশও দেওয়া হয়েছে। চিঠিখানা লেখা নেজ্‌দানোভের নামে।

নেজ্‌দানোভ মার্কেলোভের দিকে সাদরে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলে। তাকে চেয়ারে বসতে অনুরোধ ক'রে নিজেও আসন গ্রহণ করলে। কোন কথা না ব'লে মার্কেলোভ সিগারেট ধরিয়ে ধূমপান করতে লাগলো। নেজ্‌দানোভও তার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করলে।

—এখানকার কৃষকদের সাথে দেখা করবার অবসর ক'রে উঠ্‌তে পেরেছো কি? মার্কেলোভ অবশেষে জিজ্ঞেস করলে।

—না, তা হ'য়ে উঠেনি এখনও।

—কতদিন থেকে আছ এখানে?

—প্রায় দু' হপ্তা।

—খুব খাটতে হচ্ছে নাকি।

—না, তেমন কিছু নয়।

মার্কেলোভ ভীষণভাবে কেসে উঠ্‌লো। বল্‌লেঃ হুম্‌! এখানকার লোকগুলো ভারি বোকা। একেবারে গন্ডমূর্খ। তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াতে হবে। এরা ভারি গরীব, কিন্তু বোঝালেও বুঝবে না তাদের এই দারিদ্র্যের জন্য দায়ী কে।

নেজ্‌দানোভ মন্তব্য করলেঃ তোমার ভগ্নীপতির পুরানো চাকর-গুলো মনে হয় ততো গরীব নয়।

—আমার ভগ্নীপতি নিজের কাজ গোছাতে খুবই ভালো জানে।

লম্বাচৌড়া কথাবার্তায় লোক ভোলাতে সে ওস্তাদ। তার প্রজাগুলোর অবস্থা অবিশ্যি ততো খারাপ নয়—আর আমাদের কাজও সেখানে নয়। তার যে কারখানাটা আছে, তাতেই আমাদের সমস্ত মনোযোগ দিতে হবে। সেখানে কোনোরকমে ঢুক্‌তে পারলেই আমাদের কাজ এগিয়ে যাবে। তোমার কাছে বই টই আছে তো?

—হাঁ। কয়েকখানা আছে।

—আমি আরো কয়েকখানা দেব তোমায়। কিন্তু এতো অল্প বই নিয়ে থাকো কি ক'রে?

নেজ্‌দানোভ উত্তর দিলে না। মার্কেলোভও চুপ করলে, আর ঘন ঘন সিগারেটে দম কষে নাক দিয়ে ধুঁয়ো ছাড়তে লাগ্‌লো।

হঠাৎ মার্কেলোভ বলে উঠ্‌লোঃ কি বদমাশ এই কলোমিজেফটা! খাওয়ার সময় আমি তাকে মারতে গেছ্‌লুম আর কি। কিন্তু তারপর ভাবলুম, তার চাইতেও বড়ো কাজ আমাদের করবার আছে। এই শ্রেণীর মূর্খদের সাথে রাগ ক'রে সময় নষ্ট করবার পর্যাপ্ত অবসর আমাদের নেই। তবে এদের এ-সমস্ত বদমাইশী বন্ধ করবার সময় এসেছে।

নেজ্‌দানোভ মাথা নাড়লে। মার্কেলোভ ধূমপান করেই চল্‌লো।

মার্কেলোভ আবার শুরু করলোঃ এ-বাড়ীতে একটি চাকর আছে যার কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে ব'লে মনে হয়। সে অবিশ্যি তোমার চাকর আইভান নয়—ও একটা আস্ত গর্দভ। সে হচ্ছে খানসামা কিরিল। লোকটা ভয়ানক মাতাল,—কিন্তু ও-সব দেখ্‌বার আমাদের দরকার নেই। ...হঠাৎ নেজ্‌দানোভের মুখে তার হরিতাভ চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ব'লে উঠ্‌লোঃ আচ্ছা, আমার বোন সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা? তার স্বামীর চাইতেও সে চালাক ব'লে আমার বিশ্বাস। তোমার কি মনে হয়?

—আমার তো মনে হয়, তিনি দয়ালু, আমুদে—তার উপর আশ্চর্য রকম সুন্দরী!

—হুম্‌! তোমরা—সেন্টপিটার্সবুর্গের ভদ্রলোকেরা কথা বলবার কায়দা শিখেছে বেশ ভালো ক'রেই। আচ্ছা, বল তো দেখি—

কথা শেষ না ক'রেই হঠাৎ মার্কেলোভ থেমে গেলো। তার মুখের উপর কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো। বল্‌লেঃ দেখ্‌ছি, আমাদের ভেতরে আরো কথাবার্তা হওয়া দরকার। কিন্তু এখানে তা অসম্ভব। কে জানে, দ্বারে দাঁড়িয়ে কেউ আমাদের কথা শুন্‌ছে কি না। আমার একটা প্রস্তাব আছে। আজকে শনিবার—সম্ভবতঃ কাল তুমি আমার ভাগ্নেকে পড়াবে না। কি বলো?

—কাল তিনটেয় আমায় রিহার্সেলে যোগ দিতে হবে।

—রিহার্সেল? নাট্যমঞ্চের কথার মতো শুনায় যে। নিশ্চয় এ-কথাটা আমার বোনের আবিষ্কার! যা'ক, তুমি এখনই আমার সাথে আমার বাড়ীতে যেতে পারো? আমার গ্রাম এখান থেকে দশ মাইলের বেশী হবে না। খুব ভাল কয়েকটা ঘোড়া আছে আমার, অল্প সময়েই বাড়ী পোঁছানো যাবে। আজ রাত আর কালকের সকালটা আমাদের ওখানে কাটিয়ে আস্তে পারো। ঠিক তিনটেয় তোমায় এখানে পোঁছিয়ে দিতে পারব। যাবে?

নেজ্দানোভ বল্লেঃ বেশ, যাব।

মার্কেলোভের সাথে দেখা হওয়ার সময় থেকে নেজ্দানোভের মন বেশ-কিছুটা উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলো। তার সাথে এই আকস্মিক বন্ধুতায় সে যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলো—আবার তার দিকে আকৃষ্টও হ'য়ে পড়ছিলো। সে বেশ বুঝলে, লোকটি অনেকখানি স্থূল-বুদ্ধি হ'লেও মনটি তার সরল। তা' ছাড়া বাগানে তাদের সেই অদ্ভুত সাক্ষাৎ, মেরিয়ানার অযাচিত কৈফিয়ৎ—

তার চিন্তার মাঝখানে হঠাৎ মার্কেলোভ বলে উঠ্লোঃ বেশ, তুমি তৈরী হ'য়ে নাও। আমি গাড়ী নিয়ে আস্তে বলে আসি। হাঁ, ভালো কথা। গৃহকর্তা ও গিন্নীর কাছে তোমার যাবার অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই—কি বল?

—না, নিশ্চয়ই তাঁদের বলতে হবে। না ব'লে যাওয়া ঠিক হবে না।

মার্কেলোভ বল্লেঃ আচ্ছা, সে-ভার আমার উপর। আমিই বলব'খন। তারা এখন তাস খেলায় মশ্গুল আছে, তোমার অনুপস্থিতি টেরও পাবে না। আমার ভগ্নীপতির দহরম-মহরম কেবল সরকারী কর্মচারীদের সাথেই, আর একমাত্র তাস খেলা ছাড়া সে কিছুই জানে না। তবে এই শ্রেণীর মূর্খরাই সংসারে জয়ী হ'য়ে থাকে দেখা যায়। যা'ক, শীগ্গির তৈরী হ'য়ে নাও। আমি এই আস্ছি বলে।

মার্কেলোভ চলে গেলো।

একঘণ্টা পরে নেজ্দানোভ ও মার্কেলোভকে এক চলন্ত ঘোড়ার গাড়ীতে পাশাপাশি উপবিষ্ট দেখা গেলো।

এখানে মার্কেলোভ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। তার বোন ভ্যালেন্টিনার চাইতে সে বছর ছ'য়েকের বড়। তার শিক্ষালাভ হয় এক

সামরিক স্কুলে। পরে লেফ্‌টন্যান্টের পদে উন্নীত হ'য়ে সে চাকুরি ত্যাগ করে। তার উপরওয়ালা ছিলো একজন জার্মান, তার সাথে নাকি তার মতান্তর হয়। সেই থেকে মার্কেলোভ জার্মানদের—বিশেষ ক'রে রুশ-প্রবাসী জার্মানদের—দেখতে পারতো না। এই চাকুরিত্যাগ উপলক্ষে তার পিতার সাথে তার মনান্তর হয় এবং পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত পিতা-পুত্রে আর সাক্ষাৎ ঘটেনি। পিতার মৃত্যুর পর যে-সামান্য কিছু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে হয়েছিল, বাড়ী থেকে তাই সে দেখা-শোনা করতে লাগ্‌লো। সেন্টপিটার্সবুর্গে প্রগতিবাদী চিন্তাশীলদের সাথে তার মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হতো, এ'দের দস্তুতমতো সে পুজো করতো। অবশেষে এ'দের চিন্তার দিকে সে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। মার্কেলোভের পড়াশোনা ছিলো সামান্যই; যা তার রুচির অনুকূল, এমন-সব বই-ই সে কিছু কিছু পড়েছিলো মাত্র। সে তার সৈনিকোচিত অভ্যাস বরাবর বজায় রেখেছিল। কয়েক বৎসর আগে একটি মেয়েকে সে ভয়ানক ভালোবেসে ফেলেছিল। মেয়েটি কিন্তু তাকে উপেক্ষা ক'রে এক সহকারী সেনানীকে বিয়ে করে। সেই থেকে সহকারী সেনানীদেরও সে ভীষণ ঘৃণা করতে থাকে। সৈন্যবিভাগের অনাচার সম্বন্ধে সে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোনো প্রবন্ধই তার শেষ হয়ে উঠেনি। তবু চেষ্টা সে ছেড়ে দেয়নি। মার্কেলোভ ছিল একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক। নিজের আর নিপীড়িত জনগণের প্রতি সংসারের নানা অবিচার-অত্যাচার ভুলে যাবার এবং ক্ষমা করবার পাত্র সে ছিল না। কিন্তু ওর ক্ষমতাই বা কতটুকু! বড়লোক—যাদের সে বল্‌তো প্রতিক্রিয়াশীল দল—তাদের প্রতি তার ব্যবহার ছিল খুবই কর্কশ রকমের—আর জনসাধারণ ও কৃষকদের মনে করতো সে নিজের ভাইয়ের মতো। নিজ স্টেটে সে তার সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে, কিন্তু এ-চেষ্টাও তার সামরিক বিভাগের অনাচার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখার মতোই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে! তার কোনো চেষ্টাই সফল হ'তে পারেনি। কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লে তার মাথায় একেবারে রক্ত চড়ে যেতো। তখন সে না করতে পারতো, এমন ভয়াবহ কাজই নেই। আবার শান্ত মুহূর্তে কোনো পুরস্কারের লোভ না করেই দ্বিধাশূন্য চিত্তে সে নিজের জীবন-বিসর্জনেও কুণ্ঠিত ছিলো না।

যে-গ্রামটি মার্কেলোভের অধিকারভুক্ত ছিলো, তার নাম বোর্সিংকোভ। ছোটগ্রাম—সম্ভবতঃ দু'শ একর জমির বেশী ছিল না তাতে। এ-থেকে মাত্র সাত শ' রুবল ছিল তার বার্ষিক আয়। প্রাদেশিক শহর থেকে

গ্রামটির দূরত্ব হবে প্রায় তিন মাইল, আর সিপিয়াজিনের গ্রাম থেকে এ-গ্রামে যাতায়াত করতে হলে শহর হয়েই যাবার রাস্তা।

মার্কেলোভ ও নেজ্দানোভকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী শহর অতিক্রম ক'রে আবার গ্রামে প্রবেশ করলে। শহর থেকে মাইল দুই এসেছে, তখন গাড়ী অকস্মাৎ এক বুনো পথে প্রবেশ করলে। আকাশে তখন চন্দ্রোদয় হয়েছে। চাঁদের আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে মৃদুহাসি বিকীর্ণ করছিল। গাড়ী চল্ছিল শুক্নো ঝরাপাতার মস্মসধ্বনির উপর দিয়ে। এই বুনোপথ অতিক্রম করে গাড়ী ক্রমে পৌঁছুলে একটি ক্ষুদ্র খামার বাড়ীর সাম্নে। তার তিনটি জানালা দেখা গেলো। বাড়ীর দরজা উন্মুক্ত, যেন তা' কখনো বন্ধই করা হয় না! প্রাঙ্গণে দু'টি সাদা ঘোড়া দাঁড়িয়েছিল। ঘরের ভেতরে লোক নড়াচড়া করছে দেখা গেলো।

ক্রমে গাড়ী এসে দাঁড়ালো দরজার সুমুখে। মার্কেলোভ লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নাম্লে। নেজ্দানোভকে বল্লেঃ বাড়ী এসে পড়া গেছে। তুমি এখানে এমন কয়েকজন লোককে দেখ্বে, যাদের তুমি খুব ভাল করেই চেন, কিন্তু যাদের এখানে আগমন তুমি কল্পনাই করতে পারো না। এসো। ঘরে প্রবেশ করা যাক।

এগারো

অতিথিরা অন্য কেউ নয়—আমাদের পূর্বপরিচিত মাশুরিনা ও অস্ট্রোডুমভ। মার্কেলোভের অপরিচ্ছন্ন বৈঠকখানায় বসে কেরোসিনের বাতির আলোয় উভয়ে ধূমপান করছিল, মাঝে মাঝে চল্ছিল মদ্যপান। নেজ্দানোভকে দেখে তারা আশ্চর্য হলো না মোটেই, কারণ মার্কেলোভ আগে থেকেই তাদের জানিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু নেজ্দানোভ ওদের দেখে ভয়ানক আশ্চর্য হ'য়ে গেলো।

নেজ্দানোভ ঘরে প্রবেশ করতেই অস্ট্রোডুমোভ শুধু বললেঃ গুড্-ঈভিনিং! মাশুরিনা কিন্তু লাল হ'য়ে উঠল, নেজ্দানোভের দিকে সে নিজ হাত বাড়িয়ে দিলে। মার্কেলোভ বুঝিয়ে দিলে, এরা উভয়েই প্রায় সপ্তাহখানেক হ'লো সেন্টপিটার্সবুর্গ থেকে এখানে এসেছে; অস্ট্রোডু-মোভকে এখানে প্রচারকার্যের জন্য কিছুদিন থাক্তে হবে, আর

মাশুরিনাকে যেতে হবে...প্রদেশে একজনের সঙ্গে দেখা করতে এই প্রচার-কার্যেরই উদ্দেশ্যে। সে বল্‌তে লাগ্‌লোঃ এখন সত্যিকার বাস্তব কাজের সময় এসেছে...বল্‌তে বল্‌তে সে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লো—যদিও কেউ তার কথায় কোনো প্রতিবাদ করেনি। সে ঠোঁট কাম্‌ড়াতে কাম্‌ড়াতে ভাঙা গলায় ভীষণ উত্তেজিত স্বরে তীব্র ভাষায় নানা অনাচারের নিন্দা করে বল্‌তে লাগ্‌লঃ ইন্ধন প্রস্তুত, অগ্রসর হও বন্ধুগণ! এখন কাজে নাম্‌তে যে দ্বিধা করবে, সে কাপুরুষ। আলবৎ কাপুরুষ। বল-প্রয়োগ বা হিংসারও যদি কিছুটা দরকার হয়, তবে তাতেও আমাদের এখন পিছপা হ'লে চল্‌বে না। ঘা পেকে উঠলে অস্ত্রপ্রয়োগ দরকার বৈকি!...এই ঘায়ে অস্ত্রপ্রয়োগের উপমাটা তার মৌলিক চিন্তার ফল মোটেই নয়—অন্য কোথাও শুনে থাকবে হয়তো। উপমাটা তার এতোই ভালো লেগেছিল যে, যখন-তখন সময়ে-অসময়ে সে এর ব্যবহার করতে দ্বিধা করতো না।

মেরিয়ানার ভালোবাসা পাবার আশা হারিয়ে সে মরিয়া হয়ে উঠে-ছিলো। যে-কোনও কাজে লেগে যেতে পারলেই সে যেন বাঁচে।...তার স্বর ক্রমেই অধিকতর রুদ্ধ, কর্কশ ও উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। কুঠারের কোপের মতো তার কথাগুলো উপস্থিত সকলের মনে যেন দাগ কেটে বস্‌তে লাগ্‌লো। সে বল্‌তে লাগ্‌লোঃ এখানকার কৃষক এবং কারখানার কর্মচারী ও মজুরদের আমি ভালো ক'রেই জানি। আমাদের কাজে লাগ্‌তে পারে, এমন লোক এদের ভেতর আছে। অন্ততঃ এরেমীকে আমি যে-কোন সময়ে যে-কোন কাজে লাগাতে পারি।...

এরেমী লোকটি পার্শ্ববর্তী গোলপ্‌লোক গ্রামের বাসিন্দা...এর নামটা মার্কেলোভের মুখে ঘন ঘন উচ্চারিত হতে লাগ্‌ল। প্রায় প্রতি দশটি শব্দের পর মার্কেলোভ ডান হাতে টেবিল চাপ্‌ড়াতে লাগ্‌ল, আর বাম হাতটা শূন্যে আন্দোলিত করলে। তার লালচোখ, হাত-মুখের উত্তেজিত ভঙ্গি শ্রোতাদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করলে।

আস্‌বার সময় গাড়ীতে নেজ্‌দানোভের সাথে মার্কেলোভের কথা-বার্তা বিশেষ-কিছু হয়নি। এখন যেন সে-সমস্ত না-বলা কথা অগ্নিময়ী ভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগ্‌লো। অস্ত্রোডুমোভ ও মাশুরিনা মাঝে মাঝে মার্কেলোভের কথায় সায় দিলে, কিন্তু নেজ্‌দানোভের মন এক আশ্চর্য অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে গেছ্‌লো। সে প্রথমতঃ না-ভেবে-চিন্তে তাড়াতাড়ি কাজ করার বিপক্ষে যুক্তি দেবার চেষ্টা করলে এবং এই সম্পর্কে পূর্বেকার কয়েকটি ব্যর্থতার দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করলে। কিন্তু

ক্রমে ক্রমে সে-ও উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তার মনের যুক্তিবাদিতা আবেগের প্লাবনে ভেসে গেলো। সন্দেহ-নির্মুক্ত মনে সে-ও তখন মার্কেলোভের মতন উচ্চৈঃস্বরে কথা বল্‌তে আরম্ভ করলে। তার স্বর কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। তার চোখ দু'টি বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো। ক্রমে তার আবেগের প্রকাশ মার্কেলোভকেও ছাড়িয়ে গেলো।

তার এই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ আবিষ্কার করা সত্যই কঠিন। এ কি কিছুদিন যাবৎ নিষ্কর্মা অবস্থায় বসে থাকার ফলে আত্মগ্লানির আকস্মিক প্রকাশ? না কমরেডদের কাছে সস্তা বাহাদুরী নেওয়ার চেষ্টা? কিংবা মার্কেলোভের উত্তেজনাময়ী বাণীর প্রভাব?

সকাল পর্যন্ত তাদের আলাপ চল্‌লো। অস্ট্রোডুমোভ ও মাশুরিনা একবারও আসন ছেড়ে উঠেনি—আর মার্কেলোভ ও নেজ্‌দানোভ সারারাতের মধ্যে একবারও আসনে বসেনি। মার্কেলোভ একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল দ্বাররক্ষী সান্ত্রীর মতো, আর নেজ্‌দানোভ উত্তেজিতভাবে সারা কক্ষময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল—কখনো ধীরে ধীরে, কখনো দ্রুতপদে। আরব্ধ কাজে কি কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে, কে কে কোন্‌ কোন্‌ কাজের ভার নেবে ইত্যাদি ব্যাপার তারা আলোচনা করলে। কতকগুলি প্রচারপত্র ও ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রত্যেককেই দেওয়া হলো। গোলুশ্‌কিন নামে একজন বণিক ও কিস্‌লিয়াকোভ নামে জনৈক তরুণ যুবকের কথা আলোচিত হলো। এদের নাকি তাদের দলের কাজে সহজেই টেনে আনা যেতে পারে। সলোমিন নামে এক ব্যক্তির আলোচনায়ও মার্কেলোভ প্রশংসার উৎস খুলে দিলে।

নেজ্‌দানোভ এই সলোমিনের কথা আগেও একবার সিপিয়াজিনের কাছে শুনেছিলো। জিজ্ঞেস করলেঃ এ-লোকটি কি তুলোর কারখানার ম্যানেজার?

মার্কেলোভ উত্তরে বল্‌লেঃ হাঁ, সেই ব্যক্তিই বটে। তার সাথে তোমার পরিচয় হওয়া দরকার। এখনো তার সাথে এ-ব্যাপারে আলাপ করা হয়নি বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তার ক্ষমতা অসাধারণ।

গোলপলোক গ্রামের এরেমীর কথা আবার উঠ্‌লো। সিপিয়াজিনের চাকর কিরিল আর মেন্ডেলী নামক এক ব্যক্তির কথাও আলোচিত হলো। মেন্ডেলী—ডাকনাম 'সাল্কস্‌'—সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হলো যে, লোকটাকে বিশ্বাস করা চলে না। লোকটা ভয়ানক মাতাল। যখন প্রকৃতিস্থ থাকে, তখন তার সাহসের অন্ত থাকে না, কিন্তু যখন মদে চুর হ'য়ে পড়ে, তখন তার মতো কাপুরুষ আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যায় না।

নেজ্‌দানোভ জিজ্ঞেস করলেঃ তোমার প্রজারা কেমন? এদের মধ্যে কি কোনো বিশ্বাসী লোক পাওয়া যাবে?

মার্কেলোভ বল্‌লেঃ আমার তো মনে হয়, পাওয়া যাবে। তবে সে কারো নাম উল্লেখ করলে না।

মার্কেলোভ শহরের ব্যবসায়ী ও স্কুলের ছেলেদের কথা উল্লেখ ক'রে বল্‌লেঃ সত্যিকারভাবে কাজ শুরু হ'য়ে গেলে এদের দ্বারাও কিছু কিছু কাজ হ'তে পারে। মার্কেলোভ আরো বল্‌লেঃ পাঁচ ছয়জন তরুণ যুবক এখানেও পাওয়া যেতে পারে। তবে কিস্‌লিয়াকোভের কাছে সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

—কিন্তু এই কিস্‌লিয়াকোভ লোকটি কে? অধীরভাবে নেজ্‌-দানোভ জিজ্ঞেস করলে।

মার্কেলোভ বল্‌লেঃ সে এক অদ্ভুত লোক! আমি অবিশ্যি তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিনে, তার সাথে আমার সাক্ষাৎও হয়েছে মাত্র দু'বার। তবু তার চিঠিগুলো যদি তুমি একবার দেখ। কি চমৎকার চিঠি! আমি তোমায় দেখাব—নিজেই তুমি তখন বুঝতে পারবে। কাজের কি উৎসাহ তার! রুশিয়ার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সে প্রায় পাঁচ ছ'বার ঘুরে বেরিয়েছে—এবং প্রত্যেক জায়গা থেকেই বারো পৃষ্ঠাব্যাপী লম্বা চিঠি সে আমার কাছে লিখেছে।

নেজ্‌দানোভ জিজ্ঞাসুনেত্রে অস্ট্রোডুমোভের দিকে চাইলে। তার মুখে সামান্য পরিবর্তনের চিহ্নও দেখা গেলো না। মাশুরিনাকেও বোধ হলো অচঞ্চল—কেবল তার মুখে একটু বাঁকা হাসি খেলে গেলো।

নেজ্‌দানোভ এরপর মার্কেলোভকে জিজ্ঞেস করলে, তার প্রজাদের মধ্যে কোনোরূপ সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সে কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা করেছে কিনা। অস্ট্রোডুমোভ এ-প্রশ্নে আপত্তি করলে। বল্‌লেঃ এ-কথা জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন কি? এ-পরিকল্পনা পরিবর্তিতও তো হ'তে পারে।

আবার রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হলো। নেজ্‌দানোভের অন্তরের অন্তঃস্থলে আবার একটা তীব্র ব্যথার দংশন অনুভূত হ'তে লাগল। বেদনার তীব্রতা যতই বাড়তে লাগলো, তার বক্তৃতা ততই উগ্রতর হ'য়ে উঠ্‌লো। মাত্র একগ্লাস মদ সে এ-যাবৎ পান করেছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে তার মনে হলো, সে যেন ক্রমে বেসামাল হ'য়ে উঠছে। তার মাথা ঘুরতে লাগ্‌লো, ধমনীর ক্রিয়া দ্রুততর হ'য়ে উঠলো।

সকাল চারটেয় আলোচনা শেষ হলো। সকলেই নিজ নিজ কামরায়

চলে গেলো। শয্যাগ্রহণ করবার পূর্বে নেজ্‌দানোভ অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে উদাস দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে ভাব্‌ছিল। মার্কেলোভের উদ্দীপনাময়ী কথাগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে তার মন কি এক অভূতপূর্ব বিস্ময়ে পূর্ণ হলো! তার তুলনায় নিজেকে সে ক্ষুদ্র মনে করতে লাগ্‌লো। ভাব্‌লেঃ লোকটির ত্রুটি আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমার চাইতে সে হাজার গুণে ভালো।

এই আত্ম-ধিক্কারে হঠাৎ তার আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগ্‌লো। ভাব্‌লেঃ এ-সব কী ভাব্‌ছি আমি? স্বার্থত্যাগে কার চাইতে আমি কম? রসো বন্ধুগণ! প্যাক্‌লীন, তুমিও দেখবে। সত্য বটে, আমি রসচর্চা করি—এমন কি, কবিতাও লিখি; কিন্তু আমি কি চিজ, ঠিক সময়ে তা' বুঝতে পারবে তোমরা।

সক্রোধে সে নিজের এলোমেলো চুলগুলি পেছনের দিকে ঠেলে দিলে! দাঁত কড়মড় করতে করতে কাপড় ছেড়ে সে লাফিয়ে পড়ে ঠাণ্ডা বিছানায় শুয়ে পড়লে।

—গুড্‌নাইট! আমি তোমার প্রতিবেশী। দ্বারের অপর পার্শ্ব থেকে মাশুরিনার কণ্ঠ শোনা গেলো।

প্রত্যুত্তরে নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ গুড্‌নাইট! হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো, সমস্ত রাত্রি মাশুরিনা তার উপর থেকে দৃষ্টি কখনো ফিরায়নি।

—কী চায় এ? মনে মনে এ-কথা বলেই সে লজ্জিত হয়ে পড়লো। ভাব্‌লেঃ যদি একটু ঘুমুতে পারতুম!

কিন্তু কোথায় ঘুম? চিন্তায় উত্তপ্ত স্নায়ুমণ্ডলী বহুক্ষণ তার বশে এলো না। অবশেষে সূর্যকিরণ যখন প্রখর হয়ে উঠেছে, সে নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলে পড়লো।

অনেক দেরীতে তার ঘুম ভাঙ্‌লো। তখন মাথায় তার অসহ্য বেদনা। কাপড় প'রে সে জানালার ধারে গেলো। অনেকক্ষণ সে মার্কেলোভের খামার-বাড়ীর দিকে চেয়ে রইলো।

নীচে নেমে এসে দেখ্‌লে, মাশুরিনা আগেই বৈঠকখানায় এসে চা পান করছে আর তার আগমনের প্রতীক্ষা করছে। মাশুরিনা জানালে, দরকারী কাজে অস্ট্রোডুমোভ বাইরে চলে গেছে—এক পক্ষের মধ্যে সে আর ফিরে আস্‌বে না, আর মার্কেলোভে গেছে তার প্রজাদের তদারক করতে।

নেজ্‌দানোভ মনে কেমন-যেন একটা অদ্ভুত ক্লান্তি বোধ করতে লাগ্‌লো। অবিলম্বে কাজ শুরু করা সম্বন্ধে কাল রাত্রে এতো বেশী

আলোচনা হ'য়ে গেছে যে, সেই নিয়ে মাশুরিনার সাথে আবার আলাপ শুরু করা অসম্ভব। অথচ কী নিয়ে যে তার সাথে আলাপ শুরু করা যায়, তা-ও সে ভেবে পেলে না। চা-পান শেষ করেই সে টুপী মাথায় দিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লো। কিছুদূর গিয়েই মার্কেলোভের কয়েক-জন প্রজার সাথে তার দেখা হলো। তাদের সাথে সে আলাপ জুড়ে দিলে। কিন্তু ভালো লাগ্‌লো না। তার সাথে আলাপ করতে প্রজাদেরও তেমন উৎসাহ দেখা গেলো না। তারা তাদের মনিব সম্বন্ধে মন্তব্য করলেঃ বেশ লোকটি। খুবই সহৃদয় ভালোমানুষ। কিন্তু ভারী খাম-খেয়ালী—একগুঁয়ে প্রকৃতির। বাপ-দাদারা যে-পথে চলে গেছেন, সে-পথ মাড়াতেই চান না। এর ফলে তাঁকে দুঃখভোগ করতে হবে নিশ্চয়।

আর কিছুদূর এগিয়ে যেতেই স্বয়ং মার্কেলোভের সাথেই তার সাক্ষাৎ হ'য়ে গেলো। শ্রমিকরা মার্কেলোভকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। দূর থেকেই বুঝা গেলো, সে তাদের কি বুঝাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা বুঝতে না পারায় মার্কেলোভ হতাশভাবে হাত নাড়ছে। নায়েবটি তার পাশেই ছিলো। মার্কেলোভের প্রতি কথাতেই সে সায় দিচ্ছিল; 'ঠিক কথা হুজুর!' মার্কেলোভ এদের কাছ থেকে আশা করছিল একটু স্বাধীনচিত্ততা। নিরাশ হয়ে সে নিজের বিরক্তি গোপন করতে পারছিলো না।

নেজ্‌দানোভ এগিয়ে এলো। মার্কেলোভের মুখের দিকে লক্ষ করেই সে বুঝতে পারলে, যে-নৈরাশ্য আর ক্লান্তি তাকে পীড়া দিচ্ছে, মার্কেলোভের মুখেও তার ছায়াপাত হয়েছে। তাকে দেখেই মার্কেলোভ গত রাতের প্রস্তাব আর আসন্ন বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করল বটে, কিন্তু তার মুখের সেই হতাশাজনিত গ্লানিমা দূর হলো না। ঘামে তার সমস্ত শরীর ভিজে গেছে, গলার স্বর হ'য়ে উঠেছে রুক্ষ ও কর্কশ। শ্রমিকরা চারপাশে দাঁড়িয়েছিল নীরবে—তাদের মুখে ফুটে উঠেছিল কতকটা ভয়, কিছুটা কৌতুক।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ গাড়ী কোথায়? এখন যেতে হবে না?

মার্কেলোভ যেন চম্‌কে উঠ্‌লো, পরে জানালেঃ তার জন্যে চিন্তা নেই। ঠিক সময়ে গাড়ী হাজির থাক্‌বে।

তারা বাড়ীমুখো রওনা হলো। মার্কেলোভ যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিলো!

—তোমার হলো কি? নেজ্‌দানোভ জিজ্ঞেস করলে।

মার্কেলোভ যেন গর্জন করে উঠ্‌লোঃ হবে আমার মাথা আর মুণ্ডু!

যতই চেষ্টা করো, এই মূর্খদের কিছুতেই বুঝাতে পারবে না। সোজা সাদা রুশ ভাষা বুঝবার ক্ষমতাও এদের নেই দেখ্‌ছি। সমবায়নীতির কথা আমি এদের বুঝাতে চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু এরা এমনি মূর্খ যে, বুঝে বস্‌লো আমি তাদের সমস্ত জমি বিলিয়ে দিতে চাইছি।

একজন চাকর, একজন পাচক, একজন কোচোয়ান আর একটি বৃদ্ধ-লোক ছাড়া মার্কেলোভের বাড়ীতে আর কেউই ছিলো না। বুড়ো তার বাপের আমলের চাকর। বার্ধক্যের জন্য এখন আর তার কাজ করবার শক্তি নেই। তবে সব সময়েই তাকে মার্কেলোভের কাছে হাজির দেখা যেতো।

খাওয়া-দাওয়ার পর নেজ্‌দানোভ যাবার জন্য তৈরী হলো।

মাশুরিনা জানালে, সে-ও নেজ্‌দানোভের সাথে শহর পর্যন্ত যাবে কিছু দরকারী জিনিস কেন্‌বার আছে।

মার্কেলোভ তাদের বিদায় দিতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলো। বল্‌লেঃ শীগ্‌গিরই আবার তোমার সাথে দেখা হবে। বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে বল্‌লেঃ আমাদের কাজ শীগ্‌গিরই শুরু করতে হবে। সলোমিনকেও দলে আনা চাই। তা'ছাড়া ভ্যাসিলি নিকো-লেভিচের আদেশের অপেক্ষা করছি। তার আদেশ এসে পেঁছুলেই বাস্‌! জগতে এমন কোন শক্তি নেই যে আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। জনসাধারণ সাগ্রহে আমাদের কাজে নাম্‌বার অপেক্ষায় আছে। তারা আর দেরী সইতে পারছে না। (এই জনসাধারণই কিন্তু মার্কেলোভের সাদা সোজা রুশ ভাষাটা পর্যন্ত বুঝতে পারেনি)

নেজ্‌দানোভ জিজ্ঞেস করলেঃ হাঁ, ভালো কথা। সেই যে কতকগুলো চিঠি তুমি আমায় দেখাবে বলেছিলে। কি...ভালো...লোকটার নাম... কিস্‌লিয়াকোভ্‌? তা দেখালে না তো।

—তা'...সে পরে হবে'খন, পরে হবে'খন!

গাড়ী অগ্রসর হলো।

—তৈরী হয়ে থেকো। আবার মার্কেলোভের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

মাশুরিনা নীরবে নেজ্‌দানোভের পাশে বসে সিগারেট ফুকছিলো। গাড়ী যখন শহরে পেঁাছলো, সে একটা সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলে। বল্‌লেঃ মার্কেলোভের জন্যে আমার ভারী দুঃখ হয়। তার স্বরে বিষাদের সুর ফুটে উঠলো।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ হাঁ, তাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আর তার অবস্থাও বিশেষ সুবিধের বোধ হলো না।

—আমি সে-কথা ভাব্‌ছিনে।

—তা'হলে কী ভাব্‌ছ তুমি?

—আমি ভাব্‌ছি ওর দুর্ভাগ্যের কথা। ওর চাইতে বিশ্বস্ত লোক পাওয়া যাবে না বটে, কিন্তু তাকে দিয়ে কোনো কাজই হ'বে না।

নেজ্‌দানোভ স্থিরদৃষ্টিতে মাশুরিনার দিকে চাইলে। বল্‌লেঃ তার সম্বন্ধে জানো নাকি কিছু তুমি?

—না, কিছুই না! কিন্তু আমার কথা সত্যি কিনা, পরে দেখ্‌বে। গুড্‌বাই এলেক্সী মিট্রিস! বলে মাশুরিনা গাড়ী থেকে নেমে পড়লো।

একঘণ্টা পরে দেখা গেলো, নেজ্‌দানোভের গাড়ী সিপিয়াজিনের বাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করছে। সারারাত্রির জাগরণের আর নানা আলোচনায় তার মনের অবস্থা ভালো ছিলো না।

একখানা সুন্দর মুখ জানলা থেকে তার দিকে চেয়ে হাস্‌লে—যেন বাড়ী ফিরে আসার জন্যে তাকে অভিনন্দন জানালে! মুখখানা ভ্যালেন্টিনার।

—তাঁর চোখ দু'টি কী সুন্দর! মুখখানা কী চমৎকার! নেজ্‌দানোভ ভাব্‌লে।

বারো

ডিনার-টেবিলে আজ অনেক লোক। খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেলেও সমবেত অতিথিদের গুঞ্জন তখনো থামেনি। নেজ্‌দানোভ এই অবসরে চুপি চুপি নিজের কামরায় চলে এলো। সে একা থাক্‌তে চায়। পূর্ব-দিনের আলোচনার রেশ তখনো তার মনে অনুরণিত হচ্ছিল। ভ্যালে-ন্টিনা খাবার-টেবিলে বারবার তাকে লক্ষ করছিলেন, কিন্তু আলাপ করবার সুযোগ হয়ে উঠেনি। মেরিয়ানা আগের দিনের ব্যবহারের জন্য কতকটা অনুতপ্ত হয়ে পড়েছিলো, তাই যথাসাধ্য নেজ্‌দানোভকে এড়িয়েই চল্‌ছিলো।

কামরায় এসে নেজ্‌দানোভ বন্ধু সিলিনকে পত্র লিখ্‌তে বস্‌লো। কিন্তু কী লেখা যায় ভেবে পেলে না। তার মন তখন এমনি নানা বিরুদ্ধ চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ যে, তখনকার মনের অবস্থায় কোনো-কিছু গুছিয়ে

লেখা অসম্ভব। পত্রলেখা তাই আরেক দিনের জন্য মুলতুবী রইলো।

নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে কলোমিজেফও একজন। সে-দিনও খাবার টেবিলে তার লম্বা লম্বা বকুনীর অন্ত ছিল না। কিন্তু নেজ্‌দানোভ তাতে কান দেয়নি।

বায়স্কোপের চিত্রের মতো নানা চিন্তা নেজ্‌দানোভের মনের সুমুখে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। আশ্চর্য! আবার সব ছাপিয়ে মনের এই ছবির পর্দায় ভেসে উঠ্‌লো তিনখানা মুখ—ভ্যালেন্টিনা, মাশুরিনা ও মেরিয়ানা! তিনখানা মুখই যেন একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। এর মানে কি? বিশেষ করে কেবল এই তিনখানা মুখই কেন ভেসে উঠে? কী চায় এরা তার কাছে?

সে ঘুমুতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলে না। মনকে অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু নিষ্ফল সে চেষ্টা। বার বার একই চিন্তা তার মনের দ্বারে হানা দিতে লাগ্‌লো। এ যেন ভূতের মতো তার মনের ঘাড়ে চেপে বসেছে! অবশেষে রাত যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তার জাগরণক্লান্ত চোখ দু'টি ক্রমে বুজে এলো।

পরদিন কোলিয়াকে পড়িয়ে সে বিলিয়ার্ডরুমে বসে আছে, এমন সময় সতর্কদৃষ্টিতে চারদিকে চাইতে চাইতে ভ্যালেন্টিনা এসে সেখানে প্রবেশ করলেন। নেজ্‌দানোভের কাছে এসে হাসিমুখে তিনি তাকে তাঁর বৈঠকখানায় যেতে আমন্ত্রণ করলেন। তাঁর পরনে ছিল দুগ্ধফেন-শুভ্র পোশাক—খুবই সাধারণ, কিন্তু ভারী সুন্দর। তাঁর এই পোশাক, তাঁর অর্ধমুদিত চোখের মনোহারী ভঙ্গি, তাঁর স্বরের সুমিষ্ট কোমলতা, তাঁর মনোহর গতিভঙ্গি—সব মিলে তাঁর চেহারায় ফুটিয়ে তুলেছিলো এমন একটা অপার্থিব সৌন্দর্য যে, নেজ্‌দানোভ মুগ্ধ না হয়ে পারলে না।

ভ্যালেন্টিনার বৈঠকখানায় প্রবেশ করতেই নেজ্‌দানোভের নাসারন্ধ্র একটি সুমিষ্ট গন্ধে পূর্ণ হলো। ঘরটি চমৎকার ভাবে সাজানো। ফুলের তোড়া ও নানা সুগন্ধী দ্রব্যের সুবাসে—তদুপরি কেমন একটা মেয়েলী সুমিষ্ট সৌরভে ঘরটি আমোদিত। ভ্যালেন্টিনা সাদরে গদী-আঁটা একটা চেয়ারে নেজ্‌দানোভকে বসালেন, আর নিজেও তার পাশে বস্‌লেন। এরপর তিনি খুবই সতর্কভাবে সুমিষ্ট স্বরে নেজ্‌দানোভকে নানাকথা জিজ্ঞেস করতে লাগ্‌লেন: মার্কেলোভের বাড়ী তার কেমন লাগ্‌ল, সে কেমনভাবে দিন কাটাচ্ছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভ্যালেন্টিনার প্রশ্নে তাঁর ভাইয়ের জন্যে খুবই উদ্বেগ প্রকাশ পেলো।

তাঁর প্রশ্নের ধরণে এ-কথাও গোপন রইলো না যে, ভাইয়ের প্রতি মেরিয়ানার ব্যবহারে তিনি বেশ-কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তবে কী কারণে মেরিয়ানা তাঁর ভাইকে পছন্দ করতে পারেনি, তা' তাঁর বোধগম্য হয়নি। কিন্তু তাঁর ভাইয়ের জন্যে উদ্বেগের চাইতেও যে-জিনিসটি ভ্যালেন্টিনার কথায় বেশী ফুটে উঠ্‌লো, তা' হচ্ছে তাঁর প্রতি নেজ্‌দানোভের বিশ্বাস-উদ্রেকের চেষ্টা, তার লাজুকতা দূর করবার একটা প্রবল ইচ্ছে। তিনি তাঁর সম্বন্ধে একটা মিথ্যা ধারণা পোষণের জন্যে নেজ্‌দানোভকে মৃদু তিরস্কার করতেও ছাড়লেন না।

নেজ্‌দানোভ মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর কথা শুনছিলো, এবং তাঁর সুগঠিত বাহু, তাঁর মসৃণ কাঁধ এবং সময়ে সময়ে তাঁর গোলাপী অধর ও কেশ-গুচ্ছের দিকে চোরা চাহনিতে তাকাচ্ছিলো। প্রথম প্রথম সে সংক্ষেপেই ভ্যালেন্টিনার কথার জবাব দিচ্ছিল। কণ্ঠে ও বুকে সে যেন একটা অদ্ভুত প্রকাশ-বেদনা অনুভব করছিল। ক্রমে এ-উত্তেজনা থেমে গেলো বটে, কিন্তু আরেকটা মধুর উত্তেজনা তার মন অধিকার করে বস্‌লো।... সে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলো—এমন একজন বড়ঘরের সুন্দরী মহিলা তার এতটা যত্ন নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে দস্তুরমতো বেশ-কিছুটা তরলভাবেও আলাপ করছে। সে এর কারণ কিছু বুঝতে পারলে না।

কোলিয়ার শিক্ষা সম্বন্ধে আলাপের অবতারণা করে ভ্যালেন্টিনা বল্‌লেন যে, তিনি নেজ্‌দানোভের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্‌তে চান এই-জন্য যে, তাঁর ছেলের শিক্ষা সম্বন্ধে, আর রুশিয়ার ছেলেদের শিক্ষাধারা কেমনতরো হওয়া উচিত তা নিয়ে, নেজ্‌দানোভের সাথে ভালো করে আলোচনা করতে চান। কিন্তু হঠাৎ এ-ইচ্ছে তাঁর মনে কেন জাগ্‌লো, এ-সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ভ্যালেন্টিনার কথায় তাঁর আসল উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। আসল কথা, এই বিদ্রোহী যুবকটিকে জয় ক'রে নিজের পায়ের তলায় এনে ফেল্‌বার একটা দুর্নিবার লোভ তাঁর মনে জেগেছিলো।

কথাটা ভালো করে বুঝ্‌তে হলে ভ্যালেন্টিনার আগেকার জীবনের ইতিহাস জান্‌তে হয়।

ভ্যালেন্টিনার পিতা ছিলেন একজন সৈন্যাধ্যক্ষ। কিন্তু তিনি অতি-চালাক বা অতি-পরিশ্রমী কোনোটাই ছিলেন না। ফলে পঞ্চাশ বছরের চাকুরির ফলেও তাঁর পদোন্নতি বিশেষ-কিছু ঘটেনি। কাজেই অর্থ-

শালী তিনি হতে পারেননি। তা সত্ত্বেও দেশের এক কন্‌ভেন্টে রেখে তিনি কন্যাকে বেশ সুশিক্ষিতাই করেছিলেন। ভ্যালেন্টিনা ছিলেন পরিশ্রমী আর তাঁর ব্যবহার ছিলো খুবই মধুর। স্কুল ছেড়ে তিনি মায়ের সাথে বাস করতে থাকেন। ইতিপূর্বেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল আর তাঁর ভ্রাতা যোগ দিয়েছিলো সৈন্যবিভাগের চাকুরিতে। দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও তাঁর ব্যবহারের মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হয়নি কখনো। মায়ের সাহায্যে তিনি বড়লোকদের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠতা জমিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌লেন। ক্রমে বড়লোকদের সমাজে তাঁর অসাধারণ রূপের খ্যাতি আর তাঁর উচ্চশিক্ষা ও মধুর ব্যবহারের কথা ছড়িয়ে পড়লো। অনেকেই তাঁর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে সিপিয়াজিনকেই তিনি পছন্দ করলেন এবং তাঁকে অবিলম্বে তাঁর প্রেমে পড়তে বাধ্য করলেন। অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর নির্বাচন বেঠিক হয়নি। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী। বাইরে তাঁকে মনে হতো বটে মধুর স্বভাবের মেয়ে, কিন্তু ভেতরটা অনুসন্ধান করলেই দেখা যেতো, তাঁর মন কঠোর ও উদাসীন প্রকৃতির। কিন্তু অন্য-কেউ তাঁর প্রতি উদাসীনতা দেখাবে, এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

মনের এই কঠোর ও উদাসীন প্রকৃতির জন্যেই তরল ভালোবাসার অভিনয়ে ভ্যালেন্টিনার কোন ভয় বা দ্বিধা ছিলো না। তিনি ভালো করেই জান্‌তেন, এতে তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু তাঁর রূপের আগুনে অপরে জ্বলে পুড়ে মরবে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌বে, অন্যের মুখে লালিমা ফুটে উঠ্‌বে, তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসবে—এ দেখ্‌তে কী চমৎকার! রাত্রে সুকোমল শয্যায় শুয়ে শুয়ে এ-সব চিন্তা কতো মধুর!

তাই তিনি নেজ্‌দানোভের সাথে অমন তরলভাবে আলাপ করছিলেন। তাকে কাছে বসিয়ে মধুর হাসি হেসে নিজের অনেক কথা বল্‌লেন। এমন ভাব দেখালেন, যেন নেজ্‌দানোভ তাঁর কত আপনার জন! নেজ্‌-দানোভ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। সে কিছুক্ষণের জন্য নিজের জন্মেতিহাসের কথাটাও ভুলে গেলো। ভুলে গেলো, ভ্যালেন্টিনার মতো উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা আকাশ-কুসুমের মতো অলীক—হাস্যকর। নানাকথার পর ভ্যালেন্টিনা অবশেষে তার বাল্যকালের কথা, তার পরিজনদের কথা জান্‌তে চাইলেন। এক-মুহূর্তে নেজ্‌দানোভের মোহের ঘোর কেটে গেলো। নিজের লজ্জাকর অতীত আবার তার মনের সুমুখে ফিরে এলো। এতক্ষণকার আলাপে

তার মনের যে স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ছিলো, তা' গেল হারিয়ে। তার মুখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, সে দু'-এক কথায় মাত্র জওয়াব দিতে লাগ্‌লে। বুদ্ধিমতী ভ্যালেন্টিনা তার মনের ভাব বুঝতে পারলেন। বুঝলেন, ওরূপ প্রশ্ন করা তাঁর মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। তিনি আলাপের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন—শুধু নিজের সম্বন্ধেই অনেক কথা বলে যেতে লাগ্‌লেন। কিন্তু নেজ্‌দানোভের মুখের অন্ধকার দূর হলো না।

অন্তরের অন্তঃস্থলে যে গোপন-বেদনা নেজ্‌দানোভকে অহরহ পীড়া দিয়ে এসেছে, ভ্যালেন্টিনার প্রশ্নে তা' আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—আলাপের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েও তার গতিরোধ করা সম্ভব হলো না। প্যাক্‌লীনের তিরস্কার নেজ্‌দানোভের মনে পড়ে গেলো। "এজন্য নিশ্চয়ই আমি এখানে আসিনি।"—নেজ্‌দানোভ ভাব্‌লে। অবশেষে এক সময়ে আলাপ যে-ই কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছে, সেই সুযোগে সে উঠে পড়লো। ভ্যালেন্টিনাকে নীরবে অভিবাদন করে সে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বিলিয়ার্ডরুমে মেরিয়ানার সাথে তার দেখা হয়ে গেলো। ভ্যালেন্টিনার বৈঠকখানার অদূরে বিলিয়ার্ডরুমের জানালায় পিঠ রেখে মেরিয়ানা স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিলো। তার মুখের ভাবে ছিল গাম্ভীর্য ও কাঠিন্য। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে সে নেজ্‌দানোভের দিকে তাকালে। তার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে একটা অবজ্ঞা ও করুণার ভাব ফুটে উঠ্‌ছিলো। নেজ্‌দানোভ স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো।

—আমাকে কিছু বল্‌বার আছে? যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই নেজ্‌দানোভের মুখ থেকে এই কথা বেরুলো।

—না...হাঁ, কিছু বল্‌তে চাই বৈকি। কিন্তু এখন নয়।

—কখন?

—সে পরে হবে'খন। সম্ভবতঃ...আগামী কাল।...না, না, তার দরকার নেই। কী-ই বা জানি আপনার সম্বন্ধে আমি।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লে ঃ কিন্তু আমার মনে হয়...আমাদের ভেতরে যেন...

বাধা দিয়ে মেরিয়ানা বল্‌লেঃ কিন্তু আমার সম্বন্ধে আপনি তো বিশেষ-কিছু জানেন না!...যাক, হাঁ...আগামীকাল। আমার সময় নেই এখন। এক্ষুনি আমায় যেতে হবে...

নেজ্‌দানোভ দু'এক পা এগিয়ে গেলো, কিন্তু হঠাৎ আবার পিছিয়ে

এলো। বল্‌লেঃ মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্‌না! একদিন আপনার স্কুল দেখ্‌তে যেতে চাই আমি।

—বেশ, যাবেন। কিন্তু যে-কথা আপনাকে বল্‌তে চাই, সে স্কুল সম্বন্ধে কোনো কথা নয়।

—তা'হলে কোন্ সম্বন্ধে?

—কালই শুন্‌বেন। মেরিয়ানা বল্‌লে।

কিন্তু পরদিন পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হলো না। সে-দিনই বিকেলে মেরিয়ানার সাথে নেজ্‌দানোভের দেখা হলো বাড়ীর সুমুখে বাগানের এক ছায়াপথে।

তেরো

মেরিয়ানাই আগে নেজ্‌দানোভের কাছে এগিয়ে এলো।

বল্‌লেঃ মিঃ নেজ্‌দানোভ! মনে হয়, আপনি ভ্যালেন্টিনার কাছে একেবারে আত্মবিক্রয় করে ফেলেছেন।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বিপরীত দিকে ঘুরে চল্‌তে লাগ্‌লো। নেজ্‌দানোভও তার পাশে পাশে চল্‌লো।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ এ-কথা মনে করবার কারণ কি?

—তা' কি সত্যি নয়? তবে তো ভ্যালেন্টিনা আজ বড্ড আহাম্মকের মতো কাজ করেছে। আমি জানি, সে আপনার উপর তার মায়াজাল বিস্তার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

নেজ্‌দানোভ কোনো উত্তর দিলে না—আড়চোখে একবার সঙ্গিনীর দিকে চাইলে।

মেরিয়ানা বল্‌তে লাগলোঃ শুনুন! ভান করে কোনো লাভ নেই। ভ্যালেন্টিনাকে আমি পছন্দ করিনে। আপনিও তা' নিশ্চয়ই জানেন। আমার এ-মনোভাব আপনার কাছে নিন্দনীয় মনে হতে পারে...কিন্তু আমার কথা আগে শুনুন...

মেরিয়ানার স্বর হঠাৎ আবেগের প্রাবল্যে উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল। মনে হলো, সে খুব রেগে গেছে।

—আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, 'কেন এই মেয়েটা আমায় এ-সব কথা শোনাচ্ছে?'—যেমন আপনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, যখন সেদিন আমি... মার্কেলোভের সম্বন্ধে কথা বলেছিলুম। তাই নয় কি?

মেরিয়ানা নীচু হয়ে গাছের একটা পাতা ছিঁড়লে। টুক্‌রো টুক্‌রো করে তা বাতাসে উড়িয়ে দিলে।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ আপনি ভুল বুঝেছেন। বরং আপনার বিশ্বাসের পাত্র হতে পেরেছি বলে আমি খুব খুশী হয়েছি।

কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। নেজ্‌দানোভের মনে তখনই মাত্র কথাটার উদয় হয়েছিল, আর তা-ই সে বলে দিলে।

মেরিয়ানা মুহূর্তকাল তার দিকে চেয়ে রইলো। ইতিপূর্বে সে একবারও তার দিকে তাকায়নি।

সে নীরস স্বরে বল্‌লেঃ আপনি আমার বিশ্বাসের পাত্র হয়েছেন, এ-কথা ঠিক নয়। কারণ আপনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু আপনার অবস্থা...আর আমার অবস্থা একই রকমের। আমরা উভয়েই অসুখী। এইটেই আমাদের ভেতরে একটা বন্ধন এনে দিয়েছে।

—আপনিও অসুখী? নেজ্‌দানোভ জিজ্ঞেস করলে।

—আর আপনি?

নেজ্‌দানোভ কোনো উত্তর দিলে না।

মেরিয়ানা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেঃ আপনি আমার জীবনের কথা জানেন? আমার পিতার নির্বাসনের কথা? জানেন না? তা হলে শুনুন। তিনি গ্রেফ্‌তার হয়ে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন...আর পদবী এবং সমস্ত কিছুই হারান।...তাঁকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়; কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান।...আমার মা-ও মারা যান। মায়ের ভাই —আমার মামা সিপিয়াজিন আমার লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন... আমি তাঁরি আশ্রিত...অবিশ্যি ভ্যালেন্টিনারও আমি আশ্রিত। কিন্তু তাঁদের করুণা আমার ভালো লাগে না, আমি এমনি অকৃতজ্ঞ।...তাঁদের দয়ার দান আমার অসহ্য বোধ হয়। তাঁদের অনুগ্রহের কণা আমার কাছে মনে হয় বিষ!...কারো দয়ার ভিখারী হয়ে থাক্‌তে আমার ভালো লাগে না।...আমার এ-মনোভাব আমি গোপন করতে পারিনে।...কিন্তু আঘাত পেয়েও আমি চোখের জল ফেলতে পারিনে—আমার গর্ব তাতে বাধা দেয়।

এই অসংলগ্ন কথাগুলো বল্‌বার সময়ে সে উত্তেজিত হয়ে অধিকতর দ্রুতবেগে হাঁট্‌তে লাগ্‌লো। হঠাৎ সে থাম্‌লে। বল্‌লেঃ জানেন, আমার মামী-মা আমায় বিদেয় করবার আগ্রহে সেই শয়তান কলোমিজেফের সাথে আমার বিয়ে দেবার চেষ্টায় আছেন? তিনি আমায় ভালো-ভাবেই জানেন।...তাঁর ধারণা, আমি একজন নিহিলিস্ট। আর কলোমিজেফ? আমার জন্যে তার কোনো রকম মাথাব্যথাই নেই...আমি দেখতেও সুন্দরী

নই। তথাপি আমায় বিক্রয় করে ফেলা সম্ভব। এটাকেও অবিশ্যি তাঁরা একটা দয়ার কাজই মনে করেন।

—কিন্তু আপনি কেন...বলেই নেজ্‌দানোভ হঠাৎ থেমে গেলো।

মেরিয়ানা মুহূর্তকাল তার দিকে চেয়ে রইলো। বল্‌লেঃ আপনি বল্‌তে চাইছিলেন, কেন আমি তবে মার্কেলোভের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিনি? তাই নয় কি? কিন্তু কি করব, বলুন। মার্কেলোভ ভালো লোক, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে আমি ভালোবাসতে পারিনি, এ-কি আমার অপরাধ?

মেরিয়ানা এগিয়ে গেলো—ভয়, পাছে তার আকস্মিক স্বীকারোক্তি সম্পর্কে নেজ্‌দানোভ কিছু বলে ফেলে।

চল্‌তে চল্‌তে তারা রাস্তার শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছুলে। মেরিয়ানা হঠাৎ সেখান থেকে এক সরু পথে প্রবেশ করলে। এ-পথটা একটা 'ফার' গাছের কুঞ্জ পর্যন্ত চলে গেছে। নেজ্‌দানোভ তার অনুসরণ করলে। সে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিলো দু' কারণে। প্রথমতঃ, সে ভেবে পেলে না এই মেয়েটি হঠাৎ এতটা মন খুলে তার সাথে আলাপ করছে কেন। দ্বিতীয়তঃ, এটা তার কাছে আবার খুবই স্বাভাবিক বলেও মনে হলো।

হঠাৎ পথের মাঝখানেই থেমে মেরিয়ানা ঘুরে দাঁড়ালো। সে নেজ্‌দানোভের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাইলে। তার মুখ নেজ্‌দানোভের মুখ থেকে একগজের বেশী দূরে ছিলো না তখন।

বল্‌লেঃ এলেক্সী মিট্রিস! মনে করবেন না, মামী-মার অনর্থক নিন্দে আমি করছি। তা নয়। তিনি ছলনার প্রতিমূর্তি, অভিনেত্রী ছাড়া তিনি কিছুই নন। তিনি চান, সকলেই তাঁর সৌন্দর্যের কাছে মাথা নত করুক, দেবী হিসেবে তাঁকে পূজো করুক। তিনি মনে মনে একটি বেশ চমৎকার কথা তৈরী করে রাখেন। একজনের কাছে তা আওড়ালেন, তারপর সেই একই কথা আরেক জনকে বল্‌লেন। এরপর তা-ই আবার তৃতীয় ব্যক্তিকেও শুনালেন। প্রত্যেকের কাছেই কথাটা বল্‌বার সময় এমন ভাব দেখিয়ে থাকেন, যেন সেই মুহূর্তে ঐ চমৎকার কথাটা মনে এসেছে। তিনি বেশ ভালো করেই জানেন দেখ্‌তে তিনি 'ম্যাডোনা'র মতো। এ-কথাও তিনি জানেন যে, ভালো তিনি কাউকেই বাসেন না। দেখে মনে হবে, কারুর অনিষ্ট-চিন্তা তিনি করেন না। কিন্তু তাঁর চোখের সাম্‌নে একজনের হাড় চূর্ণ হয়ে যা'ক, সেদিকে তিনি ফিরেও তাকাবেন না।

মেরিয়ানা নীরব হলো। ক্রোধে তার দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছিলো।

আত্মসমাহিত হয়ে সে অনেক কথা বল্তে চেয়েছিলো, কিন্তু মুখে তার আর কথা জোগালো না। মেরিয়ানা সেই শ্রেণীর মেয়ে, যারা এতটুকু অবিচারও সহ্য করতে পারে না, সামান্যতম অবিচারের বিরুদ্ধেও যাদের সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে পড়ে। সে যতক্ষণ কথা বল্‌ছিলো, নেজ্‌দানোভ মনোযোগের সাথে তাকে লক্ষ্য করছিলো। মেরিয়ানার আরক্ত মুখ, তার ছোট অবিন্যস্ত চুল, তার ওষ্ঠাধরের মৃদু কম্পন থেকে একটা ভয়ংকর কিছু করবার তীব্র ইচ্ছে ফুটে বেরুচ্ছিলো। নেজ্‌দানোভের চোখে কিন্তু এ ভারী সুন্দর বোধ হলো। এক টুক্‌রো অস্তায়মান সূর্যরশ্মি বৃক্ষ-শাখার ফাঁকে ফাঁকে মেরিয়ানার কপালে এসে পড়েছিলো সোনালী আভার মতো।

নেজ্‌দানোভ অবশেষে বল্‌লেঃ কেন আপনি আমায় অসুখী মনে করেন? আমার সম্বন্ধে কিছু জানেন আপনি?

—হাঁ।

—কি করে জান্‌লেন? কেউ কিছু আমার সম্বন্ধে বলেছে নাকি?

—আপনার জন্মবৃত্তান্তের কথা আমি জানি।

—কে বলেছে?

—কেন, ভ্যালেন্টিনা। যাঁর আপনি এতো ভক্ত। সেদিন আমার সুমুখ দিয়ে যেতে যেতে তিনি বল্‌লেন (অবিশ্যি সম্পূর্ণ ইচ্ছে করেই) যে, আপনার জীবনে ভারী একটা মজার ঘটনা আছে। সমবেদনার সাথে কথাটা প্রকাশ করলেন, তা নয়। বরং নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সাথে, কুসংস্কারাতীত প্রগতিবাদী লোকেরা যে-ভাবে প্রকাশ করে থাকে সেই-ভাবে। আশ্চর্য হবেন না, ঠিক এই ভাবেই যে আসে তাকেই তিনি আমার পিতা যে ঘুষ নেওয়ার অপরাধে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিলেন, তা বলে থাকেন। কিন্তু যতই তিনি নিজেকে য়্যারিস্টোক্র্যাট্ মনে করুন, কুৎসাকারী ছাড়া কিছুই নন তিনি। এই-ই আপনার 'ম্যাডোনা'র স্বরূপ।

—আঃ! আমাকে এতে জড়াচ্ছেন কেন?

মেরিয়ানা ঘুরে দাঁড়িয়ে পথ চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লেঃ কারণ আপনি এত দীর্ঘ সময় তাঁর সাথে কথা বলেছেন। তার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ ঐ দীর্ঘ সময়ে আমি একটি কথাও বলেছি কিনা সন্দেহ। তিনিই কেবল বকে যাচ্ছিলেন।

মেরিয়ানা নীরবে চল্‌তে লাগ্‌লো। চল্‌তে চল্‌তে তারা রাস্তার মোড়ে এসে পড়লো। সামনেই একটি ক্ষুদ্র মাঠ। মাঠের মাঝখানে একটি

নতশাখ বার্চগাছ, গাছের শিকড়ের চারদিকে একটি বস্‌বার আসন। মেরিয়ানা ও নেজ্‌দানোভ সেইখানে পাশাপাশি বস্‌লো। তাদের মাথার উপরে গাছের সবুজ পাতাগুলি ধীরে ধীরে বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছিল পাখার মতো। সমস্ত স্থানটিই ছিলো একটি সুমিষ্ট গন্ধে পূর্ণ।

মেরিয়ানা শুরু করলেঃ আপনি আমার স্কুল দেখ্‌তে চান, কিন্তু আগেই বলে রাখ্‌ছি, বেশী কিছু আশা করবেন না। শুনেছেন হয়তো, স্কুলের প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন এখানকার পাদ্রী। তিনি খারাপ লোক নন অবিশ্যি, কিন্তু ছেলেদের যা শিক্ষা দেন তিনি, তা' দেখলে আপনার চক্ষুস্থির হবে। গ্যারেসী নামে একটি ছেলে আছে—অনাথ সে। বয়স মোটে তার নয় বৎসর। শুনে আপনি আশ্চর্য হবেন, এই ছেলেটিই আর সবার চাইতে লেখাপড়ায় ভালো।

আলাপের বিষয়-পরিবর্তনের সাথে সাথে মেরিয়ানার মুখ-ভাবেরও পরিবর্তন ঘট্‌লো। তার মুখ ক্রমে ফ্যাকাশে হয়ে এলো, কতকটা অপ্রতিভ হওয়ার ভাব তাতে ফুটে উঠ্‌লো। মনে হলো, ও-সব কথা বলে ফেলার জন্যে সে যেন কিছু অনুতপ্ত হয়ে পড়েছে। স্কুল সম্বন্ধে সে নানা-কথা বলে যেতে লাগলো। কিন্তু স্কুলের কথায় মনোযোগ দেবার মতো মনের অবস্থা তখন নেজ্‌দানোভের ছিলো না।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্‌না! সত্য কথা বল্‌তে কি, আমাদের ভেতরে আজ এ-সব কথার আলোচনা হবে, এ আমি আশাই করতে পারিনি। মনে হচ্ছে, হঠাৎ যেন আমরা পরস্পরের খুবই...খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছি। এই-ই হওয়া উচিত। কিছুদিন থেকেই অবিশ্যি আমরা ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ছিলুম—কেবল এতদিন তা ভাষায় প্রকাশ পায়নি। আমিও আমার সব কথা খুলে বল্‌ব আপনাকে। এখানে আপনার অবস্থা বাস্তবিকই শোচনীয়। কিন্তু আপনার মামাকে তো বেশ ভাল মানুষ বলে মনে হয়। তিনি কি আপনার দুঃখ বুঝতে পারেন না?

—প্রথমতঃ, আমার মামা হচ্ছেন একজন সরকারী কর্মচারী—সিনেটার, মন্ত্রী, কিংবা এইরূপ আর-কিছু, আমার ঠিক মনে নেই; মানুষ হিসেবে তাঁর বিশেষ-কিছু সত্তা নেই। দ্বিতীয়তঃ, অনর্থক অভিযোগ জানাবার অভ্যেস নেই আমার মোটেই। আর এখানে আমার অবস্থা যে শোচনীয়, তা বোধ হয় ঠিক নয়; কারণ কেউ আমার কোনো কাজে বাধা দেয় না। মামী-মা আমায় খোঁচা দিয়ে কথা বলেন বটে, কিন্তু সে আমি গ্রাহ্যই করিনে।

নেজ্দানোভ হতবুদ্ধি হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো। বল্লেঃ তবে এইমাত্র আপনি যে-সব কথা বল্লেন, তা...

মেরিয়ানা বল্লেঃ আপনি আমায় উপহাস করতে পারেন। আমি অসুখী আমার নিজের কোনো অসুবিধের জন্যে নয়। সময় সময় আমার মনে হয়, সমস্ত রুশিয়ার দুঃখী, দরিদ্র, নিপীড়িতদের ব্যথা যেন আমি নিজ হৃদয়ে অনুভব করি—আমায় তা অভিভূত করে ফেলে।...না, ঠিক তা-ই নয়। শুধু অনুভব নয়, সে-বেদনা যেন আমার নিজেরই বেদনা। আমার মন সেজন্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।...আমি এদের জন্য জীবনবিসর্জন দিতে পারি। আমি অসুখী, কারণ আমি একজন তরুণী মাত্র, কোনো কাজ ...কোনো কাজ করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার পিতা যখন নির্বাসিত অবস্থায় সাইবেরিয়ায়, আর আমি মস্কোয় মায়ের কাছে—তখন পিতার কাছে যাবার জন্যে আমার সে কী মনোবেদনা! পিতাকে ভালোবাসতুম বলেই যে আমার এ-ইচ্ছে হতো, তা নয়। নিজ চোখে আমার দেখ্তে ইচ্ছে হতো, নির্বাসিতেরা কিভাবে দিন কাটায়। নিজেকে আর এই ধনী লোকদের তখন আমি কী ঘৃণাই করতুম! তারপর যখন তিনি ঘরে ফিরে এলেন—ভগ্ন স্বাস্থ্য আর ভাঙা মন নিয়ে কাজের জন্যে ছোটাছুটি করতে লাগ্লেন...ওহ্! সে স্মৃতি কী বেদনাদায়ক! তিনি মরে গিয়ে বাঁচ্লেন। মা-ও তারপর গেলেন। এ অবিশ্যি তাদের জন্যে ভালোই হলো, কিন্তু হতভাগিনী আমিই কেবল র'য়ে গেলুম।...কিন্তু কেন? মনে আমার শান্তি নেই। অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতার প্রতিদান আমি দিতে পারিনে। কারুর জন্যে কিছু করবার ক্ষমতাও নেই আমার। কেন র'য়ে গেলুম?

মেরিয়ানা অন্য দিকে মুখ ফিরালো। নেজ্দানোভ তার জন্যে মনে গভীর বেদনা অনুভব করলে। তার একখানা হাত ধরলে সে। মেরিয়ানা তৎক্ষণাৎ হাত সরিয়ে নিলে—নেজ্দানোভের প্রতি বিরক্ত হয়ে নয়, এই-জন্যে যে, সে যেন মনে না করতে পারে, মেরিয়ানা তার সহানুভূতি চায়।

পাইনগাছের শাখার ভেতর দিয়ে অদূরে একজন স্ত্রীলোকের বস্ত্রাংশ দেখা গেলো। মেরিয়ানা সংযত হয়ে বস্লো। বল্লেঃ ঐ দেখুন, আপনার 'ম্যাডোনা' গুপ্তচর লাগিয়েছেন। ঐ মেয়েটিকে পাঠানো হয়েছে আমার উপর নজর রাখ্বার জন্যে, আর কখন কোথায় কার সাথে থাকি তা জানাতে। মামী-মা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছেন যে, আমি আপনার সঙ্গে আছি, এবং এটা তাঁর কাছে খুবই অন্যায় মনে হয়েছে,

বিশেষ করে আপনার সাথে তাঁর ওরূপ ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ হওয়ার পর। সে যা'ই হোক, এখন ওঠা যা'ক।

মেরিয়ানা উঠে পড়ল। নেজ্‌দানোভও। মেরিয়ানা মুখ ফিরিয়ে একবার নেজ্‌দানোভের দিকে চাইলে। তার মুখে হঠাৎ কেমন-একরকম ছেলেমানুষী ভাব ফুটে ওঠ্‌লো।

বল্‌লেঃ আপনি আমার উপরে রাগ করেননি নিশ্চয়ই? নিশ্চয়ই মনে করেননি, আমি আপনার সহানুভূতি উদ্রেকের চেষ্টায় আছি? কেমন? না, এরূপ আপনি ভাব্‌তেই পারেন না! নেজ্‌দানোভকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই আবার বলে চল্‌লোঃ আপনি আমারই মতো অসুখী, আমারই মতো...রুক্ষ-মেজাজ। কাল আমরা উভয়েই এক সঙ্গে স্কুলে যাব। এখন আমরা উভয়ই উভয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছি —কেমন?

তারা ঘরের দিকে রওনা হলো। দরজার কাছে যখন পেঁাচেছে, ভ্যালেন্টিনা তাদের উভয়কেই জানালা দিয়ে দেখ্‌তে পেলেন। তাঁর মুখে কাষ্ঠহাসি খেলে গেলো। তিনি বার কয়েক মাথা নাড়লেন। বৈঠকখানায় এসে স্বামীকে বল্‌লেনঃ আজ হাওয়াটা বড্‌ড খারাপ। স্বাস্থ্য নষ্ট হ'বে দেখ্‌ছি। সিপিয়াজিন মন্ত্রীজনোচিত দৃষ্টিতে স্ত্রীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন, কিছু বললেন না।

চৌদ্দ

আরো দু'সপ্তাহ কেটে গেলো। কোথাও নতুন-কিছু ঘটেনি। সব কাজেই সিপিয়াজিনের মন্ত্রীয়ানা চাল সেই একইরূপ চল্‌ছে। কোলিয়া আগের মতোই নেজ্‌দানোভের কাছে পড়ছে। আনা জহোরোভ্‌নার নেজ্‌দানোভ-বিদ্বেষ এখনো তেমনি আছে। প্রতিদিন সেই একইরূপে অতিথিরা আসেন, গল্প করেন, তাস খেলেন। নেজ্‌দানোভের সাথে ভ্যালেন্টিনার ভাব জমানোর চেষ্টাও পূর্ববৎ চল্‌ছে।

ইতিমধ্যে মেরিয়ানার সাথে নেজ্‌দানোভের সম্বন্ধ আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। নেজ্‌দানোভ আবিষ্কার করে ফেলেছে যে, মেরিয়ানার মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা, যে-কোনো বিষয় নিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছে তার সঙ্গে ঠাণ্ডা মেজাজে আলাপ করা চলে। তার সাথে সে দু'একবার তার স্কুলেও

গিয়েছিলো। কিন্তু একবার গিয়েই সে বুঝতে পেরেছে, সেখানে তার 'কাজে'র বিশেষ-কিছু সুবিধে হবে না।

প্যাক্‌লীন ও তার অন্যান্য কমরেডদের উপদেশ স্মরণ করে সে সেখানকার কৃষকদের সাথে পরিচিত হবার খুবই চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের মাঝে গিয়েই সে বুঝতে পেরেছে, প্রচারকার্য চালানো দূরে থাক, তাদের বুঝতেই তার আরো অনেকদিন লাগ্‌বে। নেজ্‌দানোভ এতকাল শহরেই বাস করে এসেছে। কাজেই তার এবং গ্রাম্য লোকের মাঝখানে যে সাগরের ব্যবধান, তা পার হওয়া মোটেই সোজা ব্যাপার নয়। সে একবার সেই মাতাল কিরিল ও মেণ্ডেলীর সাথে কয়েকটি কথা বল্‌বার সুযোগ পেয়েছিল; কিন্তু তার 'কাজে'র তাতে বিশেষ-কিছু সুবিধেই হয়নি; ওদের কতকগুলো কদর্য কথা শোনাই সার হয়েছিলো। ফিট্‌ভী নামে আরেকজন কৃষকের সাথে পরিচিত হয়ে তার তো চক্ষুস্থির! লোকটার মুখের ভাবে মনে হয়েছিল তাকে কাজের লোক বলেই। কিন্তু পরে দেখ্‌লে লোকটা বদ্‌মায়েশের ধাড়ি। সে খুবই বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান; কিন্তু ফাঁকি দেওয়া তার স্বভাব। তার এই বদমায়েশীর জন্যে তার জমি কেড়ে নেওয়া হয়। সে একেবারে কেঁদে ফেল্‌লে। বল্‌লে ঃ আমার যে কাজ করবার ক্ষমতা নেই। হয় আমায় মেরে ফেলুন, নয় তো আমি আত্মহত্যা করবো। লোকটার অসহ্য কাতরতা দেখে নেজ্‌দানোভ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কারখানার শ্রমিকদের মধ্যেও নেজ্‌দানোভ মোটেই কিছু সুবিধে করে উঠতে পারলে না। ওরা তাকে আমলই দিতে চাইলে না।

নেজ্‌দানোভ সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে বন্ধু সিলিনের কাছে এক দীর্ঘ চিঠি লিখ্‌লে। তাতে সে তীব্রভাষায় নিজের অক্ষমতার দোষ দিলে। তার এই অক্ষমতা যে তার প্রাপ্ত দূষিত শিক্ষা আর তার মার্জিত রুচির ফল, সে-কথার উল্লেখ করতে সে দ্বিধা করলে না।

হঠাৎ সে সিদ্ধান্ত করে বসলো, বক্তৃতা দিয়ে প্রচারকার্য চালানো বোধহয় তার কর্ম নয়, তাকে অবলম্বন করতে হবে লেখার ভেতর দিয়ে প্রচারকার্যের পথ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে প্রচার-পুস্তিকা লেখাও হয়ে উঠ্‌লো না। যা' কিছু সে লিখ্‌তে যায়, তা-ই তার মনোমত হয় না। মনে হয়, ভাষাটা যেন বেশী মাত্রায় কৃত্রিম হয়ে উঠেছে, প্রকাশভঙ্গিটা হয়ে পড়েছে অত্যন্ত ঘোরানো। দু'-একবার সে খুবই বিরক্ত হয়ে এ-ও দেখেছে, প্রচার-পুস্তিকা হয়ে ওঠেছে যেন ব্যক্তিগত আবেগ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা।

এইভাবে বৈচিত্র্যহীনতার মাঝে দিন কেটে যাচ্ছিল।

নেজ্‌দানোভের মনে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। সে তার অকর্মণ্যতার জন্যে নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লো। প্রায়ই তার কথা-বার্তায় একটা আত্মধিক্কারের ভাব ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু তার অন্তরের অন্তঃস্থলে একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। এ কি শান্তি-পূর্ণ গ্রাম্যজীবন, বিশুদ্ধ বায়ু বা উৎকৃষ্ট আহারজনিত আনন্দ? না তার এ-আনন্দের উৎস জীবনে সর্বপ্রথম নারীসঙ্গলাভের মাধুর্যের আস্বাদন? ঠিক করে বলা কঠিন। তবে সে যে অন্তরের অন্তরে আনন্দের শিহরণ অনুভব করছিল তাতে সন্দেহ নেই, যদিও সে প্রায়ই সিলিনের কাছে পত্রে নিজের অকর্মণ্যতার জন্যে আন্তরিকভাবেই দুঃখ-প্রকাশ করছিল। কিন্তু একদিনের ঘটনায় তার মনের এই আনন্দ গেলো নষ্ট হয়ে।

সেদিন সকালে ভ্যাসিলি নিকোলেভিচের একখানা পত্র নেজ্‌দানোভ পেলে। তাতে আদেশ করা হয়েছে, অবিলম্বে সে যেন মার্কেলোভকে সাথে ক'রে সলোমিন ও গোলুশ্‌কিনের সঙ্গে দেখা করে এবং কাজের বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে ফেলে। এই চিঠি পেয়ে নেজ্‌দানোভ একেবারে মুশ্‌ড়ে পড়লো। চিঠিতে অকর্মণ্যতার জন্য তাকে ভর্ৎসনাও করা হয়েছে। কথাবার্তায় তার যে-বিরক্তি আত্মপ্রকাশ করছিলো এতদিন, সারা অন্তর দিয়ে এখন তা সে অনুভব করতে লাগ্‌লো।

ডিনার-টেবিলে কলোমিজেফ দেখা দিল। তাকে খুবই বিরক্ত ও উত্তেজিত মনে হলো। প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে সে বল্‌তে লাগ্‌লোঃ বিশ্বাস করবে তোমরা আজ কি সংবাদ কাগজে বেরিয়েছে? আমার বন্ধু—আমার পরম বন্ধু সার্ভিয়ার রাজকুমার মাইকেল বেলগ্রেডে নিহত হয়েছেন। জেকোবিন ও বিপ্লবীদের আস্পর্ধা কতদূর বেড়ে গেছে দেখেছ?

সিপিয়াজিন এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডে দুঃখপ্রকাশ করে বল্‌লেনঃ এ জেকোবিনদের কাজ না হওয়াই সম্ভব; কারণ সার্ভিয়ায় জেকোবিন দল নেই। সম্ভবতঃ এ রাজকুমারের বিরুদ্ধ পার্টির কাজ।

কলোমিজেফ এ-কথা শুন্‌তেই চাইলে না। সে অশ্রুপূর্ণ চোখে বলে যেতে লাগলো—রাজকুমার তাকে বড্ড ভালোবাসতেন, তাকে কী চমৎকার একটা বন্দুক উপহার দিয়েছিলেন তিনি, ইত্যাদি। অবশেষে তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো রুশিয়ার নিহিলিস্ট ও সোশিয়ালিস্টদের উপর। কথা বলার সাথে সাথে তার হাতও এদিক ওদিক ছুট্‌তে লাগ্‌লো। প্লেট

থেকে একখানা কেক্ তুলে নিয়ে তাকে দু'খণ্ডে ভেঙে উত্তেজিত স্বরে সে বল্‌তে লাগলো ঃ এইভাবেই এদের আমি টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেল্‌তে চাই। এরা ভারী আস্কারা পেয়ে গেছে। কিন্তু আর নয়। সে অধিকতর উত্তেজিত স্বরে আবার বল্‌লে ঃ আর নয়। পরে মস্কোর লেখক লেডিস্‌ল্যাসের নাম বার বার উল্লেখ করে সে বল্‌তে লাগ্‌লো ঃ লেডিস-ল্যাসের কথাই ঠিক। সোশিয়ালিস্ট ও নিহিলিস্টদের চূর্ণ করে ফেল্‌তে হবে। ওরা ভারী আস্কারা পেয়ে গেছে।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে নেজ্‌দানোভের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলে, যেন তার মনের ভাব ঃ তুমিও এদের একজন, কাজেই তোমারও নিষ্কৃতি নেই।

নেজ্‌দানোভ সহ্য করতে পারলে না। সে অবশেষে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হলো ঃ যাদের উদ্দেশ্যে এ-সব বলা হচ্ছে, তারা খারাপ লোক নয় মোটেই, তাদের আদর্শ মোটের উপর খুবই প্রশংসার।

প্রত্যুত্তরে কলোমিজেফের মুখ থেকে যা বেরুলো, তা যুক্তি নয় মোটেই, স্রেফ কদর্য গালাগালি। নেজ্‌দানোভের পক্ষ নিয়ে সিপিয়াজিন কয়েকটি কথা বল্‌লেন। ভ্যালেন্টিনাও স্বামীকে সমর্থন করলেন। আনা জোহরোভ্‌না সকলের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে কোলিয়ার দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে চেষ্টা করলেন। মেরিয়ানা কিন্তু বসে রইলো স্থির অচঞ্চল, যেন পাথরের প্রতিমূর্তি।

কলোমিজেফ অনবরত চেঁচাচ্ছিলো। অবশেষে তার মুখে লেডিস্‌-ল্যাসের তারিফ যখন অন্ততঃ কুড়িবার শোনা হয়ে গেছে, নেজ্‌দানোভ আর বরদাশ্‌ত করতে পারলে না। টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড কিল্ বসিয়ে সে চীৎকার করে উঠ্‌লো ঃ জাহান্নামে যাক লেডিস্‌ল্যাস! একটা বদমাশ, ঘৃণিত স্পাই...

—কি-কি-কি বল্‌লে? রাগে অন্ধ হ'য়ে কলোমিজেফ চীৎকার করে উঠ্‌লো ঃ এতো বড়ো সাহস তোমার? যাঁকে প্রিন্স ব্লাসেনক্রাম্প, প্রিন্স কোব্রিশ্‌কিনের মতো লোক সম্মান করেন, তাঁকে...

নেজ্‌দানোভ কাঁধ কুঞ্চিত করে বল্‌লে ঃ কী চমৎকার সুপারিশ! প্রিন্স কোব্রিশকিন! একটা ধামাধরা ফোঁপর-দালাল...

কলোমিজেফ চীৎকার করে বল্‌লে ঃ জানো, লেডিস্‌ল্যাস্ আমার বন্ধু...

নেজ্‌দানোভ বাধা দিয়ে বল্‌লে ঃ তা'হলে আরো ভালো। তুমিও তা'হলে সেই শ্রেণীরই জীব...

কলোমিজেফ রাগে পাংশুবর্ণ হয়ে গেলো। বল্‌লেঃ কি! কি-কি বল্‌লে? তোমাকে এইখানেই......

নেজ্‌দানোভ শ্লেষস্বরে বল্‌লেঃ আমাকে এইখানে কি...বলে যাও।

সিপিয়াজিন এই সময়ে বাধা না দিলে ব্যাপার খুবই সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াতো।

স্বর উঁচুতে তুলে তিনি গম্ভীরভাবে দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেনঃ আমার এখানে এরূপ অসংযত কথাবার্তার বিনিময় আমি দেখ্‌তে চাইনে। আমার এখানকার নিয়ম...বলেই তিনি তাঁর আঙ্‌টিশোভিত আঙুল ঊর্ধ্বে তুলে বল্‌লেনঃ এখানকার নিয়ম, যতক্ষণ পর্যন্ত সংযমের বাইরে না যাবে, সবাই নিজ নিজ মত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করতে পারবে। একদিকে নেজ্‌দানোভের অসংযত ব্যবহারের নিন্দা না করে যেমন আমি পারছিনে —যদিও জানি এজন্য দায়ী তার অল্প বয়স, অন্যদিকে তেমনি কলোমিজেফের অসংযমেরও প্রশংসা করতে পারিনে—যদিচ তার মূলে রয়েছে সমাজ-কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত তীব্রতা।

তিনি বলে যেতে লাগ্‌লেনঃ আমার ঘরে—এই সিপিয়াজিনের ছাদের নীচে কোনো জেকোবিন বা স্পাইয়ের স্থান নেই। এখানে স্থান আছে মাত্র তাদেরই, যারা সৎ, অকপট, যারা পরস্পরকে বুঝতে পারলেই বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে।

এরপর নেজ্‌দানোভ বা কলোমিজেফ কেউই কোনো কথা বল্‌লে না বটে, কিন্তু প্রীতির হস্তও কেউ প্রসারিত করলে না। উপরন্তু তখন অন্তরের অন্তঃস্থলে পরস্পরের প্রতি যে-ঘৃণা তারা অনুভব করলে, ইতিপূর্বে আর কখনো তেমনটি করেনি।

অবাঞ্ছিত নীরবতার মাঝে ডিনার শেষ হলো। সিপিয়াজিন আরো কিছুক্ষণ তাঁর বক্তৃতা চালাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যাপার বুঝে মধ্যপথেই থেমে গেলেন। মেরিয়ানা সব সময়ই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলো তার খাবার প্লেটের উপরে। নেজ্‌দানোভের প্রতি তার সহানুভূতি সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ুক, এ সে চায়নি। কোনোরূপ ভয়ের জন্য নয়; এইজন্য যে, ভ্যালেন্টিনাকে নিজ মনোভাব জানাবার ইচ্ছে তার ছিলো না। সে বেশ বুঝতে পারছিলো, ভ্যালেন্টিনা তাকে বিশেষভাবেই লক্ষ্য করছে। আর বাস্তবিকই ভ্যালেন্টিনা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেরিয়ানা ও নেজ্‌দানোভকে লক্ষ্য করছিলো। নেজ্‌দানোভের আকস্মিক উত্তেজনা বাস্তবিকই বুদ্ধিমতী ভ্যালেন্টিনার কাছে প্রথমতঃ খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছিলো। কিন্তু কিছু পরেই তিনি আসল ব্যাপার বুঝতে

পারলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, কিছুক্ষণ আগেও তাঁর বাহুপাশে বন্দী হ'তে যার আপত্তি ছিলো না, সেই নেজ্‌দানোভ যেন তাঁর কবল থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে! ভাব্‌লেন ঃ নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। কিন্তু কি ঘটেছে?...এর মূলে কি মেরিয়ানার প্রভাব? নিশ্চয়ই মেরিয়ানা... মেরিয়ানা তাকে পছন্দ করে...কিন্তু সে-ও কি মেরিয়ানাকে...

ভ্যালেন্টিনা স্থির করলেন, শীগ্‌গির কিছু করতেই হবে। এদিকে কলোমিজেফ রাগে, অপমানে, ঘৃণায় ফুল্‌ছিল। কিছুক্ষণ পরে তাস-খেলা আরম্ভ হলো। কলোমিজেফ তাতে যোগ দিলে বটে, কিন্তু কিছুতেই মনসংযোগ করতে পারলে না। তার খেলার ভঙ্গিতে, তার কথায় অপমানের বেদনা ফুটে উঠ্‌ছিলো। সিপিয়াজিনই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এই ব্যাপারে খুশী হয়েছিলেন। এই উপলক্ষে বক্তৃতা করবার সুযোগ পেয়ে তিনি খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন।

পনেরো

নেজ্‌দানোভ নিজের কামরায় চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করলে। কারুর সঙ্গে দেখা হোক, এ সে চায়নি। কিন্তু মেরিয়ানার সাথে দেখা করতে তার মন কেবলি উস্‌খুস্‌ করতে লাগ্‌লো। যে অপ্রীতিকর ব্যাপার হয়ে গেলো, সে-সম্পর্কে মেরিয়ানার মতামত তার যে শোনা চাই-ই। মেরিয়া-নার কামরা তার ঘরের ঠিক বিপরীত কোণে অবস্থিত। নেজ্‌দানোভ ইতিপূর্বে সেখানে মাত্র একবার অল্পক্ষণের জন্য গিয়েছিলো। এখন যদি সে তার দরজায় গিয়ে আঘাত করে, তবে কি মেরিয়ানা বিরক্ত হবে? না, তা বোধ হয় হবে না। হয়ত মেরিয়ানাও তার সাথে আলাপ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েছে।

রাত তখন দশটা। ডিনার-টেবিলে ব্যাপার যা গড়িয়েছিল তাতে ক'রে নেজ্‌দানোভ নিজের কামরায় চলে যাওয়ায় সিপিয়াজিন ও ভ্যালে-ন্টিনা বিশেষ-কিছু মনে করেননি। কিন্তু ভ্যালেন্টিনা দু'একবার যেন জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ মেরিয়ানা গেলো কোথায়? কারণ শুধু নেজ্‌দা-নোভ নয়, মেরিয়ানাও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেছ্‌লো। প্রশ্নটা যে কাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা বলা শক্ত। হয়ত দেয়ালকে লক্ষ্য করেই।

নেজ্‌দানোভ নিজের কামরায় কতকক্ষণ হেঁটে বেড়ালে। পরে ঘর

থেকে বেরিয়ে মেরিয়ানার কামরার সম্মুখে এসে তার দরজায় মৃদু করাঘাত করলে। কিন্তু কোনো উত্তর নেই। আবার সে করাঘাত করলে, দরজার হাতল ধরে টান্‌লে। দরজা ভেতর থেকে ছিলো বন্ধ। কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে নেজ্‌দানোভ নিজের কামরায় ফিরে এলো। কিন্তু এসে মাত্র বসেছে, তখন পশ্চাতে দরজা খোলার আওয়াজ শোনা গেলো, সঙ্গে সঙ্গে মেরিয়ানার কণ্ঠস্বর: এলেক্সী মিট্রিস! আপনিই কি আমার ওখানে গিয়েছিলেন?

নেজ্‌দানোভ লাফিয়ে উঠ্‌লো। দেখ্‌লে, একহাতে মোমবাতি আর অপর হাতে দরজার হাতল ধরে মেরিয়ানা দাঁড়িয়ে—স্থির, বিষণ্ণ।

—হাঁ...আমিই। সে বিড় বিড় করে বল্‌লে।

—আসুন আমার সাথে। বলে মেরিয়ানা অগ্রসর হয়ে তার কামরার পার্শ্ববর্তী একটি ছোট্ট কামরার দরজা ঠেল্‌লে। সামান্য ধাক্কাতেই দরজা খুলে গেলো। নেজ্‌দানোভ দেখ্‌লে, একখানি খালি ছোট্ট ঘর।

—আসুন এ-ঘরে। এখানে কেউ আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না।

নেজ্‌দানোভ কামরায় ঢুক্‌লে। মেরিয়ানা মোমবাতিটা জানালার কার্নিশে রেখে দিলে।

—বুঝতে পারছি, আপনি আমায় কিছু বল্‌তে চান। মেরিয়ানা বল্‌তে লাগ্‌লো: আপনার পক্ষে এখানে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌লো দেখ্‌ছি। ...আমার পক্ষেও তাই।

নিজ্‌দানোভ বল্‌লে: হাঁ, আপনাকে আমার কিছু বল্‌বার আছে বৈকি। কিন্তু আপনার সাথে পরিচয় হবার পর থেকে আমি এখানে কোনো অসুবিধাই বোধ করছিনে।

মেরিয়ানার মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠ্‌লো। বল্‌লে: ধন্যবাদ, এলেক্সী মিট্রিস! কিন্তু এ অপ্রীতিকর ব্যাপারের পরেও আপনি এখানে থাকতে চান?

নেজ্‌দানোভ বল্‌লে: মনে হয়, এর পরে আমায় তাঁরা আর রাখ্‌বেন না, সম্ভবত তাড়িয়েই দেবেন।

—কিন্তু নিজ ইচ্ছাতেই কি আপনি এখান থেকে চলে যাবেন না?

—আমি?...না।

—কেন?

—সত্য কথাই জান্‌তে চান? স্বেচ্ছায় যেতে চাইনে, কারণ আপনি এখানে আছেন।

মেরিয়ানা মাথা নত করলে।

নেজ্‌দানোভ বলতে লাগলো ঃ তা ছাড়া আমায় যে এখানে থাক্‌তেই হবে। আপনি কিছু জানেন না। সব কথা খুলে বল্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন। আপনাকে না বলেও আর থাকতে পারছিনে।...

সে এগিয়ে গিয়ে মেরিয়ানার হাত ধরলে। সে হাত সরিয়ে নিলে না, তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাইলে মাত্র। আকস্মিক উত্তেজনায় নেজ্‌দা-নোভ বলে উঠ্‌লো ঃ শুনুন! ঘরে যদিও দু'তিনখানা চেয়ার ছিলো বস্‌বার জন্য, সে তাতে না বসে মেরিয়ানার হাত ধরে দাঁড়িয়েই রইলো। উৎসাহের সাথে বলে ফেললো তার পরিকল্পনা, তার ইচ্ছা এবং ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতির কথা। কেন সে সিপিয়াজিনের চাকুরি গ্রহণ করেছে, তার আত্মীয়স্বজন, পরিচিত বন্ধুবান্ধব কে কে আছে—একে একে অতীতের সমস্ত ঘটনা সে বলে গেলো। এ-সমস্ত কথা এ-পর্যন্ত আর কাউকে বলেনি। ভ্যাসিলি নিকোলেভিচের চিঠির কথা—এমন কি, বন্ধু সিলিনের কথাও বাদ রইলো না। দ্বিধাশূন্য মনে একবারও না থেমে সে এ-সব কথা বলে গেলো। মনে হোলো, এতদিন মেরিয়ানাকে এ-সব কথা জানায়নি বলে তার মনে কিছুটা অনুশোচনা হয়েছে—এমন কি, এজন্য তার স্বরে কতকটা ক্ষমা-প্রার্থনার সুরও ফুটে উঠলো। মেরিয়ানা সাগ্রহে ও মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুন্‌লে। প্রথমতঃ সে কতকটা আশ্চর্য হয়ে পড়েছিলো। ক্রমে তার সে-ভাব কেটে গেলো। কৃতজ্ঞতা, গর্ব, শ্রদ্ধা ও দৃঢ়তায় তার মন ভরে গেলো। তার মুখে ও চোখে দীপ্তি ফুটে উঠলো। সে তার অপর হাতখানা নেজ্‌দানোভের হাতে রাখ্‌লে। তার ওষ্ঠদ্বয়ে একটা অপূর্বভাবাবেশ ফুটে উঠ্‌লো। তাকে তখন ভারী সুন্দরী দেখাচ্ছিলো।

নেজ্‌দানোভ অবশেষে থাম্‌লে। হঠাৎ মেরিয়ানার তখনকার মুখের চেহারা তার নজরে পড়ে গেলো। এমনটি সে আর কখনও দেখেনি। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলে।

—আহা! আপনাকে সমস্ত কথা জানিয়ে আমার আজ কী তৃপ্তি!

—হাঁ, কী তৃপ্তি! কী তৃপ্তি! মেরিয়ানাও মৃদুস্বরে বল্‌লে। সে তার অজ্ঞাতসারে নেজ্‌দানোভের কথারই প্রতিধ্বনি কর্‌লে। সে-ও যেন আনন্দে কথা বল্‌তে পারছিলো না।

মেরিয়ানা বলে চল্‌লো ঃ আমি আপনার কথামতো চল্‌বো। আপনাদের যে-'কাজ', তা' আজ থেকে আমারো 'কাজ'। আমার দ্বারা যতোটা সম্ভব, সব আমি করতে প্রস্তুত। আমাকে যেখানে নিয়ে যেতে

চাইবেন আপনি, সেখানেই আমি যাব। আপনারা যে-'কাজ' করতে উদ্যত, আমি যে সারাপ্রাণ দিয়ে তা-ই করতে চেয়েছি এতোদিন।

মেরিয়ানা থাম্‌লে। আর একটি কথা বল্‌লেই হয়তো তার আবেগ অশ্রুর আকারে নেমে আস্‌তো। তার সমস্ত শক্তি যেন অকস্মাৎ মোমের মতো গলে গেছ্‌লো। যে-কোনো প্রকার কাজের জন্যে—আত্মবিসর্জনের জন্য তার প্রাণ যেন একেবারে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলো।

দ্বারের অপর পার্শ্বে মৃদু, দ্রুত, সাবধানী পায়ের শব্দ শোনা গেলো।

মেরিয়ানা অকস্মাৎ সাবধান হয়ে গেলো। নিজের হাত সে সরিয়ে নিলে। কিন্তু তখনি তার মুখভাব বদ্‌লে গেলো। সে খুশী হয়ে উঠ্‌লো। তার মুখের ভাবে ফুটে উঠ্‌লো খড়্গের ন্যায় একটা ঔদ্ধত্য।

দ্বারের অপর পার্শ্ব থেকে ভালো শোনা যায় এতোটা জোরে সে বলে উঠ্‌লোঃ আমি জানি, ঘরের ওপাশে কে আমাদের কথা শুন্‌তে চাচ্ছে। ও ভ্যালেন্টিনা...কিন্তু তাকে আমি গ্রাহ্য করিনে।

পায়ের শব্দ আর শোনা গেলো না।

নেজ্‌দানোভের দিকে ফিরে মেরিয়ানা বল্‌লেঃ কি করতে হবে আমায়? কি করে আমি আপনার সাহায্য করবো? বলে দিন। শীগ্‌গির বলে দিন কি করবো আমি।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ তা আমি এখনো জানিনে। মার্কেলোভের এক চিঠি পেয়েছি......

—কখন্ পেলেন? কখন্?

—আজ বিকেলে। আগামী কাল তাকে নিয়ে আমায় কারখানায় যেতে হবে সলোমিনের সাথে দেখা করতে।

—হাঁ...হাঁ...মার্কেলোভ কিন্তু বেশ লোক। সে আমার একজন সত্যিকার বন্ধু।

—আমার মতোই?

—না না, তা নয়। আপনার মতো নয়।

—তবে কেমন?

মেরিয়ানা অকস্মাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

—আহ্! বুঝতে পারছেন না, আপনি আমার...কী...কতটা আপনার? আমার মনের ভেতরে এখন কী চল্‌ছে, তা-ও বুঝতে পারছেন না?

নেজ্‌দানোভের অন্তরে ঝড় বইলো। সে দৃষ্টি অবনত করলে। তার মতো এক দরিদ্র গৃহহীন হতভাগাকে বিশ্বাস করে ভালবাসে এই

বালিকা...এই আশ্চর্য বালিকা মেরিয়ানা...তার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত হয়েছে, তার 'কাজকে' নিজের 'কাজ' বলে বরণ করে নিতে উদ্যত হয়েছে, এ ভেবে নেজ্‌দানোভের মন এক অভূতপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হোলো। তার তখন মনে হোলো, মেরিয়ানা সামান্যা মানবী নয়, পৃথিবীতে যা' কিছু মহান, যা কিছু সত্য, ও যেন তারই রূপ ধরে তার সুমুখে আবির্ভূত হয়েছে। ও যেন মা, বোন, স্ত্রী সব-কিছুর ভালোবাসার প্রতিমূর্তি। ও যেন তার দেশ, তার সুখ, তার সংগ্রাম, তার স্বাধীনতার মূর্ত বিগ্রহ।

নেজ্‌দানোভ মুখ তুলে চাইতেই চার চক্ষুর দৃষ্টিবিনিময় হোলো।

মেরিয়ানার উজ্জ্বল স্নিগ্ধ দৃষ্টি যেন তার অন্তরের অন্তস্থল স্পর্শ করলে।

কতকটা অপ্রকৃতিস্থ স্বরে সে বল্‌লেঃ হাঁ, কাল আমি যাচ্ছি। যখন ফিরে আসব, আপনাকে...(মেরিয়নাকে 'আপনি' সম্বোধন কেমন বেখাপ্‌পা বলে তার মনে হোলো) তোমাকে সেখানে কি সিদ্ধান্ত হয় জানাবো। এখন থেকে আমার চিন্তা ও কাজ সবই প্রথমে তোমায় জানাবো।

নেজ্‌দানোভের হাত ধরে মেরিয়ানা বলে উঠ্‌লোঃ তাই কোরো প্রিয়। আমিও সবার আগে তোমায় আমার সব কথা জানাবো।

মেরিয়ানার মুখ দিয়েও 'তুমি' বেরিয়ে গেলো, যেন তারা কত দিনের পরিচিত বন্ধু।

—কোথায় সে চিঠি?

—এই যে।

মেরিয়ানা মনোযোগ দিয়ে চিঠিখানা পড়লো।

—এতো বড়ো কাজের ভার তারা তোমায় বিশ্বাস করে দিয়েছে?

উত্তরে নেজ্‌দানোভ শুধু হাসলে। চিঠিখানা সে আবার পকেটে রেখে দিলে।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ কী আশ্চর্য! আমরা পরস্পরকে এতো ভালোবাসি, অথচ এ-পর্যন্ত এ-সম্বন্ধে একটা কথাও বলিনি।

—কোনো দরকার নেই। মৃদুস্বরে এ-কথা বলে মেরিয়ানা হঠাৎ নেজ্‌দানোভের গলা জড়িয়ে ধরলো, তার মাথা নিজের বুকের উপর চেপে ধরলে।

তারা পরস্পর চুমো খেলে না। ও যেন নেহাৎ সাধারণ ব্যাপার। বিদায় নেওয়ার পূর্বে তারা করমর্দন করলে।

কার্নিশের উপর থেকে মোমবাতি নিয়ে মেরিয়ানা ঘর থেকে বেরুলো।

তার মন তখন বিস্ময়ে আনন্দে পূর্ণ। সে বাতি নিবিয়ে ফেল্‌লে। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে নিজের কামরায় ঢুকলে।

ষোলো

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নেজ্‌দানোভ রাত্রির ঘটনায় হৃদয়ে কোনো গ্লানি অনুভব করলে না, বরং তার মন এক নতুন আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেলো। সিপিয়াজিনের নিকট থেকে দু'দিনের ছুটি নিয়ে সে মার্কেলোভের সাথে সাক্ষাৎ করতে মনস্থ করলে। সিপিয়াজিন ছুটি মঞ্জুর করলেন বটে, কিন্তু তাঁর কথায় অসম্ভব রকম গাম্ভীর্য ফুটে উঠলো। রওনা হওয়ার আগে নেজ্‌দানোভ মেরিয়ানার সাথে দেখা করলে। মেরিয়ানা আগ্রহ সহকারে তার কথা শুন্‌লে, নেজ্‌দানোভকে 'প্রিয়' বলে সম্বোধন করলে এবং অনুরোধ করলে, মার্কেলোভের ওখানে যা যা কথা হবে, সব যেন তাকে জানানো হয়।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ নিশ্চয়ই জানাবো। পরে মনে মনে বল্‌লেঃ কেন জানাবো না? আমরা দেহে পৃথক বটে, কিন্তু আত্মার দিক দিয়ে তো একই হয়ে গেছি।

মার্কেলোভের বাড়ী পৌঁছে সে দেখ্‌লে—হতাশার ম্লানিমা তখনো তার মুখে পরিস্ফুট। তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে তারা বণিক ফ্যালিভার তুলোর কারখানায় পৌঁছুলো। সলোমিন এই কারখানারই ম্যানেজার।

সলোমিনের সম্বন্ধে নেজ্‌দানোভ এতো কথা শুনেছিলো যে, তার সাথে পরিচিত হোতে তার আগ্রহের সীমা ছিলো না। কারখানায় পৌঁছেই সলোমিনের কাছে তাদের আগমন-সংবাদ পাঠানো হোলো। পরিচয় পেয়ে সলোমিন তাদের তৎক্ষণাৎ নিজ কক্ষে ডেকে পাঠালে। তারা অবিলম্বে ম্যানেজারের ক্ষুদ্র অপরিচ্ছন্ন কামরায় নীত হোলো। সে-সময়ে সলোমিন ছিলো কারখানায়, নিজ কামরায় ছিলো না। সলোমিন ফিরে না আসা পর্যন্ত কারখানাটা একবার দেখে নেওয়ার জন্যে নেজ্‌দানোভ ও মার্কেলোভ ঘরের জানালায় গিয়ে দাঁড়ালে।

কারখানার অবস্থা তাদের কাছে খুব ভালো বলেই মনে হোলো এবং তার কাজকর্ম পূর্ণগতিতেই চল্‌ছে দেখা গেলো। কারখানা-ঘরের প্রতি কোণ থেকেই শ্রমিকদের দৌড়ধাপ ও মেশিনের ঘস্‌ ঘস্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। মেশিনের শব্দ ও শ্রমিকদের বিচিত্র গুঞ্জনধ্বনির মধ্যেও

আদেশসূচক চীৎকার কানে আসছিলো। মোট কথা, বুঝাই যাচ্ছিলো যে, বহুলোক সেখানে পূর্ণ উদ্যমে কাজে নিযুক্ত। কিন্তু কোনো রকম পরিচ্ছন্নতার চিহ্নমাত্রও সেখানে দেখা গেলো না। এখানে ভাঙা কাচ স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে, ওখানে যন্ত্রপাতি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে, অদূরে চুন ও বালির গাদা পড়ে রয়েছে। মোট কথা, কারখানাটাকে মনে হোলো যেন অপরিচ্ছন্নতার নগ্নমূর্তি।

নেজ্‌দানোভ মার্কেলোভের দিকে চাইলে। বল্‌লেঃ সলোমিনের কর্মদক্ষতার কথা অনেক শুনেছি; তাই এরূপ বিশৃঙ্খলা দেখে সত্যি আশ্চর্য হচ্ছি। আমি এটা আশাই করিনি।

মার্কেলোভ নীরস স্বরে বল্‌লেঃ বিশৃঙ্খলা ঠিক এ নয়, রুশীয় প্রথাই এই। তা হোক, হাজার হাজার শ্রমিক এই করেই খাচ্ছে। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম; সলোমিনও পুরোনো প্রথায়ই কাজ চালাচ্ছে। কারখানার মালিক ফ্যালিভাকে কেমন লোক মনে করো?

—তাকে আমি জানিনে তো।

—সে মস্কোর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপণ। দস্তুরমতো একজন বুর্জোয়া।

এ-সময়ে সলোমিন ঘরে প্রবেশ করলে। প্রথম দর্শনেই, কারখানা সম্বন্ধে যেমন, সলোমিন সম্পর্কেও তেমনি নেজ্‌দানোভের বিশেষ ভালো ধারণা হোলো না। লম্বা, পাতলা, প্রশস্তস্কন্ধ, ভ্রূযুগল ও চক্ষুতারকা দীপ্তিহীন, মুখমন্ডল লম্বা পান্ডুবর্ণ, খাটো প্রশস্ত নাক, ক্ষুদ্র সবুজাভ চক্ষুদ্বয়, সৌম্য প্রকাশভঙ্গি, রুক্ষ পুরু ঠোঁট, বড় বড় দাঁত—সলোমিনের এ-চেহারা সম্বন্ধে যে ভালো ধারণা হবে না, তাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নেই। তার বেশভূষায়ও প্রশংসাযোগ্য বিশেষ-কিছু ছিলো না। তার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলে তার প্রধান অনুচর প্যাভেল। প্যাভেলের বয়স প্রায় চল্লিশ—তার পরনে ছিলো কৃষকের কোট। চোখ দু'টি তার অসাধারণ রকম দীপ্তিমান। প্রবেশ করেই সে নেজ্‌দানোভকে তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করে নিলে।

সলোমিন ধীরে ধীরে আগন্তুকদের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার শক্ত অস্থিময় হাতে করমর্দন করলে। ড্রয়ার খুলে একটি সিল-মোহর-করা চিঠি বা'র করে বিনা বাক্যে প্যাভেলের হাতে দিলে। প্যাভেল চিঠি নিয়ে বিনা বাক্যে চলে গেলো। সলোমিন এর পর টুপি খুলে দূরে নিক্ষেপ করলে এবং রং-করা একখানা টুলে বসে পড়ে আগন্তুকদের অদূরবর্তী একখানা কোচে বসতে অনুরোধ করলে।

মার্কেলোভ সলোমিনের সঙ্গে নেজ্‌দানোভের পরিচয় করিয়ে দিলে।

আবার সলোমিন নেজ্দানোভের করমর্দন করলে। তারপর কাজের কথা শুরু হোলো। মার্কেলোভ ভ্যাসিলি নিকোলেভিচের কথার উল্লেখ করলে। নেজ্দানোভ চিঠিখানা সলোমিনের হাতে দিলে। সলোমিন চিঠিখানা মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলে। পড়বার সময়ে তার মুখ ও চোখের চঞ্চল গতিভঙ্গি নেজ্দানোভ খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে। সলোমিন বসেছিলো জানালার কাছে, পড়ন্ত বেলার সূর্যরশ্মি তার ঘর্মাক্ত মুখের এবং ধূলিমলিন চুলের উপর এসে পড়েছিলো। চিঠিখানা পড়তে পড়তে তার নাক কাঁপ্তে লাগলো ও ঠোঁট দু'টি নড়তে লাগ্লো। দু'হাতে খুব শক্ত করে ধরে সে চিঠিখানা পড়ছিলো। পড়া শেষ হলে তা নেজ্দানোভকে ফিরিয়ে দিয়ে সে আবার নীরবে মার্কেলোভের কথা শুন্তে লাগলো। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত মার্কেলোভ অনবরত বকেই চলেছিলো।

সলোমিন বল্লেঃ আমার মনে হয় এখানে আমাদের কথাবার্তা হওয়া নিরাপদ নয়। তোমার বাড়ীতেই চল না? সাত মাইলের ব্যাপার বই তো নয়।

—বেশ।

সলোমিনের তারুণ্যপূর্ণ কর্কশ কণ্ঠ ও কথা বল্বার ভঙ্গি নেজ্দানোভের বড্ড ভালো লাগ্লো।

সলোমিন বল্লেঃ আশা করি, তোমার ঘরে একরাত্রির জন্য আমার স্থান হবে। একঘণ্টার মধ্যেই আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তখন আমরা সব-কিছুই ভালো করে আলোচনা করতে পারবো। নেজ্দানোভের দিকে ফিরে বল্লেঃ আপনারও অবসর আছে নিশ্চয়ই?

—হাঁ, আগামী পরশু পর্যন্ত আমার পূর্ণ অবসর।

—বেশ। সার্জে মিহেলোভিচ্, তোমার বাড়ীতেই আমরা রাত্রি-যাপন করবো—কি বলো?

—বেশ।

—ভালো। আমি তৈরী হয়ে আস্ছি। একটু ভদ্র গোছের হোতে হবে তো।

নেজ্দানোভ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বস্লোঃ এ কারখানায় আমাদের কাজের সুবিধে হবে তো?

সলোমিন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেঃ সে পরে বল্ব'খন। এখন একটু মাফ করতে হবে। আমি শীগ্গিরই আসছি।

সলোমিন চলে গেলো। আগেই যদি তার সম্বন্ধে নেজ্দানোভের

মনে একটা ভালো ধারণা না হয়ে যেতো, তবে হয়তো এমনও সে মনে করে বসতো, সলোমিন পালিয়ে গেলো। কিন্তু এমন কল্পনাও তার মনে তখন উদয় হোলো না।

একঘণ্টা পরে কারখানার শ্রমিকদের গোলমাল, মেশিনের ঘস্ ঘস্ শব্দ ও যন্ত্রপাতির নানা অপরূপ ধ্বনির মাঝে মার্কেলোভ, নেজ্‌দানোভ ও সলোমিন এক গাড়ীতে কারখানা ত্যাগ করলে।

প্যাভেল গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্যন্ত এসেছিলো। ফিরবার সময় সে জিজ্ঞেস করলেঃ ভ্যাসিলি ফেডোটিচ্! কাজটা শেষ করে রাখতে হবে তো?

সলোমিন ভেবে বললেঃ না, এখন নয়। পরে সাথীদের দিকে ফিরে বল্‌লেঃ প্যাভেল জিজ্ঞেস করছিলো, রাত্রিতে কোনো কাজ করা হবে কি না।

বোর্সিংকোভ গ্রামে মার্কেলোভের বাড়ীতে পৌঁছে তারা সান্ধ্য আহার শেষ করলে। পরে সকলেই এক একটা সিগারেট ধরিয়ে তাদের 'কাজে'র কথার আলোচনা শুরু করলে।

আলোচনার ফলে যতটা বোঝা গেলো, তাতেও সলোমিন সম্বন্ধে আশানুরূপ ধারণা নেজ্‌দানোভ পোষণ করতে পারলে না। সলোমিন খুব কমই কথা বল্‌লে—এতো কম যে, সব সময়ে সে একরকম নীরবই ছিলো বলা চলে। কিন্তু সে অপর দু'জনের কথা খুবই মন দিয়ে শুন্‌লে এবং যা দু'একটা মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ করলে, তা খুব সংক্ষিপ্ত, গভীর ও মূল্যবান। রুশবিপ্লব একেবারে আসন্ন, এ বিশ্বাস তার ছিলো না। কিন্তু তার এ-অভিমত প্রকাশের ফলে পাছে তার সাথীদের উৎসাহের আগুন নিবে যায়, তাই সে এ-সম্বন্ধে জোরের সাথে কিছু বল্‌লেও না। সঙ্গীদের সাথে সে একমত হোতে পারেনি বটে, তবু সে নিজেকে তাদের একজন কমরেড বলেই মনে করলে। সে বললেঃ সেন্টপিটার্সবুর্গের বিপ্লবীদের সে ভালো করেই চেনে, এবং তাদের মতামতের কতকদূর পর্যন্ত সে সমর্থনও করে। জনসাধারণের একজন বলেই সে নিজেকে মনে করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-ও স্বীকার করে যে, এদের সাহায্য ছাড়া কিছুই হবার উপায় নেই। কিন্তু সে জানে এদের অধিকাংশই এখনো অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, কি করলে নিজেদের মঙ্গল হোতে পারে, সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণা পর্যন্ত এদের নেই। কাজেই তার মতে, এদের তৈরী করে তোলাই হোলো প্রধান কাজ। তাই তার এ-উদাসীনতা।

অবিশ্যি নিজেকে বড় মনে করার জন্যে নয়,—এইজন্যে যে, প্রত্যেক সাধারণ লোকেরই স্বাধীন মত পোষণের এবং নিজেকে ও অপরকে অনর্থক ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার অধিকার আছে। তবে সে যে মনোযোগ দিয়ে তার সঙ্গীদের কথা শুন্‌ছিলো, তার কারণ, শোনায় কারুর ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

সলোমিন এক পাদ্রীর একমাত্র ছেলে। তার বোন ছিলো পাঁচজন, তাদের সকলেরই বিয়ে হয়েছিলো পুরোহিত বা পাদ্রীদের সাথে। তাকেও পাদ্রী করে গড়ে তোলবার আয়োজন চলেছিলো; কিন্তু সে বাপের অনুমতি নিয়ে পাদ্রীয়ানার পাঠ উঠিয়ে দিয়ে অঙ্ক শিখ্‌তে শুরু করে দেয়। কারণ মিকানিক্সে ছিলো তার প্রবল অনুরাগ। একজন ইংরেজ-পরিচালিত এক কারখানায় এরপর সে প্রবেশ করে। ইংরেজ ভদ্রলোক তাকে নিজ ছেলের মতোই ভালোবাসতেন। তিনিই তাকে ম্যাঞ্চেস্টারে যাবার উপায় করে দেন। সেখানে সে দু'বৎসর থেকে ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে। অল্পদিন আগে সে মস্কোয় ফিরে এসে বণিক ফ্যালিভার কারখানায় কাজ নিয়েছে। অধীন কর্মচারীদের কাছে সে ছিলো কঠোর। এ হচ্ছে তার ইংলণ্ডে শিক্ষার ফল। কিন্তু তবু তার অধীনস্থ সবাই তাকে পছন্দ করতো এবং তাকে নিজেদেরই একজন মনে করতো। তার পিতা তার জন্য খুব গর্ব অনুভব করতেন। তিনি বল্‌তেন, তার ছেলের মতো স্থিরবুদ্ধি যুবক বড়ো একটা দেখা যায় না। কিন্তু সলোমিন বিবাহ না করায় তিনি প্রায়ই দুঃখ করতেন।

আগেই বলেছি, আলোচনার সময়ে সলোমিন একরূপ নীরবই ছিলো। কিন্তু যখন মার্কেলোভ বল্‌তে লাগ্‌লো যে, কারখানার শ্রমিকদের,তাদের কাজে শীগ্‌গিরই টেনে আন্‌তে হবে, সলোমিন তার স্বাভাবিক মিতভাষে জানালেঃ এদের উপর এতটা নির্ভর করা উচিত নয়। কারণ অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের মতো রুশিয়ার শ্রমিকরা তেমন কর্মপটু নয়। এরা সব কাজেই ভারী ঢিলে।

—কৃষকরা কেমন?

—কৃষকরা? ওঃ, তাদের অনেকেই বেশ সুদের ব্যবসা চালিয়ে খাচ্ছে। এদের সংখ্যা আরো বাড়বে বলেই মনে হয়। নিজের স্বার্থ ছাড়া এরা আর বিশেষ কিছুই বুঝে না।

—তা' হলে আমাদের করতে হবে কী?

সলোমিন হাসলে। বল্‌লেঃ ভেবে-চিন্তে একটা-কিছু স্থির করতে হবে বৈকি।

তার মুখে মৃদুহাসি লেগেই ছিলো। মানুষটির মতো তার হাসিও ছিলো বিশেষ অর্থপূর্ণ। নেজ্‌দানোভের সাথে তার ব্যবহার ছিলো অদ্ভূত রকমের। এই তরুণ ছাত্রটিকে তার খুবই ভালো লেগেছিলো। কেমন একটা কোমল সহানুভূতিতে সে তার দিকে ক্রমেই আকৃষ্ট হচ্ছিলো। আলোচনার মাঝে এক সময়ে নেজ্‌দানোভ যখন উচ্ছ্বসিত স্বরে কথা বল্‌ছিলো, সে ধীরে ধীরে উঠে দ্রুত পদক্ষেপে ঘরের একদিকে গিয়ে নেজ্‌দানোভের মাথার উপরস্থ জানালাটা বন্ধ করে দিলে।

নেজ্‌দানোভ বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে। সলোমিন বল্‌লেঃ ঠাণ্ডা লাগ্‌তে পারে, তাই জানালাটা বন্ধ করে দিলুম।

নেজ্‌দানোভ কারখানা সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করতে লাগ্‌লেঃ সমবায়-মূলক কোনো পরিকল্পনা এখানে কার্যকরী করতে কখনো চেষ্টা হয়েছে কিনা, কিংবা এমন কোনো কাজ করা হয়েছে কিনা, যাতে করে শ্রমিকরা লাভের অংশ পেয়েছে?

সলোমিন বল্‌লেঃ বন্ধু! আমি একটা স্কুল ও ক্ষুদ্র একটা হাস-পাতাল মাত্র স্থাপন করতে পেরেছি; কিন্তু তাতেও কারখানার মালিকের সুনজর নেই।

একটা শ্রমিক-সমিতিকে কর্তৃপক্ষ অন্যায় উপায়ে ধ্বংস করে দিয়েছে, এ-কথা শুনে হঠাৎ একবার নেজ্‌দানোভ সক্রোধে চীৎকার করে উঠ্‌লো। টেবিলের উপর জোরে একটা কিল বসিয়ে দিলে। টেবিলটা ও তার উপরের জিনিসগুলো কেঁপে উঠ্‌লো।

এরপর যখন মার্কেলোভ ও নেজ্‌দানোভ তাদের 'কাজ' পরিচালনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা শুরু কর্‌লে, সলোমিন শ্রদ্ধাপূর্ণ কৌতূহল সহকারে তা শুনে যেতে লাগ্‌লে, নিজে একটা কথাও বল্‌লে না।

সকাল চারটে পর্যন্ত তাদের আলোচনা চল্‌লো। এমন বিষয় ছিলো না, যার সম্বন্ধে তারা আলোচনা করেনি। মার্কেলোভ আবার কিস্‌লিয়া-কোভের অদ্ভূত ভ্রমণকাহিনী ও ততোধিক অদ্ভূত তার চিঠিগুলোর কথা উল্লেখ করলে। নেজ্‌দানোভকে তা দেখাবে বলে সে প্রতিশ্রুতিও দিলে। সে আরো বল্‌লে, চিঠিগুলোতে যে শুধু শেখ্‌বার জিনিস আছে তা নয়, এ দস্তুতমতো কবিতার মতো উপভোগ্যও হয়েছে। বাজে কবিতার মতো নয়, রীতিমতো সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্যপূর্ণ কবিতার মতো।

কিস্‌লিয়াকোভের আলোচনা থেকে মার্কেলোভ একেবারে সটান সৈন্যবিভাগের অনাচারসম্পর্কিত আলোচনায় চলে গেলো। ক্রমে সহকারী সেনানী, বিশেষ করে জার্মান সেনানীদের পেজোমীর কথা, সৈন্যবিভাগের

অনাচার সম্বন্ধে তার প্রবন্ধরচনার চেষ্টার কথা—কোনো কিছুই বাদ রইলো না। নেজ্‌দানোভের আলোচনাও অবশেষে একেবারে 'আর্টে রিয়েলিজম্'-এ এসে ঠেক্‌লো। সলোমিন সবই শুন্‌ছিলো আর মৃদু মৃদু হাস্‌ছিলো। যদিও সে একটি কথাও বলেনি, তবু সে-ই শুধু সম্ভবতঃ বুঝতে পেরেছিলো, আসল গলদ কোথায়।

চারটে বাজ্‌তে সবাই উঠে দাঁড়ালো। মার্কেলোভ ও নেজ্‌দানোভ অবসন্নতায় যেন উঠে দাঁড়াতে পারছিলো না, কিন্তু সলোমিনের শরীরে অবসাদের চিহ্নমাত্রও ছিলো না। শোবার জন্যে তারা পরস্পরের কাছে বিদায় নিলে। কিন্তু কথা থাক্‌লো, পরদিন শহরে গিয়ে বণিক গোলুশ--কিনের সাথে দেখা করতে হবে। তাকে নাকি দলে টেনে আনা খুবই সহজ হবে।

সলোমিন প্রথমতঃ এতে সন্দেহ প্রকাশ করলে, কিন্তু শহরে যেতে সে-ও অবশেষে রাজী হোলো।

সতেরো

মার্কেলোভের অতিথিরা তখনো নিদ্রিত। ম্যাডাম সিপিয়াজিনার (ভ্যালেন্টিনার) একখানা চিঠি নিয়ে একটি লোক মার্কেলোভের নিকট এলো। চিঠিতে ভ্যালেন্টিনা সাংসারিক অনেক কথার পর যে-একখানা বই মার্কেলোভ তাঁর নিকট থেকে ধারে এনেছিলো, সেটা ফেরৎ দিতে বলেছেন। 'পুনশ্চ'তে তিনি তাঁর ভাইকে একটি চমকপ্রদ সংবাদ জানিয়েছেন। সে-সংবাদটি হচ্ছে এইঃ মার্কেলোভের প্রেমপাত্রী মেরিয়ানা কোলিয়ার শিক্ষক নেজ্‌দানোভের প্রেমে পড়ে গেছে। শুধু তাই নয়, নেজ্‌দানোভও মেরিয়ানার প্রেমে পড়েছে। এটা শুধু তাঁর কল্পনা নয়, নিজ চোখে তিনি দেখেছেন এবং নিজ কানে শুনেছেন।

মার্কেলোভের মুখে রাতের আঁধার নেমে এলো। কিন্তু একটি কথাও সে উচ্চারণ করলে না। ভ্যালেন্টিনার বইখানা ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে সে এক ব্যক্তিকে আদেশ করলে। নেজ্‌দানোভকে নীচে নাম্‌তে দেখে সে বরাবরের মতোই তাকে সম্বর্ধনা জানালে; তার প্রতিশ্রুত কিস্‌লিয়া-কোভের সেই চিঠির তাড়া তাকে দিতেও ভুল্‌লে না। কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ সে রইলো না, খামারের দেখা-শোনা করতে তাড়াতাড়ি চলে গেলো।

নেজ্‌দানোভ নিজের কামরায় এসে চিঠির তাড়া খুলে বস্‌লে।

তরুণ প্রচারকটি চিঠিতে শুধু নিজেকে আর নিজের কার্যতালিকাকেই প্রচার করতে চেষ্টা করেছে। সে লিখেছে, গত একমাসে সে এগারটা প্রদেশে, নয়টা শহরে, ঊনত্রিশটা গ্রামে, তেপ্পান্নটা পাড়ায়, একটা খামার-বাড়ীতে ও সাতটা কারখানায় গিয়েছে। খড়ের গাদায় ষোলো রাত, আস্তাবলে একরাত, এমন কি, গোয়ালঘরে একরাত সে কাটিয়েছে। সে না গিয়েছে কোথায়? কৃষকদের মেটেবাড়ী, শ্রমিকদের ব্যারাকে গিয়ে প্রচারকার্য চালিয়েছে, প্রচার-পুস্তিকা বিতরণ করেছে, সংবাদ সংগ্রহ করেছে। এরই মধ্যে চৌদ্দখানা সুদীর্ঘ ও আটাশখানা ক্ষুদ্র চিঠিও সে লিখেছে। একখানা চিঠিতে এক তরুণীর কাছে লেখা প্রেমপত্র থেকে উদ্ধৃত একটি সমাজতান্ত্রিক কবিতাও দেখা গেলো। তার প্রথম লাইন এরূপ:

"আমায় নয়—আমার আদর্শকে ভালোবাসো।"

নেজ্‌দানোভ আমোদিত হোলো—কিস্‌লিয়াকোভের আত্মপ্রশংসায় নয়, মার্কেলোভের সরলতায়। সে ভাব্‌লেঃ যাক্‌, তবু কিস্‌লিয়া-কোভকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

তিনবন্ধুই আবার খাবার-ঘরে চা খাওয়ার জন্যে সমবেত হোলো। কিন্তু গতরাত্রের আলোচনার জের টেনে চলা আর সম্ভব হোলো না। কারুরই কথা কইবার ইচ্ছে দেখা গেলো না। তবে সলোমিনকেই শুধু মনে হোলো প্রফুল্ল, আর মার্কেলোভ ও নেজ্‌দানোভ উভয়কেই মনে হোলো ভেতরে ভেতরে কতকটা উত্তেজিত।

চা খাওয়া শেষ করে তারা শহরে রওনা হোলো। মার্কেলোভের পুরানো চাকর তার সেই স্বাভাবিক বিষণ্ণ দৃষ্টি নিয়ে প্রভুর সাথে সাথে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গেলো।

গোলুশ্‌কিন এক ধনী ঔষধ-ব্যবসায়ীর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর সে আর তাদের ব্যবসায়ের উন্নতি করতে পারেনি। তার কারণ, সে ছিলো রুশীয় ধরণের এপিকিউরীয় মতের লোক। ব্যবসায়-কার্যে পটুতাও নাকি তার কিছুমাত্র ছিলো না। তার বয়স তখন প্রায় চল্লিশ। শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু কুৎসিত—দেহের নানাস্থানে ছিলো অসংখ্য বসন্তের দাগ। চোখ দু'টি শূকরের চোখের মতো ক্ষুদ্র। সে তাড়াতাড়ি কথা বল্‌তো ও চারদিকে হাত-পা ছুড়তো এবং প্রায় প্রতি কথায়ই অট্টহাসি হেসে উঠ্‌তো। মোটকথা, তাকে দেখ্‌লেই যে-কেউ বুঝতে পারতো, লোকটি বোকা, আত্মগরিমাপরায়ণ ও বয়াটে। নিজেকে কিন্তু সে মনে করতো

একজন শিক্ষামার্জিত লোক বলেই। জার্মান ফ্যাশানের পোশাক সে পরতো। তার গৃহ ছিলো অবারিতদ্বার। ঘন ঘন সে থিয়েটারে যেতো, অভিনেত্রীদের অনেকেরই সাথে তার ছিলো ঘনিষ্ঠ আলাপ। লোকের বাহ্‌বা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিলো তার স্বভাবগত। তাকে কখনো বিপদে পড়তে হয়নি। সে বল্‌তোঃ বিপদে পড়বো কেন? তবে টাকা কিসের জন্যে? ঘুষ দিলে কোনো বেটা মুখ বন্ধ না করে পারে?

বহুদিন আগেই তার স্ত্রী মারা গেছ্‌লো, সন্তানাদির বালাইও কিছু ছিলো ন। তার কয়েকটা ভাগ্‌নে তার বাড়ীতে থাক্‌তে এসেছিলো, সে তাদের গালাগালি ক'রে হাঁকিয়ে দিয়েছিলো। পাথরে তৈরী বিরাট বাড়ীতে সে বাস করতো। তার কতকগুলো কামরা ছিলো বিদেশী চিত্রে সুশোভিত, আর কতকগুলোতে অল্প কয়েকটা রং-করা কাঠের চেয়ার ও আমেরিকান কাপড়ে-মোড়া কোচ্ ছাড়া আর কিছু ছিলো না। নানাধরণের আঁকা ছবি ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিলো। নানা প্রাকৃতিক পল্লী-দৃশ্য, উলঙ্গ নারীর বীভৎস চিত্র—এমন কি, মোলারের অঙ্কিত 'চুম্বন' নামক ছবি-খানাও বাদ যায়নি। গোলুশ্‌কিনের পরিবারে লোক না থাক্‌লেও তার বাড়ীতে চাকরবাকর ও অনুগৃহীত-আশ্রিতদের অভাব ছিলো না। এদের সে বাড়ীতে স্থান দিয়েছিলো দয়া করে নয়—তাকে ঠেলে তুলে উঁচু করে ধরার মহৎ কাজে সাহায্য করবার জন্যে। সে পড়াশোনা করেছিলো খুবই কম। তবে কতকগুলো বড় বড় বোল্‌চাল বেশ মুখস্থ করে নিয়েছিলো।

গোলুশ্‌কিনকে বৈঠকখানায়ই পাওয়া গেলো। সে তখন লম্বা ড্রেসিং-গাউনে আবৃত হয়ে আরামে বসে একটা মোটা চুরুট টান্‌ছিলো। মার্কেলোভরা ঘরে প্রবেশ করতেই সে একেবারে লাফিয়ে উঠে' দৌড়ে তাদের দিকে গেলো, কিছু নাশ্‌তা নিয়ে আস্‌বার জন্যে চাকরকে হাঁকাহাঁকি করতে লাগ্‌লো, তাদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে শুরু করলে এবং অনর্থক হাস্‌তে লাগ্‌লো। এ-সব সে সমাধা করলে একেবারে এক নিশ্বাসে। মার্কেলোভ ও সলোমিনের সাথে তার আগেই পরিচয় ছিলো। কিন্তু নেজ্‌দানোভকে সে আর কখনো দেখেনি। নেজ্‌দানোভ একজন ছাত্র, এ-কথা শুনে আবার সে তার স্বাভাবিক হাসি হেসে উঠ্‌লো। দ্বিতীয়বার তার করমর্দনও করলে। বলে উঠলোঃ চমৎকার! ক্রমেই আমাদের দলের শক্তি বাড়ছে। জ্ঞান হচ্ছে আলো, অজ্ঞানতা হচ্ছে অন্ধকার। আমি নিজে ভালো শিক্ষা পাইনি বটে, কিন্তু তার মর্যাদা বেশ বুঝতে পারি।

কিছুক্ষণ থেমে সে আবার শুরু করলে ভ্যাসিলি নিকোলেভিচের

কথা, তার মেজাজ, প্রো-প্যা-গে-ন্ডার আবশ্যকতার কথা ('প্রোপ্যাগেন্ডা' কথাটা সে বেশ মনে রেখেছিলো), আসল কাজে নাব্‌বার সময় যে হয়ে গেছে তার কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর সে নেজ্‌দানোভের দিকে ফিরে নিজের সম্বন্ধে কত-কি অনর্গল ব'কে চল্‌লো! আত্মগরিমাপ্রকাশে সে কিস্‌লিয়াকোভের চাইতে বড় কম গেলো না। সে যে এখন আর বোকা নয়, সর্বহারাদের অধিকার সম্বন্ধে তার জ্ঞান যে একেবারে টন্‌টনে ('সর্বহারা' কথাটাও সে বেশ শিখে নিয়েছিলো) ইত্যাদি সম্বন্ধেও সে এক নিশ্বাসে অনেক কথা বলে গেলো। তার বক্তৃতা-স্রোত আরো হয়তো অনেকক্ষণ এ-ভাবেই চল্‌তো, যদি-না এ-সময়ে নাশ্‌তা নিয়ে একজন চাকর ঘরে ঢুকতো। গোলুশ্‌কিন সামান্য কিছু কেশে গলা পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করলে, তারা কিছু নাশ্‌তা করতে ইচ্ছুক কি না। উত্তরের অপেক্ষা না করে সে-ই প্রথম কড়া-ব্রান্ডি ঢেলে একটা গ্লাস পূর্ণ করলে এবং নিজের গলায় ঢক্‌ করে ঢেলে দিলে। অতিথিরাও নাশ্‌তার সদ্ব্যবহারে লেগে গেলো। গোলুশ্‌কিন অনবরত মদ খাচ্ছিলো আর মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছিলোঃ বন্ধুগণ, এ-অমৃতে অরুচি হ'বার কথা নয়। চলুক, আরো চলুক। নেজ্‌দানোভের দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করলে, কোত্থেকে সে এসেছে, কোথায় সে আছে বর্তমানে এবং কতদিন থেকে? সিপিয়াজিনের ওখানে আছে শুনে আবার সে শুরু করলেঃ হ্যাঁ, সে-ভদ্রলোককে আমি চিনি। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে তো কোনোই আশা নেই। এরপর সে-প্রদেশের জমিদারদের সে কুৎসিৎ ভাষায় গালি দিতে লাগ্‌লো। বল্‌লেঃ জনকল্যাণের দিকে এদের যে লক্ষ্য নেই শুধু তা-ই নয়, নিজেদের হিত পর্যন্ত এই মূর্খেরা বুঝে না।

নেজ্‌দানোভ ভেবে পেলে না, এ-ব্যক্তিকে দিয়ে কী কাজ হোতে পারে! সলোমিন তার স্বাভাবিক নীরবতা রক্ষা করছিলো। মার্কেলোভ কিন্তু আর ধৈর্য ধরে থাক্‌তে পারলে না। সে বলে উঠ্‌লোঃ আর সময় নষ্ট নয়। যথেষ্ট হয়েছে। এখন কাজের কথায় আসা যা'ক। সে টেবিলের উপর একটা কিল বসিয়ে দিয়ে চীৎকার করে শুরু করলেঃ বন্ধুগণ!

এমন সময়ে ঘাড়লম্বা রুগ্নচেহারা পাখীর-মতো-প্রসারিত-বাহু একটা লোক ঘরে প্রবেশ করলে। সে সকলের নিকট মাথা নত করলে। পরে গোলুশ্‌কিনের কানের কাছে মুখ এনে কী কতকগুলো কথা বল্‌লে।

গোলুশ্‌কিন ব্যস্তভাবে বলে উঠ্‌লোঃ বন্ধুগণ, কিছুক্ষণের জন্য বিদায় চাচ্ছি। আমার ক্লার্ক ভ্যাসিয়া এসে এমন-কিছু সংবাদ দিয়েছে, যার জন্য আমার এখন না গেলেই নয়। আমার এখানে তিনটেয় তোমা-

দের সকলের ডিনারের নেমন্তন্ন রইলো। তখন বিস্তারিত আলোচনা চল্‌তে পারবে।

কী সে বলা যায়, সলোমিন ও নেজ্‌দানোভ ভেবে পেলে না। কিন্তু মার্কেলোভ তৎক্ষণাৎ বলে উঠ্‌লোঃ হাঁ, নিশ্চয়ই আমরা ডিনারে আস্‌বো।

গোলুশ্‌কিন ব্যস্তভাবে বলে উঠ্‌লোঃ ধন্যবাদ। পরে নেজ্‌দানোভের দিকে মাথা নত করে বল্‌লেঃ এ-'কাজে'র জন্যে আমি এক হাজার রুবল দেবো......কোন চিন্তা নেই। আমার কথায় বিশ্বাস করতে পার।

—তিনটেয় এখানে তোমাদের আসা চাই-ই। বল্‌তে বল্‌তে গোলুশ্‌কিন অতিথিদের সাথে দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে গেলো।

—বেশ, আস্‌বো। একমাত্র মার্কেলোভই জওয়াব দিলে।

রাস্তায় পা দিয়েই সলোমিন বলে উঠ্‌লোঃ বন্ধুগণ, আমি গাড়ী ক'রে এক্ষুনি কারখানায় চলে যাচ্ছি। তিনটে পর্যন্ত আমরা এখানে থেকে কী করবো? শুধু শুধু সময় নষ্ট করতে আমি রাজী নই। গোলুশ্‌কিনকে দিয়ে আমাদের কোনো কাজ হবে, আমার তো তা মনে হয় না।

মার্কেলোভ নীরস স্বরে বললেঃ বিশেষ-কিছু কাজ হবে বলে আমিও মনে করিনে। কিন্তু সে টাকা দিতে রাজী হয়েছে। তাই তিনটেয় আস্‌তে হবে বৈ কি।

সলোমিন শান্তস্বরে বল্‌লেঃ বেশ! যদি তোমরা চাও, আমি থাক্‌বো। তোমাদের মতো বন্ধুর সঙ্গে নরকে যেতেও আমি রাজী।

মার্কেলোভ মাথা তুলে বল্‌লেঃ আচ্ছা, ঐ সরকারী বাগানটায় গেলে কেমন হয়? চমৎকার হাওয়া বইছে কিন্তু! ওখানে বসে বসে, গল্প-গুজব করে সময় কাটানো যাবে।

তারা বাগানের দিকেই রওনা হোলো।

আঠারো

বাগানের ভেতরে ঢুকে তিনবন্ধু একজায়গায় বসে নানাবিষয়ের আলোচনা কর্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু আলোচনা জমে উঠ্‌লো না। গত কয়েক দিন নানাবিষয়ের আলোচনা এতো বেশী হয়ে গেছে, যে, তা নিয়ে মেতে উঠা অসম্ভব। প্রত্যেকের মনেই বিভিন্ন ধরণের চিন্তা।

নেজ্‌দানোভ মেরিয়ানার চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারছিলো না। তাই সঙ্গীদ্বয়ের কথায় সে মাত্র 'হাঁ', 'না' এই শ্রেণীর উত্তরই দিয়ে

যাচ্ছিলো। হঠাৎ এক সময়ে তার কানে প্রবেশ বর্লো ঃ এলেক্সী ! এলেক্সী ! রুশিয়ার হ্যাম্লেট ! তুমি এখানে? চোখ তুলে সে সবিস্ময়ে দেখ্তে পেলে, অদূরে দাঁড়িয়ে প্যাক্লীন।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এসে পাক্লীন নেজ্দানোভের হাত ধর্লে। বল্লে ঃ আমরা এখন বাগানে সকলের চোখের সাম্নে রয়েছি বটে, তথাপি এসো, পূর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করে কোলাকুলি করি আর চুমো খাই...এক, দুই, তিন।...তারপর আমায় বল্তে হচ্ছে, আজ যদি তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ না-ও হোতো, আগামী কাল সাক্ষাৎ না হয়ে যেতো না। কারণ বল্ছি। তুমি যে এখানে আছ, তা আমি জানতুম এবং শুধু তোমার সাথে দেখা করবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি। পরে সব কথা বল্বো। এখন তোমার বন্ধুদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দাও। সংক্ষেপে আমায় বল কে ও'রা, আর তাঁদের বল কে আমি। তারপর অন্যান্য কথা বলা যাবে।

নেজ্দানোভ বন্ধুর অনুরোধে প্রত্যেককে প্রত্যেকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে।

প্যাক্লীন বলে উঠ্লো ঃ চমৎকার ! এখন চল এই জনতার ভিড় থেকে একটা নির্জন স্থানে যাওয়া যা'ক। এমন একটা জায়গা আমার জানা আছে, যেখানে বসে আমি প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করি। চল সেখানে।

প্যাক্লীন বন্ধুদের এক 'নির্জন স্থানে' নিয়ে গেলো। সোৎসাহে সকলে সেখানে আসন গেড়ে বসে পড়লো; তারপর চল্লো পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদান।

হঠাৎ প্যাকলীন নেজ্দানোভের দিকে চেয়ে বলে উঠ্লো ঃ থামো কিছুক্ষণ। সবার আগে আমায় বলতে দাও, কেন আমি এখানে এসেছি। তুমি জান, প্রত্যেকবার গরমের সময়ে আমি আমার বোনকে নিয়ে নানা-স্থানে বেড়াতে যাই। তুমি এখানে কাছাকাছি কোথাও আস্বে শুনে আমিও এবার এখানেই আস্বার সিদ্ধান্ত করি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো, এখানে আমার মায়ের দিককার দু'জন আত্মীয় আছে—তারা স্বামী-স্ত্রী। চমৎকার লোক তারা। এরা অনেক দিন থেকেই আমাদের এখানে একবার বেড়িয়ে যেতে বল্ছিলো। ভাবলুম বেশ সুযোগ হয়ে গেলো, রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে। তাই এখানে এসেছি। আত্মীয়ের বাড়ীতে বেশ আমোদেই আছি। তারা এমন অদ্ভুত ভালো মানুষ যে, তাদের সাথে তোমাদের পরিচয় হওয়া আমি খুব দরকার মনে

করি।...কিন্তু দুনিয়ায় এতো জায়গা থাক্‌তে এই বাগানেই বা তোমরা কেন? দুপুরে খাবে কোথায়?

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ গোলুশ্‌কিন নামে এক বণিকের বাড়ীতে আমাদের নেমন্তন্ন আছে।

—কখন?

—বিকেল তিনটেয়।

প্যাক্‌লীন বলে উঠ্‌লোঃ তোমরা কি তা'হলে তার সাথে দেখা করতে এসেছ সেই 'কাজে'র...সেই 'কাজে'র—

সলোমিনের হাসিমুখ দেখে কথাটা সে স্পষ্ট করেই বল্‌তে চেয়েছিলো, কিন্তু মার্কেলোভের বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখের দিকে নজর পড়তেই সে মাঝখানে থেমে গেলো।

কতক্ষণ পরে সে আবার বলে উঠ্‌লোঃ এলিওশা! ওদের বলে দাও, সংকোচের কোনো কারণ নেই। আমি তোমাদের দলেরই একজন।

—বাঃ! তবে তো চমৎকার! এখনো তিনটে বাজতে ঢের দেরী। আমার আত্মীয়দের ওখানে চল না?

—বল্‌ছো কি? কি করে যাওয়া যায়—

—ভয় নেই! সমস্ত দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। মনে কর, মরুভূমির ভেতরে এ-যেন একটা ওয়েসিস্‌! সেখানে রাজনীতি, সাহিত্য, কিংবা আধুনিক কোন-কিছুর প্রবেশাধিকার নেই। ক্ষুদ্র বাড়ীটি এমনি যে, সাধারণতঃ ওরূপ বাড়ী আজকাল আর দেখা যায় না। সব-কিছুই সেখানকার একেবারে প্রাচীন—সেখানকার জলবায়ু, লোক দু'টি, যা' দেখ্‌বে সব-কিছুই প্রাচীনতার গন্ধে ভরপুর। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই সমবয়সী বৃদ্ধ। তারা যেন প্রাচীন পটের ছবি! তাদের মতো ভালো মানুষ দুনিয়ায় আর নেই। সন্তানাদি হয়নি; এতে তাদের দুঃখ তো নেই-ই—মনে করে, তাদের মতো সৌভাগ্য আর কার? তাদের পোশাক একই ধরণের—চেহারাও প্রায় একরকম। একজনের নাম ফোমিশ্‌কা, অপরের নাম ফিমিশ্‌কা। আমি বল্‌ছি তোমাদের, তাদের সাথে একবার সাক্ষাৎ করা তোমাদের উচিত। তারা একে অন্যকে অসম্ভব রকম ভালো-বাসে। তাদের ওখানে যাও যদি, দেখ্‌বে তারা উভয়েই বাহু বাড়িয়ে তোমাদের অভ্যর্থনা করতে আস্‌ছে। এতো ভালো তারা যে, নিজেরাই তোমাদের সঙ্গে করে তাদের সব-কিছু খুঁটে খুঁটে দেখাবে। একটা জিনিস কিন্তু তারা সহ্য করতে পারে না, সে হচ্ছে ধূমপান।...তাদের সময়ে ওটা প্রচলিত ছিলো না কিনা। যাক, যাবে ভাই তোমরা?

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ আমি ঠিক বল্‌তে পাচ্ছিনে।

—শোনো। আরেকটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। তাদের কণ্ঠস্বর একই রকম! চোখ বন্ধ করে রাখ্‌লে ঠিক করে বল্‌তে পারবে না, কে কথা বল্‌ছে। সম্ভবতঃ ফোমিশ্‌কা একটু বেশী স্পষ্ট কথা বলে। একশো কিংবা দেড়শো বছর আগে কি-ভাবে লোকে জীবনযাপন করতো, যদি তা দেখতে চাও, তা' হলে চল আমার সাথে।

নেজ্‌দানোভ বলে উঠ্‌লোঃ বেশ, চল যাই।

সলোমিনও বল্‌লেঃ খুব ভালো কথা। চল, যাওয়াই যাক। মিঃ প্যাক্‌লীনের এ-কথা যদি ঠিক হয় যে, আমাদের সেখানে যাওয়ায় তাদের অসুবিধে কিছু হবে না, তবে সেখানে যেতে কী আপত্তি থাক্‌তে পারে?

প্যাক্‌লীন প্রত্যুত্তরে বলে উঠলোঃ সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তারা তোমাদের দেখে খুব খুশীই হবে। তোমাদের সংকোচের কোনোই কারণ নেই। মিঃ মার্কেলোভ! তুমিও যাবে ভাই?

মার্কেলোভ অধীরভাবে কাঁধ কুঞ্চিত করলে। বল্‌লেঃ একা এখানে থাক্‌বোই বা কি করে? চল।

সকলেই রওনা হোলো।

যেতে যেতে মার্কেলোভকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে নেজ্‌দানোভের কানে কানে প্যাক্‌লীন বল্‌লেঃ তোমাদের এ-বন্ধুটি কিন্তু ভারী উদ্ভট ধরণের। এমন প্যাঁচার মতো গম্ভীর মুখ তো প্রায় দেখা যায় না। সলোমিনকে ইঙ্গিত করে বল্‌লেঃ এ কিন্তু চমৎকার! কেমন হাসি-হাসি মুখ! আমি দেখেছি, এমন হাসি থাকে তাদের মুখেই, যারা অন্য সবার চাইতে বড়, কিন্তু নিজেরা তা জানে না।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ তাই নাকি?

—হাঁ।

উনিশ

ফোমিশ্‌কা ও ফিমিশ্‌কা রুশিয়ার আদি ও অকৃত্রিম দু'টি অভিজাত বংশের সন্তান। বহুদিন আগে—যখন খুবই অল্পবয়স্ক—তাদের পরস্পরের বিয়ে হয়। আধুনিকতা কখনো তাদের দ্বার মাড়াতে সাহস করেনি। অবস্থা খুব ভালো ছিলো না—কয়েক ঘর প্রজাই তাদের সম্বৎসরের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে দিতো। কোলিয়োপিচ্‌ নামে যে-পরিচারকটি ছিলো, খানা তৈরী হলে সে এসে দ্বারে দাঁড়িয়ে সেই প্রাচীন

যুগের রীতি অনুযায়ী ঘোষণা করতোঃ টেবিলে খানা দেওয়া হয়েছে হুজুর! এই বলে তার মনিব-পত্নীর হুকুমের প্রতীক্ষায় তার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাক্‌তো। পুফ্‌কা নামে একটি খর্বাকার বামন বালিকা সব সময়ে ফরমায়েশ খাটতো। বৃদ্ধা ধাত্রী ভ্যাসিলিভ্‌না মাথায় কালো-রঙের রুমাল জড়িয়ে খাবার সময়ে এসে হাজিরা দিতো। সে-ই ছিলো এই বাড়ীর গেজেট, ইস্তক নেপোলিয়ানের যুদ্ধের কথা নাগাত খৃষ্ট-বিরোধী আন্দোলনের সংবাদ সে অনর্গল বলে যেতো।

এমনি প্রাচীনের উপাসক এই পরিবারটির কাছে প্যাক্‌লীন তার বন্ধুদের নিয়ে এলো।

আগেই বলা হয়েছে, প্যাক্‌লীনের বোনও তার সাথে এখানে এসেছে। সে খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে—মুখখানাও তার বেশ। তার চোখ দুটি ছিলো আশ্চর্যরকম সুন্দর। কিন্তু সে ছিলো কুঁজো। এই অঙ্গহানির জন্য তার মনের সমস্ত আনন্দ গিয়েছিলো চলে। ফলে সে হয়ে উঠেছিলো কতকটা সন্দিগ্ধ ও হিংসুটে প্রকৃতির। এইজন্যে তাকে 'স্নানডুলিয়া' এই অপনামে প্রায় সকলেই ডাক্‌তো। প্যাক্‌লীন বহুবার তার আসল নাম 'সোফিয়া'কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা পেয়েছে; কিন্তু সে নিজেই তাতে বাধা দিয়েছে। বলেছেঃ কুঁজোর পক্ষে 'স্নানডুলিয়া' নামের চাইতে ভালো নামের দরকার নেই। সে জোর করেই এই অদ্ভুত নাম বজায় রেখেছে। কিন্তু সে গান গাইতে পারতো চমৎকার, আর তার পিয়ানো বাজ্‌না ছিলো শোনবার মতো জিনিস। প্রায়ই সে তিক্তকণ্ঠে বলে উঠ্‌তোঃ আমার লম্বা আঙুলগুলিকে ধন্যবাদ। অন্ততঃ এরূপ আঙুল থেকে কুঁজোরা বঞ্চিত হয় না।

ফোমিশ্‌কা ও ফিমিশ্‌কা সবেমাত্র বৈকালিক ঘুম থেকে উঠে জল-যোগের আয়োজন করছে, ঠিক সেই সময়ে প্যাক্‌লীন তার বন্ধুদের নিয়ে বাড়ীতে পৌঁছুলে।

বাড়ীর দরজা পার হবার সময়ে প্যাক্‌লীন বন্ধুদের বল্‌লেঃ আমরা কিন্তু এখন অষ্টাদশ শতাব্দীতে চলেছি।

বাস্তবিক অষ্টাদশ শতাব্দীই বটে! বাড়ীর কামরাগুলো থেকে শুরু করে গৃহের আস্‌বাব-পত্র, বাড়ীর চাকর-বাকর সব-কিছুতেই প্রাচীনতার ছাপ সুস্পষ্ট।

এতগুলি অতিথির আকস্মিক আগমনে—একেবারে একসঙ্গে চারজন—বাড়ীতে বেশ-কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হোলো। চারদিকে দ্রুত পদ-ক্ষেপের শব্দ শুন্‌তে পাওয়া গেলো। কয়েকজন স্ত্রীলোক মাথা গলিয়ে

ভেতরে উঁকি মারলে, আবার তৎক্ষণাৎ মাথা সরিয়ে নিলে। কেউবা তাড়াতাড়ি চল্‌তে গিয়ে অপরের সাথে ধাক্কা খেলে, কেউ আঘাত পেয়ে আর্তনাদ করে উঠ্‌লো, আবার কেউবা ফিস্‌ ফিস্‌ করে অপরকে বল্‌লেঃ চুপ্‌! চুপ্‌!

অবশেষে ক্যালিয়োপিচের আবির্ভাব হোলো। বৈঠকখানার দরজা খুলে সে ঘোষণা কর্‌লেঃ কয়েকজন ভদ্রলোক সাথে ক'রে মিঃ প্যাক্‌লীন এসেছেন, হুজুর।

একসঙ্গে চারজন পূর্ণবয়স্ক যুবকের প্রবেশে বৃদ্ধ দম্পতি দস্তুরমতো আশ্চর্য হয়ে গেলো। কিন্তু প্যাক্‌লীন যথাসম্ভব সত্বর নেজ্‌দানোভ, সলোমিন ও মার্কেলোভের পরিচয় দিয়ে দম্পতিকে আশ্বস্ত করলে যে, এরা কেউ-ই 'সরকারী' লোক নয়।

সরকারী লোকদের ফোমিশ্‌কা ও ফিমিশ্‌কার বড্ড ভয়।

ইতিমধ্যে ভাইয়ের অনুরোধে স্নান্‌ডুলিয়াও অতিথিদের কাছে এসেছে। তাদের দেখে সে খুব খুশী হয়েছে বলে মনে হোলো না।

গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী একসঙ্গে একস্বরে এবং একই ভাষায় অতিথিদের জিজ্ঞেস করলে, দু' পেয়ালা চা, কিছু চকোলেট, সামান্য একটু পানীয় তারা গ্রহণ করতে ইচ্ছে করে কিনা। অতিথিরা তাদের ধন্যবাদ দিয়ে জানালে, ও-সবের কিছু দরকার নেই; এইমাত্র তারা লাঞ্চ খেয়ে গোলুশ্‌কিনের বাড়ী থেকে আস্‌চে এবং আবার তিনটেয় সেখানে ডিনার খেতে যেতে হবে। এরপর বৃদ্ধ দম্পতি তাদের খেতে অনুরোধ করলে না। ক্রমে নানাবিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হোলো। প্রথমতঃ, আলাপের গতি ছিলো মন্থর, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তা হয়ে উঠ্‌লো প্রখর।

প্যাক্‌লীন তার রসিকতার উৎস খুলে দিলে। বুড়ো দম্পতি প্যাক্‌লীনের প্রতি কথায়ই হেসে লুটোপুটি খেতে লাগ্‌লো—এমন কি, হাস্‌তে হাস্‌তে তাদের চোখ থেকে পানি বেরিয়ে পড়লো।

বুড়ো দম্পতির অবস্থা দেখে প্যাক্‌লীন তার রসিকতার প্রবাহ থামিয়ে দিলে—আলাপের গতি অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফেল্‌লে। বুড়ো-বুড়ী অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্যে সাগ্রহে তাদের প্রাচীন সংগ্রহগুলি দেখাতে লাগ্‌লে। সলোমিন ও নেজ্‌দানোভ খুবই আমোদিত হোলো। কিন্তু মার্কেলোভের গাম্ভীর্যের পাহাড় অটল হয়েই রইলো।

এরপর বুড়ো দম্পতি স্নান্‌ডুলিয়াকে পিয়ানো বাজাতে আর গান গাইতে অনুরোধ করলে। স্নানডুলিয়া তাদের অনুরোধ রক্ষা করলে।

পিয়ানোর সুরের তালে তালে বুড়ো-বুড়ী হাতে তাল দিয়ে গলা মিলিয়ে গান জুড়ে দিলে। মার্কেলোভ ছাড়া আর সকলেই তাদের বাহ্‌বা দিয়ে উঠ্‌লো। বুড়ো দম্পতির অষ্টাদশ-শতাব্দী-সুলভ সরলতাপূর্ণ ছেলে-মানুষী সকলের বড্ডো ভালো লেগেছিলো।

পুফ্‌কা নামে যে বামন-বালিকাটির কথা আগে বলা হয়েছে, সে আর ধাত্রী ভ্যাসিলিভ্‌না পাশের কামরা থেকে এ-ঘরে প্রবেশ করলে। পুফ্‌কা নানারকম মুখভঙ্গি করে চেঁচাতে লাগ্‌লো—ধাত্রী তাকে বাহ্‌বা দিচ্ছিলো।

সলোমিনের মুখে তার স্বাভাবিক হাসি ফুটে উঠ্‌লো। মার্কেলোভ অনেকক্ষণ ধরে অধৈর্য হয়ে উঠ্‌ছিলো; এইবার সে হঠাৎ ফোমিশ্‌কাকে লক্ষ্য করে ব'লে উঠ্‌লোঃ আপনি একজন শিক্ষিত লোক শুনেছি, আপনি ভল্‌টেয়ারের একজন শিষ্য; আপনার কাছ থেকে এরূপ আশা করিনি। যে কৃপার পাত্র, তাকেই আপনারা আমোদের বিষয়বস্তু করবেন, এ-কি আপনার কাছ থেকে আশা করা সঙ্গত?

পুফ্‌কাকে লক্ষ্য করেই যে এ-কথা বলা, ফোমিশ্‌কা তা বুঝতে পারলে। লজ্জায় লাল হয়ে সে আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লেঃ দেখুন, এ আমার দোষ নয়......পুফ্‌কা নিজেই......

পুফ্‌কা মার্কেলোভকে উদ্দেশ করে গর্জে উঠ্‌লোঃ আমাদের মনিবকে আপনি অপমান করেন, আপনার সাহস তো কম নয়! আমাকে ওঁরা প্রতিপালন করছেন, আহার দিচ্ছেন, এতে আপনার কথা বল্‌বার কী আছে? অপরের ভালো আপনার সহ্য হয় না, না? কে আপনাকে এখানে আস্‌তে বলেছে? আচ্ছা বদ্‌লোক তো আপনি! ধাত্রী ভ্যাসিলিভ্‌নার দন্তহীন মুখের উচ্চহাসি পাশের ঘরে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্‌লো।

মার্কেলোভ বলতে লাগলোঃ আপনার কাজের বিচার আমি করছিনে। গৃহহীন ও অঙ্গহীনদের রক্ষা করা খুব ভালো কাজ নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি বল্‌তে বাধ্য, নিপীড়িত মানুষের সাহায্যে কিছুমাত্র চেষ্টা না করে বিলাসিতায় গা ঢেলে অলস জীবনযাপন—না হোক তাতে কারো ক্ষতি বা অনিষ্ট—এতে খুব মহৎ হৃদয়ের পরিচয় ব্যক্ত হয় না। অন্ততঃ আমি এ-ধরণের 'দয়া'র কাজে বিশেষ-কিছু গুরুত্ব দিইনে।

আবার পুফ্‌কা গর্জন করে উঠ্‌লো। মার্কেলোভের কথা সে কিছুই বোঝেনি, কিন্তু এটুকু তার মনে হোলো, এই বদলোকটা নিশ্চয়ই তার মনিবকে তিরস্কার করছে। কি আস্পর্ধা! ভ্যাসিলিভ্‌নাও

বিড়বিড় করে কি যেন বললে। ফোমিশ্‌কা বুকের উপর যুক্তকর রেখে কাঁদ-কাঁদ স্বরে স্ত্রীকে বললেঃ ফিমিশ্‌কা! শুন্‌ছ, ভদ্রলোক কি বল্‌ছেন? আমরা পাপী—মহাপাপী। মানুষকে আমরা শোষণ করেই চলেছি। রাস্তায় আমাদের স্থান হওয়া উচিত। উঃ!

এই করুণ উক্তি শুনে পুফ্‌কা আরো জোরে চীৎকার করে উঠলো। ফিমিশ্‌কা চোখ বন্ধ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

আলাপের গতি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে প্যাক্‌লীন জোরে হেসে উঠ্‌লো। বল্‌লেঃ ব্যাপার কি? তোমরা এখনো তোমাদের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হওনি, এতে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। মিঃ মার্কে-লোভ কথাটা নেহাৎ ঠাট্টা করেই বলেছেন। তাঁর মুখ সাধারণতঃ খুব গম্ভীর কিনা, তাই কথাটা খুবই কড়া শুনিয়েছে। তোমরা কিনা একেই এমন গুরুতর করে তুলেছ! শান্ত হও। ফিমিশ্‌কা! আমরা চলে যাচ্ছি; আমাদের ভাগ্যে কি আছে, তাস দেখে তা আমাদের বল্‌বে না? তাসে ভাগ্যগণনা করতে তো তুমি ওস্তাদ। স্নান্‌ডুলিয়া! তাস নিয়ে এসো না, বোন।

ফিমিশ্‌কা স্বামীর দিকে চাইলে। ফোমিশ্‌কা এতক্ষণে অনেকটা শান্ত হয়েছিলো, তাই দেখে ফিমিশ্‌কাও শান্ত হোলো।

—ফোমিশ্‌কা! প্রিয়! আমি ভাগ্যগণনা একেবারে ভুলেই গেছি। কতোদিন আমি তাস হাতে নিইনি।

কিন্তু স্নান্‌ডুলিয়া একপ্যাক্‌ অতি-পুরোনো তাস নিয়ে এলে সে কিন্তু হৃষ্টচিত্তেই হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করলে।

—কার ভাগ্য আমায় বল্‌তে হবে?

প্যাক্‌লীন বল্‌লেঃ কেন? আমাদের সকলের ভাগ্যই তোমায় গুণ্‌তে হবে। বল দাদু, আমাদের কার ভাগ্যে কী আছে? আমাদের স্বভাবচরিত্র, আমাদের ভবিষ্যৎ—সবই কিন্তু তোমায় বল্‌তে হবে।

ফিমিশ্‌কা তাসগুলি নাড়াচাড়া করে সাজাতে লাগলে। হঠাৎ সে তাস ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়লো। বল্‌লেঃ তাসের দরকার নেই। ও-ছাড়াই তোমাদের চরিত্র আমি জান্‌তে পেরেছি, আর চরিত্র জান্‌তে পারলেই ভাগ্যও জানা যায়।

—বল তা'হলে।

সলোমিনকে দেখিয়ে ফিমিশ্‌কা বল্‌লেঃ এ ঠান্ডা মেজাজের ও অধ্যবসায়ী প্রকৃতির লোক। ও (মার্কেলোভের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে) উত্তেজনাপ্রবণ ভয়ংকর প্রকৃতির লোক। আর তোমার (প্যাক্‌লীনের

দিকে চেয়ে) কথা—তোমায় না বল্‌লেও চলে; কারণ জানই তো, তুমি একটি অপদার্থ ছাড়া আর কিছুই নও। আর ও...

ফিমিশ্‌কা নেজ্‌দানোভের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে, কিন্তু বল্‌তে ইতস্ততঃ করতে লাগ্‌লে।

নেজ্‌দানোভ জিজ্ঞেস করলেঃ বলুন, আমি কেমন লোক?

ফিমিশ্‌কা ধীরে ধীরে পুনরুক্তি করলেঃ কেমন লোক তুমি?...এক কথায়—তুমি হতভাগা।

—হতভাগা? কিন্তু কেন?

—হাঁ, তুমি হতভাগা। তোমার জন্যে আমার করুণা হয়। আমার বক্তব্য আর কিছুই নেই।

—কিন্তু আমার জন্য আপনার এই করুণার কারণ কি?

—কারণ, আমার চোখের নির্দেশ তাই। তুমি আমায় বোকা মনে কর? কিন্তু জেনো, তোমার লালচুল সত্ত্বেও তোমার চাইতে চালাক আমি। আমি তোমায় কৃপার পাত্র মনে করি—বাস্‌!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। সকলেই পরস্পরের দিকে চাইলে। কিন্তু কেউ একটা কথাও উচ্চারণ করলে না।

প্যাক্‌লীন উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেঃ গুড্‌বাই বন্ধুগণ! তোমাদের অনেকক্ষণ বিরক্ত করা গেলো। এখন আমার বন্ধুদের যাবার সময় হয়েছে। আমিও তাদের সঙ্গে যাচ্ছি। তোমাদের সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ।

ফোমিশ্‌কা ও ফিমিশ্‌কা একসঙ্গে বলে উঠ্‌লোঃ গুড্‌বাই! গুড্‌বাই! আবার এসো। আস্‌তে কোনোরূপ সংকোচ কোরো না কিন্তু।

হঠাৎ ফোমিশ্‌কা আবার বলে উঠ্‌লোঃ তোমরা দীর্ঘজীবন লাভ কর, এই আমার আশীর্বাদ।

ক্যালিয়োপিচ্‌ও দরজা খুলে দিতে দিতে মনিবের কথার প্রতিধ্বনি করলে।

চারবন্ধু রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। বাড়ীর ভেতর থেকে পুফ্‌কার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিলোঃ যত-সব বোকার দল! যত-সব বোকার দল!

প্যাক্‌লীন জোরে হেসে উঠ্‌লো, কিন্তু আর কেউ হাস্‌লে না।

মার্কেলোভ নাসিকা কুঞ্চিত করে বন্ধুদের দিকে পর পর তাকালে। ভাবখানা এইঃ ওরাও ঘৃণা প্রকাশ করবে! কিন্তু সলোমিনের মুখেই কেবল তার স্বাভাবিক মৃদু হাসি দেখা গেলো।

বিশ

প্যাক্‌লীনই সবার আগে কথা কইলেঃ এতোক্ষণ আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিলুম; এবার বিংশ শতাব্দীতে যাওয়া যা'ক। গোলুশ্‌কিন নিশ্চয়ই এতোটা অতি-আধুনিক যে, তাকে উনবিংশ শতাব্দীতে ফেলা অন্যায় হবে। কি বল?

—কেন, তুমি তাকে চেনো নাকি?

—অদ্ভুত প্রশ্ন। আমার এই আত্মীয়দের তোমরা আগে চিন্‌তে?

—না, তুমিই তাদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছো।

—বেশ। তা'হলে গোলুশ্‌কিনের সাথে আমারও পরিচয় করিয়ে দাও। আমায় লুকোবার মতো কোনো-কিছু তোমাদের আছে, এ তো আমার মনে হয় না। দেখে নিও, গোলুশ্‌কিন আমায় দেখে খুশীই হবে। এখানকার সমাজে লৌকিকতার বালাই নেই।

মার্কেলোভ অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে বিড় বিড় করে বল্‌লেঃ সে ঠিক। আমিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি, কেউ এখানে লৌকিকতার ধার ধারে না।

প্যাক্‌লীন মাথা নাড়লে। বল্‌লেঃ খোঁচাটার লক্ষ্যস্থল বোধ হয় আমিই! তা বেশ। এ ঠিকই, আমি অস্বীকার করছিনে। কিন্তু বন্ধুবরকে বল্‌ছি, মুখের এই প্যাঁচার মতো বিষণ্ণ-গম্ভীর চেহারা ঝেড়ে ফেলো দেখিনি...অবিশ্যি আমি জানি, এর জন্য দায়ী তোমার বদমেজাজ...

বাধা দিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে মার্কেলোভ বলে উঠ্‌লোঃ বন্ধুবরকে সাবধান করে দিচ্ছি, ঠাট্টা আমি ভালোবাসিনে আর জীবনে কখনো ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্রও হইনি। জান্‌তে ইচ্ছে হয়, আমার মেজাজ সম্বন্ধে তুমি বিশেষ কী জানো? আমাদের পরিচয় তো বেশিক্ষণ হয়নি।

প্যাক্‌লীন বললেঃ হয়েছে, হয়েছে। রাগ করো না ভাই! কৈফিয়ৎ তলব তোমায় করতে হবে না। ও ছাড়াই আমি তোমায় বিশ্বাস করছি। পরে সলোমিনের দিকে ফিরে বল্‌লেঃ ফিমিশ্‌কা তোমায় ঠাণ্ডা মেজাজের লোক বলেছেন, আর বাস্তবিক পক্ষেও তুমি তাই। তুমিই বলো তো ভাই, ঠাট্টা অথবা অপ্রীতিকর কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য আমার কথায় প্রকাশ পেয়েছে? গোলুশ্‌কিনের বাড়ী যাবার কথাই তো মাত্র আমি বলেছি। তা ছাড়া আমার মতো নিরীহ লোক কারুর অনিষ্টচিন্তা করতে পারে? মার্কেলোভের মুখে একটা কাটখোট্টাভাব আছে, এ-ও কি আমার অপরাধ?

সলোমিন পর পর তার উভয় কাঁধ কুঞ্চিত করলে। যখন কী বল্‌বে সে ঠিক করতে পারে না, এরূপ করাই তখন তার অভ্যেস। অবশেষে সে

বল্‌লেঃ মিঃ প্যাক্‌লীন, তোমার দ্বারা কারুর অনিষ্ট হ'তে পারে, তুমি কারো অনিষ্ট-চিন্তা করতে পারো, এ আমি ভাব্‌তেই পারিনে। গোলুশ্‌কিনের বাড়ী তোমার যাওয়ায় কি আপত্তি হ'তে পারে, আমি তো বুঝিনে।

প্যাক্‌লীন সোৎসাহে বল্‌লেঃ তবে আর কি! চলো বিংশ শতাব্দীতে অভিযান করা যাক। নেজ্‌দানোভ! তুমিই অগ্রনায়ক হয়ে নিয়ে চলো আমাদের।

নেজ্‌দানোভের বাহুতে বাহু মিলিয়ে একসঙ্গে যেতে যেতে সলোমিন মন্তব্য করলেঃ বেশ আমুদে লোকটি কিন্তু। যদি কখনো নির্বাসিত হয়ে আমাদের সাইবেরিয়ায় যেতে হয়, এরূপ একটি লোকের সঙ্গ তখন পেলে কিন্তু চমৎকার হয়।

মার্কেলোভ নীরবে সবার পেছনে পেছনে হেঁটে চলেছিলো।

ওদিকে গোলুশ্‌কিনের বাড়ীতে ডিনারের বিরাট আয়োজন চল্‌ছিলো। অধিকাংশ কাল্‌চার্ড্‌ ইউরোপীয় ভদ্রলোকের মতো গোলুশ্‌কিনও ফরাসী বাবুর্চি রাখতে কসুর করেনি। বাবুর্চিটি অবশ্য নোংরামির জন্য কিছুদিন আগে এক হোটেল থেকে বিতাড়িত হয়। কাজেই ডিনারের চেহারা কেমনতর হয়েছিলো, তা সহজেই অনুমেয়।

গোলুশ্‌কিন সানন্দে ও সাড়ম্বরে অতিথিদের সম্বর্ধনা করে বসালে। প্যাক্‌লীনকে দেখে সে সত্যি খুশীই হোলো। জিজ্ঞেস করলে, সে-ও তাদের দলেরই একজন কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই তাড়াতাড়ি আবার বল্‌লেঃ আমাদের দলের লোক নিশ্চয়ই। এ-কথা আমার জিজ্ঞেস করাই উচিত হয়নি। এরপর অনর্গল সে নিজের বাহাদুরীর কথা বলে যেতে লাগ্‌লো। তার প্যাটার্ণ হাসিও সে-অফুরন্ত বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে বাদ পড়েনি।

এরপর সে তাদের দলের একটি নতুন কন্‌ভার্টকে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে। লোকটি আর কেউই নয়, তারই কেরানী ভ্যাসিয়া—সেই ঘাড়লম্বা সূক্ষ্মদেহ লোকটি। তার পরিচয় দিয়ে গোলুশ্‌কিন বল্‌লেঃ এ বেশী কথা কয় না বটে, কিন্তু 'কাজে' একেবারে চৌকস। ভ্যাসিয়া মাথা নত করলে এবং এমনভাবে চোখ ও মুখের ভঙ্গ করলে যে, বুঝা গেলো না সে সত্যি একজন অমার্জিতরুচি মূর্খ, না একটা বড়দরের বদমায়েশ।

গোলুশ্‌কিন বলে উঠ্‌লোঃ বন্ধুগণ, চল এখন ডিনার-টেবিলে যাওয়া যা'ক।

ডিনার-টেবিলে সকলে জড়ো হোলো। প্রথমতঃ কয়েক রকম নুন্‌তা মাছের ভাজা এবং তারপর 'সুপ'। এরপরেই গোলুশ্‌কিন স্যাম্পেন আন্‌বার জন্যে আদেশ দিলে। স্যাম্পেন-ভরা গ্লাস সকলের হাতে হাতে ঘুরতে লাগ্‌লো। ভ্যাসিয়া মোটেই কথা কয়নি, সে এতক্ষণ কতকটা জড়সড়ভাবেই তার চেয়ারে বসেছিলো। কিন্তু এইবার স্যাম্পেনের সদ্ব্যবহারে তাকে অতিরিক্ত উৎসাহী দেখা গেলো। গোলুশ্‌কিন ও প্যাক্‌লীন স্ফূর্তিতে অনবরত চেঁচাচ্ছিলো, কিন্তু নেজ্‌দানোভ ভেতরে ভেতরে বিরক্তি বোধ করতে লাগ্‌লো। মার্কেলোভ শুধু বিরক্ত নয়, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠ্‌লো। সলোমিন শুধু নীরবে সকলকে লক্ষ্য করছিলো।

প্যাক্‌লীনের স্ফূর্তি চরমে উঠেছিলো। তার সরস রসিকতায় গোলুশ্‌কিন হেসে লুটোপুটি খেতে লাগ্‌লো। এমন কি, প্যাক্‌লীন কথা বল্‌বার জন্যে হা করলেই সে হাস্‌তে আরম্ভ করে দেয়। কিন্তু প্যাক্‌লীন অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলে, গোলুশ্‌কিন তাকে সাধারণ ভাঁড় মনে করেছে। সে এরপর সবাইকেই, সব-কিছুকেই নিন্দা করতে লাগ্‌লো। রক্ষণশীল, উদারনৈতিক, সরকারী কর্মচারী, উকিল, জমিদার, মস্কো, সেন্টপিটার্সবুর্গ—কোনো-কিছুই তার নিন্দার হাত থেকে রেহাই পেলো না।

গোলুশ্‌কিন সম্পূর্ণ সায় দিয়ে বল্‌লেঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়। ধরো আমাদের মেয়র। ও একেবারে আস্ত গাধা। আমাদের গবর্নরটিও হয়েছে তেমনি।

প্যাক্‌লীন জিজ্ঞেস করলেঃ তোমাদের গবর্নরও তা' হ'লে মূর্খ?

—বলিনি, সে-ও একটি গর্দভ।

—নাকিসুরে না কর্কশস্বরে সে কথা কয়?

এ-প্রশ্নে কতকটা হতবুদ্ধি হয়ে গোলুশ্‌কিন বল্‌লেঃ তার মানে?

—মানে? জানো না? রুশিয়ার উচ্চ অসামরিক কর্মচারীরা কথা কয় কর্কশস্বরে, আর উচ্চ সামরিক কর্মচারীরা নাকিসুরে। যারা সর্বোচ্চ-শ্রেণীর, তারাই শুধু একই সময়ে এ দু'টোর ব্যবহার করে।

গোলুশ্‌কিন হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো। হাস্‌তে হাস্‌তে তার চোখ থেকে পানি বেরিয়ে পড়লো। চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে কোনো রকমে সে বল্‌লেঃ হাঁ, ঠিক ঠিক! যদি সে নাকিসুরে কথা কয়...হা...হা...হা... তবে সে সামরিক কর্মচারী...হা...হা!

প্যাক্‌লীন মনে মনে বল্‌লেঃ দূর বোকাচন্দ্র।

গোল্‌শ্‌কিন গ্লাসের পর গ্লাস শূন্য করতে লাগ্‌লো।

প্যাক্‌লীন মৃদুস্বরে নেজ্‌দানোভকে বল্‌লেঃ লোকটার পেট ফেটে যাবে না তো।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ না, না। ওতে ও অভ্যস্ত।

গ্লাসের সদ্ব্যবহার শুধু গোল্‌শ্‌কিন আর তার কেরানীটিই করছিলো তা নয়, অল্পবিস্তর সবাই তাতে কসুর করেনি। ক্রমে সবারই নেশা জমে উঠলো, তাদের কথাবার্তার ধারাই এলোমেলো হয়ে উঠলো। নেজ্‌দানোভ, মার্কেলোভ, এমন কি সলোমিনও কথাবার্তায় বেসামাল হয়ে উঠ্‌লো।

এই মত্ততার অবস্থায় 'কাজে'র কথার আলোচনা শুরু হোলো। নেজ্‌দানোভ বল্‌তে লাগলোঃ 'কাজে'র সময় এসে গেছে, এখন আর 'কথা'য় সময় নষ্ট করা চল্‌বে না। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের কথারই প্রতিবাদ করে বলে উঠ্‌লোঃ দেখাও দেখি, রুশিয়ায় এমন একটা লোকও আছে কিনা, যাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে? দেশের সবলোক একেবারে গণ্ডমূর্খ, 'কাজে'র প্রতি এদের কোনোই সহানুভূতি নেই।

কেউই নেজ্‌দানোভের কথার প্রতিবাদ করলে না। প্রতিবাদ করবার কিছু ছিলো না বলে নয়, প্রত্যেকেই ছিলো নিজের ভাবেই মশ্‌গুল; অপরের কথায় কান দেবার মতো মানসিক স্থৈর্য কারুরই ছিলো না তখন। মাঝে মাঝে মার্কেলোভের ক্রুদ্ধস্বর শোনা যাচ্ছিলো, কিন্তু সে যে কী বল্‌ছিলো, তা বুঝবার উপায় ছিলো না।

সলোমিনই সম্ভবতঃ কিছু প্রকৃতিস্থ ছিলো। বল্‌লেঃ দু'রকমে প্রতীক্ষা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, প্রতীক্ষা করা কিন্তু কিছু না করা; দ্বিতীয়তঃ, প্রতীক্ষার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে 'কাজে'র অনুকূল করে তোলার চেষ্টা করা।

মার্কেলোভ বলে উঠ্‌লোঃ এ-সব মডারেটদের কথা—আমরা তাদের চাইনে।

সলোমিন বল্‌লেঃ মডারেটরা এ-পর্যন্ত অভিজাতশ্রেণীর মধ্যেই কাজ করেছে। আমরা তো তা করতে যাচ্ছিনে, আমাদের যেতে হবে নিম্নশ্রেণীর মাঝে কাজ করতে।

গোল্‌শ্‌কিন রেগে চীৎকার করে উঠ্‌লোঃ রেখে দাও তোমার

প্রতীক্ষার কথা। তা হবে না। এক কোপেই আমরা সব সাবাড় করবো। শুধু এক কোপ।

সলোমিন বল্লেঃ এক্ষুনি চরমপন্থা অবলম্বনের দরকার কি? এ যে উঁচু জানালা থেকে লাফিয়ে পড়বার মতোই হবে বিপজ্জনক।

গোলুশ্কিন চীৎকার করলেঃ দরকার হলে লাফিয়েই পড়বো। আমি লাফিয়ে পড়বো, ভ্যাসিয়াও পড়বে। ভ্যাসিয়াকে বল্লেই সে লাফিয়ে পড়বে। কেমন ভ্যাসিয়া? ঠিক তো?

ভ্যাসিয়া ততক্ষণ স্যাম্পেনের গ্লাস শূন্য করলে। পরে বল্লেঃ নিশ্চয়ই। আপনি যেখানে যাবেন, আমি তো আছিই সেখানে।

আবার গ্লাসের পর গ্লাস চল্তে লাগ্লো। সকলের মত্ত চীৎকার-সমবায়ে সেখানে একটা প্রচণ্ড হট্টগোলের সৃষ্টি হোলো—প্রগতি, সাহিত্য, নারী-সমস্যা, বাস্তবতা, নিহিলিজম্, কম্যুনিজ্ম এ-সবের আলোচনায় গোলুশ্কিনের ডিনার-টেবিলে উত্তেজনা-প্রবাহ বয়ে চল্লো। গোলুশ্কিন এ-ই চাইছিলো। এ-শ্রেণীর লোকের মতে তীব্র হট্টগোলই হচ্ছে সত্যিকারের কাজ। সে বিজয়গর্বে বল্লেঃ কে বাধা দিতে সাহস করবে, আসুক দেখি? গোলুশ্কিনের বিজয়-অভিযান শুরু হোলো। ঠ্যাল! সামলাও দেখি এখন? হুঁ...হুঁ...।

ভ্যাসিয়া উৎসাহিত হোয়ে উঠ্লো। কিন্তু তার উৎসাহ খাবার-প্লেটের সাথেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইলো বেশী পরিমাণে।

গোলুশ্কিন সোৎসাহে দাঁড়িয়ে বলে উঠ্লোঃ আমি হাজার রুবল দান করবো। নিয়ে এসো ভ্যাসিয়া! ত্যাগ কাকে বলে দেখিয়ে দেবো।

ভ্যাসিয়া চলে গেলো।

প্যাক্লিনও মদ কম খায়নি। ঘর্মাক্তকলেবরে দাঁড়িয়ে উঠে সে ভাঙা ভাঙা স্বরে চীৎকার করে উঠ্লোঃ ত্যাগ! ত্যাগ! এই পবিত্র কথাটার কী অপব্যবহারই না আজকাল হচ্ছে। মূর্খরা মনিব্যাগ খুলে কয়েকটা রুবল দিয়েই চীৎকার করে উঠেঃ ত্যাগ। শুধু তাই নয়, এরা আরো চায় লোকে তাদের পূজো করুক।

গোলুশ্কিন প্যাক্লীনের এই কথা বোধ হয় শুনতে পায়নি, কিংবা পেলেও একে সহজ ঠাট্টা বলেই গ্রহণ করেছিলো। কারণ গোলুশ্কিন আবার বলে উঠ্লোঃ হাঁ, হাজার রুবল। গোলুশ্কিনের যে-কথা, সেই কাজ। এই নাও হাজার রুবল। গুণে দেখো। গোলুশ্কিনকে মনে রেখো, বন্ধু!

এখানে অপেক্ষা করবার প্রয়োজন শেষ হয়েছে দেখে চারবন্ধু উঠে

পড়লো। টুপি মাথায় দিয়ে বিদায় নিয়ে তারা রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

জড়িত স্বরে প্যাক্‌লীন জিজ্ঞেস করলেঃ তোমরা এখন যাচ্ছ কোথায় ?

—তোমরা কোথায় যাবে জানিনে, আমি কারখানায়ই ফিরে যাচ্ছি। সলোমিন বল্‌লে।

—এই এতো রাত্তিরে, হেঁটে ?

—কেন নয় ? চোর-ডাকাতের আক্রমণের ভয় আমি করিনে। আর আমার পা দু'খানাও নেহাৎ অকেজো হয়ে পড়েনি এখনো। তা ছাড়া রাত্তিরে হাঁটতে বেশ আরাম।

—কিন্তু চার মাইল যে !

—তা হোক না। এর চাইতে বেশী হোলেই বা ক্ষতি কি ? আচ্ছা, গুড্‌নাইট !

কোটের বোতাম এঁটে, টুপিটা কপাল পর্যন্ত টেনে দিয়ে আর মুখে একটা চুরুট গুঁজে সলোমিন দ্রুতপদে রাস্তা ধরলে।

প্যাক্‌লীন জিজ্ঞেস করলে নেজ্‌দানোভকেঃ তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

মার্কেলোভকে দেখিয়ে নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ এর সাথে। আমাদের সঙ্গে গাড়ী আছে।

প্যাক্‌লীন বল্‌লেঃ বেশ ! গুড্‌নাইট, বন্ধুগণ !

একুশ

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। রাস্তাটা সরুরেখার মতো দেখা যাচ্ছিলো, কিন্তু আশে পাশের সব-কিছুই ছিলো গভীর অন্ধকারে ঢাকা। সে-অন্ধকার ভেদ করে কোনো কিছুই নজরে পড়া সম্ভব নয়। এমনি অন্ধকারে নেজ্‌দানোভ ও মার্কেলোভকে নিয়ে গাড়ী রাস্তা বেয়ে চলেছিলো।

—রাস্তা আমরা হারিয়ে ফেল্‌বো না তো ? নেজ্‌দানোভ জিজ্ঞেস করলে।

মার্কেলোভ বল্‌লেঃ না, তা তো আমার মনে হয় না।...একদিনে দু'টো দুর্ঘটনা ঘট্‌তে প্রায়ই দেখা যায় না।

—দুর্ঘটনা ! কী দুর্ঘটনা ?

—একটা দিন নেহাৎ বৃথাই গেলো।

—হাঁ...তা ঠিক। তারপর এই গোলুশ্‌কিন। এতো মদ খাওয়া আমাদের ঠিক হয়নি। আমার মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে।

—গোলুশ্কিনের কথা আমি বলিনি। তার কাছ থেকে তবু কিছু পাওয়া গেছে। ও্দিক থেকে দিনটা একেবারে ব্যর্থ হয়নি।

—তা হলে তুমি কি প্যাক্লীনের সেই আত্মীয়দের কথা মনে করেই এ-কথা বল্ছো?

—আরে না, না। ওতে দুঃখিত বা আনন্দিত হবার কিছু নেই।

—তা হলে কোন্ দুর্ঘটনার কথা তুমি বল্ছো?

মার্কেলোভ কোন উত্তর দিলে না, গাড়ীর কোণের দিকে আরো সরে বসলো। নেজ্দানোভ তার মুখ দেখ্তে পেলো না, কেবল তার গোঁফ-জোড়া একটা সরল কৃষ্ণরেখার মতো দেখা গেলো। নেজ্দানোভের মনে হোলো, মার্কেলোভ যেন কি একটা ব্যাপার তার নিকট থেকে সযত্নে লুকিয়ে রাখ্বার চেষ্টা করছে।

নেজ্দানোভ আবার বল্লেঃ মার্কেলোভ! তুমি কি সত্যি মনে করেচো, কিস্লিয়াকোভের চিঠিগুলোর কোন মূল্য আছে? যদি কিছু মনে না করো তো বল্তে পারি, এগুলো বাজে রাবিশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মার্কেলোভ সোজা হয়ে বস্লে। ক্রুদ্ধস্বরে বল্লেঃ প্রথমতঃ, চিঠিগুলো সম্বন্ধে তোমার সাথে আমি একমত নই; আমি ওগুলোকে চমৎকার মনে করি। দ্বিতীয়তঃ, কিস্লিয়াকোভ একজন সত্যিকারের কর্মী, বিপ্লবে তার অখন্ড বিশ্বাস। এলেক্সী মিট্রিস! আমাকে বাধ্য হয়েই বল্তে হচ্ছে, আমাদের 'কাজে' তোমার সত্যিকারের বিশ্বাস নেই।

নেজ্দানোভ ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেঃ কিসে তোমার মনে এ ধারণা জন্মালো?

—তোমার প্রতিকথায়, প্রত্যেক ব্যবহারে এ-ধারণা ফুটে উঠে। গোলুশ্কিনের ওখানে তোমার আজকের ব্যবহারের কথাই ধরো। কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না, এ-কথা কে বলেছিলো? তুমি। বিশ্বাসী যে আছে, তার প্রমাণ দাও দেখি।—এ-কথা কে জিজ্ঞেস করেছিলো? সে-ও তুমি। তারপর তোমার সেই খোঁড়া ভাঁড় বন্ধু প্যাক্লীন যখন স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলেছিলো, আমাদের মধ্যে কারুরই ত্যাগ করবার ক্ষমতা নেই, তখন কে মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন করেছিলো? সে-ও কি তুমি নও? যা' ইচ্ছে তাই বল্বার ভাব্বার অধিকার নিশ্চয়ই তোমার আছে, আমি তাতে আপত্তি করছিনে। কিন্তু আমি জানি, এমন লোকও আছে, যারা নিজের বিশ্বাসের জন্য তাদের জীবনে যা'কিছু সুন্দর তা-ই নিঃশেষে বিসর্জন করতে পারে—এমন কি ভালোবাসা পর্যন্ত। কিন্তু তুমি...তুমি তা

পারো না...অন্ততঃ আজকে, এই মুহূর্তে।

—আজকে? এ-ধরণের কথা এখানে উঠে কেন?

মার্কেলোভ চীৎকার করে বলে উঠ্‌লো: আর ন্যাকামো করতে হবে না বন্ধু! যেন তুমি কিছুই জানো না আর কি।

নেজ্‌দানোভ বিস্মিত হোলো। বল্‌লে: সত্যি বল্‌ছি, তোমার কথা আমি মোটেই বুঝ্‌তে পারিনি।

মার্কেলোভ জোর করে হাস্‌লে। হাসিতে একটা বিদ্বেষের ভাব সুস্পষ্ট। বল্‌লে: তুমি আমার কথা বুঝ্‌তে পারছ না বলে ভান কর্‌ছ। হা, হা, হা! সবই জানি হে, সবই জানি। আমায় লুকোনো বৃথা। কার কাছে কাল তুমি প্রেম-নিবেদন করেছিলে, মিষ্টিকথায় কার মন ভুলিয়েছো, সব আমি জানি। গতরাত দশটার পর......কে তোমায় তার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলো, তা-ও আমার কাছে অজানা নয় বন্ধু, অজানা নয়।

কোচোয়ান হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠ্‌লো: হুজুর, লাগামটা অনুগ্রহ করে একটু ধরুন। মনে হচ্ছে, রাস্তা আমরা ছেড়ে এসেছি। আমায় নীচে নাম্‌তে হচ্ছে।

ঘোড়ার গাড়ী আগেই থেমে গিয়েছিলো। মার্কেলোভ লাগাম হাতে নিলে, কিন্তু তেমনি জোরেই বলে যেতে লাগ্‌লো: তোমায় আমি কিছু-মাত্র দোষ দিইনে, এলেক্সী মিট্রিস! তুমি শুধু সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছ...ঠিকই করেছ তুমি। এখন আমাদের 'কাজে'র প্রতি তোমার দরদ কমে গেছে, এতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নেই।...আগেই বলেছি তো, তোমার মনের চিন্তাধারা এখন অন্য রকম।......

নেজ্‌দানোভ বল্‌লে: এখন বুঝ্‌তে পারছি। তোমার বিরক্তির কারণও অনুমান করতে পারছি।...কে আড়ালে লুকিয়ে আমাদের উপর নজর রেখেছিলো এবং সময় নষ্ট না করে তোমায় তার সংবাদ জানিয়েছে, তা-ও এখন আর আমার অজ্ঞাত নয়।

নেজ্‌দানোভের কথা যেন শুন্‌তেই পায়নি, এই ভাব দেখিয়ে এবং ইচ্ছে করেই প্রত্যেক শব্দের উপর জোর দিয়ে মার্কেলোভ বলতে লাগলো: পছন্দ যোগ্যতা-অযোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। আত্মিক বা দৈহিক আকর্ষণও বিশেষ-কিছু নয়। শুধু কপাল রে ভাই, কপাল। জারজ-অজারজের বাছবিচারও নেই তাতে।

শেষের কথাগুলো তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করে মার্কেলোভ অকস্মাৎ থেমে গেলো। কথাগুলি বলে সে ভারী বিব্রত হয়ে পড়লো।

অন্ধকারেও নেজ্‌দানোভ অনুভব করলে, তার নিজের মুখ পাংশু-বর্ণ হয়ে গেছে। সে যেন আর আত্মসংবরণ করতে পারছিলো না। মার্কেলোভের গলা চেপে ধরে তার বলতে ইচ্ছে হোলো ঃ তোমার রক্ত চাই। এ-ই একমাত্র এ-অপমানের প্রতিশোধ।

কোচোয়ান এই সময়ে কাছে এসে বল্‌লেঃ রাস্তা পাওয়া গেছে হুজুর। ভুলে আমি রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে গাড়ী চালিয়েছিলুম। যাক, ঠিক হয়ে বসুন। এই এসে পড়েছি।

সে কোচবাক্সে উঠে বস্‌লো। মার্কেলোভের হাত থেকে লাগাম নিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিলে।

নেজ্‌দানোভ অবশেষে বল্‌লেঃ যে-অপমান তুমি আমায় করেছ, তাতে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, তোমার বাড়ীতে আর রাত কাটানো আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার অনুরোধ, গাড়ী তোমার বাড়ী পৌঁছুবার পর শহর পর্যন্ত আমায় পৌঁছিয়ে দেবার জন্য গাড়ীটা দয়া করে আমায় দেবে। কাল যে-কোনো উপায়ে হো'ক, আমি শহর থেকে বাড়ী পৌঁছুবো। তারপর......তারপর এই অপমান সম্বন্ধে আমার তরফ থেকে কী করা হবে, তা তোমায় জানাবো।

মার্কেলোভ তক্ষুনি কোনো উত্তর দিতে পারলে না।

হঠাৎ সে চীৎকার করে বলে উঠ্‌লো ঃ দোহাই তোমার। জানু পেতে তোমার কাছে মাফ চাওয়ার অবসর আমায় দাও। ভাই, ক্ষমা করো... ক্ষমা করো আমার ওই নির্বোধ উক্তি। জান্‌তে যদি, আমি কতো বড় হতভাগা !...দয়া করো নেজ্‌দানোভ।...তোমার হাত দাও।...বলো, আমায় ক্ষমা করেছ ? স্বরে তার কোমলতা ও অনুতাপের আকুতি...নিরাশায় যেন তা ভেঙে পড়ছিলো।

নেজ্‌দানোভের মন বেদনায় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। সে দ্বিধাহীন চিত্তে তার দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলে। মার্কেলোভ গভীর ভাবে তার হাত পীড়ন করলে।

গাড়ী এই সময়ে মার্কেলোভের দরজায় এসে থাম্‌লো।

প্রায় মিনিট পনেরো পর মার্কেলোভের বৈঠকখানায় বসে উভয়ের কথাবার্তা হচ্ছিলো। মার্কেলোভ বল্‌লেঃ শোনো ভাই! কিছু আগে বলেছিলুম, নিজের বিশ্বাসের জন্যে আমি ভালোবাসার সুখ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছি। মিছে কথা। ও আমার বৃথা আস্ফালন। কেউ আমায় ভালোবাসেনি—ত্যাগও আমায় কিছুই করতে হয়নি। জন্ম থেকেই আমি হতভাগা এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হতভাগাই থেকে যাব।

হয়তো এ-ই আমার ভালো। কারুর ভালোবাসা পাওয়া আমার ভাগ্যে নেই, তাই অন্য একটা-কিছু নিয়ে আমায় থাক্‌তেই হবে। তুমি যদি কারুর ভালোবাসা লাভ করতে পারো, আর তার সাথে সাথে 'কাজে'ও মন দিতে পারো, তবে তো তুমি ভাগ্যবান পুরুষ। তোমায় আমি ঈর্ষা করি। কিন্তু আমি? সুখী মানুষ তুমি, আমার ভাগ্যবিড়ম্বনার ব্যথা তুমি কি বুঝবে? আর বুঝেও কাজ নেই।

মার্কেলোভের কণ্ঠস্বরে সর্বহারার রিক্ততার ব্যথা ফুটে বেরুচ্ছিলো। নেজ্‌দানোভ স্বপ্নাভিভূতের মতো তার কথাগুলি শুন্‌লে। মার্কেলোভ তাকে 'সুখী ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করলে বটে, সে কিন্তু নিজের মনে সে-অনুভূতির চিহ্নমাত্রও খুঁজে পেলে না।

মার্কেলোভ বল্‌তে লাগ্‌লোঃ যৌবনে একটি সুন্দরী মেয়ে আমায় প্রতারিত করে। ভয়ানক ভালোবেসে ফেলেছিলুম তাকে। আর সে আমার ভালোবাসা উপেক্ষা করলে কার জন্যে জানো? একটা জার্মানের জন্যে—একটা জার্মান সৈনিক। আর মেরিয়ানা...

সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। এ-ই তার মুখে মেরিয়ানার নাম সর্বপ্রথম উচ্চারিত হোলো। এ নামটা যেন তার ঠোঁট দুটি পুড়িয়ে দিচ্ছিলো। সে বলতে লাগলোঃ মেরিয়ানা আমায় প্রতারিত করেনি। সোজা কথায় সে বল্‌লে, আমায় সে ভালোবাসে না।...অবিশ্যি আমার মধ্যে এমন কিছুই ছিলো না বা নেই, যার জন্যে সে আমায় ভালোবাসতে পারে। তাই সে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

নেজ্‌দানোভ চীৎকার করে বলে উঠ্‌লোঃ থামো। বল্‌ছো কি তুমি? 'আত্মসমর্পণ' অর্থে তুমি কী বল্‌তে চাচ্ছ? তোমার বোন তোমায় কী লিখেছে জানিনে, কিন্তু আমি বল্‌ছি তোমায়—

বাধা দিয়ে মার্কেলোভ বল্‌লেঃ 'দৈহিক আত্মসমর্পণ' বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বল্‌বার উদ্দেশ্য, মেরিয়ানা তোমায় মনে-প্রাণে ভালোবেসেছে। বেশ করেছে সে। আমায় আঘাত দেওয়া আমার বোনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না কখনো। সে মিথ্যে কিছু আমায় বলেনি। তবে সে তোমাকে আর মেরিয়ানাকে ঘৃণা করে সন্দেহ নেই।

নেজ্‌দানোভ মনে মনে বল্‌লেঃ হাঁ, সে আমাদের ঘৃণা করে বটে।

মার্কেলোভ বলেই যেতে লাগ্‌লোঃ এ ভালোর জন্যেই হোলো। আমার শেষ বন্ধনটুকুও ছিন্ন হয়ে গেছে। আমার কাজে বাধা হওয়ার মতো এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। গোলুশ্‌কিন মূর্খ হতে পারে। কিস্‌লিয়াকোভের চিঠিগুলোও অসম্ভব মনে হোতে পারে, কিন্তু তার

একটা কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে বলেছেঃ সবই প্রস্তুত, এখন কাজ শুরু করলেই হোলো। তুমি বোধ হয় তার এ-কথাও বিশ্বাস করো না?

নেজ্দানোভ কোন উত্তর দিলে না।

মার্কেলোভ বল্তে লাগ্লোঃ তোমার কথা সত্য হোতে পারে, কিন্তু সব-কিছু প্রস্তুত হওয়ার জন্যে যদি আমাদের অপেক্ষা করেই থাক্তে হয়, তবে কাজের শুরুই কখনো হবে না। কাজের ভবিষ্যৎ ফলাফলের বিশ্লেষণ যদি আমরা আগে থেকেই করি, তবে সব সময়েই দেখ্বো কোথাও কিছু-না-কিছু ত্রুটি আছেই। উদাহরণ স্বরূপ ধরো, ভূমি-দাসদের মুক্তির ব্যাপারটা। আমার পূর্বপুরুষরা নিশ্চয়ই তখন বুঝতে পারেননি, এদের মুক্তির সাথে সাথেই দেশে সুদখোর জমিদারদল এক-যোগে গজিয়ে উঠবে। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, এ তাঁরা পূর্বে ভাব্তেই পারেননি। জানতেনও যদি, তবু পরিণাম-চিন্তা না করেই মুক্তির আন্দোলন করা তাঁদের পক্ষে ভুল হোতো না। সে-কথা ভেবেই আমিও কাজ করবার সিদ্ধান্ত করেছি।

নেজ্দানোভ বিস্মিত দৃষ্টিতে মার্কেলোভের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। মার্কেলোভ কিন্তু অন্যদিকে ফিরে ঘরের এক কোণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে।

সে আবার বল্লেঃ হাঁ, আমি ঠিক করেই ফেলেছি। একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক আমি।...বলেই সে নিজেকে টেনে নিয়ে চল্লো তার শোবার ঘরে। অল্পক্ষণ পরেই সুন্দর-ফ্রেমে-বাঁধানো মেরিয়ানার একখানা ক্ষুদ্র ছবি হাতে করে আবার ফিরে এলো।

করুণ অথচ দৃঢ়স্বরে সে বল্লেঃ এটা নাও ভাই। কিছুদিন আগে এটা আমি এঁকেছিলুম। ছবি আঁকতে আমি ভালো পারিনে, তবু এটা তারি ছবি হয়েছে, এ বোধ হয় বলা চলে। (ছবিখানা রেখাচিত্র এবং অবিকল মেরিয়ানার প্রতিকৃতি।) নাও এলেক্সী! এ-ই আমার সত্যিকারের দান—এর সাথে সাথে আমি আমার সমস্ত দাবী ত্যাগ করছি।...জানি আমি, আমার কোন দাবীই নেই।...তবু আমি কী বল্ছি, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। তার মতো ভালো মেয়ে আর তুমি পাবে না।

মার্কেলোভ চুপ করলে। তার চোখে দুই বিন্দু অশ্রু।

—নাও এটা। আর আমার প্রতি তোমার কোন রাগ নেই তো? তা হ'লে এটা নাও। এতে এখন...আমার আর কোন প্রয়োজন নেই।

নেজ্দানোভ ছবিটা গ্রহণ করলে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি যেন তার

অন্তরকে পীড়িত করতে লাগ্‌লো। তার মনে হোলো, এ-দান গ্রহণ করবার অধিকার তার নেই। ভাবলেঃ এ যে এই লোকটির সমগ্র জীবনের সাধনার ধন। এ যে মার্কেলোভের কতো বড়ো ত্যাগ, তার চাইতে আর কে তা বেশী বুঝ্‌তে পারবে! কিন্তু বিশেষ করে তাকেই এ-দান সে করবে কেন? ছবিটা সে ফিরিয়ে দেবে নাকি? না, তাতে যে তাকে অপমান করা হবে! তা ছাড়া, এই মুখখানা তো তার কাছেও পরম প্রিয়। সে-ও তো একে প্রাণ দিয়েই ভালবাসে।

সন্দিগ্ধচিত্তে নেজ্‌দানোভ মার্কেলোভের দিকে তাকালো। ভাব্‌লেঃ আমার মনের ভাব বুঝবার জন্য ও এতোক্ষণ আমাকে লক্ষ্য করছিলো নাকি? কিন্তু মার্কেলোভ তখন ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে নিজের গোঁফ কামড়াচ্ছিলো।

প্রভুভক্ত বৃদ্ধ চাকরটি এ-সময়ে মোমবাতিহাতে ঘরে প্রবেশ করলে। মার্কেলোভ চম্‌কে উঠ্‌লো। বল্‌লেঃ এখন কিছু ঘুমুতে চেষ্টা করা উচিত, এলেক্সী! গুডনাইট! বুড়োর দিকে ফিরে বল্‌লেঃ তোমাকেও গুডনাইট বন্ধু! আমার প্রতি রাগ করোনা ভাই! বলে তার পিঠ চাপ্‌ড়িয়ে দিলে।

মনিবের এই ব্যবহার বুড়ো এতোই আশ্চর্য হয়ে গেছলো যে, হাতের বাতি প্রায় ফেলে দিয়েছিলো আর কি। মনিবের দিকে সে স্থিরদৃষ্টিতে চাইলে। তার চোখে উদ্বেগ ফুটে উঠ্‌লো।

নেজ্‌দানোভ তার শোবার ঘরে গেলো। দেহে-মনে সে একপ্রকার গ্লানি অনুভব করতে লাগ্‌লো। অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য মাথা তখনো তার ঠিক হয়নি। ঘরের জানালা বন্ধ, তবু তার চোখের সামনে যেন আকাশের তারাগুলি লাফাতে লাগ্‌লো। গোলুশ্‌কিন, ভ্যাসিয়া, ফোমিশ্‌কা, ফিমিশ্‌কা—এরা যেন তার সামনে এসে নাচ্‌তে শুরু করে দিয়েছে। আর মেরিয়ানাকে দেখা যাচ্ছিলো দূরে, বহুদূরে—বিশ্বাস করে যেন সে তার সামনে আস্‌তে পার্‌ছে না।

হঠাৎ তার ইচ্ছে হ'তে লাগ্‌লো, মার্কেলোভকে গিয়ে বলেঃ তোমার দান তুমি ফিরিয়ে নাও ভাই, ফিরিয়ে নাও। এ আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছিনে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে রওনা হোলো। মার্কেলোভ আগেই উঠে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলো—তার চারদিকে একদল কৃষকের জনতা। এদের সে আস্‌তে বলেছিলো, না নিজেরাই এরা ইচ্ছে করে

এসেছে, নেজ্‌দানোভ তা বুঝ্‌তে পার্‌লে না। মার্কেলোভের সাথে তার কথাবার্তা হোলো না বিশেষ-কিছু। সে নীরবে বিদায়গ্রহণ করলে।

সেই পুরোনো গাড়ী, সেই ঘোড়া দু'টি। নেজ্‌দানোভ উঠে বস্‌তেই গাড়ী যেন উড়ে চল্‌লো। ক্রমে শহর ছাড়িয়ে গাড়ী মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়লো। তখন জুনমাস। চারদিকে ফুলে-ফলে সজ্জিত হ'য়ে প্রকৃতি হেসে উঠেছে। গতরাতে বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তায় ধূলোর নামগন্ধও নেই। মৃদুমন্দ বাতাস বইছিলো।

কিন্তু এ-সব দেখ্‌বার অবসর নেজ্‌দানোভের ছিলো না। নিজের চিন্তায় সে এতোই মশ্‌গুল ছিলো, কখন যে গাড়ী সিপিয়াজিনদের গ্রামে প্রবেশ করেছে, তা-ও তার নজরে পড়েনি।

সিপিয়াজিনের বাড়ী দেখা যেতেই সে হঠাৎ চমকে উঠ্‌লো। ক্রমে দ্বিতলে মেরিয়ানার ঘরের জানালায় তার দৃষ্টি পড়লো। অকস্মাৎ নিজের মনে একটা অভূতপূর্ব আনন্দের শিহরণ সে অনুভব কর্‌লে। মনে মনে বল্‌লেঃ ঠিক বলেছে মার্কেলোভ। বড্ড ভালো মেয়ে মেরিয়ানা। আমি তাকে খুবই ভালোবাসি।

বাইশ

নেজ্‌দানোভ তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে কোলিয়াকে পড়াতে গেলো। পথে খাবার-ঘরে সিপিয়াজিনের সাথে তার দেখা হয়ে গেলো। গম্ভীর মুখে সিপিয়াজিন তার অভ্যর্থনা করলেন। দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করলেনঃ নিরাপদে ফিরে এসেছো? উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই তিনি বৈঠকখানা-ঘরে চলে গেলেন। তিনি আগেই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, এই বিপ্লবী ছোক্‌রাকে আর নয়, ছুটি ফুরিয়ে গেলেই তাকে আবার সেন্টপিটার্সবুর্গে পাঠিয়ে দিতে হবে; তবে ততোদিন এর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

কিন্তু নেজ্‌দানোভের প্রতি ভ্যালেন্টিনার মনোভাব এতোটা কঠোর হয়নি তখনো পর্যন্ত। তবে সে যে তাঁকে উপেক্ষা করে চল্‌বে, এ তিনি সহ্য করতে পারেননি।

মেরিয়ানার ভুল হয়নি, ভ্যালেন্টিনা সত্যিই আড়ালে লুকিয়ে সেদিন তাদের কথা শুনেছিলেন।

মেরিয়ানার সাথে এরপর যতোবারই তিনি কথা বলেছেন, প্রতিবারই তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে একটা ঘৃণা, একটা কৃপার ভাব।

নিজের এই আবিষ্কারের কথা ভ্যালেন্টিনা তাঁর স্বামীকে জানাননি। স্বামীর সুমুখে তিনি মেরিয়ানাকে দু'একটা কথা বলেছিলেন আর অর্থপূর্ণ মৃদুহাসি হেসেছিলেন মাত্র।

দুপুরে খেতে যাবার সময়ে মেরিয়ানার সাথে নেজ্দানোভের দেখা হোলো। নেজ্দানোভের মনে হোলো, মেরিয়ানা যেন কিছু শুকিয়ে গেছে। বাস্তবিকই সেদিন মেরিয়ানাকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছিলো না। কিন্তু যে-দৃষ্টিতে সে নেজ্দানোভের দিকে চাইলে, তা যেন তার অন্তরের সব-কিছুই তন্ন তন্ন করে দেখতে পেলো।

নেজ্দানোভ সলোমিনের কারখানায় গিয়েছিলো, এ-কথা শুনে সিপিয়াজিন সে-কারখানার অবস্থা সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কিন্তু নেজ্দানোভের উত্তর শুনেই তিনি বুঝতে পারলেন, কারখানার কিছুই সে দেখেনি। তৎক্ষণাৎ তিনি চুপ করে গেলেন—যেন এমন একজন অনভিজ্ঞ লোকের কাছে ও-সব সংবাদ নেওয়ার চেষ্টা করাই তাঁর বোকামি হ'য়ে গেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ে মেরিয়ানা এক সুযোগে নেজ্দা-নোভের কানে কানে বললেঃ বাগানের কোণে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রো। শীগ্গির আসছি আমি।

নেজ্দানোভের মনের উপর দিয়ে একটা আনন্দের শিহরণ বয়ে গেলো।

মেরিয়ানা যে-স্থানের কথা বলেছিলো, সেখানে এসে নেজ্দানোভ একটা গাছের শিকড়ের উপর বসলে। তার মনে তখন নানা অনুভূতির খেলা চলছিলো। কিন্তু সবকে ছাপিয়ে উঠলো মেরিয়ানার সান্নিধ্যলাভের আনন্দানুভূতি। ব্যাকুল আগ্রহে সে মেরিয়ানার অপেক্ষা করতে লাগলো।

অকস্মাৎ আনন্দ-শিহরণে সে কেঁপে উঠলো। দূরে ঐ তার প্রিয়তমা এদিকেই এগিয়ে আসছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই মেরিয়ানা তার সুমুখে এসে দাঁড়ালো। তার মুখ আনন্দোজ্জ্বল, চোখে তার আলোকদীপ্তি—যেন নেজ্দানোভ ফিরে আসায় তা থেকে অভিনন্দন ক্ষরে পড়ছিলো। ঠোঁটে তার আনন্দ-হাসি ফুটে উঠলো। নেজ্দানোভ তার হাত ধরলে, কিন্তু একটা কথাও বলতে পারলে না। মেরিয়ানাও কথা বললে না। তাকে দেখতে পেয়ে নেজ্দানোভ খুশী হয়েছে দেখে সে আনন্দিত হো'লো। অবশেষে সে কথা বললেঃ কী সিদ্ধান্ত হোলো শীগ্গির আমায় বলো।

নেজ্‌দানোভ বিস্মিত হোলো। বল্‌লেঃ সিদ্ধান্ত? কেন? এক্ষুনি সিদ্ধান্ত করবার কী প্রয়োজন?

—আমার কথা বুঝতে পারোনি। আমি জিজ্ঞেস করছিঃ সলোমিনের সাথে তোমাদের কী কথাবার্তা হোলো? আমাকে কিন্তু সব বলতে হবে। কিন্তু থামো কিছুক্ষণ, আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বসা যাক।

তারা আরও একটু এগিয়ে গেলো। একটা ডালভাঙা গাছের শিকড়ের উপর উভয়ে বসে পড়লো।

—এখন বল।...তোমাকে আবার দেখে কী খুশীই যে হয়েছি! মনে হয়েছিলো, এ দু'দিন বুঝি আর শেষ হবে না। জানো, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, ভ্যালেন্টিনা সেদিন আমাদের কথাবার্তা শুনেছে।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ হাঁ, সে একখানা চিঠিও লিখে ফেলেছে মার্কেলোভের কাছে।

—তাই নাকি?

মেরিয়ানা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলো। তার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠলো—লজ্জায় নয়, অন্য একটা গভীরতর অনুভূতির প্রেরণায়। ধীরে ধীরে সে বল্‌লেঃ সে একটা হিংসুটে বদ্‌স্বভাবের মেয়ে। এরূপ করবার তার কোনো অধিকার নেই। যা'ক, ওতে কিছু এসে-যায় না। তুমি বল।

নেজ্‌দানোভ বলতে শুরু করলে, মেরিয়ানা নিশ্চলভাবে বসে শুনে যেতে লাগলো। কেবল তখনি সে নেজ্‌দানোভকে বাধা দিলে, যখন তার মনে হোলো নেজ্‌দানোভ খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করতে যাচ্ছে। নেজ্‌দানোভের বর্ণনার সব খুঁটিনাটিই তার সমান ভালো লাগেনি। ফোমিশ্‌কা ও ফিমিশ্‌কার কথা শুনে সে হাসলে, এ-সব অবিশ্যি তার ততো ভালো লাগেনি। মার্কেলোভ কী বল্‌লে, গোলুশ্‌কিনের চিন্তাধারা কেমনতর (যদিও সে অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলে, গোলুশ্‌কিন কোন্‌ দরের লোক) এবং সর্বোপরি, সলোমিনের মতামত কী, আর সে কেমন লোক, এ-সব জানতেই তার বেশী আগ্রহ হয়েছিলো। তার সমস্ত মন কেন্দ্রীভূত হয়েছিলো এদের কথা শোন্‌বার জন্যে। নেজ্‌দানোভ কিন্তু সেদিকে ততো লক্ষ্যই করেনি। কিন্তু অল্পক্ষণেই সে বুঝতে পারলে, যে-সব কথা সে জোর দিয়ে বলে যাচ্ছে, তা শুন্‌তে মেরিয়ানার তেমন আগ্রহ নেই। সে তৎক্ষণাৎ 'কাজে'র কথায় ফিরে এলো। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে আবার নিজের অজ্ঞাতসারে পূর্বপ্রসঙ্গে

ফিরে গেলো। তার রসিকতাপূর্ণ বর্ণনায় মেরিয়ানা বিরক্ত ও অধীর হ'য়ে উঠলো। সে শুধু শুনতে চায় তাদের মিশনের কথা, অথচ নেজ্‌দানোভের খেয়ালই নেই।

যাক্, নেজ্‌দানোভ এরপর মার্কেলোভ ও সলোমিনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে। সলোমিনের প্রশংসা করার পরই হঠাৎ সে মনে মনে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলেঃ এই লোকটি সম্বন্ধে কেন তার এমনতর উচ্চ ধারণা? সে যা বলেছে, তাতে বস্তুতঃ উচ্চশ্রেণীর কোনো চিন্তা ছিলো তাতো নয়। বরং আমার বিশ্বাসের বিপরীত কথাই তো তাতে ছিলো। ফিমিশ্‌কা বলেছিলো, লোকটি দৃঢ়চিত্ত, ঠাণ্ডা মেজাজের। এ-কথাটা কিন্তু ঠিক। কী সে চায়, তা সে জানে। নিজের উপর বিশ্বাস তার অসাধারণ। অপরকে তার প্রতি বিশ্বাসী করে তুলবার ক্ষমতাও তার আছে। সামঞ্জস্য-জ্ঞান তার অসামান্য। এ-জিনিসটে কিন্তু আমার মোটেই নেই। এদিক দিয়ে সে আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ।...নেজ্‌দানোভ কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে এই সব চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলো। অকস্মাৎ কার কোমল হাতের পরশ সে তার কাঁধে অনুভব করলে।

—এলেক্সী! ব্যাপার কি? কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলে কেন? মেরিয়ানা বললে।

নেজ্‌দানোভ কাঁধ থেকে মেরিয়ানার হাতখানা তার মুখের কাছে নামিয়ে আন্‌লে এবং এই প্রথমবার সে তাতে চুমো খেলে। মেরিয়ানা কোমল হাসি হাসলে। ঠিক এমনি গভীর আলোচনার মাঝখানে নেজ্‌-দানোভ এমনধারা একটা হাল্‌কা কাজ করলে! সে কতকটা বিস্মিত না হয়ে পারলে না।

অবশেষে জিজ্ঞেস করলেঃ মার্কেলোভ কি ভ্যালেন্টিনার চিঠি তোমায় দেখিয়েছে?

—হাঁ।

—আচ্ছা, লোকটি কেমন?

—কে? মার্কেলোভ? তার মতো নিঃস্বার্থপর ভালো মানুষ আমি দেখিনি। সে...

নেজ্‌দানোভ সেই ছবিদানের কথাটা মেরিয়ানাকে বল্‌তে যাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ সাম্‌লিয়ে নিয়ে বল্‌লেঃ ওঃ! বড্‌ডো ভালোমনুষ সে।

—সে আমি জানি।

মেরিয়ানা গম্ভীর হোলো। হঠাৎ সে শিকড়ের উপর ঘুরে বসে নেজ্‌দানোভকে জিজ্ঞেস করলেঃ আচ্ছা, তোমরা কী ঠিক করলে?

নেজ্‌দানোভ কাঁধ কুঞ্চিত করলে। বল্‌লেঃ বলেছি তো, ঠিক আমরা এখনো কিছুই করিনি। আমাদের আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

—কিন্তু কেন?

—তাই যে আমাদের উপর আদেশ। (নেজ্‌দানোভ মিথ্যাকথা বল্‌লে।)

—কার আদেশ?

—কেন? তুমি তো জান...ভ্যাসিলি নিকোলেভিচের আদেশ। তা'ছাড়া আমাদের যে অস্ট্রোডুমোভের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

মেরিয়ানা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নেজ্‌দানোভের দিকে চাইলে।

—কিন্তু বলো দেখি, এই ভ্যাসিলি নিকোলেভিচ্‌কে তুমি দেখেছ কখনো?

—হাঁ, দেখেছি দু'বার...অবিশ্যি দু'এক মিনিটের জন্য।

—তিনি কেমন? অসাধারণ লোক নাকি?

—এ-সম্বন্ধে কি বল্‌ব, বুঝতে পারছিনে। তিনি আমাদের নেতা —সমস্তই তিনি পরিচালনা করেন। নিয়ম ও শৃঙ্খলা ছাড়া আমাদের আন্দোলন চল্‌তে পারে না। একজনকে আমাদের মান্‌তেই হবে। (পাগলের মতো এ-সব কী বলছি, নেজ্‌দানোভ ভাবলে।)

—দেখতে কেমন তিনি?

—ওঃ! খাটো, আঁটো-সাঁটো, কালো, উঁচু-চোয়াল,...মুখখানা কতকটা কাটখোট্টা ধরণের। তবে তাঁর চোখ দু'টি খুবই দীপ্তিময়— বুদ্ধিমত্তা যেন তা থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।

—তাঁর কথা বল্‌বার ধরণ কেমন?

—তিনি তো কথা বলেন না, শুধু আদেশ করেন।

—তাঁকে নেতা করা হয়েছে কেন?

—তাঁর লৌহকঠিন চরিত্রের জন্য। কারো কাছে নত হ'বার পাত্র তিনি নন্‌। দরকার হ'লে হত্যা করতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন না। তাঁকে সকলে ভয় করে।

কিছুক্ষণ থেমে মেরিয়ানা আবার জিজ্ঞেস করলেঃ সলোমিন কেমন?

—সলোমিনও দেখতে সুদর্শন নয়, তবে তার মুখখানায় সরলতা ও সততার নিদর্শন সুস্পষ্ট।

মেরিয়ানা অনেকক্ষণ নেজ্‌দানোভের দিকে চেয়ে রইলো। পরে

কতকটা যেন আপন মনেই বলে উঠলোঃ তোমার মুখখানাও বেশ। মনে হয়, তোমার সঙ্গে আমার বেশ চলে যাবে।

কথাগুলো নেজ্‌দানোভের হৃদয়স্পর্শ করলো। সে আবার মেরিয়ানার হাত তার ঠোঁটের কাছে তুলে ধরলে।

—থাক্, থাক্। এ-সব লৌকিকতার দরকার নেই। হাসতে হাসতে মেরিয়ানা বললে। আমি একটা ভারী অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি, এজন্যে তোমার ক্ষমা চাইছি।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লেঃ কী?

—তুমি যখন বাইরে ছিলে, আমি একদিন তোমার ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর একখানা কবিতার খাতা দেখতে পাই। (নেজ্‌দানোভ চম্‌কে উঠলো। সত্যই তো, সে ভুলে' টেবিলের উপর খাতাটা ফেলেই গিয়েছিলো বটে।) স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, আমি তা পড়বার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি। ও-গুলো তোমার-লেখা কবিতা?

—হাঁ। তোমার কোনো কাজে আমি রাগ করতে পারি, এ তুমি কী করে ভাবলে, মেরিয়ানা?

—'মেরিয়ানা' বলে তুমি আমায় সম্বোধন করলে, এতে আমি বড্ডো খুশী হলুম। তাই বলে আমি কিন্তু তোমায় 'নেজ্‌দানোভ' বলে ডাকতে পারবো না, তা বলে রাখছি। আমি ডাকবো 'এলেক্সী' বলে। "আমার জীবন-নদীর ওপারে এসে দাঁড়ায়ো দাঁড়ায়ো বঁধু হে।" শীর্ষক একটা কবিতা ঐখাতায় দেখলুম। ওটা-ও কি তোমার লেখা?

—হাঁ। এ-সম্বন্ধে আর নয়। এ-আলোচনা আমার ভালো লাগে না।

মেরিয়ানা মাথা নাড়লে। বল্‌লেঃ বাস্তবিক কবিতাটা ভারী করুণ। সম্ভবতঃ আমরা পরস্পর অন্তরঙ্গ হবার আগে কবিতাটা তুমি লিখেছ। তোমার কবিতাগুলি বেশ সুন্দর, অবিশ্যি আমি যতোটা বুঝি। আমার মনে হয়, তুমি অন্তরে অন্তরে একজন সাহিত্যিক, কিন্তু সাহিত্যের চাইতেও বৃহত্তর ও মহত্তর কর্তব্যের পথ তুমি বেছে নিয়েছ। বেশ করেছ।

নেজ্‌দানোভ সাগ্রহ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে। বল্‌লেঃ তাই মনে করো তুমি? আমারও তাই বিশ্বাস। ওতে সাফল্যলাভের চাইতে এ-কাজে মরাও ভালো।

মেরিয়ানা উঠে দাঁড়ালো। তার সমগ্র মুখ গর্ব, আবেগ ও আনন্দের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। বল্‌লেঃ ঠিক বলেছো প্রিয়, ঠিক বলেছো। কিন্তু এ-কাজে যে আমাদের মরতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমরা সফল হবো, নিশ্চয়ই হবো, দেখে নিয়ো। ব্যর্থ হবে না

আমাদের জীবন। আমরা সাধারণ লোকদের মাঝে যাবো।...কোনোরূপ হস্তশিল্প তোমার জানা আছে? না? বেশ, কোনো চিন্তা নেই। সব আমরা শিখে নেবো। সকলের সাথে মিলে মিশে কাজ কোরবো।... দরকার যদি হয় কখনো, আমি রাঁধতে পারবো, সেলাই করতে পারবো, গেরস্থালির সব কাজ করতে পারবো...দেখে নিয়ো...এ-সব কাজে বিদ্যার দরকার হয় না। আমরা সুখী হবো, নিশ্চয় সুখী হবো।

মেরিয়ানা থামলে। সাগ্রহে শূন্যদৃষ্টিতে দূরে বহুদূরে যেন কিসের পানে সে চেয়ে রইলো, যেন সেখানে কোন্ এক অজ্ঞাত দূর ভবিষ্যতের ছবি সে দেখতে পেলো।...তার সর্বাঙ্গ প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠলো।

নেজ্দানোভ নীচু হ'য়ে তার হাত ধরলে। মৃদুস্বরে বল্লেঃ মেরিয়ানা! মেরিয়ানা! আমি তোমার যোগ্য নই।

মেরিয়ানার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হোলো। বল্লেঃ এখন চলো যাওয়া যাক্। নয়তো ভ্যালেণ্টিনা আবার আমাদের খোঁজ করবে।...যাক্, আমার মনে হয়, দলের বা'র বলে' আমার আশা সে একেবারে ছেড়ে দিয়েছে।

কথাটা মেরিয়ানা এমন ভঙ্গিতে বললে যে, নেজ্দানোভ না হেসে পারলে না।

মেরিয়ানা বলে চল্লোঃ হাঁ, সে ঠিকই। তুমি তার পায়ে লুটিয়ে পড়োনি, এতে তার আত্মাভিমান খুবই আহত হোয়েছে! যাক্, এ-সব বাজে কথা। কিন্তু আমি এখানে আর থাকতে পারছিনে। আমায় সরে পড়তেই হবে।

—সরে পড়তে হবে? নেজ্দানোভ জিজ্ঞেস করলে।

—হাঁ।...তুমিও এখানে থাকছো না তো? আমরা একসঙ্গে বেরিয়ে পড়বো...একসঙ্গে কাজ করবো।...যাবে তো তুমি আমার সঙ্গে?

—তোমার সঙ্গে পৃথিবীর শেষপ্রান্তে যেতেও আমি রাজী। নেজ্দানোভের স্বরে কৃতজ্ঞতা ও আকস্মিক আবেগ ধ্বনিত হোয়ে উঠলোঃ পৃথিবীর শেষপ্রান্তে। বাস্তবিক নেজ্দানোভ ঠিক সেই মুহূর্তে মেরিয়ানার সাথে পৃথিবীর যে-কোন স্থানে যেতে পারতো।

মেরিয়ানা বুঝতে পারলে। সে একটি শান্ত আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করলে। বল্লেঃ তা'হলে আমার হাত ধরো প্রিয়তম। কিন্তু চুমু দিয়ো না। শুধু ধরে রাখো, বন্ধুর মতো, কমরেডের মতো শুধু ধরে রাখো।

তারা হাত ধরাধরি করে বাড়ীর দিকে রওনা হোলো—মুখে তাদের

আনন্দ ধরে না, কিন্তু মনে তাদের ভবিষ্যতের নানাচিন্তা তরঙ্গিত হচ্ছিলো। সবুজ ঘাস তাদের পায়ের সাথে সোহাগ করতে লাগলো, গাছের কচিপাতা মর্মর-ধ্বনিতে চারদিক থেকে তাদের অভিনন্দন জানালো। আলো ও ছায়া তাদের পরিচ্ছদে খেল্‌ছিলো লুকোচুরি। আর তারা আলোছায়ার এই লুকোচুরি খেলায়, বাতাসের আনন্দ-মর্মরে, নিজেদের তারুণ্যে এবং সর্বোপরি একে অন্যের পানে চেয়ে হাস্‌ছিলো—মৃদুমধুর হাসি হাসছিলো।

তেইশ

কয়েক দিন পরের কথা।

সলোমিনের কারখানা। সলোমিন কারখানার আফিসে বসে আছে, এমন সময় প্রাঙ্গণে একখানা সুদৃশ্য ফিটন-গাড়ী এসে থাম্‌লো। ফিটন থেকে তার চালক নেমে এলে প্যাভেল তাকে নিয়ে হাজির করে দিলে একেবারে সলোমিনের সুমুখে। লোকটি একখানা মোহর-করা চিঠি সলোমিনের হাতে দিল। মোহরে খোদিত ছিলঃ "হিজ এক্সেলেন্সী বোরিস এণ্ড্রেভিচ সিপিয়াজিন।" চিঠিখানা প্রাইভেট সেক্রেটারীর জবানীতে লেখা নয়—একেবারে স্বয়ং সিপিয়াজিন নিজ জবানীতে, কিন্তু প্রথম পুরুষে, লিখেছেন। তাতে ছিলঃ "মিঃ সলোমিন লেখকের অপরিচিত, তবু লেখক তাঁকে একজন বিচক্ষণ কারখানা-পরিচালক বলে বিশেষরূপেই জ্ঞাত আছেন। লেখক এক কারখানার মালিক। কারখানা-পরিচালন সম্বন্ধে মিঃ সলোমিনের বহুমূল্য মতামত জানতে লেখক খুবই ইচ্ছুক। তাই তিনি অপরিচিত হ'য়েও মিঃ সলোমিনকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করবার ইচ্ছে দমন করতে পারছেন না। এজন্য তিনি সলোমিনের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। লেখক আশা করেন, মিঃ সলোমিন নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন না। তাই তিনি গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদি কোনো কারণে মিঃ সলোমিনের পক্ষে আজ আসা সম্ভব না হয়, তবে কোন্‌ দিনে তা সম্ভব হবে জানালে লেখক সেইদিন গাড়ী পাঠিয়ে দিতে পারবেন।" পরে 'পুনশ্চ'তে উত্তমপুরুষে লেখাঃ "আশা করি, আমার ক্ষুদ্র ডিনারের আয়োজনে যোগ দিতে আপনি অস্বীকৃত হবেন না।"

এই চিঠির সঙ্গে আর একখানা ক্ষুদ্র চিঠি ছিল নেজ্‌দানোভের লেখা। তাতে ছিল শুধুঃ "অবিশ্যি আসবে। তোমাকে আমার এখন খুবই দরকার।"

সিপিয়াজিনের চিঠি পড়া শেষ করে সলোমিন ভাবতে লাগলোঃ কেন যাবো ওখানে? সময় নষ্ট বই তো নয়। কিন্তু নেজ্‌দানোভের চিঠি পড়ার পর সে ঘাড় চুল্‌কাতে লাগলো এবং কিছুই ঠিক করতে না পেরে চিন্তিত মনে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

সবিনয়ে পত্রবাহক জিজ্ঞেস করলেঃ কী উত্তর আমি নিয়ে যাবো?

সলোমিন আরো কিছুক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে রইলো। পরে মাথার চুল পেছনের দিকে সরিয়ে দিতে দিতে ও কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেঃ আমি যাচ্ছি তোমার সাথেই। কাপড় প'রেই আসছি।

পত্রবাহক সসম্ভ্রমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সলোমিন প্যাভেলকে ডেকে পাঠালে। সে এলে তার সাথে কথা বলতে বলতে কারখানাটা আর একবার ঘুরে দেখ্‌লে। তারপর একটা কালো রঙের কোট গায়ে দিয়ে এসে ফিটনে উঠে বসলে।

•

এদিকে সিপিয়াজিন তাঁর বৈঠকখানা-ঘরে তাঁর স্ত্রীর সাথে সলোমিন সম্পর্কেই আলোচনা করছিলেন। তিনি স্ত্রীকে জানালেন, সলোমিন একজন বিচক্ষণ লোক; তাকে তুলোর কারখানা থেকে তাঁর নিজের কারখানায় ভাগিয়ে নিয়ে আসাই তাঁর উদ্দেশ্য। আর সেইজন্যেই তিনি সলোমিনকে ডেকে পাঠিয়েছেন

—কিন্তু আমাদের এটা যে কাগজের কারখানা। ভ্যালেন্টিনা বল্‌লেন।

—সে একই কথা প্রিয়ে। দু'টোই মেশিনের ব্যাপার। আর সলোমিন হচ্ছে একজন ভালো কলের মিস্ত্রী।

—কিন্তু দ্বিতীয়বার ভুল করোনা যেন প্রিয়। একবার তো খুবই ঠকে গেছো। মৃদু হেসে ভ্যালেন্টিনা বল্‌লেন।

—তুমি বুঝি নেজ্‌দানোভকে লক্ষ্য করেই এ-কথা বলছো? কিন্তু তাকে এনে ভুল করেছি, এ আমি মনে করিনে। কোলিয়ার শিক্ষক হিসেবে তাকে ভালো বলতেই হবে।

—কিন্তু তরুণ যুবকদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নয়। ওতে ভুল হবারই ষোলআনা সম্ভাবনা।

—হুম্‌! তোমার এ-উক্তিও কি নেজ্‌দানোভ সম্পর্কেই? সিপিয়াজিন বল্‌লেন।

—হাঁ।

সিপিয়াজিন কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন ঃ কেন, কিছু ঘটেছে নাকি ?

—চোখ মেলে দেখ।

—মেরিয়ানা সম্পর্কে নাকি ?

—বলেছি তো, চোখ মেলে দেখ।

সিপিয়াজিন ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বললেন ঃ যাক্, ও সম্বন্ধে পরে কথা হবে। এখন যা বলি শোন। সলোমিন এখানে এসে হয়তো বিব্রত হয়ে পড়বে, কারণ সে তো আর সমাজে বেশী মেশেনি। সে যাতে কোনোরূপ অসুবিধে বোধ না করতে পারে, তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। তোমার জন্যে আমার অবিশ্যি কোনো চিন্তা নেই—যে-কোনো ধরণের লোকের সাথেই তুমি মিশ্তে পারো এবং তাকে কম সময়ের মধ্যে মুগ্ধ করে ফেলতে পারো। কিন্তু কথা হচ্ছে আমাদের অতিথি কলোমিজেফ্কে নিয়ে। নিজের মতের লোক না হলে সে একেবারে ক্ষেপে উঠে। এমন ঝগ্ড়াটে লোক নিয়ে পদে পদে বিপদ।

ভ্যালেন্টিনা বললেন ঃ তুমি ও-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। কোনোরূপ অপ্রীতিকর ব্যাপার যাতে না ঘটতে পারে, সেদিকে আমি বিশেষ দৃষ্টি রাখবো।

কিন্তু পরে দেখা গেছে যে, কোনোরূপ সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যকতাই ছিলো না। সলোমিন একেবারে আলাদা ধাতের লোক।

সলোমিন এসেছে খবর শুনেই সিপিয়াজিন আসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন। চাকরকে বললেন ঃ শিগ্গীর তাঁকে এখানে নিয়ে আয়। তিনি বৈঠকখানার দ্বার পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সলোমিন দরজার সমুখে এসে পেঁছুতেই তিনি দু'হাত বাড়িয়ে তার অভ্যর্থনা করলেন, বন্ধুভাবে তার করমর্দন করলেন। বললেন ঃ বড্ডো খুশী হয়েছি যে, আপনি অনুগ্রহ করে এসেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।

তিনি এরপর সলোমিনকে ভ্যালেন্টিনার কাছে নিয়ে গেলেন। সলোমিনের পিঠে হাতের মৃদু চাপ দিয়ে বললেন ঃ আমার স্ত্রীর সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, মিঃ সলোমিন। ভ্যালেন্টিনা, ইনি হচ্ছেন এখানকার শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ও কারখানার পরিচালক ভ্যাসিলি... ফিডোসেচ সলোমিন।

ম্যাডাম সিপিয়াজিনা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর অপূর্ব চোখ দু'টির

মোহময় দৃষ্টি আগন্তুকের মুখের উপর নিবদ্ধ করে মধুর হাসি হাসলেন। পরে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সলোমিন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সাথেই করমর্দন করলো এবং বসবার প্রথম আমন্ত্রণেই নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়লো।

সিপিয়াজিন আগন্তুকের সুখসুবিধের জন্যে ব্যস্ততা প্রকাশ করতে লাগলেন। তার কিছু চাই কিনা জিজ্ঞেস করলেন। সলোমিন জানালে, আপাততঃ কিছু দরকার নেই তার, সে ভ্রমণে মোটেই ক্লান্ত হয়ে পড়েনি।

সিপিয়াজিন একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা হ'লে চলুন না কেন আমার কারখানায় ঘুরে আসবেন।

—বেশ, আমি প্রস্তুত। সলোমিন বললে।

সিপিয়াজিন তাঁর টুপি আর লাঠি আনতে ভেতরে চলে গেলেন।

ভ্যালেন্টিনা এতোক্ষণ চোরা চাউনিতে সলোমিনকে দেখছিলেন। স্বামী ভেতরে চলে গেলে তিনি অতিথির সাথে কিছু-একটা আলাপ করা দরকার মনে করলেন, কিন্তু কী নিয়ে যে আলাপ শুরু করা যায়, তা-ই ভেবে পেলেন না। অবশেষে বললেন ঃ আপনি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে যে এখানে এসেছেন, এজন্য আমার স্বামী আপনার নিকট খুবই কৃতজ্ঞ।

সলোমিন বললে ঃ আমার সময়ের মূল্য খুব বেশী নয়, ম্যাডাম! তা'ছাড়া, এখানে আমি বেশীক্ষণ থাকবো না তো।

এই সময়ে লাঠিহাতে টুপিমাথায় সিপিয়াজিনকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেলো।

তিনি সহজভাবেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি প্রস্তুত নিশ্চয়ই, ভ্যাসিলি ফিডোসেচ্ ?

সলোমিন উঠে দাঁড়িয়ে ভ্যালেন্টিনার উদ্দেশে মস্তক নত করলে এবং সিপিয়াজিনের পেছনে পেছনে রওনা হোলো।

দ্বার ছাড়িয়ে এসেই সিপিয়াজিন বললেন ঃ ওদিকে নয়, এদিকে আসুন, ভ্যাসিলি ফিডোসেচ্! এইদিকে আমাদের যেতে হবে।

সলোমিন ধীরে ধীরে বললে ঃ আমার পিতার দেওয়া নাম ঠিক ফিডোসেচ্ নয়, ফিডোটিচ্।

সিপিয়াজিন লজ্জিত হয়ে বললেন ঃ তা'হলে তো আমি বড্ডো ভুল করেছি। আমায় মাফ করবেন, ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্!

—ও কিছু নয়।

বাইরেই তাদের সাথে দেখা হয়ে গেলো কলোমিজেফের। সলোমিনের

দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে কলোমিজেফ বললেঃ কোথায় যাওয়া হচ্ছে তোমাদের? কারখানায় নাকি?

সিপিয়াজিন কলোমিজেফকে একটু সাবধান করবার ছলে চোখ টিপে বললেনঃ হাঁ, কারখানায়ই যাচ্ছি আমরা। এই ভদ্রলোককে আমার দুষ্কার্য ও পাপের ফল দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। ইনি একজন ইঞ্জিনিয়ার—নাম মিঃ সলোমিন। আর...এ হচ্ছে মিঃ কলোমিজেফ—পাশের গ্রামের জমিদার।

কলোমিজেফ সাধারণভাবে দু'বার মাথা নাড়লে, কিন্তু সলোমিনের দিকে দৃষ্টি ফিরালো না। সলোমিন কিন্তু অর্ধমুদিত চোখে একবার তার আপাদমস্তক দেখে নিল।

কলোমিজেফ জিজ্ঞেস করলেঃ তোমাদের সাথে আমি যেতে পারি? কারখানা সম্পর্কে আমিও অনেক-কিছু জানতে চাই।

—নিশ্চয়ই যেতে পারো।

কারখানায় পেঁছুতেই বাঁধানো-দাঁত লম্বাদাড়ি একজন বেঁটে রাশিয়ান তাঁদের অভ্যর্থনা করলো। লোকটিকে সম্প্রতি অস্থায়ীভাবে ম্যানেজারের পদে বহাল করা হয়েছে। কারখানার কাজকর্ম সে যে বিশেষ-কিছুই বুঝে না, সলোমিন অল্পক্ষণেই তা বুঝতে পারলো। সলোমিনের প্রতিকথায়ই সে সায় দিলেঃ হাঁ, সে ঠিক কথা।

কারখানার কয়েকজন শ্রমিক আগে থেকেই সলোমিনকে চিনতো। তারা তাকে দেখেই মাথা নোয়ালো। একজনকে দেখে সলোমিন তো চীৎকার করেই উঠলোঃ হ্যালো গ্রেগরী, তুমি এখানে?

সলোমিন অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলো, কারখানার অবস্থা শোচনীয়। অনর্থক অর্থের অপচয় হচ্ছে। মেশিনগুলি খুবই খারাপ—অনেকগুলি অনর্থক আনা হয়েছে, আবার কয়েকটা দরকারী মেশিন আনাই হয়নি।

সিপিয়াজিন একদৃষ্টে সলোমিনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন—অনুমানে তার মতামত বুঝতে চেষ্টা করছিলেন হয়তো। অবশেষে ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলেন, কারখানার সব-কিছুই ঠিক আছে কিনা।

সলোমিন বললেঃ তা হয়তো আছে, কিন্তু কথা হচ্ছে এর দ্বারা কাজ কিছু পাবেন কিনা সন্দেহ।

শুধু সিপিয়াজিন নয়, কলোমিজেফও বুঝতে পারলো—কারখানা-সংশ্লিষ্ট সব খুঁটিনাটি ব্যাপারের সাথেই সলোমিনের নিবিড় পরিচয়।

সলোমিন একটা মেশিনের উপর হাত রাখলো—যেন পোষা ঘোড়ার ঘাড়ের উপর তার চালক হাত রাখলো আর কি। একটা চাকায় সে তার আঙুল দিয়ে গুঁতো দিলে, চাকাটা ঘুরতে ঘুরতে থেমে গেলো।

সলোমিন বেশী কথা বললে না, বা বেঁটে রাশিয়ানটার দিকে চাইলেও না। সব দেখা শেষ হলে সে ঘরের বাইরে চলে এলো। সিপিয়াজিন ও কলোমিজেফ তার অনুসরণ করলেন।

সিপিয়াজিন বললেনঃ মিঃ সলোমিন, আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, কারখানার অবস্থা দেখে আপনি খুশী হতে পারেননি। অবিশ্যি আমি জানি, এর অবস্থা বর্তমানে মোটেই ভালো নয়।...কিন্তু এর ত্রুটি কোন্‌খানে এবং ত্রুটি সংশোধন করতে হলে কি কি করতে হবে, সে-সম্বন্ধে আপনার মত জানালে বাধিত হবো।

সলোমিন বললেঃ কাগজ তৈরীর কাজ আমার জানা নেই। তবে একটা কথা আমি বলতে পারি। এসব কাজ আপনাদের মতো বড়-লোকদের পোষাবে বলে আমার মনে হয় না।

কলোমিজেফ জিজ্ঞেস করলেঃ এ-কাজ বড়লোকদের পক্ষে অপমান-কর, এ-ই কি আপনার ধারণা ?

সলোমিন তার স্বভাবসুলভ প্রশান্ত হাসি হাসলো। বললেঃ না, তা নয়। অপমানের কি আছে এতে ? আর যদি থেকেও থাকে, বড়-লোকরা সে-অপমান গায়ে মাখবেন বলে আমার মনে হয় না।

—তার মানে ?

সলোমিন শান্তস্বরে বললেঃ মানে এই যে, বড়লোকেরা এ-ধরণের কাজে অভ্যস্ত নন। এর জন্যে ব্যবসায় সম্বন্ধে বিশেষ-জ্ঞান দরকার। এই বিশেষ-জ্ঞান লাভের চেষ্টাও বড়লোকদের ধাতসহ নয়। চোখের সামনেই দেখছি, বড়লোকেরা নানাধরণের কারখানা খুলছেন, কিন্তু পরিণামে তাঁদের এইশ্রেণীর চেষ্টার ফলটুকু ভোগ করছে বণিকেরা।

কলোমিজেফ বলে উঠলোঃ আপনার কথা শুনে মনে হয়, ব্যবসায়ে মূলধন খাটানোর ব্যাপারটাই বড়লোকদের এলাকার বাইরের জিনিস।

—না, তা তো নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। তাঁরা এ-ব্যাপারে সব চাইতে ওস্তাদ। রেলওয়ে থেকে লভ্যাংশ আদায় করতে, ব্যাঙ্ক খোলায়, নানারকম ট্যাক্স থেকে রেহাই পাবার বেলায় এবং এইশ্রেণীর নানাকাজে তাঁদের জুড়ি কোথায় ? এই করেই তো তাঁদের সিন্দুক বোঝাই হয়। আমার কথায় দেখছি আপনি আহত হয়েছেন—কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তা ছিলো না। আমি বলছিলুম সত্যিকার শ্রমশিল্প-প্রচেষ্টার কথা।

'সত্যিকার' কথাটা ব্যবহার করছি এই কারণে যে, আজকাল এদেশের জমিদারশ্রেণীর বড়লোকেরা যা করছেন—যেমন, নানারকম মনোহারী দোকান খোলা, চড়া সুদে কৃষকদের টাকা দেওয়া ইত্যাদি—এদের আমি সত্যিকার ব্যবসায়ে মূলধন খাটানোর কাজ বলিনে।

কলোমিজেফ কোনো কথা বললে না। সে ছিলো কশাইশ্রেণীর সুদ-খোর জমিদার। সলোমিনের কথায় সে রাগে ফুলতে লাগলো। কিন্তু কথায় তা প্রকাশিত হতে দিলে না। তবে তার মুখভাবেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো তার অন্তর্নিরুদ্ধ ক্রোধের পরিচয়।

সিপিয়াজিন অবশেষে বললেনঃ আপনি যা বললেন, ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্, আগের কালে হয়তো তা সত্য ছিলো—যখন বড়লোকদের অবস্থা ছিলো অন্য রকম এবং যখন নানাধরণের সুবিধেই ভোগ করতে পারতো; কিন্তু এখন, এই শিল্পোন্নতির যুগে, বড়লোকেরা কি করে আর তাদের বড়মানুষী চাল নিয়ে বসে থাকতে পারে? এখন কি তারা এই-শ্রেণীর কাজে নেমে আসতে পারে না? যা বুঝতে পারে অশিক্ষিত বণিকদল, তা এদের বুঝবার ক্ষমতার অতীত কি করে হোতে পারে? তারা শিক্ষাদীক্ষায় কারুর চাইতেই কম নয়, বরং বলা যেতে পারে, এক হিসেবে এ-যুগের শিক্ষা ও প্রগতির তারাই তো প্রতিনিধি।

সিপিয়াজিনের এই বক্তৃতায় সেন্টপিটার্সবুর্গের অভিজাতমহলে হয়তো তুমুল সাড়া পড়ে যেতো, কিন্তু সলোমিনের মনে এ-বক্তৃতা মোটেই দাগ কাটতে পারলো না।

সলোমিন বললেঃ এ-সব ব্যাপার পরিচালনা করা বড়লোকের কর্ম নয়।

কলোমিজেফ প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলোঃ কিন্তু কেন, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—কারণ তারা বড় বেশী রকম আমলাতান্ত্রিক।

কলোমিজেফ হিংসা-মিশ্রিত হাসি হাসলো। বললেঃ আমলাপ্রিয়? বলছেন কি মিঃ সলোমিন? সম্ভবতঃ কথাটা খুব ভেবে-চিন্তে বলেননি।

সলোমিন হাসতেই লাগলো। বললোঃ কিসে আপনার এরূপ ধারণা হোলো মিঃ কলোমিজেফ? আপনাকে আমি আশ্বস্ত করছি—যা আমি বলি, বিশেষ ভেবে-চিন্তেই বলে থাকি।

—তা হলে বলুন, আপনার এ-কথার মানে কি?

—বেশ, বলছি। আমি মনে করি, আমলারা কোনো দিনই এ-সব কাজের উপযুক্ত ছিলো না, এখনো নয়।

কলোমিজেফ জোরে হেসে উঠলো। বললেঃ কিন্তু স্যর, এখনো আপনার কথা বুঝতে পারলুম না।

—তবে আমি নাচার। একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

—স্যর! কলোমিজেফ যেন গর্জন করে উঠলো।

সিপিয়াজিন বাধা দিয়ে অন্যদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেনঃ দেখুন, একটু শুনুন দেখি।...শোনো তো কলোমিজেফ!...খানা বোধ হয় তৈরী হয়েছে। আসুন, ডিনার-টেবিলে যাওয়া যা'ক।

পাঁচমিনিট পরে ভ্যালেন্টিনার কক্ষে দ্রুত প্রবেশ করে কলোমিজেফ চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লোঃ দেখো ভ্যালেন্টিনা, তোমার স্বামীর এ-সব কী অনাসৃষ্টি কান্ড বলো দেখি? আমাদের মাঝখানে আগেই সে একজন নিহিলিষ্টকে নিয়ে এসেছে। আবার নতুন আরেক জনকে আনা হচ্ছে। উভয়ের মধ্যে তফাৎ এইটুকু যে, এটি আগেরটির চাইতেও ভয়ংকর।

—কিন্তু কেন?

—লোকটা বড় ভীষণ কথা বলছে। এতো দীর্ঘ সময় ধরে তোমার স্বামীর সাথে তার আলাপ হোলো, অথচ এর মধ্যে একবারও সে তাঁকে "ইয়র এক্সেলেন্সী" বলে সম্বোধন করেনি।

চব্বিশ

ডিনারে যাবার পূর্বে সিপিয়াজিন তাঁর স্ত্রীকে লাইব্রেরী-ঘরে ডেকে আন্‌লেন। স্ত্রীর সাথে তাঁর কিছু গোপন পরামর্শ প্রয়োজন। তিনি তাঁকে জানালেন, কারখানার অবস্থাটা খুবই শোচনীয়। এর প্রতীকারের জন্যে সলোমিনকে তাঁর খুবই দরকার। লোকটি কিছু অপ্রিয়ভাষী বটে, কিন্তু খুবই কাজের মানুষ।

কিন্তু কি করে তাকে পাওয়া যেতে পারে? দু'তিন বার তিনি অধীরভাবে এ-কথাটা উচ্চারণ করলেন। কলোমিজেফের ব্যবহারের জন্য তিনি ভারী উত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বল্‌লেনঃ জাহান্নামে যাক্ কলোমিজেফ। লোকটা যেখানে-সেখানেই নিহিলিষ্টের স্বপন দেখে। নিজের বাড়ীতে সে যা'ইচ্ছে তাই করুক, কিন্তু আমার বাড়ীতে তার

এ-সব বাড়াবাড়ি কেন ?...দেখ, কলোমিজেফের উপর তুমি নজর রেখো। সে যাতে আর কোনো বেফাস্ কথা ব'লে না ফেলে, তা তাকে একটু সম্ঝিয়ে দিতে চেষ্টা করো। আর...আর কথায় বার্তায় সলোমিনকে একটু খুশী করবার চেষ্টা করো।

ভ্যালেন্টিনা প্রতিশ্রুত হলেন।...কলোমিজেফের সাথে তাঁর কী গোপন পরামর্শ হোলো, তা জানা নেই। কিন্তু কলোমিজেফ যখন ডিনার-টেবিলে এসে বস্লো, তাকে দেখে তখন মনে হোলো, সে যেন সাবধান হয়েই এসেছে, যাতে তার মুখ থেকে বেফাস্ কোনো কথা বেরিয়ে না পড়ে। ভ্যালেন্টিনা উপস্থিত সকলের সাথে সলোমিনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেরিয়ানাই সলোমিনের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে সে মেরিয়ানার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলে।

ডিনার শুরু হোলো। ভ্যালেন্টিনা সমস্ত শক্তি নিয়ে সলোমিনের উপর তাঁর মোহিনী মায়া বিস্তার করতে চেষ্টা করলেন। এক সময়ে ভ্যালেন্টিনা ইংরেজীতে তাঁর স্বামীকে জানালেন, অতিথি এই মদ খাচ্ছেন না—সম্ভবতঃ বিয়ার তাঁর পছন্দসই হবে। সিপিয়াজিন চীৎকার করে চাকরকে ডেকে বিয়ার নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। সলোমিন শান্তভাবে ভ্যালেন্টিনার দিকে ফিরে বল্লেন ঃ ম্যাডাম, সম্ভবতঃ আপনি জানেন না, আমি ইংলণ্ডে দু'বচ্ছর ছিলুম। তাই ইংরেজী আমি বুঝতেও পারি, বলতেও পারি। এ-কথা উল্লেখ করা দরকার মনে করলুম এই জন্যে যে, কি জানি, পাছে আপনারা আমার সমুখেই কোনো গোপনীয় কথা ইংরেজীতে বলে ফেলেন।

ভ্যালেন্টিনা হেসে বল্লেন ঃ আপনার এ সতর্কবাণী অনাবশ্যক। নিজের সম্বন্ধে কোনো মন্দকথাই আপনি শুন্তে পাবেন না। সলোমিনের উপরোক্ত ব্যবহার তাঁর কেমন যেন অদ্ভুত মনে হোলো।

কলোমিজেফ এ-সময়ে আর থাকতে পারলো না। বললে ঃ তা হ'লে ইংলণ্ডে আপনি কিছুদিন থেকে এসেছেন ? নিশ্চয়ই তবে ইংরাজদের আচার-ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। আচ্ছা, আপনি তাদের আচার-ব্যবহার আমাদের অনুকরণযোগ্য মনে করেন ?

—কতক অনুকরণযোগ্য বই কি। আবার কতক নয়।

সিপিয়াজিনের ইঙ্গিত উপেক্ষা করেই কলোমিজেফ বলে চল্লো ঃ কথাটা পরিষ্কার হোলো না। আজকে প্রাতে আপনি বড়লোকদের কথা বল্ছিলেন......ইংলণ্ডের জমিদারদের আচরণও নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্য করেছেন।

—না, সে-সুযোগ আমার হয়নি। আমি অন্য সমাজে ছিলুম কিনা। তবে সেখানকার জমিদারদের সম্বন্ধে আমার জান্‌তে বাকী নেই কিছু।

—আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন, ইংলন্ডের জমিদারদের মতো জমিদারশ্রেণী এখানে গড়ে তোলা অসম্ভব? না, ওরূপ শ্রেণী এখানে কাম্য হওয়া উচিত নয় বলেই আপনার ধারণা?

—প্রথমতঃ, ওরূপ জমিদারশ্রেণী গড়ে তোলা এখানে অসম্ভব বলেই আমার ধারণা। দ্বিতীয়তঃ, ও-শ্রেণী এখানে কিছুতেই কাম্য হতে পারে না।

—কিন্তু কেন, স্যর, তা অনুগ্রহ করে বল্‌বেন কি? কলোমিজেফের কথায় এই বিনয়বাহুল্য প্রধানতঃ সিপিয়াজিনকে শান্ত করবার জন্যেই। সিপিয়াজিন চেয়ারে বসে অনবরত উস্‌পিস্‌ কর্‌ছিলেন।

—কারণ, আর বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যেই এখানকার জমিদারী-প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হবে।

—আপনার এরূপ মনে করবার কারণ?

—কারণ ইতিমধ্যে এদেশের জমি গিয়ে পড়বে এমনসব লোকের হাতে, যাদের জন্ম ঠিক বড়লোকগোষ্ঠিতে নয়।

—সে কি বণিকদল?

—খুবই সম্ভব, বণিকদল।

—কিন্তু এমন ওলটপালট হবে কি ক'রে?

—তারা জমি সব কিনে ফেল্‌বে নিশ্চয়ই।

—জমিদারদের কাছ থেকে?

—হাঁ।

কলোমিজেফের মুখে মৃদুহাসি ফুটে উঠ্‌লো। বল্‌লেঃ ঠিক এই ধরণের কথাই আপনি প্রাতে কারখানা সম্পর্কেও বলেছিলেন।

—হাঁ। আর এ সত্যি হবে।

—তা হলে আপনি খুব খুশী হবেন, না?

—না, তা নয়। আমি আগেই বলেছি, জনসাধারণের অবস্থার পরিবর্তন এতে বিশেষ-কিছু হবে না।

কলোমিজেফ হাত উঁচু করে বলে উঠ্‌লোঃ জনসাধারণের জন্যে কী দরদ!

সিপিয়াজিন স্বর উঁচুতে তুলে বলে উঠ্‌লেনঃ ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্‌! আপনার জন্যে বিয়ার এনেছে।

কলোমিজেফ এই চীৎকারে দমে যাবার পাত্র নয়। সে বলতে লাগলোঃ

দেখ্‌ছি, বণিকদের সম্বন্ধে আপনার খুব উঁচু ধারণা নেই। তারা তো জনসাধারণ থেকেই এসেছে।

—হাঁ, তা এসেছে বটে।

—আমি তো মনে করেছিলুম, জনসাধারণ বা তাদের সম্পর্কে সব-কিছুই, আপনার মতে, সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

—মোটেই না। আপনার ভুল হয়েছে। স্বীকার করি জনসাধারণের অনেক ত্রুটি আছে, কিন্তু তাদের সে-সব ত্রুটির জন্যে তারাই শুধু দায়ী নয়। বণিকরাও শোষক, শোষণের জন্যেই তারা মূলধন খাটিয়ে থাকে। ......কিন্তু জনসাধারণ—

কৃত্রিম স্বরে কলোমিজেফ জিজ্ঞেস করলো ঃ কী...জনসাধারণ?

—জন-সাধারণ এখনো ঘুমিয়ে আছে।

—আপনি বোধ হয় তাদের জাগাতে ইচ্ছে করেন?

—তাদের জাগাতে পারলে মন্দ কাজ হবে বলে তো আমার মনে হয় না।

—তাই নাকি? তা হ'লে আপনি—

ব্যাপার সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে বুঝ্‌তে পেরে সিপিয়াজিন অনুনয়ের স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন ঃ থামুন দেখি আপনারা একটু। আমার কথা শুনুন।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ব্যাপার আর অধিকদূর অগ্রসর হতে দেয়া উচিত নয়। তাই তিনি দাঁড়িয়ে উভয়কে সম্বোধন করে একটা লম্বা বক্তৃতাই দিয়ে ফেল্‌লেন। সে-বক্তৃতায় রক্ষণশীল ও উদার-নৈতিক উভয় দলের উচ্চ প্রশংসা করা হোলো। জনসাধারণেরও খুবই প্রশংসা তিনি করলেন, তবে এ-কথাও সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লেন, তাদের ত্রুটিও যথেষ্ট। সরকারের প্রতিও পূর্ণ আনুগত্য তিনি জ্ঞাপন করলেন, তবে সরকারের সব কর্মচারীই যে তাঁদের নির্দিষ্ট কর্তব্য সমাপন করছেন, এ-সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন। সাহিত্যের আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বল্‌লেন যে, বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করলে সাহিত্যও দারুণ অনিষ্টকর হয়ে উঠ্‌তে পারে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্যাপার গুরুতর হয়ে দাঁড়াবার যে-আশঙ্কা দেখা গেছ্‌লো, এরপর তা আর উৎকট হয়ে উঠ্‌তে পারলো না। খোশ্‌গল্পের ভেতর দিয়েই আহারপর্ব সমাপ্ত হোলো।

কোমল প্রশান্ত মৃদুহাসি হেসে ভ্যালেন্টিনা এককাপ কফি সলোমিনের হাতে তুলে দিলেন। কফি পান করে বিদায় নেবার জন্য উঠে

দাঁড়িয়ে সলোমিন টুপি মাথায় দিতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময়ে সিপিয়াজিন তার বাহু আকর্ষণ করে তাকে তাঁর বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন। সলোমিনকে একটা চুরুট 'অফার' করে সিপিয়াজিন তাকে তাঁর কারখানার পরিচালনভার গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। সলোমিন চুরুট গ্রহণ করলেন, কিন্তু কারখানার পরিচালনভারগ্রহণে অস্বীকৃত হলেন। সিপিয়াজিন বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রস্তাবগ্রহণে রাজী হলেন না।

—প্রিয় ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্! এক্ষুনি একেবারে 'না' বল্বেন না; অন্ততঃ এতটুকু বলুন, আগামী কাল পর্যন্ত কথাটা চিন্তা করে দেখ্বেন।

—তাতে কোনো লাভ নেই। আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারবো না।

—তবু একটু ভেবে দেখুন। আপনার যা বল্বার, কালকেই বল্বেন। এতে আপনার তো কোনো ক্ষতি হবে না।

—বেশ।

সিপিয়াজিনের বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসে সলোমিন বিদায় নেবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে নেজ্দানোভ তার কাছে এগিয়ে এলো। কানে কানে বল্লোঃ দোহাই তোমার, এক্ষুনি চলে যেয়োনা। অনেক কথা বল্বার আছে।

সলোমিন টুপি খুলে বসে পড়লো। এমন সময়ে সিপিয়াজিন এসে অনুরোধ জানালেনঃ আজকে রাতটা এখানেই থেকে যান, ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্!

—আচ্ছা।

পঁচিশ

সলোমিনকে দেখ্বার আগে তার সম্বন্ধে মেরিয়ানার যে-ধারণা হয়েছিল, এখন দেখে তার সে-ধারণা বদ্লে গেলো। প্রথম দৃষ্টিতে তাকে ব্যক্তিত্ববর্জিত চরিত্রহীন লোক বলেই তার মনে হয়েছিলো। এই চেহারার লোক সে অনেক দেখেছে, দেখে ঐ ধারণাই তার মনে বদ্ধমূল হয়েছে। কিন্তু সলোমিনকে যতোই সে অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলো, তার কথাবার্তা শুন্লো, তার ধারণা ততোই বদ্লে যেতে লাগ্লো। শেষে তার মনে হোলো, সলোমিন এমন লোক, যাকে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা

যায়। এই শান্ত ভারিক্কি লোকটি যে শুধু মিথ্যাকথা বল্‌তে বা বৃথা আস্ফালন করতে জানে না তা নয়, পাথরের প্রাচীরের মতো সে নির্ভর-যোগ্য লোকও বটে। এ কারুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না, পরন্তু তার সহায়তালাভ যে-কোনো লোকের পক্ষে পরম সৌভাগ্য।

মেরিয়ানার মনে হোলো, শুধু তার নিজের নয়, উপস্থিত সকলেরই বিশ্বাস উদ্রেক করতে পেরেছে এই লোকটি। যে-বিষয় নিয়ে সে এখানে আলাপ-আলোচনা করেছে, তার প্রতি মেরিয়ানার কোনো আকর্ষণ ছিলো না। কিন্তু তার কথা বল্‌বার কায়দা, তার চারদিকে চাইবার ভঙ্গি, তার মৃদুহাসি তাকে বিস্ময়মুগ্ধ করেছিলো।

খুবই স্পষ্টবাদী লোক এই সলোমিন। এইটেই মেরিয়ানার বিশ্বাস উদ্রেক করেছিলো বেশী পরিমাণে। জগতে রাশিয়ানদের মতো মিথ্যা-বাদী জাতি যেমন আর কেউ নেই, তেমনি সত্যকে সম্মান ও সমীহ করে চল্‌তেও রাশিয়ানদের জোড়া নেই। কথাটা কতকটা দুর্বোধ্য মনে হলেও একেবারে প্রতিষ্ঠিত সত্য। তারপর সলোমিন সম্বন্ধে ভ্যাসিলি-নিকোলেভিদ্রের উচ্চধারণাও তাকে মেরিয়ানার চোখে বিশিষ্ট প্রভামণ্ডিত করে তুল্‌লো। ডিনারের সময়ে সে কয়েকবার জিজ্ঞাসু নেত্রে নেজ্‌দা-নোভের সাথে দৃষ্টিবিনিময় করলো, কখন যে সে মনে মনে উভয়ের তুলনা করতে শুরু করে দিয়েছিলো, টেরও পায়নি। নেজ্‌দানোভের মুখখানা সলোমিনের চাইতে অধিকতর সুন্দর সন্দেহ নেই; কিন্তু সে-মুখে অব্যবস্থিতচিত্ততা, অধীরতা, বিরক্তি, এমন কি নৈরাশ্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। সলোমিনের মুখখানা সুন্দর না হ'লেও একটা স্বাধীনচিত্ততা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ছাপ তাতে পরিস্ফুট। মেরিয়ানা ভাব্‌লোঃ এঁর পরামর্শ আমাদের নিতে হবে। ইনি এ-ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করতে পারবেন।

মেরিয়ানাই ডিনারের পরে নেজ্‌দানোভকে তার কাছে পাঠিয়েছিলো।

রাত্রেও ডিনার-টেবিলে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা চল্‌লো। কলোমিজেফকে তখন খুবই বিষণ্ণ দেখা গেলো। অধিক রাত্রে সকলেই নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে চলে গেলো।

সলোমিনকে দেওয়া হয়েছিলো তেতালায় সর্বোৎকৃষ্ট শোবার ঘরটি। শোবার ঘরে যাবার আগে সলোমিন এসে প্রবেশ করলো নেজ্‌দানোভের কামরায়।

তার অনুরোধ রক্ষা করায় নেজ্‌দানোভ সলোমিনকে ধন্যবাদ জানালো। বল্‌লোঃ আমি জানি, এ তোমার পক্ষে কতটা স্বার্থত্যাগের ব্যাপার—

সলোমিন বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লেঃ মোটেই নয়। এতে আবার স্বার্থত্যাগের কি আছে? তা ছাড়া, তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে অসম্মত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

—কেন অসম্ভব?

—কারণ আমি তোমাকে খুবই পছন্দ করে ফেলেছি।

নেজ্‌দানোভ বিস্মিত হোলো, আনন্দিতও হোলো। সলোমিন সস্নেহে তার হাতে চাপ দিলো।

চেয়ারে বসে সলোমিন একটা চুরুট ধরালো। হেলান দিয়ে বসে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে বল্‌লোঃ এখন বলো দেখি ব্যাপার কি?

নেজ্‌দানোভও সলোমিনের সমুখেই আরেকটা চেয়ারে বস্‌লো, তবে চুরুট ধরালো না।

—তুমি জানতে চাইছো ব্যাপার কি...ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এখান থেকে আমি পালিয়ে যেতে চাই।

—পালিয়ে যেতে চাও! মানে? অর্থাৎ এখানকার কাজ ছেড়ে চলে যেতে, এই তো? কিন্তু তাতে তোমায় কেউ বাধা দিতে পারে, এমন তো আমার মনে হয় না।

—কাজ ছেড়ে চলে যাওয়া নয়, একেবারে পালিয়ে যেতে চাই।

—কেন? তারা তোমায় আটকে রাখতে চায়?...ওঃ! সম্ভবতঃ কিছু টাকা আগাম নিয়ে ফেলেছো।...যদি তাই হয়ে থাকে, তবে তোমার মুখের কথা শোনা মাত্রই খুশী হয়ে আমি—

—প্রিয় সলোমিন! তুমি আমার কথা বুঝতে পারোনি। আমার কথার মানে কর্মত্যাগ নয়, একেবারে পলায়ন। তার কারণ আমি একা যাচ্ছিনে।

সলোমিন মাথা উঁচু করে বল্‌লোঃ তোমার সাথে যাচ্ছে কে?

—ডিনার-টেবিলে যে-মেয়েটিকে আজ দেখেছো, সে-ই।

—সেই যাচ্ছে? চমৎকার মেয়েটি কিন্তু! তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো? না, এ-স্থান ভালো লাগে না বলেই পালাবার সংকল্প করেছো?

—আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি।

—ওঃ!

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সলোমিন বল্‌লোঃ মেয়েটি কি এ-বাড়ীর কারুর আত্মীয়া?

—হাঁ। কিন্তু আমাদের মন্ত্রে সে বিশ্বাসী। এর জন্য যে-কোনো কাজ সে করতে প্রস্তুত।

সলোমিন মৃদু হাস্‌লো। বল্‌লোঃ কিন্তু নেজ্‌দানোভ! তুমি নিজে প্রস্তুত আছো তো?

নেজ্‌দানোভ ইষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করলো। বল্‌লোঃ এ-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন? সুযোগ এলেই দেখ্‌তে পাবে।

—আমি তোমায় সন্দেহ করছিনে নেজ্‌দানোভ। এ-কথা তোমায় জিজ্ঞেস করেছি এইজন্য যে, আমার মনে হয় তুমি ছাড়া কেউ এখনো প্রস্তুত হয়নি।

—কেন, মার্কেলোভ?

—হাঁ, মার্কেলোভ বটে। কিন্তু সে প্রস্তুত হয়েই যে জন্ম নিয়েছে।

এই সময়ে কে দ্বারে মৃদু করাঘাত করলো। ভেতর থেকে উত্তরের অপেক্ষা না করেই দরজা খুলে প্রবেশ করলো মেরিয়ানা। সলোমিনের দিকে সে এগিয়ে এলো।

মেরিয়ানা বল্‌তে লাগ্‌লোঃ এতোরাত্রে আমাকে এখানে দেখে নিশ্চয়ই আপনি বিস্মিত হননি, (নেজ্‌দানোভের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে) ও নিশ্চয়ই সব কথা আপনাকে বলেছে। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিন। বিশ্বাস করুন, আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটি সরলমনা বালিকা।

সলোমিন গম্ভীর স্বরে বল্‌লোঃ সে-বিশ্বাস আমার বহু আগেই হয়েছে।

মেরিয়ানা কাছে এলে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলো। আবার সে বল্‌লোঃ আমি ডিনার-টেবিলেই আপনাকে লক্ষ্য করেছি। আপনার নির্মল স্বচ্ছ চোখের চাহনি তখনই আমার দৃষ্টিআকর্ষণ করেছিলো। আপনাদের সব কথাই নেজ্‌দানোভের কাছে শুনেছি। কিন্তু আপনারা কেন পালিয়ে যেতে চান বলুন দেখি?

—কেন? যে-কাজ—আপনি বিস্মিত হবেন না, নেজ্‌দানোভ কোনো কথাই আমায় গোপন করেনি—যে-কাজের প্রতি আমার সহানুভূতি অকৃত্রিম, সেই মহান কাজ শুরু হ'তে যাচ্ছে, আর আমি এই ঘরের কোণে বসে থাকবো, এই মিথ্যা আবেষ্টনের মধ্যে? আমি যাদের ভালোবাসি, তারা বিপদের সম্মুখীন হ'তে যাচ্ছে, আর আমি—

হাতের ইঙ্গিতে তাকে থাম্‌তে বলে সলোমিন বল্‌লোঃ থামুন, বসুন। তুমিও বসো নেজ্‌দানোভ। আসুন, ধীরে-সুস্থে কথাবার্তা

বলা যাক। আমার কথা শুনুন। আপনি যা বল্‌চেন, তা ছাড়া যদি অন্য কোনো কারণ না থাকে, তবে আমি বলি, আপনাদের পালিয়ে যাবার সময় এখনো হয়নি। যতোটা মনে করছেন, ততো শীগ্‌গির কাজ শুরু হচ্ছে না। এ-ব্যাপারে আরো ভাব্‌বার অনেক-কিছু আছে। আমায় বিশ্বাস করুন, 'কাজে' এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে লাভ নেই।

মেরিয়ানা বল্‌লোঃ কিন্তু আমি আর এখানে থাকতে পারছিনে যে। এইতো আজকেই মূর্খ আনা জোহোরোভনা কোলিয়ার সমুখে আমার পিতাকে ইঙ্গিত করে বল্‌লেঃ 'তেতো গাছে মিষ্টি ফল হয় না।' কোলিয়া পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলো, এর মানে কি? ভ্যালেন্টিনার কথা নাই-বা বল্‌লুম।

ঈষৎ হেসে সলোমিন আবার তাকে থামিয়ে দিলো। মেরিয়ানার মনে হোলো, সলোমিনের মুখে যেন বিদ্রূপের হাসি। কিন্তু কারুর মনে আঘাত লাগ্‌তে পারে, তেমন হাসি এ নয়।

সলোমিন বল্‌লোঃ আনা জোহোরোভ্‌নাকে আমি জানিনে, আর তার 'তেতো গাছে মিষ্টি ফলে'র তাৎপর্যই বা কি, তাও আমার অজ্ঞাত। একজন মূর্খ স্ত্রীলোক আপনাকে কি-একটা বাজেকথা বলেছে—আর তা-ই আপনি সহ্য করতে পারছেন না? তা' হলে এই কাজে নেমে আসছেন কী করে? দুনিয়াটাই যে মূর্খে ভরা।...না, আপনার যুক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর কোনো যুক্তি আছে—?

সলোমিনের কথার মাঝখানে নেজ্‌দানোভ্‌ বলে উঠলোঃ আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আগামী কালই সিপিয়াজিন এ-বাড়ী থেকে আমায় তাড়িয়ে দেবে। কেউ নিশ্চয়ই কিছু বলেছে তাকে। আমার প্রতি তার ব্যবহার ...দস্তুরমতো অপমানকর।

নেজ্‌দানোভের দিকে ফিরে সলোমিন বল্‌লোঃ তা যদি হয়, তবে পালাতে চাচ্ছ কেন?

নেজ্‌দানোভ্‌ কি বলবে ভেবে পেলো না। বল্‌লোঃ আমি তোমায় আগেই বলেছি—

নেজ্‌দানোভকে কথা শেষ করতে না দিয়েই মেরিয়ানা বল্‌লোঃ সে নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছে, আমিও তার সাথে যাচ্ছি।

সলোমিন স্থিরদৃষ্টিতে মেরিয়ানাকে চেয়ে দেখলো। তারপর মাথা নেড়ে বল্‌লোঃ তা হলে আমি আবার বলছি, বিপ্লব আসন্ন যদি এই মনে করেই এ-স্থান ত্যাগ করতে চান—

বাধা দিয়ে মেরিয়ানা বল্‌লোঃ ঠিক এইজন্যেই তো আপনাকে

এখানে আনিয়েছি। ব্যাপার কি দাঁড়িয়েছে, তা-ই আমরা জানতে চেয়েছিলুম।

সলোমিন বল্‌লো ঃ আপনাদের পলায়নের যদি এই শুধু কারণ হয়, তবে আমি আবার বল্‌ছি, আরো কিছুদিন এখানে থাক্‌তে পারেন। তবে যদি মনে করেন, এখানে থাকলে মিলনের পক্ষে বাধা হবে, তবে—

—তবে কী?

—তবে আমি আপনাদের সর্বাগ্রে অভিনন্দিত করছি, এবং যদি দরকার হয় সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। আপনাদের উভয়কেই আমি প্রথম দর্শনেই ভাই-বোনের মতো ভালোবেসে ফেলেছি।

মেরিয়ানা ও নেজ্‌দানোভ এসে সলোমিনের ডান ও বাঁ'পাশে দাঁড়ালো এবং উভয়েই তার এক একটি হাত ধরলো।

মেরিয়ানা অনুনয়ের স্বরে বল্‌লো ঃ আমাদের এখন কি করতে হবে বলুন। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে বিপ্লব এখনো বহুদূরে, তবু তো তার প্রাথমিক কাজ শুরু করতে হবে। তা তো আর এই বাড়ীতে, এই পরিবেষ্টনের ভেতর থেকে করা সম্ভব নয়। উভয়ের একত্রে বেরিয়ে পড়তে আমাদের কতো আনন্দ।...কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, তাই শুধু বলে দিন,...যে-কোনো স্থানে আমাদের পাঠিয়ে দিন। পাঠাবেন নিশ্চয়ই, কেমন?

—কোথায়?

—জনসাধারণের মাঝে।

সলোমিন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে মেরিয়ানাকে চেয়ে দেখ্‌লো। বললো ঃ জনসাধারণকে জান্‌তে চান আপনি?

—হাঁ। শুধু জান্‌তে চাইনে, তাদের জন্যে কাজও করতে চাই।

—বেশ। আপনার ইচ্ছে যাতে পূর্ণ হয়, আমি তার চেষ্টা করতে প্রতিশ্রুত হলুম।...নেজ্‌দানোভ! তুমি এঁর সাথে যেতে রাজী আছো তো?

—নিশ্চয়ই।

সলোমিন গম্ভীর স্বরে বল্‌লো ঃ বেশ। কিন্তু কখন তোমরা পালাতে চাও?

—যদি সম্ভব হয়, কালই। মেরিয়ানা বল্‌লো।

—ভালো কথা। কিন্তু কোথায়?

নেজ্‌দানোভ হঠাৎ ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললো ঃ চুপ।...কে যেন বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

সকলেই কিছুক্ষণের জন্য নীরব।

স্বর নীচু করে সলোমিন আবার জিজ্ঞেস করলোঃ কিন্তু কোথায় তোমরা যেতে চাও?

মেরিয়ানা বল্‌লোঃ জানিনে।

সলোমিন নেজ্‌দানোভের দিকে চাইলো, কিন্তু সে শুধু মাথা নাড়লো।

সলোমিন হাত বাড়িয়ে বাতিটা সরিয়ে রাখ্‌লো। পরে বল্‌লোঃ তোমাদের আমি আপন ভাইবোনের মতোই মনে করি। আমি বলি কি—আমার কারখানায়ই তোমরা চলে এসো। স্থানটা খুব ভালো নয় অবিশ্যি, কিন্তু নিরাপদ। তোমাদের আমি লুকিয়ে রাখবো। কেউ তোমাদের খুঁজে পাবে না। সেখানে গেলে কিছুতেই আমরা তোমাদের পরিত্যাগ করবো না। সেখানে অনেক লোকের ভিড় বলে তোমরা মনে করতে পার, লুকিয়ে থাকার সুবিধে সেখানে কি ক'রে হ'তে পারে? কিন্তু সেইটেই যে মস্ত সুবিধে। যেখানে বেশী লোকের ভিড়, সেইখানেই থাকা সহজ। যাবে তোমরা?

নেজ্‌দানোভ সোল্লাসে চীৎকার করে বলে উঠ্‌লোঃ তোমায় ধন্যবাদ জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে।

মেরিয়ানা প্রথমতঃ কারখানায় বাসের কল্পনায় কতকটা বিব্রত হ'য়ে পড়লেও তাড়াতাড়ি বল্‌লোঃ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু সেখানে আমাদের বেশীদিন রাখ্‌বেন না, কেমন? অন্যত্র 'কাজে' পাঠিয়ে দিবেন, নয় কি?

—তা শুধু তোমাদের নিজেদের ওপর নির্ভর করে...তোমরা যদি বিয়ে করতে চাও, তারও ব্যবস্থা কারখানায় করা যেতে পারবে। কাছেই আমার এক দূর-সম্পর্কের ভাই থাকে, সে পুরোহিত; আমার সাথে তার খুব ভাব। সানন্দে সে তোমাদের বিয়ে দিয়ে দেবে।

মেরিয়ানার মুখে সলজ্জ মৃদুহাসি ফুটে উঠলো। নেজ্‌দানোভ খুশী হ'য়ে সলোমিনের হাতে চাপ দিলো।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে নেজ্‌দানোভ বল্‌লোঃ কিন্তু তোমার মনিব, কারখানার মালীক কি এতে অসন্তুষ্ট হবে না?

নেজ্‌দানোভের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে সলোমিন বল্‌লোঃ আমার জন্য ভাববার তোমার প্রয়োজন নেই। কারখানার কাজ ভালো চল্‌লেই আমার মনিব সন্তুষ্ট। তোমাদের চিন্তার কোনই কারণ নেই।

কারখানার শ্রমিকদেরও তোমাদের ভয় করতে হবে না। শুধু জানাও কখন তোমরা যাবে।

নেজ্‌দানোভ ও মেরিয়ানা উভয়েই দৃষ্টিবিনিময় করলো। বল্‌লো: আগামী পরশু সকালে বা তার পর দিন। এর চাইতে বেশী দেরী হবে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে সলোমিন বল্‌লো: বেশ। আমি প্রতিদিন সকালে তোমাদের আগমন-প্রতীক্ষা করবো। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে অন্য কোথাও যাবো না। সব রকম সাবধানতাই অবলম্বন করা হবে।

মেরিয়ানা দ্বারের দিকে অগ্রসর হোলো। গুড্‌বাই ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্‌! গুড্‌বাই নেজ্‌দানোভ! ব'লে চলে গেলো।

সলোমিন আরো কিছুক্ষণ সেখানে নীরবে বসে রইলো। অবশেষে সে বললো: নেজ্‌দানোভ! মেয়েটি সম্বন্ধে সবকথা আমায় বলো, যা জানো সব। তার জীবন কি ভাবে কাটছে? কে সে? আর এখানেই বা সে কেন?

নেজ্‌দানোভ সংক্ষেপে মেরিয়ানা সম্বন্ধে সবকথা সলোমিনকে জানালো।

সব কথা শুনে সলোমিন বললো: নেজ্‌দানোভ! এর যত্ন নেওয়া সম্বন্ধে তোমায় বিশেষ সাবধান হ'তে হবে। গুড্‌বাই!

সলোমিন বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলো।

মেরিয়ানা নিজ কক্ষে এসে টেবিলের উপর এক টুকরো কাগজ দেখতে পেলো। তাতে লেখা ছিলো: "তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। ধ্বংসের পথে তুমি এগিয়ে চলেছো। নিজে একবার ভেবে দেখো, চোখ বুঁজে কোন্‌ অন্ধকারের দিকে তুমি ছুটে চলেছো, কার জন্যে এবং কী জন্যে।—ভ্যালেন্টিনা।"

মেরিয়ানা এর নীচেই তৎক্ষণাৎ লিখলো: "আমার জন্যে দুঃখিত হওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমাদের উভয়ের মধ্যে কে বেশী কৃপার পাত্র, তা বিধাতাই জানেন। আমি শুধু এইটুকু জানি, পৃথিবীর বিনিময়েও আপনার অবস্থায় আমি যেতে চাইতুম না।—মেরিয়ানা।"

পরদিন সকালে নেজ্‌দানোভের সাথে দেখা করে এবং সিপিয়াজিনকে তাঁর কারখানার ভারগ্রহণ সম্বন্ধে শেষ অসম্মতি জানিয়ে সলোমিন চলে গেলো। সারা রাস্তা সে নানাকথা ভাবতে ভাবতে গেলো। কেবলি তার মেরিয়ানা ও নেজ্‌দানোভের কথা মনে পড়ছিলো। বিশেষ করে, মেরিয়ানার মুখখানা তার মনের আনাচে কানাচে কেবলি যেন উঁকি

মারতে লাগলো। অবশেষে কারখানার কাছে যখন তার গাড়ী এসে প্রায় পেঁাচেছে, সে হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে বলে উঠলোঃ দূর হোকগে ছাই। এ-সব কী আমি চিন্তা করছি? অপরের ভাবী-স্ত্রী সম্বন্ধে এ-সব ভাবছি কেন? সব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সে ঠিক হয়ে বসলো। এই সময়ে গাড়ী কারখানার প্রাঙ্গণে ঢুকলো। অদূরে তার বিশ্বস্ত অনুচর প্যাভেলকে দেখা গেলো।

ছাব্বিশ

সলোমিনের অসম্মতিতে সিপিয়াজিন এতোটা আহত হয়েছিলেন যে, তিনি মনের ওপর চোখ ঠেরে ভাবতে চেষ্টা করলেনঃ সলোমিন মোটেই ভালো ইঞ্জিনীয়ার নয়। মনের এরূপ উত্তেজিত অবস্থায় নেজ্‌দানোভের সাথে তাঁর ব্যবহার অধিকতর কঠোর হয়ে উঠবে, তা মোটেই বিচিত্র নয়। তিনি কোলিয়াকে বলে দিলেন, সে-দিন তার পড়তে যাবার প্রয়োজন নেই। তবে তিনি নেজ্‌দানোভকে বরখাস্ত করলেন না, তার প্রতি আপাততঃ উপেক্ষা দেখানোই যথেষ্ট মনে করলেন। কিন্তু ভ্যালেন্টিনা মেরিয়ানাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাদের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে গেলো।

ডিনারের ঘণ্টা দুই আগে ড্রয়িং-রুমে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই যেন তাদের দেখা হয়ে গেলো। উভয়েরই মনে হোলো, অনিবার্য সংগ্রাম-কাল এসে গেছে। মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করে উভয়েই উভয়ের দিকে এগুতে লাগলো। ভ্যালেন্টিনার মুখে ছিলো মৃদুহাসি, মেরিয়ানার ওষ্ঠাধর দৃঢ়-সংবদ্ধ, কিন্তু উভয়ই ম্লানমুখ। ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে করতে ভ্যালেন্টিনা অস্বচ্ছন্দভাবে চারদিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করলেন। মেরিয়ানার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো ভ্যালেন্টিনার হাসিমুখের ওপর। ভ্যালেন্টিনাই প্রথমে পায়চারি থামিয়ে একটা চেয়ারের উপর আঙুল স্পর্শ করে সহজ স্বরে বললেনঃ মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্‌না! দেখছি, একই ছাদের নীচে বাস করে আমরা চিঠিপত্রে ভাবের আদান-প্রদান করছি। ব্যাপারটা বেশ একটুখানি উদ্ভট নয় কি? তুমি জানো, এ-শ্রেণীর ব্যাপার আমার মোটেই পছন্দসই নয়।

—চিঠি লেখালেখি আমি প্রথম শুরু করিনি, ভ্যালেন্টিনা মিহেলোভ্‌না!

—তা ঠিক। সে-দোষ আমারই। এ-ছাড়া কিন্তু তোমার মনো-

যোগ আকর্ষণের অন্য কোনো উপায়ও আমি খুঁজে পাইনি।...মনোযোগ মানে...

—সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই। সোজা কথায়ই বলুন না।

—মনোযোগ...কি বলবো? নৈতিক সম্ভ্রমের প্রতি মনোযোগ।

ভ্যালেন্টিনা নীরব হলেন।

মেরিয়ানা কিছুক্ষণ নীরব থেকে জিজ্ঞেস করলো: কোন্‌দিক থেকে নৈতিক সম্ভ্রমের সীমা আমি লঙ্ঘন করেছি?

ভ্যালেন্টিনা কাঁধ কুঞ্চিত করে বললেন: যা বলেছি তা বুঝতে পেরেছো বলেই আমি মনে করি। তুমি কি মনে করো, তোমার ব্যবহার আমার নিকট, কিংবা আনা জোহরোভ্‌না বা বাড়ীর আর সকলের কাছে এখনো গোপন রয়ে গেছে? যা'ক, আমি বলতে বাধ্য, ব্যাপারটা তুমি গোপন রাখতে বিশেষ চেষ্টাও করোনি; বাহ্‌বা লাভই যেন তোমার ছিলো আসল লক্ষ্য।...একমাত্র বোরিস এণ্ড্রিভিচ্‌ (সিপিয়াজিন) ছাড়া আব সবাই জানে।

মেরিয়ানার মুখ অধিকতর পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেলো। বললো: আরো স্পষ্ট করে বলুন। আপনার অসন্তোষের কারণটা কি?

—মেরিয়ানা! সত্যিই আমার অসন্তোষের কারণ জানতে চাও? বলছি শোনো। জন্ম, শিক্ষা, সামাজিক পরিবেষ্টনের দিক দিয়ে তোমার চাইতে অনেক নীচে এমন যুবকের সাথে তোমার ঘন ঘন দীর্ঘক্ষণস্থায়ী দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে, এ আমি পছন্দ করিনে।...না, এ মোলায়েম মন্তব্যই যথেষ্ট নয়, এই যুবকের ঘরে তোমার গভীর রাতের অভিসারে আমি দস্তুরমতো স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আর এ-অভিসারের স্থান কোথায়? না, আমারই ছাদের নীচে। সম্ভবতঃ তোমার কাছে এ মোটেই দোষাবহ নয়। এও হয়তো মনে করো যে, এ-ব্যাপারে আমার মাথা ঘামানোর কিছু নেই, কথাটি না বলে এ-সব আমার হজম করে যাওয়া উচিত এবং তোমার এই লজ্জাকর আচরণ ঢেকে রাখা কর্তব্য। কিন্তু একজন ভদ্রমহিলা হিসেবে এইশ্রেণীর ব্যাপারে আমি ক্ষুব্ধ ও স্তম্ভিত না হয়ে পারিনে।

প্রচণ্ড ঘৃণার ভাব দেখিয়ে ভ্যালেন্টিনা একটা আরাম-কেদারায় বসে পড়লেন। মেরিয়ানা এই প্রথমবার হেসে ফেললো। বললো: আপনার আর আপনার বংশের অভ্রভেদী মর্যাদা ও সম্মান সম্বন্ধে আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। এ আমি খুব সরল মনেই বলছি। কিন্তু এই ঘৃণার অভিনয় নিষ্প্রয়োজন। আপনার ঘরের উপর কোনো কলঙ্কই

আমি আনিনি। যে তরুণ যুবকের কথা আপনি উল্লেখ করলেন...হাঁ, তাকে আমি ভালোবাসি।

—তুমি নেজ্‌দানোভকে ভালোবাসো?

—হাঁ, বাসি।

ভ্যালেন্টিনা সোজা হয়ে চেয়ারে বসলেন। বললেন: কিন্তু মেরিয়ানা! সে ছাত্র মাত্র, জন্ম বা বংশ-গৌরব তার কিছুমাত্র নেই। তা'ছাড়া সে তোমার চাইতেও বয়সে ছোট। (কথাটায় ঈর্ষা-মিশ্রিত আনন্দের ভাব ফুটে উঠলো) কি লাভ হবে এতে? কী পেলে তুমি তার মাঝে? সে একজন শূন্যমস্তিষ্ক বালক বই তো নয়!

—কিন্তু তার সম্বন্ধে এ-মত আপনার বরাবর ছিলো না, ভ্যালেন্টিনা মিহেলোভ্‌না!

—আমার কথা বাদই দাও না ছাই। ব্যাপারটা নেহাৎ তোমার আর তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই। কথাটা একটু ভেবে দেখো এ-মিলন তোমার পক্ষে কেমন হবে।

—আমায় স্বীকার করতে হচ্ছে, ভ্যালেন্টিনা মিহেলোভ্‌না, যে, ব্যাপারটা সেদিক থেকে আমি এখনো ভেবে দেখিনি।

—কি? কি বলছো? যে-লোককে ভালোবেসে ফেলেছো, তাকে বিয়ে করবার কথাও তোমার মনে উদয় হয়নি?

—না...আমি অতদূর চিন্তা করিনি।

—এ-চিন্তা করোনি? পাগল হয়েছো তুমি?

মেরিয়ানা সমুখের দিকে চেয়ে বললো: এ-আলোচনা এখন থাক। কোন মীমাংসাতেই পেঁছুতে পারা যাবে না। আমরা পরস্পরকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবো না।

ভ্যালেন্টিনা সচকিত হয়ে বলে উঠলেন: না, তা হবে না। এ-আলোচনা বন্ধ করা যেতে পারে না। এ গুরুতর ব্যাপার।...তোমার কাজের জন্য শেষ পর্যন্ত সকলে আমাকেই দায়ী করবে। এমন পাগ্‌লামির কথা শুনে আমি চুপ করে থাকতে পারিনে।...কিন্তু কেন আমি তোমায় বুঝতে পারবো না, বলো দেখি। অসহ্য স্পর্ধা আজকালকার তরুণ-তরুণীদের।...আমি বলছি, তোমায় আমি ভালো করেই বুঝতে পেরেছি। ...বেশ বুঝেছি, ঐ-সমস্ত বিদ্রোহাত্মক নতুন চিন্তা তোমার মনেও সংক্রমিত হয়েছে। এর ফলে তোমার সর্বনাশ হবে।

—তা হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমাদের সর্বনাশই যদি হয়, তবু আপনার সাহায্যপ্রার্থী কখনো আমরা হবো না।

আবার সেই অহঙ্কার! সেই বিশ্রী স্পর্ধা! ভ্যালেন্টিনা অকস্মাৎ স্বর পরিবর্তন করে বললেনঃ শোনো মেরিয়ানা! আমি এখনো ততো বুড়োও হইনি বা তেমন মূর্খও নই যে, আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারবো না। যখন ছিল আমার বালিকা-বয়েস, আমিও তখন তোমার চাইতে কম প্রজাতন্ত্রী ছিলুম না। শোনো, তোমার প্রতি আমার মাতার স্নেহ কখনো ছিল, এ-ভান আমি করিনে।...সে-সম্বন্ধে তোমার কোনো অভি-যোগও নেই।...কিন্তু সব সময়েই আমি মনে করেছি এবং এখনো মনে করি, তোমার প্রতি আমার কর্তব্য আছে, আর তা আমি যথাসাধ্য পালন করতেও চেষ্টা করেছি। তোমার যে-বিয়ে আমি মনে মনে ঠিক করে-ছিলুম—যার জন্যে আমি ও বোরিস যে-কোনো স্বার্থত্যাগ করতে পারতুম —তোমার হয়তো তা মনঃপূত না হ'তে পারে, কিন্তু তা আমি মনে-প্রাণে...

মেরিয়ানা বাধা দিয়ে বললোঃ এ-কে আপনি ভালো বলতে চাচ্ছেন? আপনার সেই অসভ্য হৃদয়হীন বন্ধু কলোমিজেফকে বরণ করে নেওয়াকে আপনি যোগ্য বিয়ে বলছেন?

—হাঁ, মেরিয়ানা! হাঁ, আমি সেই শিক্ষিত ভদ্র যুবক কলোমিজেফের কথাই বলছিলুম। সে তার বিবাহিত স্ত্রীকে নিশ্চয়ই খুশী করতে পারতো। পাগল মেয়েলোক ছাড়া কেউ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।...হাঁ, পাগল মেয়েলোক।

—তা কি করবো? তা' হলে সম্ভবত আমি পাগল।

—তার বিরুদ্ধে গুরুতর কিছু বলবার আছে তোমার?

—না, তেমন-কিছু নেই। শুধু তাকে আমি ঘৃণা করি।

ভ্যালেন্টিনা অসহিষ্ণুভাবে মাথা নেড়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। যা'ক ও-সব কথা। তাহলে তুমি নেজ্‌দানোভকে ভালোবাসো?

বল্‌লেনঃ

—হাঁ।

—তার সাথে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করবে না?

—না।

—যদি আমি নিষেধ করি।

—আমি মানবো না।

ভ্যালেন্টিনা সবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেনঃ কী! আমার নিষেধ মানবে না?...আর এ-কথা বলছে একটি বালিকা, যে

আমার কাছে সব সময়ে অনুগ্রহই পেয়ে এসেছে, যাকে আমি শৈশব থেকে লালন-পালন করেছি !...এ-কথা বলছে কিনা...বলছে কিনা—

মেরিয়ানা তীব্রস্বরে বলে উঠলো : বলছে কিনা একজন লাঞ্ছিত অপমানিত পিতার মেয়ে। বলে যান, বলে যান।

বেশ, তাই। কিন্তু এতে গর্বের বিষয় কিছু নেই। যে-বালিকা আমারি খরচে লালিত-পালিত—

—ও-কথা বলবেন না, ভ্যালেন্টিনা মিহেলোভ্না ! কোলিয়ার জন্য ফরাসী গবর্নেস রাখতে হ'লে বেশী খরচ হোতো আপনার।...কোলিয়াকে তো আমিই ফ্রেঞ্চ পড়াই।

ভ্যালেন্টিনা একখানা সুগন্ধি রুমাল মুখের সুমুখে নেড়ে কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু মেরিয়ানা উত্তেজিত স্বরে বলেই চললো : ঐ সব তুচ্ছ উপকার ও স্বার্থত্যাগের কথা জাহির না করেও আপনি বলতে পারতেন, শত সহস্রবার বলতে পারতেন : 'যে-বালিকাকে আমি ভালোবাসি।' কিন্তু এতোটা মিথ্যাকথা আপনার মুখে জোগায়নি।...আপনি সব সময়ই আমায় ঘৃণা করে এসেছেন এবং এখনো অন্তরে অন্তরে আপনি সুখী যে, আমার মাথার উপর কলঙ্কের পসরা নেমে আসছে। আপনি একটুখানি ক্ষুব্ধ হয়েছেন শুধু এইজন্যে যে, এই কলঙ্কের কতকটা আপনাদের এই সম্ভ্রান্ত ঘরের উপরেও পড়বে।

ভ্যালেন্টিনা মৃদুস্বরে বলে উঠলেন : তুমি আমায় অপমান করছো। এখন দয়া করে এ-ঘর ছেড়ে চলে যাও।

কিন্তু মেরিয়ানা নিজেকে সংযত করতে পারলো না। সে বলেই চললো : আপনি বলেছেন, আপনার বাড়ীর সকলেই—আনা জোহরোভ্না প্রভৃতি—আমার নিন্দনীয় আচরণের কথা জানে এবং সকলেই নাকি এজন্য ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত।...কিন্তু জিজ্ঞেস করছি, এজন্য কি আমি আপনাদের কারুর কাছে কোনো অভিযোগ জানিয়েছি ? আপনাদের ভালো ধারণাকে আমি এতোটুকু গ্রাহ্য করি, এই কি আপনি মনে করেন ? আপনাদের অনুগ্রহের অন্ন আমার মিষ্টি লাগে, এই কি আপনার ধারণা ? এর চাইতে যে চরম দারিদ্র্য-বরণও ঢের ভালো। আপনাদের সাথে আমার দুস্তর সাগরের ব্যবধান। আপনি বুদ্ধিমতী, নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছেন। আপনি আমায় ঘৃণা করেন, এর বিনিময়ে আমার কাছ থেকে কী আশা করেন ?

ভ্যালেন্টিনা বললেন : থামো, থামো। যথেষ্ট হয়েছে।

মেরিয়ানা দোরের দিকে যেতে যেতে বললেঃ জানবেন, আপনার চাইতে অনেক—অনেকগুণে আমি সৎ। গুডবাই!

মেরিয়ানা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ভ্যালেন্টিনা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর কাঁদতে ইচ্ছে হোলো, কিন্তু বুঝতে পারলেন না কি জন্যে কাঁদবেন। চোখের জল তো আর তাঁর হুকুমে আসবে না।

অগত্যা তিনি পকেট-রুমাল দিয়ে হাওয়া খেতে লাগলেন; কিন্তু রুমালের তীব্র গন্ধে তাঁর স্নায়ু অধিকতর উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। এমন অপমানিত তিনি কখনো হননি। মেরিয়ানা যা বলে গেলো, তার ভেতরে কিছু সত্য যে আছে, তা তিনি অন্তরের অন্তরে অস্বীকার করতে পারলেন না। মনে মনে বলতে লাগলেনঃ সত্যি আমি এতো খারাপ? সত্যি আমি এতো খারাপ? সমুখে বিলম্বিত আয়নার দিকে তাঁর নজর পড়লো। তাতে প্রতিফলিত হোলো তাঁর সুন্দর মুখ—ঈষৎ উত্তেজিত, কিন্তু তবু সুন্দর। আর তাঁর অপূর্ব মখমল-কোমল চোখ দু'টি। ভাবলেনঃ আমি? আমি খারাপ...এই চোখ নিয়েও?

ঠিক এই সময় তাঁর স্বামী এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। ভ্যালেন্টিনা রুমালে মুখ ঢেকে ঘুরে বসলেন। সিপিয়াজিন ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেনঃ কি হয়েছে ভ্যালিয়া?

ভ্যালেন্টিনা প্রথমত জানালেন যে, কিছুই হয়নি। কিন্তু পরে মনোরম ভঙ্গিতে চেয়ার ঘুরিয়ে তিনি স্বামীর কণ্ঠলগ্না হয়ে সব কথা খুলে বললেন। তিনি অবিশ্যি সবকথা এমনভাবে বললেন যেন মেরিয়ানার কোনো দোষ নেই, সব দোষ তার তরুণ বয়সের, তার বাল্য-শিক্ষার। শেষে বললেনঃ যদি একটি মেয়ে আমার থাকতো, তবে এমন ঘটনা ঘটতে পারতো না। তাকে আমি অন্যভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করতুম।

সিপিয়াজিন সহানুভূতির সাথে সব কথা শুনলেন, কিন্তু তাঁর মুখে ফুটে উঠলো একটা ভীষণ কঠোরতা। স্ত্রীকে তিনি আলিঙ্গন করে তার কপালে চুমু দিয়ে বললেনঃ বাড়ীর কর্তা হিসেবে এখন যা করা উচিত, আমি তাই করবো।

তিনি চলে গেলেন। তাঁর গমনভঙ্গিতে ফুটে উঠলো সেই দৃঢ়তা, অপ্রীতিকর কিন্তু অত্যাবশ্যক কর্তব্যপালনে যা শুধু দরকার নয়, অপরিহার্য।

ডিনার শেষ হোলে আটটার সময়ে নেজ্‌দানোভ তার বন্ধু সিলিনের কাছে চিঠি লিখতে বসলো। চিঠিতে সে লিখলো ঃ

"প্রিয় ভ্লাদিমির! জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এই চিঠি তোমায় লিখছি। আমি এই বাড়ীর চাকুরি থেকে বিতাড়িত হয়েছি, তাই অন্যত্র চলে যাচ্ছি। এ এমন-কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়। কিন্তু আমি একা যাচ্ছিনে। যে-মেয়েটির কথা চিঠিতে তোমায় ইতিপূর্বে জানিয়েছি, সে-ও আমার সাথে যাচ্ছে। ভাগ্যসূত্র আমাদের একই দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ঐক্য, তা'ছাড়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালোবাসা আমাদের এক সোনালী বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে। হাঁ, আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, এ-কথা আর অস্বীকার করছিনে। একে ছাড়া আর কাউকে আমি ভালোবাসতে পারতুম, এ আমার মনেই হয় না। কিন্তু সত্য বলতে কি, এ-ব্যাপারে কেমন-যেন একটা অজানা ভয়ে আমি অভিভূত হ'য়ে পড়েছি, হৃদয় আমার কেমন এক প্রকার সন্দেহ-দোলায় দুলছে।... আমাদের সমুখে মসিকৃষ্ণ অন্ধকার যেন মুখ ব্যাদান করে আছে, আর সেই অন্ধকারেই যেন আমরা ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি, গিয়ে কি করবো, তা জানবার প্রয়োজন নেই। মেরিয়ানা আর আমি আত্ম-সুখ-সন্ধানী বা অহেতুক আনন্দ-প্রত্যাশী নই। উভয়ে একত্রে পাশে দাঁড়িয়ে আমরা আসন্ন সংগ্রামে নামতে চাই। লক্ষ্য আমাদের সুস্পষ্ট। কিন্তু কোন্ পথে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো যাবে, তা ঠিক জানিনে। কোনোরকম সাহায্য ও সহানুভূতি না পেলে কি করে আমরা কাজ করবার সুযোগ পাবো? মেরিয়ানা চমৎকার মেয়ে। এ-সংগ্রামে যদি আমাদের মৃত্যুও হয়, তবুও আপসোস নেই, কিংবা মেরিয়ানাকে সংগে নিয়ে যাচ্ছি বলে আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। কারণ মেরিয়ানার অন্য ধরণের জীবন এখন আর সম্ভব নয়। কিন্তু ভ্লাডিমির! বন্ধু! আমার যে কিছুই ভালো লাগছে না।...আমি সন্দেহ-দোলায় দুলছি... মেরিয়ানার প্রতি সন্দেহে নয়, কিন্তু কী তা নিজেই বুঝতে পারছিনে। আর পেছনে ফেরবারও উপায় নেই...বড্ডো দেরী হ'য়ে গেছে। বড্ডো দেরী হ'য়ে গেছে।...দূর থেকে আমাদের দিকে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও বন্ধু! হে আমাদের অপরিচিত প্রিয়তম রুশিয়ার জনসাধারণ! আমাদিগকে তোমাদের মাঝে স্থান দাও। আমাদের উপর প্রসন্ন হও। তোমাদের কাছে কি পাবার আশা করতে পারি, তা আমাদের জানিয়ে দাও।...গুডবাই, ভ্লাডিমির! গুডবাই!"

চিঠি শেষ করে নেজ্‌দানোভ গ্রামের দিকে চলে গেলো।

পরদিন রাত্রিশেষে সিপিয়াজিনের বাগানের অদূরে 'বার্চ'-কুঞ্জের বহির্প্রান্তে দাঁড়িয়ে নেজ্‌দানোভ কার যেন অপেক্ষা করছিলো। পেছনে কিছুদূরে একটি ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে, গাড়ীর চালক কৃষকটি ভেতরে খড়ের স্তূপের উপর শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিলো। নেজ্‌দানোভ সাগ্রহে পুনঃ পুনঃ রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিলো। স্তব্ধ ধূসর রাত্রি যেন চারদিকে গা এলিয়ে শুয়েছিলো। আকাশে ছোট ছোট তারাগুলো তখনো একে অন্যের চাইতে উজ্জলতর হ'য়ে জ্বলে ওঠার প্রতিযোগিতা করছিলো। পূর্বদিকে মেঘের প্রান্তে প্রান্তে প্রভাতের অস্পষ্ট আভাস চিক্‌মিক্‌ করে উঠছিলো। নেজ্‌দানোভ অকস্মাৎ আনন্দে শিউরে উঠলো। নিকটেই একটা শব্দ—দোর খোলার শব্দ—শুনে সে কান খাড়া করলো। শাল-মণ্ডিত একটি মেয়েলি মূর্তি ধীরপদে—যেন পা টিপে টিপে—রাস্তায় এগিয়ে এলো। নেজ্‌দানোভ তার দিকে ধেয়ে গেলো।

মৃদুস্বরে সে জিজ্ঞেস করলোঃ মেরিয়ানা নাকি?

—হাঁ, আমি। শালের ভেতর থেকে মৃদু কোমল স্বরে উত্তর বেরুলো।

নেজ্‌দানোভ তার বাহু আকর্ষণ করে বললোঃ এই দিকে, আমার সাথে এসো।

মেরিয়ানা কেঁপে উঠলো...শীতের জন্যেই হয়তো। নেজ্‌দানোভ তাকে গাড়ীর কাছে নিয়ে গিয়ে কৃষকটাকে জাগালো। কৃষক লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি কোচবাক্সে গিয়ে আসনগ্রহণ করলো। গাড়ীর আসনের উপর একটা কাপড় বিছিয়ে দিয়ে নেজ্‌দানোভ মেরিয়ানাকে তার উপরে বসালো, একটা কম্বল দিয়ে সে মেরিয়ানার পা ঢেকে দিলো। পরে কৃষককে গাড়ী চালাতে আদেশ দিলো। কৃষক ঘোড়ার লাগাম ধরে টান্‌তেই গাড়ী অগ্রসর হোলো। পাশে বসে পড়ে নেজ্‌দানোভ মেরিয়ানার একখানা হাত টেনে নিলো। নেজ্‌দানোভের দিকে হাসি-মুখ ফিরিয়ে মেরিয়ানা বলে উঠলোঃ আহ্‌! বাতাস কী মধুর, এলিওশা! কী চমৎকার!

কৃষক বলে উঠলোঃ হাঁ, কিন্তু শিশির পড়ছে।

সত্যি শিশিরে পথঘাট একেবারে সাদা হ'য়ে গেছলো। মেরিয়ানা শীতে আবার কেঁপে উঠলো। বললোঃ উঃ, কী শীত! কিন্তু আমরা আজ স্বাধীন, এলিওশা, আজ আমরা মুক্ত।

তার স্বরে যেন আনন্দ উপচে পড়ছিলো।

মহিলা-সাথে গাড়ীতে উপবিষ্ট এক ভদ্রলোক তার খোঁজ করছে, এ-সংবাদ পেয়েই সলোমিন দ্রুতপদে কারখানার দ্বারদেশে ছুটে গেলো। অতিথিদের প্রতি কোনোরূপ সম্ভাষণ না জানিয়ে, তাদের উদ্দেশে শুধু কয়েকবার মাথা নেড়ে, সে গাড়োয়ানকে গাড়ী নিয়ে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে বললো। তার ক্ষুদ্র ঘরটির সামনে যখন পৌঁছুলো, সে গাড়ী থামিয়ে মেরিয়ানাকে হাত ধরে নামালো। নেজ্‌দানোভ পরে গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো। এক সরু অন্ধকার গলিপথে সলোমিন তাদের নিয়ে চললো। বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে যে ক্ষুদ্র সিঁড়ি ছিলো, সেই সিঁড়ি বেয়ে তা'রা তিনতলায় উঠলো। সলোমিন দরজা খুলে একটি ক্ষুদ্র কামরায় প্রবেশ করলো। কামরাটি বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন, আর দু'টি জানালা-যুক্ত।

সলোমিন তার স্বাভাবিক প্রশান্ত হাসি হেসে বললোঃ তোমরা এসেছো, আমি বড্ডো খুশী হ'য়েছি।...এই তোমাদের ঘর। এটা তোমার আর ওটা তাঁর। এমন-কিছু সুন্দর ঘর নয়। তা না হোক, বাস করবার পক্ষে অনুপযোগী নয়, আর এখানে কেউ তোমাদের দেখতে আসছে না। ঐ জানালার নীচে একটা বাগান—আমার মনীব বলেন ফুলের বাগান, কিন্তু আমার মতে ওটাকে পাকঘর-সংলগ্ন প্রাঙ্গণ বলাই সঙ্গত। এই বাগান বনাম প্রাঙ্গণটা ডানদিকে দেয়াল পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। এর ডানদিকে আর বামদিকে গুল্মের বেড়া। বেশ নিরালা স্থানটি। যাক্ এ-সব কথা। আছো কেমন তোমরা?

সলোমিন উভয়ের সাথে করমর্দন করলো। নেজ্‌দানোভ ও মেরিয়ানা উভয়েই নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়েছিলো—কতকটা অভিভূতের মতো।

সলোমিন জিজ্ঞেস করলোঃ তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমাদের জিনিসপত্র কোথায়?

মেরিয়ানা তার ক্ষুদ্র পুঁটুলিটি উঁচু করে ধরে বললোঃ এই আমার জিনিসপত্র।

নেজ্‌দানোভ বললোঃ আমার বাক্স ও ব্যাগটি গাড়ীতে ফেলে এসেছি। এক্ষুনি নিয়ে আসছি—

সলোমিন বললোঃ থামো, তোমার ব্যস্ত হ'তে হবে না। পরে দরজা খুলে অন্ধকার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলোঃ প্যাভেল! গাড়ী থেকে এদের জিনিসপত্র নিয়ে এসো।

প্যাভেলের উত্তর শোনা গেলোঃ এই এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

মেরিয়ানা ততোক্ষণে শাল ছেড়ে জামার বোতাম খুলছিলো। সলোমিন ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলোঃ কোনরূপ গোলমাল হয়নি তো?

মেরিয়ানা বললোঃ না, কোন গোলমাল হয়নি...কেউ আমাদের আসতে দেখেনি। আমি ম্যাডাম সিপিয়াজিনের নামে (ভ্যালেন্টিনাকে) একখানা চিঠি লিখে রেখে এসেছি। ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্! আমি সঙ্গে কাপড়-চোপড় আনিনি, কারণ আপনি আমাদের পাঠাচ্ছেন... (মেরিয়ানা এখানে জনসাধারণের কথা উল্লেখ করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তা বলতে ইতস্তত করতে লাগলো) কাজেই ও-সব কাপড়ের দরকার নেই তো। তবে দরকারী জিনিস কেনবার মতো অর্থ আমার কাছে আছে।

—আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে'খন। ব'লে প্যাভেলের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললো (প্যাভেল ইতিমধ্যেই গাড়ী থেকে নেজ্‌দানোভের জিনিসপত্র নিয়ে কামরায় প্রবেশ করেছিলো)ঃ এই-ই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তোমরা একে আমার মতোই বিশ্বাস করতে পারো। পরে প্যাভেলকে লক্ষ্য করে অপেক্ষাকৃত নীচু স্বরে বললো ঃ তাতিয়ানাকে চা তৈরী করে নিয়ে আসবার কথা বলেছো?

প্যাভেল বললোঃ হাঁ, ও-সব নিয়ে সে এলো বলে।

সলোমিন নেজ্‌দানোভ ও মেরিয়ানাকে বললোঃ তাতিয়ানা হচ্ছে প্যাভেলের স্ত্রী। সেও তার স্বামীর মতোই বিশ্বাসী। (মেরিয়ানাকে লক্ষ্য ক'রে) যে-পর্যন্ত না আপনি এখানকার অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন, ততোদিন সে-ই আপনার দেখাশুনো করবে।

মেরিয়ানা জামা খুলে ঘরের কোণে চামড়ায়-মোড়া একটা কোচের উপর ছুড়ে ফেলে দিলো। বললোঃ ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্! আপনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করবেন না, শুধু মেরিয়ানা বলেই ডাকবেন। আমি এখন থেকে আর 'মহিলা' হ'য়ে থাকতে চাইনে—আমার চাকর-বাকরেরও দরকার নেই।...ওখানকার বিলাস ছেড়ে এখানে এসেছি অন্যের সেবাগ্রহণের জন্যে নয়। আমার এই পোশাক দেখে আমাকে ভুল বুঝবেন না। অন্য পোশাক যে আমার ছিলো না। এ-পোশাক এক্ষুনি বদলাতে হবে।

মেরিয়ানার পোশাক ছিলো সুন্দর জরদরঙের কাপড়ের—নিতান্ত সাদাসিদে ধরণের, কিন্তু সেন্টপিটার্সবুর্গের বিখ্যাত দরজী দ্বারা তৈরী। এই পোশাকে মেরিয়ানাকে খুবই মানিয়েছিলো।

সলোমিন বললোঃ না, না, চাকর নয়, সাহায্যকারী মাত্র। যাক্, তোমরা চা খাও এখন। এখনো অবিশ্যি সকাল বেলা, তবু তোমরা ক্লান্ত

হ'য়ে পড়েছো নিশ্চয়ই। এক্ষুনি আমার যেতে হ'বে। পরে অন্যান্য কথা হবে। তোমাদের কিছু দরকার হ'লে প্যাভেল বা তাতিয়ানাকে ব'লো।

মেরিয়ানা তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললোঃ আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমাদের নেই ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্! তার স্বরে আবেগে ফুটে উঠলো।

সলোমিন ধীরে ধীরে মেরিয়ানার একখানা হাতের উপর মৃদু চাপড় দিতে দিতে বললোঃ ধন্যবাদ দেবার কিছুই নেই; তবে তা বলা ঠিক হবে না। তার চাইতে আমি বরং বলছি, তোমাদের ধন্যবাদে আমি খুব খুশী হয়েছি। আচ্ছা, এখন আসি। গুডমর্নিং। প্যাভেল, এসো।

তখন সে-ঘরে রইলো শুধু মেরিয়ানা আর নেজ্‌দানোভ।

মেরিয়ানা নেজ্‌দানোভের দিকে এগিয়ে গেলো। তার চোখে-মুখে একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠলো। বললোঃ এতদিনে আমাদের নতুন জীবনের সূত্রপাত হোলো প্রিয়! এতদিনে...এতদিনে। এই ক্ষুদ্র ঘরে আমাদের কয়েকদিন থাকতে হবে...কিন্তু ঐসমস্ত প্রাসাদের চাইতে এ কতো সুন্দর, কতো আরামপ্রদ। কেমন, সুখী হওনি?

নেজ্‌দানোভ মেরিয়ানার হাত আপন হাতে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো। বললোঃ এই নতুন জীবনের সূত্রপাতে আমি আজ কতো সুখী মেরিয়ানা! তুমিই হবে আমার জীবনের ধ্রুবতারা, আমার সহায়, আমার শক্তি—

মেরিয়ানা পার্শ্ববর্তী কামরায় চলে গিয়ে দ্বার রুদ্ধ করলো। মিনিটখানেক পরে সে দ্বার অর্ধোন্মুক্ত করে মুখ বার করলো। বললোঃ সলোমিন চমৎকার লোক—নয়? আবার সে দ্বার রুদ্ধ করে তালায় চাবি লাগিয়ে দিলো।

নেজ্‌দানোভ জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাগানের দিকে চেয়ে রইলো।...একটা অতি প্রাচীন আপেল ফলের গাছ তার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। জানালা থেকে সরে এসে সে বাক্স খুললো, কিন্তু কিছুই বের করলে না। নানা চিন্তার মাঝে সে ডুবে গেলো।

মিনিট পনেরো পরে মেরিয়ানা তার কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। তার সদ্য-ধোওয়া মুখখানায় আনন্দ উপ্‌চে পড়ছিলো। অল্পক্ষণ পরে প্যাভেলের স্ত্রী তাতিয়ানা চা'র সরঞ্জামাদি নিয়ে সে-ঘরে প্রবেশ করলো।

তাতিয়ানাকে এক নজর দেখেই রাশিয়ান মেয়ে বলে চিনতে ভুল হয় না। বেশ নাদুসনুদুস শরীর। মাথাভরা পীতাভ চুলগুলি চিরুনি

দিয়ে পেছনে কবরী-বাঁধা। মুখের চেহারায় একটু রুক্ষতা থাকলেও একটা হাসিখুশীর ভাব তাতে লেগেই আছে। সরল ধূসর চোখ দু'টি। পোশাক পুরোণো হ'লেও বেশ পরিপাটি। সে এসেই মাথা নোয়ালো এবং সাধু ভাষায় অভিনন্দন জানালো। পরে চা তৈরীর কাজে লেগে গেলো।

মেরিয়ানা তার কাছে গিয়ে বললোঃ আমি তোমায় সাহায্য করছি, তাতিয়ানা! একটা তোয়ালে দাও আমায়।

—কিচ্ছু দরকার নেই, মিস্! ও-সবে আমরা অভ্যস্ত। ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্ বলে দিয়েছেন, কিছু দরকার হলেই আমাকে বলবেন। আপনাদের যে-কোনো কাজ করতে পেলে আমরা খুশী হবো।

—আমাকে 'মিস্' বলে ডেকো না, তাতিয়ানা! মহিলার পোশাক আমার গায়ে আছে বটে, কিন্তু...আমি...

তাতিয়ানা অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে মেরিয়ানার দিকে তাকালো। মেরিয়ানা তাতে কেমন যেন বিব্রত হয়ে থেমে গেলো।

তাতিয়ানা তার স্বভাবসুলভ ধীরস্বরে জিজ্ঞেস করলোঃ তা'হলে আপনি...কী?

—যদি সত্যিই জানতে চাও তো বলি...জন্মের দিক থেকে আমি 'মহিলা' বটে, কিন্তু এ-অভিশাপ থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে হ'তে চাই আমি।

—ওঃ বুঝেছি। আপনি নিজেকে 'সরল' করতে চান, যেমন অনেকে করে থাকে আজকাল।

—কি বলছো, তাতিয়ানা? 'সরল' করতে চান মানে?

—হাঁ, এ-শব্দটা আমাদের মধ্যে আজকাল খুবই চল্‌তি। 'সরল' করতে চাওয়া মানে জনসাধারণের মাঝে নেমে আসা। জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া খুব ভালো কথা, কিন্তু এ খুবই কঠিন কাজ। আশা করি আপনারা পারবেন।

—'সরল' করতে চাই। মেরিয়ানা পুনরুক্তি করলো। বললোঃ শুন্‌ছো এলিওশা! তুমি-আমি এখন 'সরল' হ'য়ে গেছি।

চায়ের পেয়ালা সাবধানে ধুতে ধুতে মেরিয়ানা ও নেজ্‌দানোভের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাতিয়ানা জিজ্ঞেস করলোঃ উনি আপনার স্বামী, না ভাই?

মেরিয়ানা বললোঃ স্বামীও নয়, ভাইও নয়।

তাতিয়ানা মাথা উঁচু ক'রে বললোঃ তা'হলে আপনারা স্বাধীনভাবে

একত্রে বাস করছেন? আজকাল এ-ও হচ্ছে প্রায়ই। এক সময়ে এ শুধু ধর্ম-বিরোধী লোকেরাই করতো, আজকাল অন্যলোকেরাও করছে। বাস্তবিক, যেখানে বিধাতার আশীর্বাদ আছে, সেখানে পুরোহিতের দরকারই বা কি? এই শ্রেণীর লোক আমাদের কারখানায়ও আছে, তারা মোটেই খারাপ লোক নয়।

কী চমৎকার কথাই বললে, তাতিয়ানা। 'স্বাধীনভাবে একত্রে বাস করা!' বেশ পছন্দসই কথাটি। আমার কি কি দরকার, তা তোমায় বলছি, শোনো। আমি একটি পোশাক কিনতে চাই, তোমাদের পোশাকের মতোই পোশাক, তবে আরো সাদাসিদে। তারপর চাই জুতো, মোজা, রুমাল—সবই তোমাদের মতো। কেনবার অর্থ আমার কাছে আছে।

—বেশ কথা মিস্! বেশ কথা।...এই দেখুন, আবার ভুল করে ফেল্লুম। মাফ্ করুন। আর মিস্ বলে ডাকবো না। কিন্তু কী ডাকবো আপনাকে?

—মেরিয়ানা বলে ডেকো।

—আপনার পিতার খ্রীস্টানী নাম কী?

—তা জেনে কি হবে? আমাকে শুধু মেরিয়ানা বলেই ডেকো, যেমন তোমায় আমি ডাকছি তাতিয়ানা বলে।

—আপনার নাম ধরে ডাকতে আমার কেমন-যেন বাধো বাধো ঠেকে। পিতার নামটা বললে ভালো হোতো।

—বেশ। আমার পিতার নাম ছিলো ভিকেন্ট। তোমার পিতার নাম?

—তাঁর নাম ছিলো ওসিপ্।

তবে তোমায় আমি ডাকবো তাতিয়ানা ওসিপোভ্না বলে।

—আর আপনাকে ডাকবো মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্না। এই বেশ হবে কিন্তু।

—আমাদের সাথে এক কাপ চা খাবে না, তাতিয়ানা ওসিপোভ্না?

—নিশ্চয়ই খাবো, মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্না! তবে ইগোরিচের কাছে পরে এজন্যে গালি খেতে হবে।

—ইগোরিচ্ আবার কে?

—আমার স্বামী প্যাভেলের নাম।

—বসো, তাতিয়ানা ওসিপোভ্না!

—ধন্যবাদ, মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্না!

তাতিয়ানা বসে গেলো। চা খেতে খেতে সে মাঝে মাঝে মেরিয়ানার

দিকে তাকাতে লাগলো। মেরিয়ানা তার সাথে নানাকথার আলোচনা শুরু করলো। খুবই সহজভাবে সে উত্তর দিয়ে যেতে লাগলো। মাঝে মাঝে সেও মেরিয়ানাকে প্রশ্ন করলো। তার কথা শুনে মেরিয়ানা বুঝতে পারলো, তাতিয়ানা সলোমিনকে দস্তুরমতো পূজো করে। তার হৃদয়ে তার স্বামীর আসন সলোমিনের পরে। কারখানা-জীবন তার কাছে এমন-কিছু লোভনীয় জিনিস নয়।

—এটা শহরও নয়, গ্রামও নয়। ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্ না থাকলে আমি এখানে একঘণ্টাও থাকতে পারতুম না।

মেরিয়ানা খুবই মনোযোগ দিয়ে তাতিয়ানার কথা শুনছিলো! নেজ্‌দানোভ কিন্তু একটু দূরে বসে মেরিয়ানাকে লক্ষ্য করছিলো, আর এ-সব খুঁটিনাটি বিষয়ে তার আগ্রহাতিশয্যে আশ্চর্য হচ্ছিলো। মেরিয়ানার কাছে এ-সব সম্পূর্ণ নতুন হলেও তার কাছে তো তা মোটেই নয়। তাতিয়ানার মতো মেয়েলোক সে অনেক দেখেছে, ওদের সঙ্গে আলাপ করেছেও সে বহুবার।

মেরিয়ানা অবশেষে বল্‌লোঃ আচ্ছা তাতিয়ানা ওসিপোভ্‌না! তুমি বল্‌লে, আমরা জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে চাই। কিন্তু তা তো বাস্তবিক আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা তাদের সেবা করতে চাই।

—সেবা করতে চান? না, না, তাদের শিক্ষা দিন। এইটেই আপনাদের পক্ষে সব চাইতে ভালো কাজ হবে। আমায় দেখুন। ইগোরিচের সাথে যখন আমার বিয়ে হয়, আমি লিখতে-পড়তেও জান্‌তুম না। ভ্যাসিলি ফিডোটিচের অনুগ্রহে আমি এখন লেখাপড়া শিখেছি। তিনি কিন্তু নিজে আমায় শিক্ষা দেননি। বেতনভোগী এক বুড়ো ভদ্রলোককে তিনি নিযুক্ত করেন, তাঁর কাছেই আমি শিখেছি।

মেরিয়ানা নীরবে এ-সব কথা শুনছিলো। অবশেষে বললোঃ আমি যে-কোন একটা ব্যবসা শিখতে চেয়েছিলুম, তাতিয়ানা ওসিপোভ্‌না! যাক্, সে-সম্বন্ধে পরে কথা হবে। আমি সেলাই ভালো জানিনে। কিন্তু যদি পাকের কাজ ভালো জান্‌তুম, তবে পাচিকা হিসাবে বাইরে কাজ নিতে পারতুম।

তাতিয়ানা চিন্তা করতে লাগ্‌লো। পরে বল্‌লোঃ কিন্তু পাচিকা কেন? কেবল ধনী আর বণিকেরাই পাচক-পাচিকা রাখে। গরীবেরা পাকের কাজ নিজেরাই করে। তবে শ্রমিকদের মেসে পাক করা...ওঃ, সে আপনি পারবেন না।

—কিন্তু ধনীলোকদের বাড়ীতে থেকেও তো আমি গরীবদের জানতে

পারি। এ-ছাড়া অন্য কি উপায়ে এদের সাথে আমার পরিচয় হ'তে পারে? তোমাকে পেয়ে আমার যে-সুযোগ হয়েছে, এ তো আর সব সময়েই পাবো না।

তাতিয়ানা শূন্য চা'র পেয়ালা সসারের উপর উপুড় করে রাখলো। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অবশেষে সে বললোঃ কিন্তু ব্যাপারটা বড্ডো জটিল, এতো সহজে এর মীমাংসা হ'তে পারে না। চলুন, এ-বিষয়ে ইগোরিচের সাথে আলাপ করি। সে কিন্তু বেশ চালাক লোক। সব রকম বই-ই পড়ে, সব জিনিসই একেবারে তার নখদর্পণে। এই সময়ে তাতিয়ানা একবার আড়চোখে মেরিয়ানার মুখের দিকে তাকালো, মেরিয়ানা তখন একটা সিগারেটে আগুন ধরাচ্ছিলো।

—মাফ্ করবেন, মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্না! যদি সত্যিই আপনি 'সরল' হ'তে চান, আপনাকে কিন্তু এ-অভ্যাস ত্যাগ করতেই হবে। পাচিকা হ'তে চাইলে এ চলবে না। আপনার মুখে সিগারেট দেখেই যে-কেউ বুঝে নেবে, আপনি একজন মহিলা।

মেরিয়ানা তৎক্ষণাৎ জানালা দিয়ে সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিলো।

—আর কখনো সিগারেট খাবোনা।...এ ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। সাধারণ শ্রেণীর মেয়েরা সিগারেট বুঝি খায় না? তবে আমারও খাওয়া উচিত নয়।

—ঠিক কথা, মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্না! আমাদের শ্রেণীর পুরুষেরা সিগারেট টানে বটে, কিন্তু মেয়েরা তা করে না।...ঐ ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্ আসছেন। তাঁরই পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন। তিনি আপনাকে সব-কিছুর সন্ধান ভালো করে দিতে পারবেন।

দ্বারদেশে সলোমিনের গলার আওয়াজ শোনা গেলোঃ ভেতরে আসতে পারি কি?

—আসুন, আসুন। মেরিয়ানা বলে উঠলো।

কামরায় প্রবেশ করতে করতে সলোমিন বললোঃ এ-অভ্যাসটা আমার ইংলন্ড-বাসের ফল।......কেমন, সব ঠিক হয়েছে তো? কোনরূপ অসুবিধা হচ্ছে না? দেখছি, ইতিপূর্বেই তাতিয়ানাকে নিয়ে তোমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে। আমার মনিব আজকে এখানে আসছেন। ডিনার তিনি এই কারখানাতেই করবেন। এ এক আপদ! কিন্তু কি আর করা যাবে? তিনি মনিব।

—কেমন লোক তিনি? কামরার কোণ থেকে সরে এসে নেজ্দানোভ জিজ্ঞেস করলো।

—তেমন খারাপ লোক নয়...নিজের কাজ ভালোই বুঝে। আমার প্রতিও ভালো ব্যবহারই করে, কারণ জানে যে, আমাকে তার খুবই দরকার। তোমাদের বলতে এলুম, আজকে বোধ হয় তোমাদের সাথে আমার আর দেখা করবার সুযোগ হ'য়ে উঠবে না। ডিনার তোমাদের এখানেই আসবে, কিন্তু দেখো, বাড়ীর প্রাঙ্গণে যেয়োনা। আচ্ছা মেরিয়ানা! সিপিয়াজিনরা কি তোমাদের সন্ধান করবে মনে করো?

মেরিয়ানা বললো: আমার তো তা মনে হয় না।

নেজ্দানোভ বললো: আমার কিন্তু মনে হয়, তারা সন্ধান করবে।

সলোমিন বললো: তা তারা যা ইচ্ছে হয় করুক। তোমরা এখন কিছুদিন বেশ-একটু সাবধানে থাকো। কিছুদিন পরেই এ-সাবধানতার দরকার হবে না।

নেজ্দানোভ বললো: হাঁ, সে ঠিক। তবে আমরা কোথায় আছি, এ-খবরটা মার্কেলোভকে শুধু জানাতে হবে।

—কিন্তু কেন?

—জানানোই উচিত—আমাদের কাজের জন্যে। আমি কোথায় আছি, সে-খবর তার সব সময়েই পাওয়া চাই। তুমি তো জানো, সে এখন নিরাপদ।

—বেশ। প্যাভেলকে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

মেরিয়ানা বললো: আমার পোশাক তৈরী করিয়ে দেবেন আপনি?

সলোমিন বললো: তোমার সেই 'বিশেষ' পোশাকের কথা বলছো? আচ্ছা, সে হ'বে'খন। ওতে বিশেষ-কিছু খরচ পড়বে না তো। আচ্ছা, গুড্বাই। তোমরা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছো। এসো তাতিয়ানা।

আবার সেখানে রইলো শুধু নেজ্দানোভ ও মেরিয়ানা।

আটাশ

প্রথমত কিছুক্ষণ তারা পরস্পরের হাত ধরে রইলো। পরে মেরিয়ানা নেজ্দানোভের কামরা সাজাতে শুরু করলো। বাক্স ও ব্যাগ খুলে জিনিসপত্র বের করে গুছিয়ে রাখতে লাগলো। নেজ্দানোভ সাহায্য করতে চাইলে সে বললো, সাহায্যের তার দরকার নেই, এই সব কাজে অভ্যস্ত হ'তে হবে তো। তাই সে একা একা এ-সব কাজ করতে চায়।

নেজ্‌দানোভ বাধা দিলো না। মেরিয়ানা একটা দেয়ালে-লাগানো আলনায় নেজ্‌দানোভের কাপড়-চোপড় ঝুলিয়ে রাখতে লাগলো।

হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলোঃ এটা কি? তাই তো, এ যে দেখছি একটা রিভলভার। গুলিভরা নাকি? এ দিয়ে কি হবে?

—না, এটা খালি।...দেখি, আমার হাতে দাও ওটা। জিজ্ঞেস করছো কেন ওটা এনেছি? কিন্তু আমরা যে-কাজে নেমেছি, তাতে ও না হলে চলে?

মেরিয়ানা হেসে ফেললো এবং কাজ করে যেতে লাগলো। দু'জোড়া বুট জুতো সে সোফার নীচে রেখে দিলো। তিন-কোণওয়ালা একটা টেবিলের উপর সে রাখলো কয়েকখানা বই, এককেতা কাগজ ও একটা কবিতার খাতা। এই টেবিলটাকে সে 'রাইটিং-টেবিল' নাম দিলো। আর একটা গোলটেবিল হোলো তাদের 'ডাইনিং-টেবিল'। কবিতার খাতাটা মুখের সমুখে তুলে ধরে আড়চোখে নেজ্‌দানোভের দিকে চেয়ে মেরিয়ানা বললোঃ অবসর-সময়ে আমরা এটা থেকে একসঙ্গে কবিতা পাঠ করবো, কেমন?

নেজ্‌দানোভ চীৎকার করে বললোঃ দেখি, ওটা আমার হাতে দাও। ওটাকে আমি পুড়িয়ে ফেলবো। তা'হলেই ওর সদ্‌গতি হবে।

—তবে এটা তোমার সঙ্গে সঙ্গে রাখো কেন? না, এ আমি পুড়াতে দেবো না। যারা লেখক, প্রায়ই তারা এ-ধরণের কথা বলে থাকে বটে—আসলে তারা কিন্তু তাদের রচনা পুড়ায়ও না, ছেঁড়েও না। আমি এটা আমার নিজের কামরায় রেখে দেবো।

নেজ্‌দানোভ এ-কথার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ততক্ষণে মেরিয়ানা খাতাটা নিয়ে তার নিজের কামরায় চলে গেলো। আবার যখন ফিরে এলো, দেখা গেলো খাতাটা তার হাতে নেই।

সে নেজ্‌দানোভের পাশে বসে পড়লো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললোঃ ওহো, তুমি আমার কামরাটা তো দেখনি। দেখবে? ও-কামরাটাও এর মতোই সুন্দর। দেখবে এসো।

নেজ্‌দানোভ উঠে তার অনুসরণ করলো। মেরিয়ানার কামরা একটু ছোট, কিন্তু তার আসবাবপত্র নূতনতর। জানালার কার্ণিশে একটা স্ফটিকনির্মিত ফুলদানিতে কতকগুলো টাট্‌কা ফুল শোভা পাচ্ছিলো। ঘরের কোণে একটি লোহার পালঙ্।

মেরিয়ানা বলে উঠলোঃ সলোমিন বড্ডো ভালোলোক, নয়? কিন্তু এতে আমাদের বয়ে গেলে চলবে না। কারণ এমন সুন্দর কামরা তো

আমরা সব সময়ই পাবো না! জানো আমি মনে মনে কি ভাবছি? এমন একটা স্থান যদি পাওয়া যেতো, যেখানে আমাদের পৃথক হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো না, তবে কত সুন্দর হ'ত! কিন্তু তা কি হবে?...কিছুক্ষণ থেমে আবার বললোঃ যা'ক, কি লাভ এ-সব ভেবে? কিন্তু তুমি আবার সেন্টপিটার্সবুর্গে ফিরে যাবে না তো?

—সেন্টপিটার্সবুর্গে গিয়ে কি করবো? বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে লেক্‌চার শুনবো, না বক্তৃতা দেবো? সে-সব প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গেছে।

মেরিয়ানা বললোঃ সলোমিনকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞেস করা যাক। সে আমাদের সদুপদেশ দিতে পারবে।

তারা আবার পাশের কামরায় ফিরে এসে পাশাপাশি বসলো। তখন শুরু হোলো সলোমিন, প্যাভেল ও তাতিয়ানার অজস্র প্রশংসাবাদ। সিপিয়াজিনের সম্বন্ধেও অনেক কথা হোলো। আগের জীবন তাদের কতদূরে পড়ে রয়েছে, যেন কুয়াশায় মিলিয়ে যাচ্ছে! আবার তারা পরস্পরের হাত ধরলো, পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলো আবেশ-বিহ্বল দৃষ্টিতে। বিস্মিত হয়ে তারা ভাবতে লাগলো, কোন্ শ্রেণীর লোকের মাঝে সবার আগে কাজ করতে যাওয়া যায়, আর তাদের সাথে কি রকম ব্যবহার করলে তারা সন্দেহ করবে না।

নেজ্‌দানোভ অবশেষে বললোঃ ও-সব নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই; স্বাভাবিকভাবে যা' হবে তাই ভালো।

—নিশ্চয়ই। তাতিয়ানার কথাই ঠিক, আমরা 'সরল' হতে চাই।

নেজ্‌দানোভ বললোঃ আমি তা মনে করে ও-কথা বলিনি। আমি বলতে চেয়েছিলুম যে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া আমাদের উচিত নয়।

মেরিয়ানা হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললোঃ এলিওশা, কেমন মজার কথাটা বলেছিলুম, আমরা উভয়ই 'সরল' হয়ে গেছি।

নেজ্‌দানোভও হেসে উঠলো এবং আমুদে সুরে কয়েকবার বললোঃ 'সরল হয়ে গেছি', 'সরল হয়ে গেছি'।

হঠাৎ আবার মেরিয়ানা ডাকলোঃ এলিওশা!

—কি?

—মনে হয়, আমরা উভয়েই কিছু কিছু অস্বচ্ছন্দতা বোধ করছি, নয়? কোন নব-দম্পতি যখন হনিমুনে যায়, সম্ভবতঃ তাদের মনের

অবস্থাও এই রকম হয়।...তারা সুখী, সুখের পথে কোনো বাধাই নেই, অথচ কতকটা অস্বচ্ছন্দতা বোধ না করে পারে না।

নেজ্‌দানোভ জোর করে একটু হাসলো। বললোঃ কিন্তু মেরিয়ানা, তুমি তো জানো, তরুণ...'দম্পতি' আমরা এখনো হইনি।

—তা সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর নির্ভর করে।

—কি করে?

—এলিওশা! প্রিয়! তুমি তো জানো, তুমি যখন বলবে......যখন বলবে যে, আমায় তুমি ভালোবাসো—যে-ভালোবাসায় একজনের জীবনের উপর আরেক জনের অধিকার জন্মায়, সেইরূপ ভালোবাসো,—যখন এ-কথা বলবে তুমি, তখন তো আমি তোমারি।

নেজ্‌দানোভ আরক্তমুখে একটু ঘুরে বসলো। বললোঃ যখন আমি বলবো যে...

—হাঁ, তখন। কিন্তু এলিওশা! এখন সে-কথা বোলো না প্রিয়... হাঁ, আমি জানি, তুমি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ভদ্রলোক।...এ-সব কথা আর নয়। অন্যান্য গুরুতর বিষয় এখন আলোচনা করা যাক।

—কিন্তু মেরিয়ানা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

—আমার তাতে কোনো সন্দেহ নেই...আর আমি অপেক্ষা করতেও পারবো। এই দেখো, তোমার রাইটিং-টেবিল এখনো সাজানো হয়নি, অথচ আমি গল্প জুড়ে দিয়েছি। এখানে এই জড়ানো শক্ত জিনিসটা কি?

নেজ্‌দানোভ চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে বললোঃ ওটায় হাত দিয়োনা মেরিয়ানা! রাখো ওটা ওখানে। তার স্বরে অনুনয়ের সুর ফুটে উঠলো।

মেরিয়ানা সবিস্ময়ে তার দিকে চাইলো। বললোঃ কেন, গোপনীয় কিছু নাকি? তোমার গোপনীয় কিছু আছে?

থতমত খেয়ে নেজদানোভ বললোঃ হাঁ...হাঁ...এ একটা আঁকা ছবি মাত্র।

কথাটা যেন অজ্ঞাতসারেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো। ঐ প্যাকেটে ছিলো মার্কেলোভের আঁকা মেরিয়ানার সেই ছবিখানা—মার্কেলোভের দান করা সেই ছবি।

ভগ্নস্বরে মেরিয়ানা জিজ্ঞেস করলোঃ ছবি? কোনো মেয়েলোকের ছবি?

প্যাকেটটা সে নেজ্‌দানোভের হাতে ফিরিয়ে দিলো। কিন্তু নেজ্‌দানোভের হাত থেকে ফস্‌কে প্যাকেটটা নীচে পড়ে গেলো।

মেরিয়ানা তাড়াতাড়ি বলে উঠলোঃ একি...এ যে দেখছি আমারি ছবি! আমার ছবির দিকে নিশ্চয়ই আমার চেয়ে দেখবার অধিকার আছে। সে নেজ্‌দানোভের হাত থেকে ছবিটা টেনে নিলো।

—তুমিই এটা এঁকেছো?

—না,...আমি নই।

—তবে কে?...মার্কোলোভ?

—হাঁ, ঠিকই অনুমান করেছো।

—কি করে তোমার হাতে এটা এলো?

—সে-ই আমায় দিয়েছে।

—কখন?

নেজ্‌দানোভ সব কথা খুলে বললো। শুনতে শুনতে মেরিয়ানা তার দিক থেকে ছবির দিকে দৃষ্টি ফিরালো। উভয়ের মনে তখন একই চিন্তাঃ 'সে' যদি এ সময়ে এখানে থাকতো, তবে কে রোধ করতো তার অধিকারের দাবী?...কিন্তু মেরিয়ানা বা নেজ্‌দানোভ কারুরই মনের ভাব মুখে প্রকাশ পেলো না, কারণ উভয়ের মনের কথাই সম্ভবতঃ উভয়ের কাছে অবিদিত ছিলো না।

ছবিখানা কাগজ দিয়ে জড়িয়ে মেরিয়ানা আবার টেবিলের উপর রেখে দিলো। বললোঃ আহ্‌! কতো মহৎ সে! এখন সে আছে কোথায়?

—কেন, বাড়ীতেই আছে। কাল কিংবা পরশু কিছু বই-পুস্তকের জন্যে তার ওখানে যাব। সে আমাকে কয়েকখানা বই দেবে বলেছিলো।

—তুমি কি মনে করো, এলিওশা, যখন সে তোমাকে এই ছবি দেয়, সে নিঃশেষে সব-ই ত্যাগ করতে পেরেছিলো...একেবারে সব?

—আমার তো তাই মনে হয়।

—তাকে বাড়ীতেই পাবে মনে করো?

—নিশ্চয়ই।

মেরিয়ানা চোখ নত করে বললোঃ ঐ তাতিয়ানা আসচে আমাদের ডিনার নিয়ে। হঠাৎ সে বলে উঠলোঃ কেমন ভালো মেয়েটি, নয়?

তাতিয়ানা খাবার নিয়ে কামরায় প্রবেশ করলো। টেবিলের উপর খাবার সাজাতে সাজাতে সে বলে যেতে লাগলোঃ কারখানার মালিক মস্কো থেকে আজ এখানে এসেছেন। এসেই তিনি পাগলের মতো কারখানার কামরায় কামরায় ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন। অবিশ্যি

বুঝেন না তিনি কিছুই, তবু তিনি যে মনিব, তা দেখাতে হবে তো! ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্ (সলোমিন) অবিশ্যি তাঁকে নিয়ে শিশুর মতোই খেলা করেন। মনিব কোনো রকম গোলমাল সৃষ্টি করতে চাইলে ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্ এমন ভাব দেখান যে, মনিব শান্ত হওয়ার পথ পান না।... তাঁরা এখন ডিনার খাচ্ছেন।...

মেরিয়ানা বলে উঠলোঃ তোমার নজর সবদিকেই আছে দেখছি, তাতিয়ানা!

তাতিয়ানা বললোঃ হাঁ, ও-সব দিকে দৃষ্টি না রাখলে চলে না... আপনাদের খাবার সাজানো হয়েছে। এবার খেতে আরম্ভ করুন।

মেরিয়ানা ও নেজ্দানোভ টেবিলে খেতে বসলো। তাতিয়ানা জানালার কার্ণিশে বসে হাতের উপর গাল রেখে তাদের দেখতে লাগলো। কতক্ষণ পরে বললোঃ আমি আপনাদের দেখছি। বড্ডো ভালো লাগছে আপনাদের, কেমন ছেলে-মানুষ আপনারা! এতোই ভালো লাগছে আমার যে, আপনাদের পরিণাম ভেবে আমার বড্ডো কষ্ট হচ্ছে। বড্ডো ভারী বোঝা আপনারা কাঁধে নিচ্ছেন; এর ভার সহ্য করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। আপনাদের মতো লোকদেরই জেলে পুরবার জন্যে জারের অনুচরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নেজ্দানোভ বললোঃ ও-সব কিছু নয়। আমাদের ভয় দেখিয়োনা তাতিয়ানা।

মেরিয়ানা আলোচনার বিষয় পরিবর্তনের জন্যে বললোঃ তোমার কোনো সন্তান আছে?

—হাঁ, একটি ছেলে আছে। সে এখন স্কুলে পড়ে। একটি মেয়েও হয়েছিলো, কিন্তু এখন আর নেই—পাখী উড়ে গেছে। একটা দুর্ঘটনায় তার অকাল-মৃত্যু হয়। একটা গাড়ীর চাকার নীচে সে পড়ে গিয়েছিলো। হায়, যদি সে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যেতো! কিন্তু তা তো হোলো না—বহু অসহ্য যন্ত্রণা ভুগে সে মারা গেলো। সেই থেকে আমি যেন অন্য রকমের হয়ে গেছি। নইলে আগে আমি যা কঠিন প্রকৃতির ছিলুম!

—কেন, প্যাভেলকে তুমি ভালোবাসতে না?

—সে-কথা নয়। আমি বালিকা-বয়সের কথাই বলছি। আপনি—আপনি ও'কে ভালোবাসেন?

—নিশ্চয়।

—খুব?

—নিশ্চয়ই।

—সত্যি ?...তাতিয়ানা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেজ্‌দানোভের দিকে চাইলো। কিন্তু আর কিছু বললো না।

টেবিল পরিষ্কার করে তাতিয়ানা চলে গেলো।

—আচ্ছা, এখন কি করা যায় বল দেখি ? নেজ্‌দানোভের দিকে ফিরে মেরিয়ানা জিজ্ঞেস করলো। উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে আবার বলতে লাগলোঃ আগামী কালের আগে আর আমাদের কাজ শুরু হচ্ছে না। এসো, আজকে সন্ধেটা সাহিত্যালোচনায় ব্যয় করা যাক। কেমন, রাজী ? তোমার কবিতাই এসো পড়া যাক। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কবিতার তীব্র সমালোচনা আমি করবো।

অনেকক্ষণ ইতস্ততের পর নেজ্‌দানোভ সম্মতি দিলো। সে কবিতা পড়ে যেতে লাগলো, তার পাশে বসে মেরিয়ানা নেজ্‌দানোভের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। মেরিয়ানা ঠিকই বলেছিলো; সে প্রায় সব কবিতারই তীব্র সমালোচনা করলো। খুব কম কবিতাকে সে ভালো বললো।

নেজ্‌দানোভ জিজ্ঞেস করলোঃ এ-ধরণের কবিতা লেখাই উচিত নয়, কেমন ?

—যে-শ্রেণীর কবিতা তুমি লিখেছো, তা কেবল তোমার বন্ধুদেরই প্রশংসা অর্জন করতে পারে। তার কারণ এ নয় যে কবিতাগুলো ভালো, তার আসল কারণ, তুমি নিজেই ভালো আর বন্ধুরাও তোমারই মতো ভালোমানুষ।

নেজ্‌দানোভ মৃদু হেসে বললোঃ তুমি আমাকে একেবারে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলে, আর তার সাথে আমার কবিতাগুলোকেও।

মেরিয়ানা নেজ্‌দানোভের হাতে চাপড় দিয়ে বললোঃ তুমি ভারী দুষ্টু।

কিছুপরেই মেরিয়ানা বললোঃ আর না। আমার ঘুম পাচ্ছে। যাই।

চুলগুলি পেছনে ঠেলে দিয়ে সে আবার বললোঃ তারপর আরেক কথা। আমার সাথে একশ' ত্রিশ রুবল এখন আছে—জানো ? তোমার কাছে আছে কতো ?

—আটান্নব্বই।

—ওহ্‌ ! তবে তো আমরা বড়লোক...অবিশ্যি 'সরল হ'য়ে গেছে' এমন লোকের পক্ষে যতোটা বড়লোক হওয়া সম্ভবপর। আচ্ছা,গুড্‌নাইট ! আবার কাল দেখা হবে।

সে চলে গেলো। কিন্তু দু'এক মিনিট পরেই দরজা একটু খুলে মুখ বাড়িয়ে মেরিয়ানা বললোঃ গুড্নাইট! মেরিয়ানা দরজার তালায় চাবি লাগালো।

নেজ্দানোভ সোফায় বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলো। তৎক্ষণাৎ আবার চট করে উঠে পড়ে দরজার কাছে গিয়ে কড়া নাড়লো।

—ব্যাপার কি? ভেতর থেকে আওয়াজ এলো।

—কালকে নয়, মেরিয়ানা...কালকে নয়।

মেরিয়ানা মৃদুস্বরে উত্তর দিলোঃ না, কাল।

উনত্রিশ

এরদিন খুব সকালে নেজ্দানোভ আবার মেরিয়ানার দরজায় ঘা দিলো। মেরিয়ানার 'কে?' প্রশ্নের উত্তরে সে বললোঃ আমি।...এক্ষুনি একবার বেরিয়ে আসতে পারো?

—এই এলাম বলে।

বেরিয়ে এসেই মেরিয়ানা সভয়ে চীৎকার করে উঠলো। প্রথমে সে তাকে চিনতেই পারলো না! নেজ্দানোভের গায়ে ছিলো লম্বা ঝুল-ওয়ালা ছেঁড়া পীতবর্ণের কোট; চুল রুশীয় কায়দায় মাঝখান দিয়ে সিঁথি কেটে আঁচড়ানো, গলায় একটা নীলরঙের রুমাল জড়ানো, হাতে ছিলো একটা মাথা-ছেঁড়া টুপি, পায়ে একজোড়া কদর্য চামড়ার বুট।

মেরিয়ানা চীৎকার করে উঠলোঃ এ কি! কি কদর্যই তোমাকে দেখাচ্ছে! এই বলেই সে তার গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো। বললোঃ তোমার এ-সাজ কেন? তোমাকে যে কতকটা মুদী, ফেরিওয়ালা কিংবা তাড়িয়ে-দেওয়া চাকরের মতো দেখাচ্ছে। এই লম্বাকোট কেন? কৃষকদের মতো সাদাসিদে পোশাক নিলেই তো হ'তো।

নেজ্দানোভকে বাস্তবিকই ও পোশাকে কতকটা জেলের মতোই দেখাচ্ছিলো। সে নিজেও তা জানতো, এবং মনে মনে এজন্যে সে বিরক্তিও বোধ করছিলো। সে বললোঃ কেন? [illegible] প্যাভেল বলে, কৃষকের পোশাকে আমাকে অনেকেই চিনে ফেলবে, [illegible]তু এ-পোশাকে চেনবার সম্ভাবনা নাকি অনেক কম।

মেরিয়ানা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলোঃ তা হলে তুমি এক্ষুনি কাজ শুরু করতে চাও?

—হাঁ, চেষ্টা তো করি, যদিও সত্যকথা বলতে গেলে—

মেরিয়ানা বাধা দিয়ে বললোঃ তুমি ভাগ্যবান।

নেজ্‌দানোভ বলতে লাগলোঃ প্যাভেল ভারী চমৎকার লোক। সে এক নিমেষেই সব ব্যাপার বুঝে ফেলতে পারে, আর হঠাৎ মুখের ভাব এমন করতে পারে, যেন সে কিছুই জানে না। সে-ও আমাদের কাজ করছে—অথচ দেখায় যেন এ একেবারে উপহাসের জিনিস। মার্কেলোভের কাছ থেকে কতকগুলো বই আমায় সে এনে দিয়েছে। মার্কেলোভকে সে চেনে, তাকে ডাকে সে 'সার্জ্জে মিহেলোভিচ্‌' বলে। আর সলোমিনের জন্যে দরকার হলে সে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে।

মেরিয়ানা বলে উঠলোঃ তাতিয়ানাও তাই করতে পারে। আচ্ছা, এরা-সব সলোমিনের এতো অনুরক্ত কেন?

নেজ্‌দানোভ কোনো উত্তর দিলো না।

মেরিয়ানা জিজ্ঞেস করলোঃ প্যাভেল কি ধরণের বই এনেছে?

—নতুন কিছু নয়। সাধারণ কয়েকখানা বই।

মেরিয়ানা চারদিকে চঞ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললোঃ কী আশ্চর্য! তাতিয়ানার হোলো কি? সে খুব সকালে আসবে বলে গেছলো।

—এই যে আমি। বলে একটা প্যাকেটহাতে তাতিয়ানা কামরায় প্রবেশ করলো।

—দেখুন, কি এনেছি আপনার জন্যে।

মেরিয়ানা তার দিকে ছুটে গেলো। বললোঃ এনেছো নাকি!

তাতিয়ানা প্যাকেটটা দেখিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। বললোঃ সব ঠিক আছে। যা' চান আপনি, সব আছে এখানে। এখন এ নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, জগৎ বিস্মিত হয়ে যাবে।

—চলো, চলো, তাতিয়ানা ওসিপোভ্‌না! তুমি বড্ডো ভালোমেয়ে।

মেরিয়ানা তাকে নিয়ে নিজের কামরায় চলে গেলো।

তখন সে-কামরায় রইলো নেজ্‌দানোভ একা। উঠে সে বিচিত্র ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করলো। তার ধারণা হোলো, ঠিক এই ভঙ্গিতেই দোকানীশ্রেণীর লোকেরা পায়চারি করে থাকে। সম্মুখে বিলম্বিত আয়নার দিকে চেয়ে সে নিজের গতি-ভঙ্গি লক্ষ্য করলো। ভাবলোঃ ঠিক হয়েছে। কতকগুলো প্রচার-পুস্তিকা সে পাশের পকেটে ঠেলে দিলো। পরে নিজে নিজেই দোকানীদের ভাষায় কথা কইতে লাগলো। ভাবলোঃ হাঁ, ঠিকই শোনাচ্ছে।

ঠিক সেই সময়ে সলোমিন এসে ঘরে প্রবেশ করলো। এসেই চীৎকার করে বলে উঠলোঃ একি হে! একেবারে যুদ্ধসাজে সজ্জিত

হয়ে গেছো যে। কিন্তু মাফ্ কোরো ভাই, এ-সাজে তোমার সাথে কেউ সম্ভ্রম রেখে কথা কইবে না।

—ঠাট্টা রাখো। তোমারি পরামর্শ আমি চাইছিলুম।

—কিন্তু এখনো সকাল বেলা। এ-সাজে অভ্যস্ত হ'তে চাও, ক্ষতি নেই। কিন্তু বাইরে বেরুবার সময় এখনো হয়নি। আমার মনিব এখনো এখানে রয়েছেন। তিনি ওঠেননি এখনো।

নেজ্দানোভ বললোঃ বাইরে আমি এক্ষুনি যাচ্ছিনে, পরেই যাবো। অন্য আদেশ না আসা পর্যন্ত আশে-পাশের জায়গাগুলো একটু দেখবো মাত্র।

—বেশ, বেশ। কিন্তু কথা কি জানো এলেক্সী...কেমন, এলেক্সী বলে ডাকতে পারি তো তোমায় ?

নেজ্দানোভ মৃদুহেসে বললোঃ নিশ্চয়ই, ইচ্ছা করলে শুধু 'লেক্সী' বলেও ডাকতে পারো।

—না, না, বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। শোনো। কথায় আছেঃ অর্থের চাইতেও সদুপদেশ ভালো। তোমার হাতে প্রচার-পুস্তিকা দেখছি। যেখানে ইচ্ছে বিলি করতে পারো, কিন্তু খবরদার, এই কারখানায় তা করতে যেয়ো না।

—কেন ?

—প্রথমতঃ, এ করা এখানে তোমার পক্ষে নিরাপদ হবে না ; দ্বিতীয়তঃ, এইশ্রেণীর কাজ এখানে করা হবে না বলে কারখানার মালিকের কাছে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। দেখছোই তো, এই জায়গা হচ্ছে তার। আর যা'হোক, এখানে তবু কিছু হয়েছে—যেমন স্কুল ইত্যাদি। তোমার এই শ্রেণীর কাজে এখানে ভালোর চাইতে মন্দই হ'য়ে যেতে পারে। এ-ছাড়া তুমি যা' ইচ্ছে তাই করতে পারো, আমি বাধা দিতে যাব না। শুধু আমার শ্রমিকদের মধ্যে কোনো কাজ করতে পারবে না !

নেজ্দানোভ বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে মন্তব্য করলোঃ সাবধানতা সব সময়েই দরকার বটে।

সলোমিন তার স্বাভাবিক প্রশান্ত হাসি হেসে বললোঃ হাঁ, প্রিয় এলেক্সী ! খুবই দরকার। কিন্তু কী দেখছি আমি ? কোথায় আছি আমরা ?

এই সময়ে মেরিয়ানা তার কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। সলোমিনের শেষের কথাগুলো তাকে লক্ষ্য করেই বলা। মেরিয়ানার পরনে বহু-দিনের পুরোনো ছাপ-দেওয়া পোশাক, কাঁধে পীতবর্ণের একখানা আর

মাথায় লালরঙের একখানা রুমাল। তার পেছনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে তাতিয়ানা। মেরিয়ানাকে এই নতুন পোশাকে অধিকতর অল্পবয়স্ক মনে হচ্ছিলো। লম্বা ঝুলওয়ালা কোটে নেজ্‌দানোভের চাইতে মেরিয়ানাকে এই সাদাসিদে পোশাকে অধিকতর সুন্দর দেখাচ্ছিলো।

মেরিয়ানা আরক্তমুখে অনুনয়ের সুরে বললোঃ হাসবেন না, ভ্যাসিলি ফিডোটিচ!

তাতিয়ানা হাততালি দিয়ে বলে উঠলোঃ কী সুন্দর যুগলমূর্তি! কিন্তু রাগ করবেন না এলেক্সী মিত্রিস! আপনাকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে, কিন্তু এর কাছে তা কিছুই নয়।

নেজ্‌দানোভ মনে মনে ভাবলোঃ কথাটা ঠিক। মেরিয়ানা বাস্তবিকই সুন্দর। তাইতো তাকে আমি এমন ভালোবাসি।

তাতিয়ানা আবার বললোঃ দেখুন, ইনি আমার সাথে আংটি বদল করবার জন্যে জিদ ধরেন। এই দেখুন, আমাকে তাঁর সোনার আংটিটা দিয়ে ফেলেছেন, আর আমার রূপার আংটি তিনি নিয়েছেন।

মেরিয়ানা বললোঃ সাধারণ শ্রেণীর মেয়েরা সোনার আংটি পরে না।

তাতিয়ানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললোঃ আপনার কোন চিন্তা নেই, আমার কাছে এর অযত্ন হবে না।

সলোমিন এতোক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে মেরিয়ানাকে লক্ষ্য করছিলো। বললোঃ বসো তোমরা দু'জন, বসো। আগের দিনে কোথাও যাত্রা করবার পূর্বে লোকে কিছুক্ষণ বসে নিতো। তোমাদের সমুখেও তো দীর্ঘ যাত্রাপথ পড়ে রয়েছে।

মেরিয়ানা ও নেজ্‌দানোভ, তাতিয়ানা ও সলোমিন সবাই বসে পড়লো। সলোমিন মেরিয়ানা ও নিজ্‌দানোভের দিকে চাইলো। হঠাৎ সে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলো, কিন্তু সে এমন হাসি যে তাতে কেউ আঘাত পেতে পারে না। সকলে বরং তাতে বেশ একটু আমোদই বোধ করলো। শুধু নেজ্‌দানোভ হঠাৎ উঠে পড়ে বললোঃ এখন আমার যেতে হবে। এ-সব খুবই ভালো, কিন্তু কতকটা প্রহসনের মতো দেখাচ্ছে। সলোমিনের দিকে ফিরে সে বললোঃ তোমার ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। তোমার শ্রমিকদের মধ্যে আমি প্রচারকার্য চালাতে চাইনে। আমি শুধু বাইরে জনসাধারণের মধ্যেই যাবো। ফিরে এসে সব কথা তোমায় জানাবো মেরিয়ানা! তোমরা আমায় আশীর্বাদ করো।

তাতিয়ানা বললোঃ এক কাপ চা অন্ততঃ খেয়ে যান।

—না, ধন্যবাদ। কোনো হোটেল-টোটেলেই খেয়ে নেব'খন।

তাতিয়ানা মাথা নাড়লো।

—গুড্‌বাই! গুড্‌বাই! বলে নেজ্‌দানোভ দোকানীর ভূমিকা অভিনয় করতে চলে গেলো।

দ্বারে পৌঁছুতেই তার সাথে প্যাভেলের একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো। প্যাভেল তার হাতে একটা সরু লম্বালাঠি গুঁজে দিয়ে বললোঃ এটা নিন, এলেক্সী মিত্রিস! এটার উপর ভর দিয়ে হাঁটবেন। লাঠিটা যতো বেশীদূর রেখে চলতে পারবেন, ততোই আপনাকে খাঁটী দোকানীর মতো দেখাবে।

লাঠিটা নিয়ে কথা না বলে নেজ্‌দানোভ চলে গেলো।

তাতিয়ানাও চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু মেরিয়ানা বাধা দিয়ে বললোঃ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো, তাতিয়ানা ওসিপোভ্‌না! তোমাকে আমার দরকার আছে।

—চা নিয়ে এই এলুম বলে। আপনার বন্ধু চা না খেয়েই তাড়াতাড়ি চলে গেছেন, তাই বলে আপনিও খাবেন না, এমন কোন কথা নেই।

তাতিয়ানা চলে গেলো। সলোমিনও যাবার জন্যে উঠে পড়লো। মেরিয়ানা তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে সলোমিন একদৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করছে। সলোমিনের মুখের এমন ভাব সে আর কখনো দেখেনি। তার মুখে ফুটে উঠেছিলো একসঙ্গে জিজ্ঞাসা, উৎকণ্ঠা ও কতকটা কৌতূহল। মেরিয়ানা অপ্রতিভ হোলো, তার মুখ আবার আরক্ত হ'য়ে উঠলো। মেরিয়ানার কাছে তার মুখের ভাব ধরা পড়েছে বুঝতে পেরে সলোমিনও লজ্জিত হোলো এবং এই লজ্জা ঢাকবার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে আলাপ শুরু করলো। বললোঃ তোমরা তা'হলে কাজ শুরু করে দিলে, মেরিয়ানা!

—একে আপনি কাজ-শুরু বলছেন, ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্‌? এলেক্সীর কথাই ঠিক। মনে হয়, এ যেন আমরা প্রহসনের অভিনয় করে চলেছি।

সলোমিন আবার বসে পড়ে বললোঃ কিন্তু মেরিয়ানা...কাজ-শুরুর চেহারা কেমন হবে তোমরা ভেবেছিলে? বেড়ার আড়ালে নিশান হাতে দাঁড়িয়ে চীৎকার করা "জয় প্রজাতন্ত্রের জয়"—এ নিশ্চয়ই নয়। তা ছাড়া, নারীর কাজ এ নয়। নারীর প্রধান কাজ হচ্ছে কোনো মেয়েকে কিছু শিক্ষা দেওয়া। মনে করোনা এ খুব সহজ কাজ। শিশুপালন, তাদের এ. বি. সি. শিক্ষা দেওয়া, অসুস্থ ব্যক্তিকে ওষুধ খাওয়ানো—

এই শ্রেণীর কাজ নিয়েই তোমাদের শুরু করতে হবে।

মেরিয়ানা বললোঃ বিপ্লবের ব্যাপারে এ-সবের আবশ্যকতা কি?... আমার তো স্বপ্ন অন্য রকম।

—তুমি চেয়েছো আত্মবিসর্জন?

—হাঁ, হাঁ, হাঁ।

—আর নেজ্‌দানোভ?

মেরিয়ানা কাঁধ কুঞ্চিত করে বললোঃ নেজ্‌দানোভের কথা কেন? আমরা উভয়েই তো এক সাথে যাব...যদি সম্ভব না হয়, আমি একাই যাব।

সলোমিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললোঃ আমার মনে হয় কি জান, মেরিয়ানা? মনে হয়, অনাথ বালকের চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া মেয়েদের পক্ষে একটা বড় আত্মবিসর্জন। এ আত্মবিসর্জনের ক্ষমতা অনেক মেয়েরই নেই।

—সে-ও আমি অবহেলা করবো না, ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্।

—জানি আমি, তুমি অবহেলা করবে না এবং অন্য রকম কিছু না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে এ-কাজই করে যেতে হবে।

—কিন্তু এ-সব আমায় শিখে নিতে হবে তাতিয়ানার কাছে।

—হাঁ, এ-সবেই তোমায় লেগে থাকতে হবে।...এবং কে জানে, হয়তো এই কাজ করেই তুমি দেশের মুক্তি আনবে।

—আপনি আমায় উপহাস করছেন, ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্?

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সলোমিন বললোঃ প্রিয় মেরিয়ানা! আমায় বিশ্বাস করো, আমি উপহাস করিনি। যা' বলেছি, তা একেবারে সরল সত্যকথা। তোমরা রুশিয়ার মেয়েরা পুরুষদের চাইতে রুশিয়ার মুক্তি-সাধনায় অধিক অগ্রসর, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মেরিয়ানা চোখ তুলে বললোঃ আমাদের সম্বন্ধে আপনার এই যে ধারণা, আমি এর উপযুক্ত হবার চেষ্টা করবো।...আমি এজন্যে মরতেও প্রস্তুত।

সলোমিন উঠে দাঁড়িয়ে বললোঃ না, মরার চাইতে বাঁচাই বেশী দরকার। তা-ই আসল কাজ। যাকগে সে-সব কথা। সিপিয়াজিনদের বাড়ীতে এখন কি হচ্ছে, জানতে চাও? তারা কিছু করবে না? যদি জানবার ইচ্ছে হয়, শুধু একবার প্যাভেলকে ইঙ্গিতে একটু বোলো, সে চোখের পলকে সব খবর এনে দেবে।

মেরিয়ানা বিস্মিত হ'য়ে বললোঃ অদ্ভুত মানুষ এই প্যাভেল!

—হাঁ, বাস্তবিকই অদ্ভুত লোক। আর তোমরা যদি বিবাহিত হ'তে চাও, তাকে বললেই সে পুরোহিত জসিমকে এনে সব বন্দোবস্ত করে দেবে। মনে আছে বোধ হয়, এ-কথা আগেও একবার বলেছি। কিন্তু খুব সম্ভব এক্ষুনি তার দরকার নেই, কি বলো?

—না, এক্ষুনি নয়।

—বেশ। ব'লে সলোমিন উভয় কামরার মধ্যবর্তী দরজার কাছে গেলো এবং তালাটা পরীক্ষা করে দেখলো।

মেরিয়ানা জিজ্ঞেস করলোঃ ও কি করছেন?

—তালাটা ভালো?

মেরিয়ানা মৃদুস্বরে বললোঃ হাঁ।

সলোমিন তার দিকে চাইলো। মেরিয়ানা মাথা নীচু করে রইলো।

সলোমিন সোৎসাহে বলে উঠলোঃ তবে সিপিয়াজিনদের সম্বন্ধে ভেবে দরকার নেই, কেমন?

সলোমিন উঠে রওনা হোলো।

মেরিয়ানা ডাকলোঃ ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্!

—কি, বলো।

—আপনি সাধারণতঃ নীরব প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু আমার সাথে আলাপে আপনি মুখর হ'য়ে ওঠেন কেন বলুন তো? এ আমায় কতোটা আনন্দ দেয়, আপনি ভাবতেও পারবেন না।

মেরিয়ানার ক্ষুদ্র কোমল হাত দু'টি আপন শক্ত হাতে গ্রহণ করে সলোমিন বললোঃ কেন?

—কেন, জিজ্ঞেস করছেন? সম্ভবতঃ তার কারণ, আমি আপনাকে খুবই শ্রদ্ধা করি। গুড্‌বাই!

সলোমিন চলে গেলো। মেরিয়ানা একদৃষ্টে তার গতিপথের দিকে চেয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরে সে তাতিয়ানার খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। তাতিয়ানা তখনো পর্যন্ত চা নিয়ে আসেনি।

তাতিয়ানার সাথে চা খাওয়া হয়ে গেলে মেরিয়ানা একটা মুরগীর বাচ্চার পাখনা ছাড়ালো,—এমন কি, একটি ছেলের চুলও আঁচড়িয়ে দিলো।

ডিনারের পূর্বে মেরিয়ানা নিজ কামরায় চলে এলো। এর কিছু পরেই নেজ্‌দানোভ ঘরে ঢুকলো। তাকে ক্লান্ত মনে হোলো—তার

সর্বাঙ্গ ধ্বলিমাখা। মেরিয়ানা তার পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করলোঃ ব্যাপার কতদ্বর কি হয়েছে আমায় বলো।

শ্রান্তস্বরে নেজ্দানোভ বললোঃ আজ জনসাধারণের মাঝে বেরিয়ে আমার স্থিরধারণা হয়েছে, অভিনয় করার মতো সোজা কাজ আর নেই। কেউ স্বপ্নেও আমায় সন্দেহ করেনি। তবে একটা ব্যাপার আমি আগে চিন্তাও করিনি। কেউ যখন জিজ্ঞেস করেঃ কোত্থেকে এসেছো, কেন এসেছো, তখন উত্তর যে কি দেওয়া যায়, ভেবে পাওয়া ম্বশ্কিল। যাকগে, এটাও খ্বব বড়কথা নয়। প্রচুর পরিমাণে মদ খাওয়ার সামর্থ আর মিথ্যা-কথা বলবার সাহস থাকলেই ব্যস। আর কিচ্ছ্ব দরকার নেই।

—বলো কি? তুমি মিথ্যাকথা বলেছো?

—নিশ্চয়ই। তা না হলে চলে? দেদার মিথ্যাকথা বলেছি আজ। আমি ব্বঝতে পেরেছি, প্রায় সব লোকের মনেই অসন্তোষ গিজ্গিজ্ করছে, কিন্তু এরা জানে না, এর প্রতিকারের উপায় কি। প্রচারকার্যে আমি মোটেই সফল হ'তে পারিনি, শ্বধ্ব একটা ঘরে আর একটা গাড়ীতে কতকগ্বলো প্রচার-প্বস্তিকা ছেড়ে আসতে পেরেছি। এর পরিণাম কি হবে, কে জানে। রাস্তায় চার ব্যক্তিকে আমি এই প্বস্তিকা দিয়েছিল্বম। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলে, এ কোনো ধর্মপ্বস্তক কিনা। তা নয় শ্বনে সে প্বস্তিকা ফেরৎ দিলে। দ্বিতীয় ব্যক্তি লেখাপড়া জানে না, তবে প্বস্তিকাখানার মলাটে ছবি আছে দেখে সে তার ছেলেদের খেলার সামগ্রী হিসেবে তা বাড়ী নিয়ে গেলো। তৃতীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে আমার মনে আশার সঞ্চার হ'য়েছিলো, কিন্তু সে-ও শেষে গালাগালি করে প্বস্তিকা ফেরৎ দিলে। আর চতুর্থ ব্যক্তি আমায় ধন্যবাদ দিয়ে প্বস্তিকাখানা নিয়ে গেলো বটে, কিন্তু সে যে আমার কথার একবর্ণও ব্বঝতে পেরেছে, তা মনে হয়নি। তা' ছাড়া একটা কুকুর আমার পায়ে কামড়িয়েছে, একজন কৃষক-নারী তার ঘরের দরজা থেকে হাতাবেড়ী হাতে আমায় শাসিয়েছেঃ এই শ্বয়রের বাচ্চা! মস্কোর গ্বণ্ডা! তোদের কি আর শেষ নেই? আর তারপর একজন সৈনিক পিছ্ব লেগেছিলো এবং আমার খরচে আচ্ছা করে মদ খেয়ে নিয়েছে।

—আচ্ছা, তারপর?

—তারপর? আমার একপায়ের জ্বতো একট্ব বড়, ফলে পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। এখন ক্ষিধেয় আমার নাড়ী চোঁ চোঁ করছে, আর অতিরিক্ত ভোড্কা খাওয়ায় আমার মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে।

—এতো মদ খেলে কেন?

—না, মদ খেয়েছি অল্প অল্প করেই—লোক-দেখানোর জন্যে। প্রায় পাঁচটা হোটেলে বসতে হয়েছে। ভোড্‌কা আমার সহ্য হয় না। জানি না লোকেরা এ কী করে এতো খায়। 'সরল' হ'তে হ'লে যদি এ খাওয়া অপরিহার্য হয়, তবে আমার দ্বারা তা' হয়ে উঠবে না।

—কেউ তোমায় সন্দেহ করেনি? .

—না, কেউ না। তবে মদখানার একটা বলিষ্ঠ মলিনচক্ষু পরিচারক বোধ হয় আমাকে কিছু সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছে। আমি শুনলুম সে তার স্ত্রীকে গোপনে বল্‌ছেঃ ঐ লাল চুলওয়ালা আড়চোখো লোকটির উপর নজর রেখো। (আমি তখন পর্যন্ত জান্‌তুম না, আমার চুল আর চোখের চাউনিতে কারুর মনে সন্দেহ জাগ্‌বে।) লোকটার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। দেখ্‌ছো না, অনবরত কেমন ভোড্‌কা খাচ্ছে। 'অনবরত' কথাটায় সে কি বুঝাতে চেয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি। তবে আমার অভিনয়ে যে ত্রুটি হচ্ছিলো, তা খুবই বোঝা গেলো। না, আমার মতো রুচিসম্পন্ন লোকের পক্ষে জনসাধারণের সাথে একান্ত হয়ে মেশা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

মেরিয়ানা সান্ত্বনাচ্ছলে বল্‌লোঃ কিছু মনে কোরো না। ক্রমে এ-সবও গা-সওয়া হ'য়ে যাবে। তোমার প্রথম উদ্যম আশাপ্রদ। আমি খুবই খুশী হয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে পড়োনি, কেমন?

—না, না। এ বরং উপভোগ করেছি। তবে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আরো ভালো করে চিন্তা করে দেখ্‌তে হবে।

—না, এ-সব তোমায় আমি আর চিন্তা কর্‌তে দেবো না। আমি কি কি করেছি, তা তোমার শুন্‌তে হবে। এক্ষুনি ডিনার আস্‌বে। আমি কি করেছি, জানো? তাতিয়ানা যে-কড়াইয়ে ঝোল রেঁধেছে, আমি সেটা ধুয়েছি...রসো, সব কথাই আমি বল্‌ছি।

সে বলে যেতে লাগ্‌লো, নেজ্‌দানোভ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লো। মেরিয়ানা মাঝে মাঝে থেমে তাকে জিজ্ঞেস করলো বটে, সে কেন একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে, নেজ্‌দানোভ কিন্তু সে-কথার উত্তর দিলো না।

ডিনার-শেষে মেরিয়ানা নেজ্‌দানোভকে একটা বই পড়ে শোনাতে লাগ্‌লো। কিন্তু এক পৃষ্ঠা পড়াও শেষ হয়নি, হঠাৎ নেজ্‌দানোভ উঠে দাঁড়িয়ে মেরিয়ানার পায়ের নীচে হাঁটু গেড়ে বসলো। মেরিয়ানা উঠে দাঁড়ালো। নেজ্‌দানোভ দুই বাহু দিয়ে মেরিয়ানার জানু বেষ্টন করে আবেগপূর্ণ ভাষায় হতাশব্যঞ্জক স্বরে নানাকথা বলে যেতে

লাগ্‌লো। বল্‌লোঃ সে মরতে চায়, বেশীদিন সে বাঁচ্‌বে না। ...... মেরিয়ানা বাধা দিলো না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো; স্থিরভাবে সে তার আবেগপূর্ণ আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করলো। স্থিরভাবে, এমনকি, স্নেহপূর্ণ নয়নে সে তার দিকে চাইলো, উভয় হাত নেজ্‌দানোভের মাথায় রেখে কাপড়ের ভাঁজের উপর তার মাথা চেপে ধরলো। কিন্তু তার এই শান্ত ভাবটাই নেজ্‌দানোভকে দিলো একেবারে দমিয়ে। তার মনে হোলো প্রত্যাখ্যানের চাইতেও এ বেশী অকরুণ। সে বিড় বিড় করে বলতে বলতে উঠে পড়লোঃ আমার কালকের আর আজকের ব্যবহারে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছো, আমায় মাফ করো মেরিয়ানা! আবার বলো, যতদিন তোমার ভালোবাসার উপযুক্ত না হই, ততদিন আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। বলো, আমায় মাফ করবে।

—আমি তো কথা দিয়েইছি। কথার আমার নড়চড় হয় না।

—ধন্যবাদ প্রিয়ে! গুডবাই!

নেজ্‌দানোভ চলে গেলো। মেরিয়ানা তার দ্বারের তালায় চাবি লাগালো।

ত্রিশ

একপক্ষ পরে সেই একই কামরায় তিনপায়া টেবিলে বসে নেজ্‌দানোভ বন্ধু সিলিনের কাছে পত্র লিখছিলো। রাত দুপুর বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। তার কর্দমাক্ত জামা-কাপড়গুলো সোফায়, মেঝের উপরে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে আছে। ইলশেগুড়ি বৃষ্টির ধারা এসে জানালার খড়খড়িতে আঘাত করছিলো। একটা তীব্র গরম হাওয়া ঘরের ছাদের ধারে ধারে গুমরে গুমরে ফিরছিলো।

নেজ্‌দানোভ চিঠিতে লিখলোঃ

"প্রিয় বন্ধু ভ্লাডিমির! ঠিকানাহীন চিঠি তোমায় আজ লিখছি, আর এ-চিঠি পাঠাতে হবে এক দূরবর্তী ডাকঘরে পোষ্ট করবার জন্যে। এ-গোপনতা দরকার হ'য়ে পড়েছে নানাকারণে; আমার ঠিকানা আবিষ্কৃত হ'য়ে গেলে আমার সাথে সাথে আরো অনেকেরই বিপদ হ'তে পারে। তবে এইমাত্র তোমায় বলতে পারি, গত দু'সপ্তাহ যাবত আমি মেরিয়ানার সাথে একটা বড় কারখানায় আছি। গেলো বারের চিঠি যেদিন তোমায় লিখেছি, সেদিনই সিপিয়াজিনের ওখান থেকে চলে এসেছি। এখানে আমার এক বন্ধু আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। সুবিধের জন্যে তাকে আমি

অভিহিত করবো ভ্যাসিলি নামে। সে বড্ডো ভালো মানুষ, আর এ-কারখানায় শ্রমিকদের সর্দার সে। বেশীদিন এখানে থাকবো না, 'কাজে'র আহ্বান এলেই আমরা বেরিয়ে পড়বো। তবে ব্যাপার দেখে মনে হয়, কাজের আহ্বান আপাততঃ আসবে কিনা সন্দেহ। ভ্লাডিমির! মনে আমার সুখ নেই। সবার আগে জানাতে হচ্ছে, যদিও আমি আর মেরিয়ানা একত্রে পালিয়ে এসেছি, তবুও আমরা ভাই-বোনের মতোই বাস করছি। সে আমাকে ভালোবাসে। আমায় সে জানিয়েছে, যখনই আমি সত্যিকারভাবে অনুভব করতে পারবো যে, তাকে দাবী করবার আমার অধিকার জন্মেছে, তখনি সে আমার হবে।

"কিন্তু ভ্লাডিমির! আমার অধিকার জন্মেছে, এ যে আমি এ-পর্যন্ত অনুভবই করতে পারছিনে। সে আমায় বিশ্বাস করে, আমার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে; এমন অবস্থায় তার সাথে আমি প্রবঞ্চনা করতে পারিনে। আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি, তার চাইতে আর কাউকে আমি বেশী ভালোবাসিনি বা বাসতে পারবোও না। তবু আমার সাথে চিরদিনের জন্যে তার ভাগ্যকে কি করে একত্র গ্রথিত করবো? এ-যে হবে মৃতের সাথে জীবিতের মিলন। মৃত যদি আমাকে একান্ত না-ই বলতে চাও, জীবন্মৃত বলতেই হবে। আমার বিবেক কী করে এমন কাজে সায় দেবে? আমি জানি, তুমি হয়তো বলবে, আবেগ যেখানে সর্বগ্রাসী, বিবেক সেখানে নীরব থাকতে বাধ্য। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে—আমার মাঝে জীবনের লক্ষণ নেই। মনে করো না, আমি অতিরঞ্জিত করে কিছু বলছি। যা বলছি, তা একেবারে খাঁটি সত্যি। মেরিয়ানা শান্ত, সংহত—যাতে তার পূর্ণ বিশ্বাস, সে-কাজেই সে জড়িয়ে আছে। কিন্তু আমি?

"যাক, ব্যক্তিগত সুখ-ভালোবাসার কথা আর নয়। এখানে এসেই আমি জনসাধারণের সাথে মেশবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে, এর চাইতে নির্বুদ্ধিতার কাজ আর নেই। অবিশ্যি এ-ব্যাপারে আমার দোষটাই বেশী। এই কাজে তেমন উৎসাহ আমি বোধ করতে পারছিনে। আমি শুধু তাদের বোঝাতে চেষ্টা করি। কিন্তু কি করে বোঝাবো? কি করে এ সম্ভব হতে পারে? জনসাধারণের মাঝে যখন যাই, তখন শুধু আমি তাদের কথা শুনেই যাই; এবং যখন আমার বলবার সময় আসে, কী যে বলবো ভেবে পাইনে, একটা কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরুতে চায় না। আমার বেশ ধারণা হ'য়ে গেছে, এ-কাজের যোগ্য আমি নই। একটা ময়লা শাল গায় দিয়ে আমি তাদের মাঝে যাই, তাতে

আমার গা ঘিন ঘিন করে। ভ্যাসিলি আমায় বলে, তোমাকে ওদের ভাষা শিখতে হবে, ওদের আচার-ব্যবহারের সাথে পরিচিত হ'তে হবে। কিন্তু তাদের ভাষা, তাদের আচার-ব্যবহার আমার কাছে এতো জঘন্য মনে হয়, যে, ও আমার দ্বারা হ'য়ে উঠবে বলে ভাবতেও পারিনে। একদিন এক পাদ্রীর বক্তৃতা শুনছিলুম। কতো বাজেকথাই সে বললো, আর যে-ভাষায় সে বক্তৃতা দিলো, তা শুনে আমার লজ্জা হোলো। কিন্তু দেখলুম, শ্রোতার দল তার বক্তৃতা শুনে উৎসাহে মেতে উঠলো। তার কথা কেউ যে বুঝেছিলো, তা মনে হোলো না, কিন্তু তবু সকলে এসে তাকে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করে তার অনুসরণ করলো। কিন্তু আমি যখন বক্তৃতা শুরু করি, আমার মনে হয়, তা যেন কোনো দোষী ব্যক্তির ক্ষমাভিক্ষার মতো শোনায়। এই পাদ্রীদের দলে যোগ দেওয়াই আমার উচিত ছিলো। কিন্তু আমার সে-বিশ্বাস কই? মেরিয়ানার বিশ্বাস আছে। তাতিয়ানা নামে একজন কৃষক-নারীর সাথে সে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজ করে যায়। তাতিয়ানা খুবই ভালো মেয়ে, খুবই চালাক। সে বলে, আমরা 'সরল' হতে চাই। মেরিয়ানা এই মেয়েটির সাথে সকাল-সন্ধ্যে কাজ করে, এক মুহূর্তও থামে না। তার হাত ক্রমে লাল আর খসখসে হয়ে যাচ্ছে, এতে সে সুখী। সে এমন কি জুতো পরা ছাড়তেও চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে সে খালি পায়েই বাইরে যায়, ঘরে ফিরে আসে। এ-সব কাজ করার পরেও তার মুখে হাসি লেগে থাকে, মনে হয় সে যেন এক অক্ষয় সম্পদের সন্ধান পেয়েছে। তার সাথে কথা বলতে গিয়ে এখন আমি কেমন যেন একপ্রকার লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়ি। মনে হয়, আমি অনধিকারচর্চা করতে যাচ্ছি। তারপর আমার মুখের উপর স্থিরনিবদ্ধ তার সে কী দৃষ্টি! সে-দৃষ্টি যেন বলতে থাকে: 'আমায় গ্রহণ করো—কিন্তু মনে রেখো...।' আর না— আর না।

"বড়লোক পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া আমার এই কোপপ্রবণতা, রুচিবাগীশতা ও খুঁৎখুঁতে প্রকৃতিকে আমি কতো ঘৃণা করি! আমাকে জন্ম দেওয়ার কী অধিকার ছিলো তাঁর? যে-সমাজে আমায় আজীবন বাস করতে হবে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত সমাজের লোক হয়ে তিনি কেন আমায় জন্ম দিলেন? এ যেন পাখী সৃষ্টি করে তাকে জলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া। কদর্যতার মাঝে সুরুচির প্রতিষ্ঠা। ফলে ডেমোক্র্যাট—জনসাধারণের হিতৈষী হয়েও তাদের ভোড্‌কার গন্ধে আমার জ্বর আসে।

"কিন্তু পিতাকেই বা দোষ দিয়ে কি হবে? আমি ডেমোক্র্যাট হয়েছি, এর জন্যে তাঁকে দায়ী করলে চলবে কেন?

"হাঁ, ভ্লাডিমির! আমি এখন বড্ডো মানসিক কষ্টে আছি। নানা-ধরণের অবসাদকর চিন্তা এসে আমার মনে ভিড় জমাচ্ছে। আমার কেবলি মনে হচ্ছে, যদি এই সময় একটা যুদ্ধ বেধে যেতো—অবিশ্যি রাজার বিরুদ্ধে জনসাধারণের যুদ্ধ—আমি জনসাধারণের পক্ষে সেই যুদ্ধে যোগ দিতুম; জনসাধারণের মুক্তির জন্যে নয়, নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে।

"আমার বন্ধু ভ্যাসিলি—যার আশ্রয়ে এখানে আছি—লোকটি সৌভাগ্যবান। আমাদের দলেরই লোক, কিন্তু সে স্থির শান্ত, কোনো-কিছুতেই তাড়াতাড়ি করার পক্ষপাতী সে নয়। অপর অনেকের সাথেই আমি ঝগড়া করতে পারি, এর সাথে পারিনে। অখণ্ড বিশ্বাসই যে তার জীবনের বড়কথা তা নয়, লোকটির ব্যক্তিত্বই অসাধারণ। পাহাড়ের মতো কঠিনচরিত্র পুরুষ সে। আমার সাথে, মেরিয়ানার সাথে তার ব্যবহার বন্ধুত্বপূর্ণ। সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যদিও আমি মেরিয়ানাকে ভালোবাসি আর মেরিয়ানা আমাকে ভালোবাসে, আমরা পরস্পরের মধ্যে আলাপের কথা খুঁজে পাইনে। কিন্তু মেরিয়ানা অনবরত ভ্যাসিলির সাথে আলাপ করে যাচ্ছে, তর্ক করছে, ভ্যাসিলির কথা শুনছে। লোকটির প্রতি আমার যে কোনরূপ ঈর্ষা হয়েছে তা নয়। তবু তাদের একত্রে আলাপ করতে দেখলে আমার ভালো লাগে না। আমি ইচ্ছে করলেই আমাদের বিবাহ এক্ষুনি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার ফলেই পরিবর্তন বিশেষ-কিছু হয়ে যাবে না। কোনো উপায় নেই, ভ্লাডিমির! কোনো উপায় নেই।

"বেশ বুঝতে পারছি, এ-ভাবে আর বেশীদিন চলবে না, একটা গুরুতর কিছু হবেই।

"বলিনি আগে যে, কাজের সময় এসে গেছে? তাই সহজেই বুঝতে পারবে, ব্যাপার বেশ গুরুতর হয়েই উঠছে।

"আমার আরেকটি বন্ধুর কথা তোমায় জানিয়েছি কিনা, মনে পড়ছে না। সে হচ্ছে সিপিয়াজিনদের আত্মীয়। এই ব্যাপারে সে বেশ ভালো করেই জড়িয়ে পড়েছে। এখন জাল থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে সহজ হবে না।

"যাক, চিঠি দীর্ঘ হয়ে গেলো, এইখানেই শেষ করা যাক। আবার কখন তোমাকে চিঠি লিখতে পারবো, একেবারেই পারবো কি না, তা

জানিনে। সে যাই হো'ক, আমি জানি, তুমি কোনো অবস্থায়ই আমায় ভুলবে না।

তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু—এলেক্সী।"

চিঠি শেষ করে নেজ্‌দানোভ কলমটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিলো। একা একাই বলে উঠলো ঃ লেখক, তোমার কালির আঁচড়ের কথা এখন ভুলে যাও, সুবোধ শিশুটির মতো ঘুমিয়ে পড়ো।

কিন্তু ঘুম তার চোখে এলো অনেক দেরীতে।

পরদিন সকালে তাতিয়ানার কাছে যাবার পথে মেরিয়ানা নেজ্‌-দানোভকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে গেলো। সে পোশাক পরে তৈরী হতে-না-হতেই মেরিয়ানা আবার সে-ঘরে এলো। তাকে খুবই উত্তেজিত মনে হোলো। চোখে-মুখে তার একই সঙ্গে আনন্দের দীপ্তি ও আশঙ্কার কালো-ছায়া।

—শুনছো, এলিওশা! ওরা বলছে, এই কাছেই 'টি'-প্রদেশে নাকি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

—কী? কী শুরু হয়ে গেছে? কে বলেছে?

—প্যাভেল। বলছে, ওখানে কৃষকরা নাকি বিদ্রোহ করেছে, খাজনা দিতে অস্বীকার করছে। তাদের দল ক্রমে ভারী হচ্ছে।

—তুমি নিজেই এ-কথা শুনেছো?

—তাতিয়ানা আমায় বলেছে। কিন্তু প্যাভেলও এখানে এসেছে। তাকেই জিজ্ঞেস করো না।

প্যাভেল এসে যা বললে, তাতে জানা গেলো, মেরিয়ানার কথা সত্য।

দাড়ি নেড়ে উজ্জ্বল কালো চোখ কুঞ্চিত করে সে বললে ঃ হাঁ, 'টি'-প্রদেশে গোলমাল শুরু হয়েছে বটে। মার্কেলোভের হাত নিশ্চয়ই এতে আছে। গত পাঁচদিন তাকে বাড়ীতে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

নেজ্‌দানোভ টুপি মাথায় দিলো।

মেরিয়ানা জিজ্ঞেস করলো ঃ কোথায় যাচ্ছো তুমি?

ভ্রূকুঞ্চিত করে চোখ না তুলেই সে উত্তর দিলো ঃ কেন? ওখানে—'টি' প্রদেশে।

—তবে আমিও তোমার সাথে যাব। আমাকে সঙ্গে নেবে তো—কেমন? একটা শাল গায়ে দিয়ে আসচি।

মেঝের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে নেজ্‌দানোভ বললো ঃ এ মেয়েলোকের কাজ নয়।

—না, না। তোমাকে যেতেই হবে, নয় তো মার্কেলোভ তোমাকে কাপুরুষ মনে করবে।...কিন্তু আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি।

নেজ্‌দানোভ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলো: আমি কাপুরুষ নই।

—আমি বলতে চেয়েছিলুম, সে হয়তো আমাদের উভয়কেই কাপুরুষ ভাববে। আমি যাচ্ছি তোমার সাথে।

মেরিয়ানা শাল আনতে তার কামরায় গেলো। প্যাভেল মনে মনে হেসে তাড়াতাড়ি সরে পড়লো। সলোমিনকে খবর দিতে সে ছুটে গেলো।

মেরিয়ানার ফিরে আসবার আগেই সলোমিন এসে নেজ্‌দানোভের কামরায় প্রবেশ করলো। নেজ্‌দানোভ জানালার কার্ণিশে কুনুইয়ে ভর দিয়ে হাতের উপর কপাল রেখে জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলো। সলোমিন তার কাঁধ স্পর্শ করলো। নেজ্‌দানোভ তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ালো। এলোমেলো তার চুল, মুখ তার তখনো ধোয়া হয়নি, তার চোখে ফুটে উঠেছিলো একটা অদ্ভুত বিভ্রান্ত দৃষ্টি। সলোমিনের চেহারাও গত কয়দিনে অনেক বদলে গেছে। মুখমণ্ডল তার পীতবর্ণ, সমুখ ভাগের দাঁত ক'খানা দেখা যাচ্ছিলো। তাকেও কতকটা উত্তেজিত মনে হোলো।

সে বলতে লাগলো: মার্কেলোভ নিজেকে সংযত করে রাখতে পারেনি। এর ফলে শুধু তার নয়, আরো অনেকেরই বিপদ ঘটতে পারে।

নেজ্‌দানোভ বললো: কি হচ্ছে সেখানে, আমি দেখতে যেতে চাই।

সে-কামরায় প্রবেশ করতে করতে মেরিয়ানা বললো: আমিও যাচ্ছি।

সলোমিন তাড়াতাড়ি তার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললো: মেরিয়ানা, তোমায় যেতে আমি পরামর্শ দিইনে। তার কোনো প্রয়োজনও নেই। নেজ্‌দানোভ যেতে চাইলে যেতে পারে; সে দেখে আসুক, সেখানে কি হচ্ছে। তবে যতো শীগ্‌গির সে ফিরে আসে, ততো মঙ্গল। কিন্তু তুমি কেন যাবে?

—আমি তার থেকে পৃথক থাকতে চাইনে।

—কিন্তু তাতে যে তুমি তার বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

মেরিয়ানা নেজ্‌দানোভের দিকে তাকালো। পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে সে দাঁড়িয়েছিলো, তার মুখে ফুটে উঠেছিলো একটা ম্লান-গম্ভীর ভাব।

মেরিয়ানা জিজ্ঞেস করলো: কিন্তু মনে করুন, কোনো বিপদ হোলো?

মৃদু হেসে সলোমিন বললোঃ ভয় পেয়োনা...তেমন বিপদ কিছু ঘটলে আমি তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো।

মেরিয়ানা শাল খুলে ফেলে, একটা কথাও না বলে বসে পড়লো। সলোমিন তখন নেজ্‌দানোভের দিকে ফিরে বললোঃ আরো একটু খোঁজ নিয়ে সেখানে গেলে ভালো হোতো, এলেক্সী! আমার মনে হয়, ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যাক, খুব সাবধানে থেকো, আর একা যেয়োনা। যত সত্বর পারো ফিরে আসবে। আসবে তো ঠিক, নেজ্‌দানোভ? কি বল?

—হাঁ।

—ঠিক?

—তাই তো মনে করছি। তোমার কথা এখানে সকলেই মেনে চলে, এমন কি মেরিয়ানাও। আমিই বা মানবো না কেন?

'গুডবাই' না বলেই নেজ্‌দানোভ চলে গেলো। প্যাভেল অকস্মাৎ যেন কোন্ অন্ধকারের মধ্য থেকে সেখানে এসে দেখা দিলো এবং বুটের শব্দে সিঁড়ি মুখরিত করে নীচে নেমে গেলো। তবে কি সে-ই নেজ্‌-দানোভের সাথে যাবে?

সলোমিন মেরিয়ানার পাশে বসে বললোঃ নেজ্‌দানোভের শেষ কথাটা শুনেছো?

—হাঁ। আমি আপনার কথা বেশী শুনি বলে সে বিরক্ত। কিন্তু তা ঠিকই। আমি ভালোবাসি তাকে বটে, কিন্তু কথা শুনি আপনার। সে আমার বেশী প্রিয়...আর আপনি আমার বেশী শ্রদ্ধেয়।

সলোমিন তার হাতের উপর মৃদু চাপড় দিয়ে বললোঃ ব্যাপারটা ভারী বিশ্রী হয়ে দাঁড়ালো। যদি মার্কেলোভ ওতে জড়িয়ে গিয়ে থাকে, তবে আর তার রক্ষে নেই।

মেরিয়ানা শিউরে উঠলো। বললোঃ রক্ষে নেই?

—হাঁ। অর্ধসমাপ্ত করে কাজ রেখে দেওয়ার পাত্র সে নয়, আর অপর কারুর জন্যেই সে কোনো-কিছু গোপন করতে জানে না।

মেরিয়ানার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বললোঃ রক্ষে নেই? ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্! তার জন্যে আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু কেন আপনি মনে করছেন, সে সফল হতে পারবে না? কেন তার আর রক্ষে নেই?

—কারণ এইশ্রেণীর কাজে প্রথম যারা যায়, জয়ী হলেও পরিণামে

তাদের ধ্বংস অনিবার্য। আর, শুধু প্রথম-দ্বিতীয় দলই বা কেন? দশম, এমন কি, বিংশ দলকেও ধ্বংস হতে হবে।

—তবে আমরা এ-'কাজে'র সাফল্য দেখে যেতে পারবো না?

—বলছো কি তুমি? নিশ্চয়ই না! আমাদের চোখে—এই চর্ম-চোখে—আমরা কখনো দেখে যেতে পারবো না। তবে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ...সে অবিশ্যি আলাদা ব্যাপার...সে-দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পারি, কেউ তাতে আমাদের বাধা দিতে পারে না।

—তবে আপনি কেন...

—কি?

—আপনি কেন এ-রাস্তা ধরেছেন?

—কারণ অন্য রাস্তা নাই যে। মার্কেলোভ আর আমার লক্ষ্য একই, তবে পথ আমাদের বিভিন্ন।

মেরিয়ানা ব্যথিত স্বরে বলে উঠলো: হতভাগা মার্কেলোভ!

সলোমিন বললো: তাই তো। তুমি কিছুই জানোনা দেখছি। প্যাভেল কি সংবাদ নিয়ে আসে, দেখা যাক। আমাদের এ-পথে যারা আসে, সাহসী তাদের হতেই হয়। মৃত্যুর কথা ভাবতে নেই তাদের।

সলোমিন উঠে পড়লো।

মেরিয়ানা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো: কোথায় আমাকে পাঠাবেন ঠিক করেছেন? তার গালের উপর তখনো অশ্রুবিন্দু চক্ চক্ করছিলো, কিন্তু চোখে তার ব্যথার চিহ্নমাত্রও ছিলো না।

সলোমিন আবার বসে পড়লো। বললো: তুমি অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্যে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছো নাকি?

—না, না। শুধু আমি কিছু কাজ করতে চাই।

—এখানেই তো তোমার যথেষ্ট কাজ পড়ে রয়েছে। এখনো আমাদের ছেড়ে যাওয়ার সময় তোমার হয়নি।

তাতিয়ানা এই সময়ে ঘরে প্রবেশ করলো। সলোমিন বললো: কি, তাতিয়ানা?

হেসে এবং হাতের এক প্রকার ভঙ্গি করে তাতিয়ানা বললো: একজন স্ত্রীলোক এলেক্সী মিত্রিসের খোঁজে এখানে এসেছে। আমি তাকে বললুম, ও-নামে এখানে কেউ নেই—আমরা তাঁকে মোটেই চিনিনে, তখন সে...

—কে সে?

—কেন, বললুম তো একজন মেয়েলোক। এই কাগজের টুকরোয়

সে নিজের নাম লিখে তা আমাকে এখানে নিয়ে আসতে দিলো, আর বললো, সত্যি যদি এলেক্সী মিত্রিস এখন ঘরে না থাকে, তার সে জন্যে অপেক্ষা করবে।

কাগজের উপর মোটা হরফে লেখা ছিলো, "মাশুরিনা।"

সলোমিন বললো ঃ তাকে এখানে নিয়ে এসো।...এখানে তাকে আনতে বলায় তোমার আপত্তি নেই তো, মেরিয়ানা? সে-ও আমাদের দলেরই একজন।

—মোটেই নয়।

কয়েক মুহূর্ত পরে মাশুরিনাকে দ্বারদেশে দেখা গেলো। এই বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা তাকে যে-বেশে দেখেছিলুম, এখনো তার সেই একই বেশ।

একত্রিশ

—নেজ্‌দানোভ ঘরে আছো? বলতে বলতে মাশুরিনা এগিয়ে এলো। সলোমিনকে দেখে সে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো।

মেরিয়ানার দিকে আড়চোখে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করলো ঃ কেমন আছো, সলোমিন?

সলোমিন বললো ঃ সে এক্ষুনি ফিরে আসবে; কিন্তু বল দেখি, কি করে তুমি জানতে পারলে—

—মার্কেলোভ আমায় বলেছে। তা'ছাড়া, শহরের কয়েকজন লোক আগেই জানতে পেরেছে সে এখানে আছে।

—সত্যি?

—হাঁ। নিশ্চয়ই কেউ কথা ফাঁস করে দিয়েছে। তা'ছাড়া, নেজ্‌দানোভকে কেউ কেউ নাকি চিনে ফেলেছে।

সলোমিন বিড় বিড় করে বললো ঃ তার পোশাকের দোষেই এ হয়েছে। অবশেষে প্রকাশ্যে বললো ঃ তোমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই। এ হচ্ছে মিস্‌ সিনিট্‌স্কা (মেরিয়ানা)। আর ও হচ্ছে মিস্‌ মাশুরিনা। মাশুরিনা, বোসো।

মাশুরিনা ঈষৎ মাথা নেড়ে বসে পড়লো।

—নেজ্‌দানোভের একটা চিঠি আর তোমার জন্যে একটা সংবাদ নিয়ে আমি এসেছি, সলোমিন।

—কি সংবাদ? কার কাছ থেকে?

—এমন লোকের কাছ থেকে যাকে তুমি ভালো করেই চেনো...তারপর ভালোকথা। এখানে সব তৈরী ?

—কিচ্ছু না।

মাশুরিনা তার ক্ষুদ্র চোখ দু'টি প্রসারিত করলো।

—কিছুই না ?

—কিছুই না।

—একেবারে কিছু না ?

—না, একেবারে কিছু না।

—এ-কথাই আমায় জানাতে হবে ?

—হাঁ।

মাশুরিনা গম্ভীর হয়ে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলো।

—দিয়াশলাই আছে ?

—এই যে দিয়াশলাই।

মাশুরিনা সিগারেট ধরালো। বললোঃ তারা অন্য রকম কিছু আশা করেছিলো। যাকগে, সে তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি বেশীক্ষণ থাকবো না। শুধু নেজ্দানোভকে একখানা চিঠি দিয়ে যেতে হবে।

—কোথায় যাচ্ছো তুমি ?

—অনেক দূরে।

যাচ্ছিলো সে জেনেভায়। সলোমিনকে তা জানাবার ইচ্ছে তার ছিলো না, কারণ তাকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতো না। তা' ছাড়া, একজন অপরিচিত লোক সেখানে রয়েছে। মাশুরিনা জার্মান ভাষা মোটেই জানতো না, তথাপি তাকেই পাঠানো হয়েছিলো জেনেভায়। সেখানে সে যাচ্ছিলো তার এক সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে আঙুর গাছের ডাল-আঁকা একখানা কার্ডবোর্ড আর দু'শ উনাশী রুবল দিয়ে আসতে।

সলোমিন জিজ্ঞেস করলোঃ অস্ট্রোডুমোভ কোথায় ? তোমার সাথেই নাকি ?

—না, তবে খুব নিকটেই আছে। পথে আটকা পড়েছে। দরকার পড়লেই সে এখানে আসবে।

—কি করে তুমি এখানে এলে ?

—গাড়ীতে অবিশ্যি। তা'ছাড়া আর কী উপায়ে আসতে পারি ? দিয়াশলাইটা আবার দাও দেখি।

হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে ডাক এলোঃ ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্। বাইরে আসতে পারেন কি ?

—কে? কি চাও?

—দয়া করে বাইরে আসুন। কয়েকজন নতুন শ্রমিক এসেছে। তারা কি-একটা কথা বুঝাতে চেষ্টা করছে। প্যাভেলও এখানে নেই।

সলোমিন ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক কিছু বলে বাইরে চলে গেলো। মাশুরিনা একদৃষ্টে মেরিয়ানার দিকে চেয়ে রইলো। তার অপলক দৃষ্টিপাতে অবশেষে মেরিয়ানা অস্বচ্ছন্দতা বোধ করতে লাগলো।

—মাফ করবেন। মাশুরিনা হঠাৎ তার খনখনে আওয়াজে বলে উঠলো ঃ আমি নেহাৎ সাদাসিদে ধরণের মেয়ে, কী ভাবে কথা বলতে হয় তা ঠিক জানিনে; রাগ করবেন না। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, উত্তর দেবেন? যদি ইচ্ছে না হয়, উত্তর দেবেন না। সিপিয়াজিনদের বাড়ী থেকে যে-মেয়েটি পালিয়ে এসেছিলো, সে কি আপনিই?

কতকটা বিস্মিত হয়ে মেরিয়ানা জবাব দিলো ঃ হাঁ।

—নেজ্‌দানোভের সাথে?

—হাঁ।

—তবে আমার দিকে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, বোন।...মাফ করো। সে যখন তোমায় ভালোবেসেছে, তুমি নিশ্চয়ই ভালোমেয়ে।

মেরিয়ানা গভীরভাবে মাশুরিনার হাতে চাপ দিলো।

মেরিয়ানা জিজ্ঞেস করলো ঃ নেজ্‌দানোভের সাথে তোমার অনেক দিনের পরিচয়?

—সেন্টপিটার্সবুর্গে তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাই তোমার সাথে এ-বিষয়ে কথা বললুম। তা'ছাড়া সার্জে মিহেলোভিচ্‌ও আমায় বলেছে—

—ওঃ, মার্কেলোভ! তার সাথে কবে তোমার দেখা হয়েছিলো?

—বেশীদিন নয়। কিন্তু সে এখন চলে গেছে।

—কোথায়?

—যেখানে যাবার আদেশ হয়েছে।

মেরিয়ানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

—ওঃ, মিস্‌ মাশুরিনা! তার জন্যে আমার ভয় হচ্ছে।

—প্রথমতঃ, আমি 'মিস্‌' নই। এইশ্রেণীর সম্ভাষণের মোহ তুমি দূর করো। দ্বিতীয়তঃ, তুমি বলছো ঃ 'আমার ভয় হচ্ছে।' এইশ্রেণীর ভয়কেও তোমার মন থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত। নিজের জন্যই যদি ভয় না করো, তবে অপরের জন্য ভয় করবে কেন? নিজের কথা ভাববে না, আর নিজের জন্য ভয়ও করবে না। অনেকে হয়তো মনে করবে,

আমার পক্ষে এরূপ কথা বলা সহজ। আমি কুৎসিত কিন্তু তুমি সুন্দরী। (মেরিয়ানা চোখ নামিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরালো) সার্জে মিহেলোভিচ্ আমায় বলেছিলো...কারণ সে জানতো যে আমার কাছে নেজ্দানোভের নামে একখানা পত্র আছে...সে বলেছিলোঃ 'যেয়োনা কারখানায়, এ-চিঠি তাদের দিয়োনা, তাহ'লে সেখানে সব গোলমাল হয়ে যাবে। তাদের একাকী থাকতে দাও। দু'জনই তারা সুখী হয়েছে...তাদের সুখে বাধ সেধো না।' আমিও বাধ সাধতে না পারলেই খুশী হ'ব, কিন্তু এই চিঠি নিয়ে কি করবো ?

মেরিয়ানা বললোঃ না, না। চিঠি তাকে যে-কোনো উপায়েই হোক দিতে হবে। সার্জে মিহেলোভিচ্ বড্ডো ভালো মানুষ। তাকে তারা মেরে ফেলবে নাকি, মাশুরিনা,...না সাইবেরিয়ায় পাঠাবে ?

—সে যাই হোক, তাতে কি আসে যায় ? জীবন সবার কাছেই মধু-ময় নয়। কারো কাছে এ মধুময়, আবার অনেকের কাছেই তা তিক্ত। মার্কেলোভের জীবন নিশ্চয়ই অতিরিক্ত মধুময় হয়নি।

মাশুরিনা আবার মেরিয়ানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। হঠাৎ সে বলে উঠলোঃ তুমি কী সুন্দর! যেন পাখীটি! এলেক্সী বোধ হয় এক্ষুনি আসবে না...আমি তোমার কাছেই চিঠি রেখে যাবো। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই।

—বেশ। আমি তাকে চিঠি দেবো, এ-সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।

মাশুরিনা তার হাতের উপর গাল রেখে বসে রইলো, অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো কথা বললো না।

অবশেষে সে জিজ্ঞেস করলোঃ একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আমায় মাফ করবে ভাই।...তাকে তুমি ভালোবাসো ?

—হাঁ।

মাশুরিনা তার ভারী মাথা নাড়লো।

—সে তোমায় ভালোবাসে কিনা, জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। যা হোক, আমার এক্ষুনি যেতে হবে, নয়তো দেরী হয়ে যাবে। তাকে বোলো, আমি এখানে এসেছিলুম...আমার স্নেহ তাকে জানিয়ো। বোলো, মাশুরিনা এখানে এসেছিলো। নামটা তোমার মনে থাকবে তো ?—মাশুরিনা। আর চিঠিটা...রসো, কোথায় রাখলুম ওটা ?

মাশুরিনা উঠে ঘুরে দাঁড়ালো, চিঠিটা বের করবার জন্যই যেন সে পকেট হাতড়াতে লাগলো। ছোট এক টুকরো কাগজ বের করে সে মুখে

পুরে গিলে ফেললো। তারপর মেরিয়ানার দিকে ফিরে বললোঃ তাইতো! চিঠিটার হোলো কি? পাচ্ছিনে কেন? কোথায় হারিয়ে ফেললুম নাকি? কি বিপদ! যদি কেউ ওটা কুড়িয়ে পায়? যাক, পাওয়াই যখন যাচ্ছে না, আর কি করা যাবে! সার্জে মিহেলোভিচ্ যা চেয়েছিলো, তাই হোলো দেখছি।

মেরিয়ানা মৃদুস্বরে বললোঃ আবার খুঁজে দেখো।

মাশুরিনা হতাশভাবে হাত নেড়ে বললোঃ কোনো লাভ নেই। ও হারিয়েই গেছে।

মেরিয়ানা তার কাছে এগিয়ে এলো। বললোঃ বেশ, তা'হলে আমায় চুমু দাও, বোন!

মাশুরিনা হঠাৎ বাহু প্রসারিত করে মেরিয়ানাকে সবলে তার বুকে জড়িয়ে ধরে গভীরভাবে চুমো খেলো। বললোঃ আর কারুর জন্যেই আমি আমার বিবেকের বিরুদ্ধে এ করতুম না।...এই প্রথম বার। তাকে বোলো, যেন সে সাবধানে থাকে।...তুমিও সাবধানে থেকো। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখো। এখানকার সবার অবস্থাই বড্ডো বিপদজনক হয়ে উঠবে। ভারী বিপদজনক! সময় থাকতে থাকতে তোমরা এখান থেকে সরে পড়ো। গুডবাই!

যেতে যেতে সে তীব্রস্বরে আবার বলে উঠলোঃ তারপর আরেকটা কথা।...তাকে বোলো...না, তার দরকার নেই। না, কিছুই নয়।

মাশুরিনা সশব্দে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেলো। ঘরের মাঝখানে হত-বুদ্ধি হয়ে মেরিয়ানা দাঁড়িয়ে রইলো।

অবশেষে সে নিজে নিজেই চেঁচিয়ে বলে উঠলোঃ এ-সবের অর্থ কি? এই মেয়েটি আমার চাইতেও তাকে বেশী ভালোবাসে? তার শেষ ইঙ্গিতের মানে কি? কি বলতে চেয়েছিলো সে? আর সলোমিনই বা হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো? সে এখনো পর্যন্ত ফিরেই বা এলোনা কেন?

মেরিয়ানা কামরার ভেতরে পায়চারি শুরু করলো। ভয়, বিস্ময় ও বিরক্তির একটা অদ্ভুত অনুভূতি তার মনকে গ্রাস করে বসলো। কেন সে নেজ্দানোভের সাথে গেলো না? সলোমিন তাকে যেতে দেয়নি... কিন্তু সলোমিন কোথায়? বাইরে কি হচ্ছে? চিঠিটা তাকে না দেওয়ার মূলে আছে যে নেজ্দানোভের প্রতি মাশুরিনার অপরিসীম ভালোবাসা, তাতে আর ভুল নেই। কিন্তু উপরের আদেশ সে এভাবে অমান্য করেই বা কোন্ সাহসে? সে কি নিজের মহাপ্রাণতা দেখাতে চেষ্টা করলো?

কিন্তু তাতে তার কী অধিকার? আর সে নিজেই বা কেন মাশ্রুরিনার ব্যবহারে এমন অভিভূত হয়ে পড়লো? একটি কুৎসিত স্ত্রীলোক একজন তরুণ যুবককে ভালোবাসে, এতে অসাধারণতা কি আছে?...... আর মাশ্রুরিনাই বা মনে করে কেন যে, নেজ্‌দানেভের জন্যে মেরিয়ানার যে-ভালোবাসা তা কর্তব্যের অনুভূতির চাইতেও প্রবলতর? মেরিয়ানা তো মাশ্রুরিনার কাছে এ-আত্মত্যাগের জন্যে প্রার্থনা জানায়নি। আর সে-চিঠিতেই বা কি ছিল? তাড়াতাড়ি কাজে নামবার আদেশ? না, আর কিছু?

আর মার্কেলোভ? সে বিপন্ন...আর আমরা কি করছি? মার্কেলোভ আমাদের বাঁচতে দিতে চায়। যাতে আমরা সুখী হতে পারি এই তার কাম্য...কিন্তু কেন? এটাও তার মহাপ্রাণতা...না ঘৃণা?

তবে কি আমরা কপোত-কপোতীর মতো সুখে দিন কাটাবার জন্যেই সে ঘৃণ্য বাড়ী ছেড়ে এলুম?

মেরিয়ানা এইশ্রেণীর নানাচিন্তায় উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ক্রমে মন তার তীব্র বিরক্তিতে পূর্ণ হোলো। তার গর্বে আঘাত লাগলো। সবাই তাকে ত্যাগ করলো কেন? সবাই? এই মোটা মেয়েটি তাকে বললো, সে পাখী, সে সুন্দরী। সোজাকথায় একেবারে পুতুল বললে না কেন? আর নেজ্‌দানোভই বা একাকী গেলোনা কেন? কেন সে প্যাভেলকে সাথে নিয়ে গেলো? এ যেন তাকে দেখা-শোনা করবার জন্যে একজন লোক না হ'লে চলে না, তাই। আর বিপ্লব সম্পর্কে সলোমিনেরই বা বিশ্বাস কিরূপ? পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সে বিপ্লবী নয়। কিন্তু তার আন্তরিকতায়ও তো সন্দেহ করা চলে না।

এইসব নানাধরণের চিন্তা একের পর আর এসে মেরিয়ানার পীড়িত মস্তিষ্কে ভিড় জমাতে লাগলো। ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করে বুকের উপর হাত বেঁধে সে অবশেষে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কাজ করতে আর তার ইচ্ছে হোলোনা। সে একাকী অপেক্ষা করতে চায়। কতকটা একগুঁয়ে হয়ে ক্রুদ্ধমনে সেখানে সে বসে রইলো। তার মনের এই অবস্থার কারণ সে নিজেই ভেবে পেলো না। হঠাৎ তার মনের উপর দিয়ে বিজলিচমকের মতো একটা কথা খেলে গেলোঃ আমি মাশ্রুরিনাকে ঈর্ষা করছি নাকি? পরক্ষণেই মাশ্রুরিনার চেহারা মনে করে সে নিজের কাঁধ কুঞ্চিত করলো। চিন্তাটা সে মন থেকে ঝেড়ে ফেললো।

অনেকক্ষণ ঐভাবে বসে থাকার পর হঠাৎ দুইজন লোকের পদশব্দ কানে এলো। মেরিয়ানা দ্বারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো।

...পদশব্দ ক্রমে নিকটতর হোলো। অবশেষে দরজা খুলে গেলো এবং প্যাভেলের কাঁধে বাহু রেখে নেজ্‌দানোভ কামরায় প্রবেশ করলো। তার মুখ মৃতের ন্যায় মলিন, মাথায় টুপি নেই, ভিজে এলোমেলো চুল তার কপালের উপর এসে ঝুলছে। ঘরে প্রবেশ করেই নেজ্‌দানোভ শূন্যদৃষ্টিতে সমুখের দিকে চেয়ে রইলো। তার পা টলছিলো। প্যাভেল তাকে ধরে এনে কোচের উপর বসিয়ে দিলো।

মেরিয়ানা আসন থেকে লাফিয়ে উঠলো।

—এ-সবের মানে কি? ব্যাপার কি হয়েছে? সে অসুস্থ নাকি?

প্যাভেল ভালো করে তাকে আসনে বসিয়ে দিতে দিতে মৃদুহেসে বললোঃ ব্যস্ত হ'বেন না। ও কিছু নয়। শীগ্‌গিরই ইনি ভালো হয়ে উঠবেন। ওতে অভ্যস্ত নন কিনা, তাই...

মেরিয়ানা আবার জিজ্ঞেস করলোঃ কিন্তু ব্যাপার কি?

—কিছু নয়। সামান্য একটু মাতাল হয়ে পড়েছেন আর কি। খালি পেটে মদ খেয়েছেন কিনা...

মেরিয়ানা নেজ্‌দানোভের উপর ঝুঁকে পড়লো। কোচের উপর সে অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলো, মাথা তার বুকের উপর এসে ঠেকেছে, চোখ বোঁজা। ভোড্‌কার গন্ধ তার মুখ থেকে বেরুচ্ছিলো। সে যে খুব বেশী মাতাল হয়ে পড়েছে, তাতে আর সন্দেহ রইলো না।

মেরিয়ানার মুখ থেকে হঠাৎ বেরুলোঃ এলেক্সী!

নেজ্‌দানোভ কষ্টে চোখ খুলে চেয়ে হাসতে চেষ্টা করলো। জড়িত স্বরে বললোঃ মেরিয়ানা, তুমি কেবল 'সরল' হওয়ার কথা বলতে। এই দেখো, আমি 'সরল' হয়েছি। জনসাধারণ সব সময়েই মাতাল হয়ে থাকে...তাই...

সে থেমে গেলো। তারপর বিড় বিড় ক'রে কি বললে, বুঝা গেলো না। ক্রমে তার চোখ বুঁজে এলো, সে ঘুমিয়ে পড়লো। প্যাভেল তাকে ভালো ক'রে শুইয়ে দিলো।

প্যাভেল বললোঃ ব্যস্ত হ'বেন না, মেরিয়ানা! দু'এক ঘণ্টা ঘুমুবার পরই ইনি আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে জেগে উঠবেন।

কি ক'রে এ হোলো, মেরিয়ানার তা জানতে ইচ্ছে হোলো। কিন্তু তখন সে একাকী থাকতে চায়। তাই প্যাভেলকে এ-সব জিজ্ঞেস ক'রে তাকে দেরী করাতে চাইলো না...তার নিজের সমুখে নেজ্‌দানোভের এই বিশ্রী অবস্থা প্যাভেলের কাছে অনাবৃত হয়ে পড়েছে, এ তার ভালো লাগছিলো না। সে জানালার ধারে চলে গেলো। তার মনের ভাব বুঝতে

পেরে প্যাভেল কোটের হাতা দিয়ে নেজ্‌দানোভের পা ঢেকে দিলো এবং আবার 'ও কিচ্ছু নয়' বলে পা টিপে টিপে চলে গেলো।

মেরিয়ানা চারদিকে চেয়ে দেখলো। নেজ্‌দানোভের মাথা বালিশের উপর পড়ে আছে, কঠিন রোগগ্রস্তের মুখের ন্যায় তার মলিন মুখের উপর কেমন একটা উগ্রতা পরিস্ফুট।

মেরিয়ানা ভাবলোঃ আশ্চর্য! এ হোলো কী ক'রে?

বত্রিশ

ব্যাপারটা হয়েছিলো এইঃ

গাড়ীতে প্যাভেলের পাশে বসে' নেজ্‌দানোভ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কারখানার প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে গাড়ী বড় রাস্তায় এসে পড়তেই নেজ্‌দানোভ রাস্তায় চলমান কৃষকদের উদ্দেশে চীৎকার ক'রে নানা ভীষণ কথা বল্‌তে লাগলো। যেমন, এখনো তোমরা ঘুমিয়ে আছো কেন? জাগো, জাগো। সময় এসে গেছে। ট্যাক্স দিয়োনা। জমিদারদের ধ্বংস করো ইত্যাদি।

কৃষকদের অনেকে বিস্মিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো, আবার কেউ কেউ তাকে মাতাল মনে ক'রে তার চীৎকারে কর্ণপাত করা অনাবশ্যক ভেবে আপনার কাজে চলে গেলো। প্যাভেল তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু শান্ত হবার মতন অবস্থা নেজ্‌দানোভের তখন নয়। 'টি'-প্রদেশের পার্শ্ববর্তী গ্রামে পেঁছুবার আগে নেজ্‌দানোভ একটা বন্ধদ্বার গোলাঘরের সমুখভাগের রাস্তায় আটজন কৃষককে দেখ্‌তে পেলো। তৎক্ষাণাৎ সে গাড়ী থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে পড়লো। তাদের সমুখে এসে সে চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লোঃ চাই স্বাধীনতা। অগ্রসর হও, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়ো। এইশ্রেণীর আরো অনেক কথাই সে বকে চল্‌লো।

কৃষকেরা সেই গোলাঘরের সামনে সমবেত হ'য়ে আলোচনা করছিলো কি-ভাবে গোলা আবার শস্যে পূর্ণ করা যায়। নেজ্‌দানোভের চীৎকার শুনে তারা বিস্মিত হ'য়ে তার দিকে তাকালো। তাদের মুখভাব দেখে বোঝা গেলো, নেজ্‌দানোভের কথার একবর্ণও তারা বুঝতে পারেনি। শেষবারের মতো 'মুক্তি চাই' চীৎকার ক'রে নেজ্‌দানোভ যাবার জন্যে পিঠ ফিরালো; তখন জনতার মাঝখান থেকে নানারূপ মন্তব্য তার কানে আসতে লাগলোঃ 'ব্যাপার গুরুতর।' 'ইনি একজন সরকারী কর্মচারী

নিশ্চয়ই।' 'আগেই বুঝেছিলুম, এ'র বক্তৃতা দেবার একটা উদ্দেশ্য আছে।' 'নতুন ক'রে আবার নিশ্চয়ই কর ধার্য হ'বে।'

গাড়ীতে প্যাভেলের পাশে বসতে বসতে নেজ্‌দানোভ কৃষকদের এ-সব মন্তব্য শুনলো। ভাবলোঃ নাঃ, এদের বুঝানো আমার দ্বারা আর হ'য়ে উঠবে না। কি করা যায়? কি করা যায়?

গ্রামের বড় রাস্তার মাঝখানে এসে তারা দেখতে পেলো, একটা সরাই-খানার সামনে কতকগুলো লোক জড়ো হ'য়ে হল্লা করছে। প্যাভেলের বাধা অগ্রাহ্য ক'রে নেজ্‌দানোভ গাড়ী থেকে তাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। চীৎকার ক'রে বলতে লাগলোঃ ভাই-সব! জনতা তাকে রাস্তা ছেড়ে দিলো, সে তার প্রচার-কার্য শুরু করলো। এখানকার প্রচার-কার্যে কিন্তু উল্টা ফল ফললো। একটি দাড়িমুড়ানো ভীষণদর্শন মোটালোক কাছে এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেঃ বেড়ে বলছো ভাই! তুমি আমার সাথে এসো দিকিনি। নেজ্‌দানোভকে সে সরাইখানার ভেতরে টেনে নিয়ে গেলো। তাদের পেছনে পেছনে আর-সব লোকও ভেতরে ঢুকে পড়লো। লোকটা চীৎকার ক'রে পরিচারককে ডেকে ভোড্‌কা আনতে আদেশ করলো। বললোঃ এসো বন্ধু, কিছু টেনে নেওয়া যাক। তারপর তোমার বক্তৃতা শোনা যাবে। বলেই ভোড্‌কাপূর্ণ এক বড়ো গ্লাস নেজ্‌দানোভের হাতে তুলে দিলো। বললোঃ খেয়ে ফেলো। দেখবো, আমাদের জন্যে তোমার দরদ কতো। চারদিকে সমর্থনসূচক রব উঠলোঃ হাঁ, খেয়ে ফেলো, বাছাধন! ভোড্‌কাপূর্ণ এতো বড় পাত্র দেখে নেজ্‌দানোভের যেন গায়ে জ্বর এলো, কিন্তু তবু সে চীৎকার ক'রে বললোঃ বন্ধুগণ, তোমাদের স্বাস্থ্য পান করছি।—ব'লেই এক চুমুকে গ্লাস খালি করে ফেললো। কিন্তু এই সাহস দেখানোর ফলে ক্রমে তার মাথা ঘুরতে লাগলো, তার গলা, বুক, পাকস্থলী যেন পুড়ে যেতে লাগলো। চোখে তার জল এসে পড়লো। তার সর্বাঙ্গ দারুণ ঘৃণায় কুঞ্চিত হচ্ছিলো। তবু সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ক'রে তার প্রচারকার্য চালাতে লাগলো। অন্ধকার সরাইখানা অকস্মাৎ অত্যন্ত সরগরম হ'য়ে উঠলো। সেখানকার আবহাওয়ায় ক্রমে নেজ্‌দানোভের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসতে লাগলো। এই সময়ে আর একজন এসে নেজ্‌দানোভের মুখে মদের গ্লাস তুলে ধরলো। এই তীব্র বিষ গলায় ঢেলে দিয়ে সে গ্লাস খালি করে ফেললো। কিন্তু এই সময়ে তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে উঠলো। তার মনে হোলো, কে যেন ধারালো হুক দিয়ে তার পেটের ভেতরকার নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগলো। এর পর আবার আরো এক গ্লাস।

নেজ্‌দানোভ এ-ও সাবাড় করলো। একজন তাকে ধরে খুব ক'রে ঝাঁকি দিয়ে বললোঃ চলুক। বল, আরো বল। দু'দিন আগে আরো একজন এসে এ-সব কথাই বলেছিলো। বল ভাই, বল।

নেজ্‌দানোভের তখন মনে হচ্ছিলো, পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। নিজের কণ্ঠস্বরও তার কাছে অপরিচিত মনে হোলো। বোধ হোলো, কোন্ সুদূর প্রান্ত থেকে যেন তার স্বর ভেসে আসচে।... এ কি মৃত্যু, না আর কিছু?

হঠাৎ তার মনে হোলো তার মুখে শীতল বাতাসের স্পর্শ লাগছে, আর চীৎকার ও গোলমাল শোনা যাচ্ছে না।...ততোক্ষণে প্যাভেল তাকে আবার গাড়ীতে এনে বসিয়েছে। হঠাৎ তার চেতনা ফিরে এলো। সে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলোঃ গাড়ী থামাও। কোথায় আমায় নিয়ে যাচ্ছো? আমার এখনো তাদের সব কথা বুঝিয়ে বলা হয়নি।

প্যাভেল বিশেষ-কোনো উত্তর না দিয়ে গাড়ী চালাতে লাগলো। শীতল বায়ুতে নেজ্‌দানোভও অনেকটা শান্ত হোলো। সে বসে বসে ঢুলতে লাগলো। তাকে সব কথা বলতে দেওয়া হয়নি ব'লে সে কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে রইলো। হঠাৎ মেরিয়ানার কথা তার মনে পড়ে গেলো। একটা তীব্র লজ্জার অনুভূতি তার মনে চমক মেরে গেলো। তারপর নিদ্রা...গভীর নিদ্রায় সে অভিভূত হ'য়ে পড়লো।

প্যাভেল কোন-কিছু গোপন না ক'রে সব কথাই পরে সলোমিনকে বলেছিলো। সে যে মদ খেতে নেজ্‌দানোভকে বাধা দেয়নি, তাও সে জানিয়েছিলো। তার বাধা না দেওয়ার কারণ, তা' না হলে নেজ্‌দানোভকে সেই পাঁকের মধ্য থেকে সে তুলে আনতে পারতো না। কৃষকরা তাকে ছেড়ে দিতো না। সে বলেছিলোঃ যখন খুবই দুর্বল হ'য়ে পড়লো, আমি কৃষকদের এক শিলিং দেবার প্রলোভন দেখিয়ে নেজ্‌দানোভকে ছেড়ে দিতে বললুম। এক শিলিং তাদের দিয়েছিও।

সলোমিন মাথা নেড়ে বললেঃ তুমি বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছো।

নেজ্‌দানোভ ঘুমুতে লাগলো। আর মেরিয়ানা বাগানের দিকে চেয়ে জানালায় বসে রইলো। আশ্চর্য! নেজ্‌দানোভ ও প্যাভেল আসবার আগে তার মনে যে একটা ক্রুদ্ধভাব গুমরে মরছিলো, তা তখন দূর হ'য়ে গেছলো। নেজ্‌দানোভের এই অবস্থা দেখেও তার মনে কোনোরূপ

ঘৃণা বা বিরক্তির ভাব স্থান পেলো না। সে তার জন্যে শুধু বেদনা বোধ করলো। ভালো করেই সে জানতো, নেজ্‌দানোভ অসচ্চরিত্র বা মাতাল নয়। সে জেগে উঠলে তাকে কি বলা যায়, তা-ই সে শুধু ভাবতে লাগলো। নিশ্চয়ই স্নেহ ও সহানুভূতিপূর্ণ কিছু বলতে হবে বই কি। সে ভাবলোঃ কি করে এ হোলো, তার নিজ মুখে সব কথা শুনতে হবে।

কিন্তু তবু বিরক্তি নয়, কেমন যেন একটা মন-মরা ভাব তাকে ঘিরে রইলো। সে এই ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইলে। সে উঠে দাঁড়ালো, নেজ্‌দানোভের কোচের কাছে এগিয়ে পকেট থেকে একটা রুমাল বের করলে। তা দিয়ে নেজ্‌দানোভের ফ্যাকাশে ললাট বেশ করে মুছে দিলো।

করুণায় তার মন ভরে উঠলো—যেমন করে পীড়িত পুত্রকে দেখে মায়ের মন ভরে উঠে। কিন্তু নেজ্‌দানোভের দিকে চেয়ে থাকতে তার কষ্টবোধ হ'তে লাগলো। অগত্যা সে ভেতরের দরজা খোলা রেখে নিজের ঘরে চলে গেলো।

কোনো কাজ করতেই তার ইচ্ছে হোলো না। সে স্থির হ'য়ে বসে রইলো, তার মনে নানাচিন্তা এসে ভিড় করতে লাগলো। হঠাৎ সে ভাবলোঃ সলোমিনের হোলো কি?

ধীরে ধীরে দ্বারদেশে তাতিয়ানা এসে দাঁড়ালো। সে ভেতরে প্রবেশ করলে মেরিয়ানা ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলোঃ কি চাও, তাতিয়ানা ওসিপোভ্‌না?

তাতিয়ানা নিম্নস্বরে বললোঃ মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্‌না, দুঃখ করবেন না। সব সময়েই এ হয়ে থাকে।

বাধা দিয়ে মেরিয়ানা বললোঃ আমি মোটেই দুঃখ করছিনে, তাতিয়ানা ওসিপোভ্‌না! এলেক্সী সামান্য একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। ও বিশেষ-কিছু নয়।

—বেশ, বেশ! আপনি আমার ওখানে আজ না যাওয়ায় ভারী আশ্চর্য হচ্ছিলুম। ভাবলুম, বোধ হয় কিছু ঘটেছে। তবু আপনার কাছে আসতুম না। কিন্তু একজন লোক—একজন বেঁটে খোঁড়া লোক এসে এলেক্সীর খোঁজ করছে। আজ সকালে তাঁর খোঁজে একটি মেয়ে এসেছিলো, আবার এখন এই খোঁড়া! ব্যাপার কি? সে বলেঃ "এলেক্সী মিত্রিস যদি এখন ঘরে না থাকে, তবে সলোমিনের সাথেই আমি দেখা করতে চাই। খুবই দরকারী কথা আছে।" মেয়েটিকে যে-ভাবে তাড়াতে

চেয়েছিলুম, একেও তেমনি করে তাড়াতে চাইলুম ঃ সলোমিন এখন ঘরে নেই। কিন্তু সে শুনছে না। বলে, দুপুররাত পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করতে হয়, তবু সে তার সাথে দেখা না ক'রে যাবে না। ঐ তো উঠোনে সে হে'টে বেড়াচ্ছে। আসুন না, অলিন্দের ঐ ছোট জানালা দিয়ে দেখুন এসে। আপনি হয় তো তাকে চিনতে পারবেন।

তাতিয়ানার অনুসরণ ক'রে মেরিয়ানা অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু লোকটি তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। ঠিক এই সময়ে বাড়ীর কোণ থেকে সলোমিন বেরিয়ে এসে লোকটির কাছে এগিয়ে গেলো।

বে'টে খোঁড়া লোকটি সলোমিনকে দেখেই দ্রুতবেগে তার দিকে এগিয়ে গেলো। পরস্পর তারা করমর্দন করলো। তারা যে পরস্পরের পরিচিত, তাতে মেরিয়ানার সন্দেহ রইলো না। অবশেষে উভয়েই সেখান থেকে চলে গেলো।...কিছুক্ষণ পরেই সি'ড়িতে তাদের পদশব্দ শোনা গেলো। মেরিয়ানা বুঝতে পারলো, তারা তার কাছেই আসছে।

মেরিয়ানা তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে চলে গেলো। ঘরের মাঝখানে সে নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। তার খুবই ভয় হতে লাগলো। কিন্তু কিসের ভয়, তা সে বুঝতে পারলো না।

দ্বারদেশে সলোমিনের মাথা দেখা গেলো। বললো ঃ ভেতরে আসতে পারি, মেরিয়ানা? সাথে ক'রে একজন লোক এনেছি—তার সাথে তোমার দেখা হওয়া দরকার।

মেরিয়ানা উত্তরে শুধু মাথা নাড়লো। সলোমিনের পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকলো এসে প্যাক্লীন।

তেত্রিশ

প্যাক্লীন নত হ'য়ে অভিবাদন করলো। তাকে দেখে মনে হোলো, যেন সে তার মুখের উপর থেকে ভয়ের চিহ্ন মুছে ফেলবার জন্যে খুবই ব্যস্ত। বললো ঃ আমি আপনার স্বামীর একজন বন্ধু। সলোমিনেরও বন্ধু আমি। শুনলুম, এলেক্সী মিত্রিস ঘুমিয়ে আছে। তার শরীরও নাকি অসুস্থ। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি খুব দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি। সলোমিনকে সে-সব কথা কিছু-কিছু বলেছিও। এখন একটা-কিছু উপায় না ক'রলে আর চলছে না।

তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির মতো কথা বলবার সময়ে প্যাক্লীনের স্বর ক্রমাগত ভেঙে যাচ্ছিলো। সে যা বললে, তা বাস্তবিকই দুঃসংবাদ। কতকগুলো

কৃষক মার্কেলোভকে ধরিয়ে দিয়েছে। তাকে শহরে আনা হ'য়েছে। গল্‌শ্‌কিনের মূর্খ কেরাণী ভ্যাসিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার ফলে গল্‌শ্‌কিন ধৃত হয়। ধৃত হ'য়ে গল্‌শ্‌কিনও আবার সব কথা পুলিসকে বলে দিয়েছে। নেজ্‌দানোভের বিরুদ্ধেও যে সে বলেছে, তাতে সন্দেহ নেই। যে-কোনো মুহূর্তে পুলিস এ-কারখানায় হানা দিতে পারে। কাজেই সলোমিনেরও বিপদ।

প্যাক্‌লীন আরো বললোঃ তারপর আমার কথা। আমাকে যে কেন ওরা গ্রেফতার করছে না, আমি আশ্চর্য হচ্ছি। অবিশ্যি একথা ঠিক যে আমি বাস্তব রাজনীতিতে যোগদান করিনি। আমার সম্বন্ধে পুলিসের এই শৈথিল্যের সুযোগ গ্রহণ ক'রে আমি চলে এসেছি আপনাদের সাবধান ক'রতে। অপ্রীতিকর ব্যাপার কিছু ঘটবার আগে একটা-কিছু উপায় করুন।

মেরিয়ানা মনোযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্যাক্‌লীনের কথা শুনলো। সে ভয় পেয়েছে ব'লে মনে হোলো না। বরং তাকে খুবই স্থির শান্তই মনে হোলো। কিন্তু একটা-কিছু করা চাই-ই। সলোমিনকেও মনে হোলো খুবই স্থির শান্ত। তার মুখে সামান্য একটু হাসি ফুটে উঠলো। অবিশ্যি এ তার স্বাভাবিক হাসি নয়।

মেরিয়ানার দৃষ্টির অর্থ সলোমিন বুঝতে পারলো। এ-সময়ে কি করা সব চাইতে ভালো হ'বে, তাই সে সলোমিনের মুখে শুনতে চায়।

সলোমিন বললোঃ ব্যাপারটা বড্ডো বিশ্রী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে হয়, এ-সময়ে নেজ্‌দানোভের লুকিয়ে থাকায় ক্ষতি কিছু হ'বে না। কিন্তু প্যাক্‌লীন, তুমি কি করে জানলে নেজ্‌দানোভ এখানে আছে?

প্যাক্‌লীন হাত নেড়ে বললোঃ একজন লোক আমায় বলেছে। সে আশে পাশে কোথায় যেন তাকে প্রচার করতে দেখেছিলো। সে তার অনুসরণও করেছিলো— অবিশ্যি কোনো বদ-মতলব তার ছিলো না। আমাদের 'কাজে'র প্রতি সে সহানুভূতিসম্পন্ন।

মেরিয়ানার দিকে ফিরে প্যাক্‌লীন বললোঃ এ কি শুনছি ঠিক যে, আমাদের বন্ধু নেজ্‌দানোভ প্রচারকার্যে অত্যন্ত অসতর্কতার পরিচয় দিয়েছে?

সলোমিন আবার বললোঃ সে-সব দোষ ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে লাভ নেই এখন। ভারী দুঃখের বিষয় যে, তার সাথে আমরা এখন এ-বিষয়ে আলোচনা করতে পারছিনে। আগামী কাল নাগাত সে সম্পূর্ণ সুস্থ

হ'য়ে উঠবে। যতোটা মনে করছো, ততো তাড়াতাড়ি পুলিস কিছু করবে না। মেরিয়ানা, তোমাকে নেজ্দানোভের সাথে চলে যেতে হবে।

—নিশ্চয়ই যাবো আমি। মেরিয়ানা বললো। তার যেন শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসছিলো।

সলোমিন বললো ঃ হাঁ, ব্যাপারটা ভালো ক'রে ভেবে দেখতে হবে।

প্যাক্লীন বললো ঃ এ-সম্বন্ধে আমার একটা প্রস্তাব আছে। এখানে আসতে আসতে কথাটা আমার মনে হয়েছে।

—কি তোমার প্রস্তাব ?

—এক্ষুনি আমায় একটা ঘোড়া দাও। সিপিয়াজিনদের ওখানে আমি যেতে চাই।

মেরিয়ানা ব'লে উঠলো ঃ সিপিয়াজিনদের ওখানে! কেন ?

—পরে দেখবেন।

—আপনি তাদের চেনেন ?

—মোটেই না। কিন্তু শুনুন। প্রস্তাবটা আমার ভালো ক'রে ভেবে দেখুন। আমার কাছে তো খুব ভালো বলেই মনে হচ্ছে। মার্কেলোভ তো সিপিয়াজিনের শালা, কেমন ? ভদ্রলোক কি তাঁর শালাকে রক্ষা করবার জন্যে কোনো চেষ্টা করবেন না ? তারপর নেজ্দানোভ। যদিও ভদ্রলোক তাঁর প্রতি খুবই বিরক্ত, আপনার সাথে নেজ্দানোভের বিয়ে হওয়ায় সে তো এখন তাঁর আত্মীয়ও হ'য়ে পড়েছে—

বাধা দিয়ে মেরিয়ানা বলে উঠলো ঃ আমাদের বিয়ে এখনো হয়নি।

প্যাক্লীন চমকে উঠলো। বললো ঃ কি! এতদিনেও আপনাদের বিয়ে হয়নি!...তা যা'ক। নাই হোক গে বিয়ে। সামান্য একটু বিয়ের ভানই যথেষ্ট। ইতিমধ্যে আপনারা বিয়ের কাজটা সেরে ফেলুন। ভেবে দেখুন, এখনো পর্যন্ত সিপিয়াজিন আপনাদের প্রতি কোনো অত্যাচার করেনি। এ থেকেই বেশ বুঝতে পারা যায়, মহত্ত্বের ছিটেফোঁটা ভদ্রলোকের ভেতরে এখনো আছে। দেখছি, আমার এ-উক্তিটা আপনার ভালো লাগছে না। বেশ। 'মহত্ত্ব' না বলে বলছি অহঙ্কার—বংশগৌরব। আপনি এর সুযোগ নিচ্ছেন না কেন ? কথাটা ভেবে দেখুন।

মেরিয়ানা মাথা তুলে তার চুলের ভেতর দিয়ে আঙুল চালাতে লাগলো! বললো ঃ আপনি মার্কেলোভের জন্যে...বা আপনার নিজের জন্যে এইশ্রেণীর যে-কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন, মিঃ প্যাক্লীন! কিন্তু আমি কিংবা এলেক্সী সিপিয়াজিনের অনুগ্রহ বা আশ্রয়ের প্রত্যাশী

নই। আবার ভিক্ষুকের মতো তার বাড়ীর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়বার জন্যেই আমরা সে-বাড়ী ত্যাগ ক'রে আসিনি। সিপিয়াজিন আর তার পত্নীর 'মহত্ত্ব' বা 'অহঙ্কারে'র সাথে আমাদের আর কোনো সম্বন্ধ নেই।

প্যাক্লীন বললোঃ এইশ্রেণীর উক্তি অবিশ্যি শুনতে খুবই ভালো। কিন্তু তবু কথাটা ভেবে দেখবেন। বেশ, যদি আপনারা ইচ্ছে না করেন, তবে আমি শুধু মার্কেলোভের জন্যেই চেষ্টা করবো। তবে আমায় বলতেই হচ্ছে যে, মার্কেলোভের সাথে সিপিয়াজিনের কোনরূপ রক্ত-সম্পর্ক নেই, তার স্ত্রীর মারফৎই যা'কিছু তাদের সম্বন্ধ, আর আপনি হচ্ছেন—

—মিঃ প্যাক্লীন! ও-কথা আর বলবেন না। আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

—বেশ। কিন্তু ভারী দুঃখিত হলুম। ব্যাপার বড্ড বিশ্রী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। আর সিপিয়াজিন লোকটি কিন্তু খুবই প্রভাবশালী।

সলোমিন জিজ্ঞেস করলোঃ তোমার নিজের জন্য কোনো ভয়ই করছে না?

প্যাক্লীন নিজেকে প্রসারিত ক'রে সগর্বে বললোঃ এমন এক এক সময় মানুষের জীবনে আসে, যখন তার নিজের কথা ভাববার অবসর থাকে না।

এ-কথা সে মুখে বললো বটে, কিন্তু মনে মনে সে নিজের কথাই ভাবছিলো। পালাতে পারলে সে বাঁচে। তাই সে সিপিয়াজিনের আত্মীয়দের কাজে লাগতে চাইছিলো। উদ্দেশ্য, যদি সিপিয়াজিন দয়া-পরবশ হ'য়ে তার স্বপক্ষে কিছু বলে। কারণ সেও এই ব্যাপারে কতকটা জড়িত হ'য়ে পড়েছিলো।

সলোমিন অবশেষে বললোঃ তোমার প্রস্তাব মন্দ বলে' আমি মনে করিনে, যদিও জানি সাফল্যের আশা বিশেষ-কিছু নেই। যা' হোক, তবু চেষ্টা করতে দোষ কি?

—নিশ্চয়ই না। ধরো, তারা আমায় ঘাড় ধরে বের ক'রে দিলে, তাতেই বা ক্ষতি কি?

সলোমিন বললোঃ না, তাতে বিশেষ-কিছু আসে যায় না।...যাকগে, এখন সময় কতো? পাঁচটা বেজে গেছে? তবে আর দেরী নয়। এক্ষুনি তোমার ঘোড়ার কথা বলে দিই। প্যাভেল!

কিন্তু প্যাভেলের পরিবর্তে নেজ্দানোভকে দ্বারদেশে দেখা গেলো।

সে দ্বার ধরে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। কি যেন বললেও। শূন্য দৃষ্টিতে চারদিকে চাইলো।

সর্বপ্রথম প্যাক্‌লীনই তার দিকে এগিয়ে গেলো। বললো: এলিওশা! আমায় চিনতে পারছো না?

নেজ্‌দানোভ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তার দিকে চেয়ে রইলো। অবশেষে বললো: প্যাক্‌লীন!

—হাঁ, আমি। কেমন আছো তুমি?

—না...আমি ভালো নই। কিন্তু তুমি এখানে কেন?

—কেন?...কিন্তু এই সময়ে মেরিয়ানা গোপনে প্যাক্‌লীনের কনুই স্পর্শ করলে। প্যাক্‌লীন ঘুরে তাকে নিম্নকণ্ঠে জানালো: হাঁ, ঠিক। কোনো চিন্তা করবেন না। পরে নেজ্‌দানোভকে বলতে লাগলো: হাঁ...দেখ এলেক্সী! আমি এখানে খুব দরকারী কাজে এসেছি। এক্ষুনি আমায় চলে যেতে হচ্ছে। সলোমিন সব কথাই তোমায় জানাবে। আর মেরিয়ানা—মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্‌নার কাছ থেকেও তুমি জানতে পারবে। আমি যা' করছি, তারা তার সমর্থন করে। ব্যাপারটা আমাদের সব্বাইয়ের সম্পর্কেই।...না, না।...শুধু মার্কেলোভ সম্বন্ধে। আমাদের উভয়েরই সেই পুরোণো বন্ধু মার্কেলোভ। কিন্তু এক্ষুনি আমি যাচ্ছি। দেরী করবার আর কোনো উপায় নেই। এক মিনিটও নয়। গুডবাই, এলিওশা! পরে আবার দেখা হবে। সলোমিন, তুমি আমার সাথে একটু নীচে আসতে পারবে?

—নিশ্চয়ই। মেরিয়ানা, আমি তোমাকে পাথরের মতো শক্ত হ'তে বলি। অবিশ্যি এ-কথা বলবার দরকারই নেই। তুমি পাথর আছই।

প্যাক্‌লীন তার কথা সমর্থন করে বললো: হাঁ, হাঁ। আপনি একেবারে 'ক্যাটো'র সময়কার রোমান মেয়েদের মতোই শক্ত। আর দেরী নয়। সলোমিন, চলো।

ঈষৎ হাসির সাথে সলোমিন বললো: এখনো ঢের সময় আছে। চিন্তার কারণ নেই।

নেজ্‌দানোভ দ্বার ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো। প্যাক্‌লীন ও সলোমিন চলে গেলো।

তারা চলে গেলে নেজ্‌দানোভ মেরিয়ানার মুখোমুখি হ'য়ে একখানা চেয়ারে বসলো।

মেরিয়ানা বলতে লাগলো: এলেক্সী! পুলিস সবই জানতে পেরেছে। যে-কৃষকদের মঙ্গলের জন্যে মার্কেলোভ এতো চেষ্টা করে-

ছিলো, তারাই তাকে পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছে। তোমরা একবার যে-বণিকের বাড়ীতে ডিনার খেয়েছিলে, সে-ও ধরা পড়েছে। শুনলুম, মার্কেলোভকে ধরে শহরে নিয়ে গেছে। খুব সম্ভব, পুলিস এখানেও হানা দেবে। প্যাক্‌লীন সিপিয়াজিনের কাছে গেছে।

নেজ্‌দানোভ অস্পষ্ট স্বরে শুধালো ঃ কেন ?

হঠাৎ তার চোখে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফুটে উঠলো, মুখের ভাব ঠিক স্বাভাবিক অবস্থার মতো হোলো। মদ্যপানের জড়তা আর ছিলো না।

—সিপিয়াজিনের কাছে সুপারিশ করতে।

নেজ্‌দানোভ সোজা হ'য়ে বসলো। বললো ঃ আমাদের জন্যে ?

—না, মার্কেলোভের জন্যে। আমাদের জন্যে সে সুপারিশ করতে চেয়েছিলো...কিন্তু আমি নিষেধ ক'রে দিয়েছি! কেমন, ভালো করিনি, এলেক্সী ?

—ভালো করোনি ? চেয়ার ছেড়ে না উঠেই মেরিয়ানার দিকে নিজ বাহু প্রসারিত করে বললো ঃ ভালো করোনি ? মেরিয়ানাকে সে নিজের দিকে টেনে আনলো, তার হাতের উপর নিজের মাথা রেখে নেজ্‌দানোভ হঠাৎ কেঁদে ফেললো।

—ব্যাপার কি, ব্যাপার কি, এলেক্সী ! মেরিয়ানা বলে উঠলো। এর আগেও একদিন নেজ্‌দানোভ প্রবল আবেগে মেরিয়ানার সামনে জানু পেতে বসেছিলো। সেদিনকার মতো আজও তার আবেগ-কম্পিত মাথার উপর মেরিয়ানা তার দু'টি হাত রাখলো। কিন্তু তার তখনকার অনুভূতির সাথে এখনকার অনুভূতির কোন মিল ছিলো না। সে তখন নেজ্‌দানোভের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলো। আর এখন ? তার এখনকার কার্যে একটা করুণার অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। সে কেবল আশ্চর্য হ'য়ে ভাবছিলো, কি করে একে শান্ত করা যায়।

সে আবার জিজ্ঞেস করলো ঃ ব্যাপার কি, এলেক্সী ? কাঁদছো কেন ? কতকটা...বেসামাল অবস্থায় বাড়ী ফিরেছো, সেজন্য নয় তো ? না, তা নয় ? তবে কি মার্কেলোভের জন্যে তোমার দুঃখ হচ্ছে ? না, আমার বা তোমার জন্যে ভয় পাচ্ছো ? না, আমাদের কাজ সফল হোলো না, তাই এ-দুঃখ ? কিন্তু আমাদের কাজ খুব সহজসাধ্য, এ তুমি মনে করবে কেন ?

বহু কষ্টে উদ্গত বাষ্প সম্বরণ ক'রে নেজ্‌দানোভ বললো ঃ তা নয়,

মেরিয়ানা, তা নয়। ভয় আমার কারুর জন্যে নয়।...কিন্তু...আমার দুঃখ হচ্ছে—

—কার জন্যে ?

—তোমার জন্যে, মেরিয়ানা! যে তোমার যোগ্য নয়, এমন ব্যক্তির সাথে তুমি নিজের ভাগ্যসূত্র গ্রথিত করতে যাচ্ছো, তাই আমার দুঃখ।

—কেন যোগ্য নয় ?

—ধরো, যে এমন মুহূর্তেও কাঁদতে পারে—

—এ তো তুমি কাঁদছো না, এ যে তোমার স্নায়ুর ক্রন্দন।

—কিন্তু আমার থেকে তো আমার স্নায়ুকে পৃথক করতে পারো না...কিন্তু শোনো, মেরিয়ানা! আমার মুখের দিকে তাকাও। তুমি কি স্থিরচিত্তে বলতে পারো যে, তুমি এখন অনুতপ্ত নও—

—কিসের জন্যে অনুতপ্ত ?

—এইজন্যে যে, আত্মীয়-স্বজন সব-কিছু ছেড়ে তুমি আমার সাথে চলে এসেছো ?

—না।

—তুমি কি যে-কোনো স্থানে আমার সাথে যেতে পারবে ?

—নিশ্চয়ই।

—সত্যি, মেরিয়ানা, সত্যি ?

—হাঁ, সত্যি। এ আমার পাকা কথা—আর যতোদিন তুমি আমার ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করবে, ততোদিন এ-কথার কোনো নড়চড় হবে না।

নেজ্দানোভ স্থির হ'য়ে চেয়ারে বসে রইলো—আর মেরিয়ানা রইলো তার সমুখে দাঁড়িয়ে। নেজ্দানোভ মেরিয়ানার হাত ধরে ছিলো, আর মেরিয়ানার হাত ন্যস্ত ছিলো নেজ্দানোভের কাঁধের উপরে।

নেজ্দানোভ ভাবছিলো ঃ ঠিক......না, না।......সেদিন যখন এইভাবে আমি তার হাত ধরেছিলুম, সে তখন অন্ততঃ নিশ্চল অবস্থায় ছিলো। কিন্তু আজ তো তা মনে হয় না। এখন তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেন তাকে ধরে রেখেছি। হয়তো এক্ষুনি সে ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নেবে।

নেজদানোভ নিজের বাহু শিথিল করলো, আর বাস্তবিকই মেরিয়ানা একটু দূরে সরে গেলো।

নেজ্দানোভ বললো ঃ বেশ। এখানে পুলিস পৌঁছুবার আগেই যদি আমাদের অন্যত্র সরে পড়তে হয়...তবে আমার মনে হয়, আমাদের

বিয়ের কাজটা আগে শেষ ক'রে ফেললে মন্দ হয় না। কারণ ফাদার জসিমের মতো এমন সুবিধের পুরোহিত আর পাওয়া যাবে না।

মেরিয়ানা বললোঃ বেশ, আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

নেজ্দানোভ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলো। বিদ্রূপাত্মক মৃদুহাসি হেসে সে বলে উঠলোঃ রোমান-কুমারীই বটে! কী কর্তব্য-বুদ্ধি!

মেরিয়ানা কাঁধ কুঞ্চিত করে বললোঃ সলোমিনকে এ-কথা আমাদের জানাতে হবে।

কতকটা জড়িতস্বরে নেজ্দানোভ উত্তর দিলোঃ হাঁ...সলোমিন। কিন্তু তারও তো বিপদ। পুলিস তাকেও গ্রেফতার করবে। আমার মনে হয়, সে-ও এ-কাজে অংশগ্রহণ করেছে, এবং আমাদের চাইতেও সে বেশী জানে।

মেরিয়ানা বললোঃ তা আমি জানিনে। সে কখনো নিজের কথা বলে না।

নেজ্দানোভ ভাবলোঃ যেমন আমি বলি। এই-ই বোধ হয় তার ও-কথার আসল মানে। সলোমিন...সলোমিন!

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বললোঃ কিন্তু জানো মেরিয়ানা! আমি মোটেই দুঃখিত হতুম না, যদি তুমি সলোমিনের মতো কোনো লোকের সাথে, বা স্বয়ং সলোমিনের সাথে তোমার ভাগ্যসূত্র গ্রথিত করতে।

মেরিয়ানা অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে নেজ্দানোভের দিকে তাকালো। অবশেষে বললোঃ এ-কথা বলবার তোমার কোনো অধিকারই ছিলো না।

—অধিকার ছিলো না? কি অর্থে এ-কথা তুমি বলছো? এর অর্থ কি এই যে, তুমি আমায় ভালোবাসো, কিংবা, এ-কথা উত্থাপন করা আমার উচিত ছিলো না?

মেরিয়ানা আবার বললোঃ এ-কথা বলবার তোমার কোনো অধিকার ছিলো না।

নেজ্দানোভ মাথা নীচু করলো। হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে ডাকলোঃ মেরিয়ানা!

—বলো।

—যদি এখন জানতে চাই,...কি জানতে চাই, তা তুমি জানো।...কিন্তু না, আমি কোনো কথাই তোমার কাছে জানতে চাইবো না...গুডবাই!

নেজ্দানোভ চলে গেলো। মেরিয়ানা বাধা দিলো না।

নেজ্‌দানোভ তার কোচে বসে পড়ে দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকলো। চিন্তা করতেও তার ভয় হচ্ছিলো। সব চিন্তাকে সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলো। তার মনে হোলো, কোন্ এক অদৃশ্য হস্ত যেন তার অস্তিত্বের মূল আক্‌ড়ে ধরেছে, যেন তাকে কিছুতেই যেতে দেবে না। সে জানতো, যে-প্রিয়জনকে সে পার্শ্ববর্তী কক্ষে রেখে চলে এলো, সে এখন তার কাছে আসবে না, তারও সেখানে যাবার সাহস ছিলো না। আর কী জন্যেই বা সে যাবে? কী তাকে সে বলবে?

দৃঢ় দ্রুত পদধ্বনি তার কানে এলো। সে চোখ মেলে চাইলো। দেখলো, সলোমিন তার কক্ষ অতিক্রম করে মেরিয়ানার দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লো এবং কিছুক্ষণ পরে মেরিয়ানার কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলো।

নেজ্‌দানোভ বিরক্তিপূর্ণ মৃদুস্বরে বলে উঠলো: সলোমিন আর মেরিয়ানা, মেরিয়ানা আর সলোমিন। মাঝখানে আমি কে?

চৌত্রিশ

রাত তখন দশটা বেজে গেছে। সিপিয়াজিন তাঁর বৈঠকখানায় বসে তাঁর স্ত্রী ভ্যালেন্টিনা ও কলোমিজেফকে নিয়ে তাস খেলছিলেন। হঠাৎ বেয়ারা এসে জানালে মিঃ প্যাক্‌লীন নামে এক অপরিচিত ভদ্রলোক বোরিস এণ্ড্রিভিচের সাক্ষাৎ চাইছেন। তিনি বল্লেন, খুবই নাকি দরকারী কাজ।

বিস্মিত হ'য়ে ভ্যালেন্টিনা বলে উঠলেন: এতো রাত্তিরে!

একটুখানি নাক চুলকিয়ে সিপিয়াজিন জিজ্ঞেস করলেন: কি? ভদ্রলোকের নামটা কি বললে?

—মিঃ প্যাক্‌লীন, হুজুর!

কলোমিজেফ ব'লে উঠলো: প্যাক্‌লীন? নেহাৎ গ্রাম্য নাম। প্যাক্‌লীন...সলোমিন! বোধ হয় কোন গ্রাম্য 'ভদ্রলোক'।

সিপিয়াজিন বেয়ারাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন: খুবই দরকারী কাজ—তাই বললে, না?

—হাঁ, ভদ্রলোক তো তাই বললেন।

—হুম!...সম্ভবতঃ কোনো ভিখিরী কিংবা মতলববাজ হবে।

কলোমিজেফ তাতে যোগ করে দিলো: কিংবা উভয়ই।

সিপিয়াজিন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: সম্ভব। আচ্ছা, আমার পাঠা-গারে তাকে পাঠিয়ে দাও। (স্ত্রী ও কলোমিজেফের প্রতি) আমি না

আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে বসে খেলা করো। আমার বেশী দেরী হবে না।

সিপিয়াজিন পাঠাগারে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, একটি ক্ষুদ্রকায় লোক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে-ঘরে ঢুকছে। তিনি অবিলম্বে মন্ত্রীজনোচিত গাম্ভীর্য সহকারে আসন গ্রহণ করে আগন্তুককে বললেনঃ বসুন। ভ্রমণে আপনাকে ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। বসে স্থির হয়ে আমাকে বলুন, এত রাত্রে কেন আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন।

প্যাক্‌লীন একটু ইতস্ততঃ করে একটা আরাম-কেদারায় বসে পড়লো। বললোঃ হুজুর, আমি আপনার কাছে এসেছি—

সিপিয়াজিন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেনঃ একটু থামুন। আপনাকে আমি কোথায় যেন দেখেছি বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছিনে...

—আপনার ভুল হয়নি হুজুর! ইতিপূর্বে আমাদের একবার সাক্ষাৎ হয়েছে......সেন্টপিটার্সবুর্গে এক ব্যক্তির বাড়ীতে......কিন্তু সে-লোকটি দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন আপনার অসন্তোষের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে...

সিপিয়াজিন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। বললেনঃ আচ্ছা। নেজ্‌দানোভের ঘরে নয়? এখন মনে পড়ছে বটে। আপনি নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে আসেননি—কেমন?

—না হুজুর! তা মোটেই নয়। বরং আমি এসেছি—

সিপিয়াজিন আসন গ্রহণ করে বললেনঃ বেশ, ভালো কথা। কারণ যদি নেজ্‌দানোভের কাছ থেকে আসতেন, তবে এই দণ্ডেই আমি আপনাকে এ-ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলতুম। নেজ্‌দানোভ আর আমার ব্যাপারে আমি কোনো মধ্যস্থ লোকের কথা শুনতে চাইনে। নেজ্‌দানোভ আমায় এমন অপমান করেছে, যা ভোলা আমার পক্ষে অসম্ভব।...... প্রতিহিংসা গ্রহণের ইচ্ছে আমার নেই। তবে আমি তার এবং সেই বালিকা সম্বন্ধে কোনো কথা শুনতে রাজী নই। আমি যে তাদের ভুলে গেছি, এ-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

—হুজুর! আমি আগেই বলেছি যে, আমি ঠিক তাদের জন্যে আসিনি। তবে তাদের সম্বন্ধে একটা খবর আমি দিতে পারি। তারা এখন বিবাহিত দম্পতি। ব'লে সে মনে মনে বললো, তাদের আমি বলেই এসেছি যে, আমি বেপরোয়া মিথ্যেকথা বলবো। তাই বললুম। কুচ্‌পরওয়া নেই।

সিপিয়াজিন মাথা নেড়ে বললেনঃ ও-সব জানবার আমার মোটেই

আগ্রহ নেই।...এখন বলুন, কী প্রয়োজনীয় কাজে আপনি এতো রাত্রে অনুগ্রহ করে আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন।

প্যাকলীন বললোঃ মার্কেলোভ কৃষকদের বিদ্রোহে উত্তেজিত করতে গিয়ে তাদের হাতেই ধরা পড়েছে। সে এখন গবর্ণরের বাড়ীতে বন্দী।

সিপিয়াজিন আসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন। বললেনঃ কি? কি বললেন আপনি?

—আমি বলেছি যে, আপনার শালা মার্কেলোভ ধরা পড়েছে। সে এখন বন্দী। এ-খবর শোনা মাত্রই আমি এখানে আপনার কাছে সোজা চলে এসেছি। এই হতভাগ্য লোকটিকে এখন চেষ্টা করলে আপনি শুধু রক্ষা করতে পারেন।

—আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। বলেই সিপিয়াজিন সজোরে ঘণ্টা বাজালেন। ঘণ্টাধ্বনি সমস্ত বাড়ীতে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো।

সিপিয়াজিন পুনরায় তীক্ষ্মস্বরে বললেনঃ আমি আপনার কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। কিন্তু আমার বলা উচিত যে, যে-ব্যক্তি মানুষের মঙ্গলকর রাজার আইন-কানুন মানে না, সে আমার যতো বড় আত্মীয়ই হোক, আমার চোখে সে শুধু হতভাগ্য নয়, দস্তুরমতো সে অপরাধী আসামী।

ঘণ্টাধ্বনি শুনে একজন বেয়ারা সে-ঘরে ছুটে এলো। বললোঃ জী হুজুর!

—আমার চারঘোড়ার গাড়ী। এই মুহূর্তে। আমি শহরে যাচ্ছি। ফিলিপ আর স্টেপানকে গাড়ীর সঙ্গে যেতে বলে দাও।

বেয়ারা চলে গেলো।

সিপিয়াজিন আবার বললেনঃ হাঁ, স্যর! শালা একজন অপরাধী। আমি তাকে বাঁচাতে যাচ্ছিনে—না, কিছুতেই নয়।

—কিন্তু হুজুর—

—হাঁ, এই আমার কর্মনীতি। আপনি এতে আপত্তি উত্থাপন ক'রে আমায় বিরক্ত করবেন না।

সিপিয়াজিন ঘরের ভেতরে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। প্যাক্‌লীন স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। ভাবলোঃ শুনেছিলুম, তুমি একজন লিবারেল; কিন্তু এখন দেখছি, ক্ষুধিত সিংহের মতোই তুমি হিংস্র।

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে গেলো। ধীরে ধীরে ঘরে এসে প্রবেশ

করলেন ভ্যালেন্টিনা মিহেলোভনা। তার পেছনে পেছনে এলো কলোমিজেফ্।

ভ্যালেন্টিনা বললেন : কি হয়েছে বোরিস? গাড়ী সাজাতে আদেশ দিয়েছো কেন? শহরে যাচ্ছো নাকি? কিন্তু কি জন্যে?

সিপিয়াজিন এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীর হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন। বল্লেন : তোমার ভাই গ্রেফ্তার হয়েছে।

—আমার ভাই? সার্জে? কেন?

—কৃষকদের কাছে সে সোশ্যালিজ্ম্ প্রচার করছিলো। তাদের বিদ্রোহ করতে বলছিলো। কৃষকরাই তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। তাকে এখন গ্রেফ্তার ক'রে শহরে নিয়ে গেছে।

—সার্জে পাগল নাকি? কিন্তু কে দিলে এ-খবর?

—এই যে ইনি......কি নাম যেন এ'র? মিঃ...মিঃ...মিঃ কোনো-প্যাটিন...এই খবর এনেছেন।

ভ্যালেন্টিনা প্যাক্লীনের দিকে তাকালেন। প্যাক্লীন মাথা নত করলো।

ভ্যালেন্টিনা স্বামীকে বললেন : তুমি এতো রাত্রেই শহরে যাচ্ছো?

—হাঁ। আমার মনে হয়, গভর্ণর এখনো জেগে আছেন।

কলোমিজেফ বলে উঠলো : আমি সব সময়ই বলেছি, এর পরিণতি এ-ই হ'বে। অন্যরূপ হ'তেই পারে না। আমাদের কৃষকরা কিন্তু বেশ।

ভ্যালেন্টিনা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি সত্যি সত্যি আজ শহরে যেতে চাও, বোরিস?

সিপিয়াজিনের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই কলোমিজেফ্ বলে চললো : আমার স্থির ধারণা, সেই শিক্ষক মিঃ নেজ্দানোভও এর ভেতরে জড়িয়ে পড়েছে। এরা সকলেই একদলের। তাকে কি আর পুলিসে ধরেনি? তুমি জানো কিছু?

সিপিয়াজিন হাত নেড়ে বললেন : না, জানিনে—জানতে চাইওনে। সে যাকগে। স্ত্রীর দিকে ফিরে ফরাসী ভাষায় বললেন : শুনেছো ভ্যালিয়া? ওদের বিয়ে হয়ে গেছে।

—কে বললে? ইনিই নাকি? ভ্যালেন্টিনা আবার প্যাক্লীনের দিকে তাকালেন।

—হাঁ।

কলোমিজেফ্ বললো : তা'হলে ইনি নিশ্চয়ই জানেন, কোথায় তারা এখন আছে। কেমন, আপনি জানেন? জানেন আপনি?

কলোমিজেফ প্যাক্‌লীনের সম্মুখে পায়চারি করতে করতে জিজ্ঞেস করতে লাগলোঃ কেমন, জানেন কি না? কথা বলছেন না কেন? উত্তর দিন। বলুন, তারা কোথায় আছে?

প্যাক্‌লীন বিরক্ত হোলো। রাগে তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো। অবশেষে সে বললোঃ যদি জানতুমও, তবু আপনাকে বলতুম না।

কলোমিজেফ বলে উঠলোঃ শুনেছো? শুনেছো এ কি বলছে? এ-ও সেই দলের।

এ-সময়ে একজন বেয়ারা এসে জানালোঃ গাড়ী তৈরী।

সিপিয়াজিন তাড়াতাড়ি হ্যাট মাথায় দিয়ে যাবার জন্য তৈরী হলেন। কিন্তু ভ্যালেন্টিনা তাঁকে যেতে দিলেন না। বললেনঃ এই অন্ধকার রাত্রে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। তা'ছাড়া এতো রাত্রে কেউ জেগে থাকতে পারে, তা কল্পনাও করা যায় না। শুধু শুধু সর্দিতে ভোগাই সার হবে।

সিপিয়াজিন অগত্যা টেবিলের উপর হ্যাট রেখে দিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। বেয়ারাকে বললেনঃ গাড়ী এখন লাগবে না। তবে মনে রেখো, সকাল ছ'টায় গাড়ী হাজির চাই। আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পারো। ...শোনো। এই ভদ্রলোকের—কি নাম এঁর?—মিঃ কোনোপ্যাটিন! হাঁ, এঁকে গ্রীনরুমে নিয়ে যাও। গুড্‌নাইট মিঃ কোনো...

ধৈর্য হারিয়ে প্যাক্‌লীন চীৎকার ক'রে বলে উঠলোঃ প্যাক্‌লীন। আমার নাম প্যাক্‌লীন।

—হাঁ, হাঁ, তাই বটে। আচ্ছা, তাতে আর কি হয়েছে? আচ্ছা, গুড্‌নাইট মিঃ প্যাক্‌লীন। কেমন, এবার ঠিক হোলো তো?

বেয়ারা প্যাক্‌লীনকে গ্রীনরুমে নিয়ে গেলো। শয্যাগ্রহণ করতে করতে প্যাক্‌লীন স্পষ্টই শুনতে পেলো, চাবি দিয়ে তার দরজা বন্ধ করা হচ্ছে। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে নিজেকে অজস্র ধিক্কার দিলো। রাত্রে ভালো ক'রে সে ঘুমোতে পারলো না।

ভোরে সাড়ে পাঁচটায় একজন বেয়ারা এসে প্যাক্‌লীনকে জাগালো আর তাকে এক কাপ কফি দিয়ে গেলো। কফি পান শেষ হ'লে তাকে নীচে নিয়ে যাওয়া হোলো। সিপিয়াজিন তাকে অভ্যর্থনা করলেন। বললেনঃ মিঃ প্যাক্‌লীন, আপনাকে আমার সাথে শহরে যেতে হ'বে। আপনার ব্যাগটা গাড়ীতে তুলে দিন।...মিঃ প্যাক্‌লীন! যাই বলুন, আপনার নামটা কিন্তু অত্যন্ত উদ্ভট। ও-নাম মনে রাখা বেশ একটু মুশ্‌কিল! আবার উচ্চারণে ভুল হ'লে আপনি চটে যাবেন। যাক, এখন

উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে তো ?—মিঃ প্যাক্‌লীন। মিঃ প্যাক্‌লীন।

কলোমিজেফও কয়েকবার 'প্যাক্‌লীন', 'প্যাক্‌লীন' বলে ভেংচি কাটলো।

ঘরের দ্বারের পাশে দু'খানা গাড়ী দাঁড়িয়েছিলো—একখানা সিপিয়াজিনের, অপরখানা কলোমিজেফের।

প্যাক্‌লীনকে নিয়ে সিপিয়াজিন গাড়ীতে উঠে পড়লেন। কলোমিজেফও তার গাড়ীতে উঠে বসলো।

সিপিয়াজিন চেঁচিয়ে উঠলেনঃ গাড়ী চালাও।...ঠান্ডা লাগছে না তো, মিঃ প্যাক্‌লীন ?...চালাও।

গাড়ী দু'খানা এগিয়ে চললো।

প্রায় দশ মিনিট পর্যন্ত সিপিয়াজিন বা প্যাক্‌লীন, কেউ কোনো কথা বললো না। প্যাক্‌লীন সিপিয়াজিনের পাশে বসে নিজের বিশ্রী পোশাকের জন্যে খুবই কুণ্ঠাবোধ করছিলো। সিপিয়াজিন প্যাক্‌লীনের দিকে দু'একবার তাকিয়েই তার মানসিক দুরবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি নিজের সিগার-কেস থেকে একটা সিগার বের করে প্যাক্‌লীনের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

প্যাক্‌লীন কুণ্ঠিত স্বরে বললোঃ আমি ধূমপান করিনে।

—তাই নাকি! বলেই সিপিয়াজিন নিজেই সেই সিগার ধরালেন।

ধুঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সিপিয়াজিন বলে চললেনঃ প্রিয় প্যাক্‌লীন! আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, আমি আপনার কাছে...সত্যি খুবই...কৃতজ্ঞ। আমার কালকের ব্যবহার কিছু অশোভন ও কঠোর হয়ে গেছে।...তার দ্বারা অবিশ্যি আমার চরিত্র বিচার করবেন না। আমায় বিশ্বাস করুন... আর আমার সাথে অবস্থা-বিনিময় করুন, তবেই বুঝতে পারবেন, আমি কী বিপদে পড়ে গেছি। আমার স্ত্রীর ভাই আমায় এমন অবস্থায় ফেলেছে যে, কী করবো আমি ভেবে পাচ্ছিনে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। সে কি ভাবে এবং কোথায় ধরা পড়েছে, আপনি জানেন ?

—শুনেছি 'টি' প্রদেশে সে গ্রেফ্‌তার হয়েছে।

—কে আপনাকে এ-কথা বলেছে ?

—কোনো একব্যক্তি নিশ্চয়ই।

—কিন্তু সে কে ?

—সরকারী দফ্‌তরখানার ডিরেক্টারের একজন সহকারী।

—তার নাম কী ?

—কার নাম ? ডিরেক্টারের ?

—না, সহকারীর।

—তার নাম ইউলিয়াশেভিচ্। লোকটি কিন্তু খুব ভালো। এ-সংবাদ শোন্বার পরই আমি এখানে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।

—বেশ, বেশ। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

সিপিয়াজিন সিগারের ধূম উদ্গীরণ করতে করতে কি চিন্তা করতে লাগলেন। সিগারের সুমিষ্ট ধূম প্যাক্লীনের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে তাকে লুব্ধ করে তুলতে লাগলো।

অবশেষে কতকটা অপ্রতিভভাবে প্যাক্লীন বলতে বাধ্য হোলোঃ হুজুর, কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে, আমি ধূমপান করিনে। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়...ধূমপানের অভ্যেস আমারও আছে, আর আপনার সিগারের গন্ধ এতো মিষ্টি যে...

—এহ্! তাই নাকি? বলেই সিপিয়াজিন নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে প্যাক্লীনকে একটা সিগার এগিয়ে দিলেন।

প্যাক্লীন কৃতজ্ঞচিত্তে সিগার গ্রহণ করে তাতে সতর্কভাবে আগুন ধরালো।

সিপিয়াজিন ভাবলেনঃ উত্তম সুযোগ পাওয়া গেছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ আচ্ছা মিঃ প্যাক্লীন! আমার মনে হচ্ছে, আপনি বলেছিলেন যে...আপনার সেই বন্ধু...আমার ভাগিনেয়ীকে বিয়ে করেছে। তাদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে? তারা যেখানে আছে, সে-যায়গা নিশ্চয়ই এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়—কেমন?

প্যাক্লীন ভাবলোঃ এই সেরেছে! কিন্তু সাবধান প্যাক্লীন! কথা যেন ফাঁস না হয়।

সে বললোঃ আমার সাথে তাদের একবার দেখা হয়েছে, হুজুর। হাঁ, তারা যেখানে আছে...তা এখান থেকে...বেশী দূরে নয়।

সিপিয়াজিন বললেনঃ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন বোধ করি যে, তাদের কথা জানবার জন্যে আমার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। তাদের সম্বন্ধে আমার কোনোরূপ পূর্বসংস্কারও নেই। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, তারা যা করেছে, সে ভারী বিশ্রী। খুব সম্ভব, অন্য কোনো অনুভূতির চাইতে রাজনৈতিক মতের ঐক্যই তাদের ভালোবাসায় বেশী কার্যকরী হয়েছে।

—আমারও তাই মনে হয়, হুজুর!

—হাঁ, নেজ্দানোভ একজন বিপ্লবী। সে তার মতামত গোপন করতেও অবিশ্যি চেষ্টা করেনি।

প্যাক্‌লীন সাহস ক'রে বললোঃ হাঁ, নেজ্‌দানোভ স্রোতের মুখেই বোধ হয় ভেসে গেছে, কিন্তু তার হৃদয় ভারী চমৎকার।

—হাঁ, চমৎকার। যেমন মার্কেলোভের হৃদয়টিও বেশ। বিপ্লবীদের মস্তিষ্কের চাইতে হৃদয়টাই বড়। নেজ্‌দানোভও এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে—কি বলেন? তার জন্যেও বোধ হয় আমাকে সুপারিশ করতে হবে?

প্যাক্‌লীন আনন্দে হাতজোড় ক'রে বললোঃ তাকে রক্ষা করুন, হুজুর! তাকে রক্ষা করুন। সে আপনার...সহানুভূতির সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র।

সিপিয়াজিন নাক ঝেড়ে এবং একটু কেশে জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি তাই মনে করেন?

—নিশ্চয়ই। তার জন্যে যতোটা না হউক, আপনার ভাগিনেয়ীর জন্যে তো বটেই।

সিপিয়াজিন অর্ধমুদিত চোখে বল্‌লেনঃ দেখছি, আপনি নেজ্‌দানোভের একজন অকৃত্রিম বন্ধু। এটা খুবই ভালো গুণ—প্রশংসার্হ গুণ। আপনি বললেন না, তারা কাছেই কোথাও থাকে?

—হাঁ, হুজুর! একটা খুব বড় কারখানায়—ব'লেই প্যাক্‌লীন জিহ্বায় কামড় দিলো।

সিপিয়াজিন আন্দাজী ঢিল ছুঁড়লেন। বল্‌লেনঃ কেন? তারা যে সলোমিনের ওখানে আছে, তা তো আমি আগে থেকেই জানি।

এই আন্দাজী ঢিল ছোঁড়ায় কাজ হোলো। প্যাক্‌লীন ধরা পড়ে গেলো। সে বললোঃ যখন জানেনই...বলেই সে আবার জিহ্বায় কামড় দিলো। কিন্তু তখন আর ভুল শোধরাবার উপায় ছিলো না। সিপিয়াজিনের দিকে এক নজর তাকিয়েই সে বুঝতে পারলো, ইঁদুরের সাথে বেরাল যেভাবে খেলা করে, তিনি এতোক্ষণ তার সাথে সেইরূপ খেলাই খেল্‌ছিলেন।

হতভাগ্য প্যাক্‌লীন জড়িয়ে বলতে লাগলোঃ হুজুর, কিছু মনে করবেন না। এ-বিষয়ে সত্যি আমি কিছু জানিনে—

সিপিয়াজিন বাধা দিয়ে চোখ গরম করে বললেনঃ কিন্তু তোমাকে তো কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়নি। কেন উপযাচক হয়ে এ-সব কথা বল্‌ছো?

প্যাক্‌লীন তখন নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে হতভাগ্য ব'লে মনে করলো। এতোক্ষণ পর্যন্ত সে সিপিয়াজিনের-দেওয়া সিগার আরাম করে ফুক্‌ছিলো। এখন সে সিগারটা হঠাৎ নীচে ফেলে দিলো। তার

সর্ব শরীরে ঘাম ছুটলো। দুঃখে, রাগে সে মনে মনে গুমরাতে লাগলো। ভাবলোঃ কি করেছি! কি করেছি! সবই প্রকাশ পেয়ে গেলো। সকলের কথাই আমি প্রকাশ করে দিলুম! কি হ'বে কি হ'বে! একটা সিগারের মোহে পড়েই এই সর্বনাশ হয়ে গেলো! আমি আজ বিশ্বাসঘাতক হলুম! আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে। কি করলে আবার যেমন ছিলো, তেমনি হয়!

কিন্তু তখন আর কোনো উপায়ই ছিলো না। সিপিয়াজিন তার দিকে মন্ত্রীজনোচিত দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে সোজা হয়ে বসলেন।

পঁয়ত্রিশ

এস প্রদেশের গভর্ণর লোকটি ছিলেন বেশ অমায়িক মেজাজের এবং সদা-প্রফুল্ল প্রকৃতির। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি সবে মাত্র প্রসাধন-টেবিলের সমুখে বসেছেন, এমন সময়ে খবর এলো, কোনো দরকারী কাজে সিপিয়াজিন ও কলোমিজেফ তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছেন। সিপি-য়াজিনকে তিনি ছেলেবেলা থেকেই জানতেন এবং তাঁর সাথে তাঁর হৃদ্যতাও ছিলো খুব। সিপিয়াজিন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুবই উঁচু। সিপিয়াজিনের নামেই তিনি প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। তাঁর ধারণা, সিপিয়াজিন রুশিয়ার একজন বড়দরের রাজনীতিক। কলো-মিজেফের সাথে পরিচয় থাকলেও তার সম্বন্ধে তাঁর খুব ভালো ধারণা ছিলো না। গভর্ণরের কাছে কলোমিজেফের নামে তার প্রজাদের তরফ থেকে নানা অভিযোগ লেগেই থাকতো।

সিপিয়াজিন ও কলোমিজেফকে বেয়ারা গবর্ণরের খাস কামরায় নিয়ে এলো। প্যাক্‌লীন বৈঠকখানাতেই রয়ে গেলো। গাড়ী থেকে নেমেই দরকারী কাজের ছুঁতোয় প্যাক্‌লীন পালাতে চেষ্টা করেছিলো বটে, কিন্তু সিপিয়াজিন বিনম্র দৃঢ়তার সাথে তাকে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে বললেন। তাঁরা গবর্ণরের খাস কামরায় চলে গেলে, বৈঠকখানা থেকেও প্যাক্‌লীন পালাবার সুযোগ খুঁজেছিলো, কিন্তু কলোমিজেফের গোপন আদেশে একজন প্রকান্ড জোয়ান দারোয়ান তার পাহারা দিচ্ছিলো। কাজেই প্যাক্‌লীনের আর পালানোর সুযোগ হয়ে উঠলো না।

সিপিয়াজিন বল্‌লেনঃ আশা করি, বুঝতে পেরেছো, কি জন্যে আমি তোমার কাছে এসেছি।

গভর্ণর উত্তর দিলেনঃ নাতো ভাই। ব্যাপার কী?

—কী! মার্কেলোভ সম্বন্ধে কিচ্ছু জানোনা?

—কী বল্ছো? কোন্ মার্কেলোভ?

গভর্ণর বুঝতেই পারেননি যে, যে-লোক গতকাল ধৃত হয়েছে, সে সিপিয়াজিনের কেউ হতে পারে। তা' ছাড়া সিপিয়াজিনের স্ত্রীর যে মার্কেলোভ নামে এক ভাই আছে, তা-ও তিনি ভুলে গেছ্লেন।

কিছুক্ষণ থেমে গভর্ণর আবার বল্লেনঃ বেশ যা হোক! তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো! চা খাবে তো?

সিপিয়াজিনের মন তখন চায়ের উপর ছিলো না।

অবশেষে যখন তিনি গভর্ণরকে সব কথা বুঝিয়ে বল্লেন, গভর্ণর সবিস্ময়ে বল্লেনঃ কী আশ্চর্য! কী আপ্সোসের কথা! সে আজ এখানেই হাজতে আছে। পুলিশের বড়কর্তা আজ এখানে নেই বলে তাকে আজ রাজধানীতে পাঠানো সম্ভব হয়নি। কালকে পাঠানো হবে। ভারী তাজ্জবের কথা। তোমার স্ত্রী না-জানি কতো কষ্ট পেয়েছেন! বলো, আমায় কি করতে হবে?

—আমি এখানে মার্কেলোভের সাথে একবার দেখা করতে চাই— অবিশ্যি যদি কোনো বাধা না থাকে।

—বেশ বলেছো যা' হোক! তোমাদের মতো লোকের জন্য আইন তৈরী হয়নি।...তোমার জন্যে কিন্তু আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে।

গভর্ণর ঘণ্টা বাজালেন। একজন সহকারী দ্বারদেশে এসে হাজির হোলো। গভর্ণর তাকে মার্কেলোভকে নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। সহকারী আদেশ পালন করতে চলে গেলো।

গভর্ণর বল্লেনঃ মার্কেলোভকে কৃষকরা প্রায় মেরেই ফেলেছিলো আর কি। পেছন দিকে দু'হাত বেঁধে গরুর গাড়ীতে ক'রে তাকে তারা এখানে নিয়ে এসেছিলো। মার্কেলোভকে কিন্তু তাতে মোটেই ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ মনে হয়নি। সে এমনি শান্ত ছিলো যে, আমি একেবারে তাজ্জব হয়ে গেছি। তুমি নিজেই দেখতে পাবে।

কলোমিজেফ অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গি করলো।

গভর্ণর আড়চোখে তার দিকে চেয়ে বল্লেনঃ যাক এ-সব কথা। আপনার সাথে আমার একটা কথা আছে, সিমিয়ন পেট্রোভিচ্!

কলোমিজেফ বললোঃ কি কথা?

—ও-সব ব্যাপার আমার মোটেই ভালো লাগে না।

—কোন্ সব ব্যাপার?

—আপনি জানেন, যে-কৃষকটি আপনার কাছে টাকা ধারতো, সে

আপনার বিরুদ্ধে এখানে অভিযোগ করতে এসেছিলো—

—তারপর ?

—সে গলায় ফাঁসি দিয়ে মরেছে।

—কবে ?

—সে-কথায় তো এখন আর কোনো ফল নেই। কিন্তু ব্যাপারটা ভারী বিশ্রী।

কলোমিজেফ কাঁধ কুঞ্চিত করলে মাত্র এবং জানালার কাছে সরে গেলো। এমন সময়ে সহকারী মার্কেলোভকে নিয়ে হাজির হোলো।

গভর্ণরের কথা সত্য। মার্কেলোভকে অত্যন্ত শান্ত মনে হোলো। সব-কিছুতেই যেন তার একটা উপেক্ষার ভাব—এমন কি, ভগ্নীপতিকে দেখেও তার সে-ভাবের কোনো পবিবর্তন হোলো না। যে-জার্মান সহকারীটি তাকে এখানে নিয়ে এসেছিলো, শুধু তার প্রতিই সে একটা ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে। জার্মানদের প্রতি তার পূর্ব ঘৃণা সে দূর করতে পারেনি। তার কোট কয়েক স্থানে ছিঁড়ে গেছে; তার কপালে, চোখের ভ্রূতে, নাকের কোণে আঘাতের চিহ্ন—আঘাতের উপর কিছু রক্ত জমাট হ'য়ে আছে। হাত-মুখ সে ধোয়নি, কিন্তু চুল আঁচড়িয়েছিলো।

তাকে দেখেই উত্তেজিত স্বরে সিপিয়াজিন বলতে লাগলেন: সার্জে মিহেলোভিচ্! তোমাকে এখানে এ-অবস্থায় দেখে আমি কতোটা বিস্মিত এবং দুঃখিত হয়েছি তা জানাতেই আমি এখানে আসিনি—তা জানানো অনাবশ্যক, সে তুমি বুঝতেই পারছো। তুমি নিজেকে ধ্বংস করতেই চেয়েছিলে—এবং তা-ই করেছো। আমি এসেছি...আমি এসেছি... তোমার সদ্বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হয় কি না, তার চেষ্টা করতে। তুমি এখনো এর থেকে বাঁচতে পার—যদি ইচ্ছে কর। আমি সর্বপ্রকারে সে-চেষ্টা করতে রাজী আছি। তুমি যদি নিজের ভুলের জন্যে সত্যি অনুতপ্ত হয়ে থাকো এবং কোনো-কিছু গোপন না ক'রে সব-কথা প্রকাশ ক'রে বলো, তবে আমি বলতে পারি, তোমার সব অপরাধ—

মার্কেলোভ গভর্ণরের দিকে চেয়ে অকস্মাৎ শান্ত অথচ কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে বলে উঠ্লো: ইয়র এক্সেলেন্সী! আমি ভেবেছিলুম, পুনরায় আমাকে জেরা করবার জন্যে আপনি আমায় তলব করেছেন, কিন্তু যদি সিপিয়াজিনের ইচ্ছাতেই আমাকে এখানে আনা হয়ে থাকে, তবে আমার অনুরোধ, পুনরায় আমাকে অবিলম্বে হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আমরা কস্মিনকালেও পরস্পরকে বুঝে উঠতে পারবো না। তিনি যা বল্ছেন, সবই আমার কাছে 'গ্রীক'।

কলোমিজেফ মুখে ভেংচি দিয়ে বল্‌লোঃ গ্রীক, এহ্? প্রজাদের দাঙ্গায় উস্কিয়ে দেওয়া—এটাও গ্রীক? এহ্, এটাও গ্রীক্?

মার্কেলোভ বল্‌লোঃ এখানে হুজুরের শুভাগমনের কারণ জানতে পারি? গুপ্তচরদের জমিদার এখানে কেন, এহ্? মার্কেলোভের মলিন ওষ্ঠাধরের চারপাশে একটুখানি শুকনো মৃদুহাসি খেলে গেলো।

কলোমিজেফ ক্রোধে গর্জন করে উঠলো; কিন্তু গভর্ণর তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌লেনঃ আপনার মুখের মতো জওয়াবই হয়েছে। অনধিকার-চর্চা করতে গেলেন কেন আপনি?

—অনধিকারচর্চা...অনধিকারচর্চা...আমার তো মনে হয়, সব ভদ্র-লোকেরই এ কর্তব্য—

মার্কেলোভ কলোমিজেফের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে সিপিয়াজিনের দিকে ফিরে বললোঃ সত্যি যদি তুমি আমার মতামত জানতে চাও, শোনো। আমি স্বীকার করছি, কৃষকদের কাছে যা আমি প্রচার করেছি, তা যদি তাদের মনঃপূত না হয়ে থাকে, তবে আমাকে গ্রেফ্‌তার ক'রে পুলিসে দেবার অধিকার তাদের আছে। তারা যা' ইচ্ছে তাই করতে পারে। আমিই তাদের কাছে গিয়েছিলুম, তারা আমার কাছে আসেনি। গভর্ণমেন্ট যদি আমাকে সাইবেরিয়াতেই পাঠিয়ে দেয়, আমি কিছুমাত্র আপত্তি করবো না—যদিচ জানি, আমি নিজে কিছুমাত্র দোষী নই। গভর্ণমেন্ট তার কাজ করে যাবে, তাতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে? কেমন, এখন সন্তুষ্ট হয়েছো তো?

সিপিয়াজিন নিরাশভাবে হাত নেড়ে বললেনঃ সন্তুষ্ট? কী বলছো? কিন্তু সে-কথা হচ্ছে না, গভর্ণমেন্টের কাজের বিচার করবার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু প্রিয় সার্জে! কথা হচ্ছে, তুমি তোমার কাজের অযৌক্তিকতা আর নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পেরেছো কিনা? এজন্যে তোমার অনুতাপ হচ্ছে কিনা? এবং আমি তোমার জন্যে সুপারিশ করতে পারি কিনা?

মার্কেলোভ ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্‌লোঃ আমার যা বল্‌বার বলেছি, আর তার পুনরুক্তি করতে ইচ্ছে করিনে।

—কিন্তু তোমার অনুতাপ হচ্ছে না? তুমি অনুতপ্ত নও?

—আর না, যথেষ্ট হয়েছে। তোমার অনুতাপ নিয়ে তুমি থাকো ভাই! আমায় একা থাকতে দাও। সিপিয়াজিন কাঁধ কুঞ্চিত করে বললেনঃ তোমার সেই একই প্রকৃতি। ভালোকথা শুনবার পাত্র তুমি নও। ভেবে দেখো, এখনো তুমি সসম্মানে মুক্তি পেতে পার।

মার্কেলোভ তীব্রস্বরে বলে উঠলো: 'সসম্মানে মুক্তি পেতে পার'—এ-সব কথা আমাদের খুব জানা আছে। যাকে দিয়ে নীচ কাজ করিয়ে নেবার ইচ্ছে হয়, তারই প্রতি সাধারণতঃ এরূপ কথার প্রয়োগ হয়। এ-সব সুন্দর কথার উদ্দেশ্যই এই।

সিপিয়াজিন ভর্ৎসনার স্বরে বল্‌লেন: আমরা তোমার বিপদে সহানুভূতি জানাচ্ছি, আর তুমি আমাদের ঘৃণা করছো?

—আহা, কী সহানুভূতি! সাইবেরিয়া আর কঠিন শ্রম—এই তো তোমাদের সহানুভূতির স্বরূপ? যাক, আমায় একা থাকতে দাও—একা থাকতে দাও।

মার্কেলোভ মাথা নীচু করলো। বাইরে শান্তভাব দেখালেও তার অন্তরে উত্তেজনার ঝড় বইছিলো। সে ভাবছিলো: এরেমি! এরেমির এই কাজ! গোলপ্‌লকের এরেমি! এরেমিকে সে কতোই না বিশ্বাস করেছিলো। মেন্ডেলীর ব্যবহারে সে বিস্মিত হয়নি—সে পাঁড় মাতাল। সে যদি অবশেষে ভয়েই এ-সব ক'রে ফেলে থাকে, তাতে বিস্ময়ের বিষয় বিশেষ-কিছু নেই। কিন্তু এরেমি! এরেমিকে সে সমগ্র নিপীড়িত-রুশিয়ার প্রতিনিধি বলে মনে করেছিলো। সেই এরেমি তাকে এ-ভাবে প্রতারণা করলো? তবে কি এ-পন্থা ভুল? কিস্‌লিয়াকোভ মিথ্যা-বাদী? আর ভ্যাসিলি নিকোলেভিচের আদেশ কি সব অর্থহীন? সোশ্যালিষ্ট চিন্তাবীরদের সমস্ত লেখা, সব বই, সমস্ত চিঠি—সবই ভূঁয়ো? এ-সবকে সে এতোদিন অকাট্য সত্য বলে ভেবে এসেছিলো। তবে কি তার ধারণা সবই ভুল? তাই কি? সে নিজে নিজেই এ-কথার প্রতিবাদ ক'রে মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লো: না, না। তা হতে পারে না। সবই সত্য, শুধু আমারি সব দোষ। আমিই ঠিক পথে কাজে অগ্রসর হতে পারিনি।

তার কর্মপ্রণালী, তার গ্রেফ্‌তারের দৃশ্য উজ্জ্বল হয়ে তার মনের সমুখে ভেসে উঠলো। সে আবার ভাবলো: না, আমি ঠিক পথে কাজ চালাতে পারিনি। এ আমার ব্যক্তিগত অসাফল্য—এর সাথে আমাদের মহান 'কাজে'র কোন সম্পর্ক নেই।...কিন্তু এরেমি! এরেমি!

মার্কেলোভ যখন দাঁড়িয়ে মাথা নীচু ক'রে এ-সব চিন্তা করছিলো, সিপিয়াজিন তখন গভর্ণরের কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে নীচু স্বরে তাঁকে কি বল্‌ছিলেন। ভাব-ভঙ্গিতে মনে হোলো, সিপিয়াজিন যেন গভর্ণরকে বুঝাতে চেষ্টা কর্‌ছিলেন, তাঁর শালার মাথা ঠিক নেই, কাজেই এ-পাগলের প্রতি কিছু দয়াপ্রদর্শন করলে ভালো হয়। গভর্ণর মাথা নেড়ে এই

জানালেন বলে বোধ হোলো যে, দয়াপ্রদর্শনের ক্ষমতা তাঁর নেই এখন, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি এর জন্যে চেষ্টা করবেন।

সিপিয়াজিন উচ্চৈঃস্বরে বললেনঃ ইয়র এক্সেলেন্সী! (সিপিয়াজিন ইচ্ছে করেই মার্কেলোভকে দেখিয়ে সরকারী কায়দা বজায় রেখে তাঁর বন্ধু গভর্ণরকে "ইয়র এক্সেলেন্সী" বলে সম্বোধন করলেন) একটা গুরুতর বিষয়ের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিদ্রোহীরা একদল মোটেই নয়, বিভিন্ন স্থানে এদের কয়েকটি দল কার্য করছে। এক দলের কথা আমি জানি, তাদের কর্মস্থল এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়। একটি লোককে আমি সঙ্গে নিয়েও এসেছি। বলেই তিনি নীচু স্বরে গভর্ণরের কানে কানে বললেনঃ সে ড্রইংরুমে আছে। তাকে এখানে নিয়ে এসো।

গভর্ণর বিস্মিত হয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সিপিয়াজিনের দিকে তাকালেন। তাঁর আদেশে অবিলম্বে প্যাক্‌লীনকে সেখানে আনা হোলো।

প্যাক্‌লীন ভেতরে প্রবেশ ক'রেই প্রায় দ্বিভাজ হয়ে গভর্ণরকে অভিবাদন করলো। মাথা উপরে তুল্‌তে গিয়ে প্রথমেই তার নজরে পড়লো মার্কেলোভের বিষণ্ণ মুখ। তার মাথা আর উপরে উঠলো না। নত হয়ে মাথার সমুখের দিকে টুপি টেনে দিয়ে সে মুখ লুকোতে চেষ্টা করলো। শূন্যদৃষ্টিতে মার্কেলোভ তার দিকে তাকালো। নিজের চিন্তায় সে এতোই মগ্ন ছিলো যে, প্যাক্‌লীনকে চিনতে পারার মতো মনের অবস্থা তখন তার নয়।

প্যাক্‌লীনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে গভর্ণর মৃদুস্বরে বল্‌লেনঃ এই নাকি তোমার সেই দল!

মৃদু হেসে সিপিয়াজিন বল্‌লেনঃ না হে না। তবে কে জানে? পরে উচ্চৈঃস্বরে বল্‌লেনঃ এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে মিঃ প্যাক্‌লীন। ইনি সেন্টপিটার্সবুর্গের লোক। এঁর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে—সে কিছুদিন আমার বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলো। লজ্জার সাথে আমায় এ-কথাও বলতে হচ্ছে, সে আমার বাড়ীর একটি অল্পবয়স্কা তরুণীকে—সম্পর্কে আমার ভাগিনেয়ী—নিয়ে পালিয়ে গেছে।

গভর্ণর মাথা নেড়ে বল্‌লেনঃ হাঁ, হাঁ। কথাটা আমার কানেও পৌঁচেছে।

সিপিয়াজিন স্বর উচ্চে তুলে বললেনঃ সে-লোকটির নাম হচ্ছে নেজ্‌দানোভ। আমার সন্দেহ হয়, সে মারাত্মক জীব।

কলোমিজেফ মাথা নেড়ে এ-কথার সমর্থন করলো।

সিপিয়াজিন বলে চল্‌লেনঃ হাঁ, সাংঘাতিক লোক। এ-সব প্রচার-কার্যের মূলে তার হাত নিশ্চয়ই আছে। মিঃ প্যাক্‌লীন বল্‌ছিলেন, সে বণিক ফ্যালিভার কারখানায় লুকিয়ে আছে—

এই কথা শুনে মার্কেলোভ প্যাক্‌লীনের দিকে আবার তাকালো। তার মুখে একটুখানি উদাস হাসি ফুটে উঠলো।

প্যাক্‌লীন চেঁচিয়ে বলে উঠলোঃ মাফ করবেন, ইয়র এক্সেলেন্সী! আর আপনাকেও বল্‌ছি মিঃ সিপিয়াজিন! আমি ও-কথা কখনো বলিনি—

গভর্ণর প্যাক্‌লীনকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌লেনঃ সবুর, সবুর। পরে সিপিয়াজিনের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেনঃ বণিক ফ্যালিভার কথা বল্‌লেন না? আচ্ছা, এই বণিকদের হোলো কি? এই তো মাত্র কাল এই সম্পর্কে গলুশ্‌কিন ধরা পড়েছে। নিশ্চয়ই তার কথা শুনেছেন? খুব ধনী বণিক। কিন্তু নেহাৎ গোবেচারা। বিপ্লব তার কর্ম নয়। সে এখন একেবারে হাঁটুগেড়ে ক্ষমা চাচ্ছে।

সিপিয়াজিন বল্‌লেনঃ বণিক ফ্যালিভার সাথে এ-সব ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই। তার ধারণা-চিন্তার খবর আমি ভালো করেই জানি। আমি শুধু তাঁর কারখানার কথাই বল্‌ছি—নেজ্‌দানোভ সেই-খানেই থাকে। মিঃ প্যাক্‌লীন বলেছেন, এই মুহূর্তেও হয়তো তাকে সেখানে পাওয়া যেতে পারে।

প্যাক্‌লীন চীৎকার ক'রে বলে উঠ্‌লোঃ আমি এ-কথা কখ্‌খনো বলিনি। এ আপনার বানানো কথা।

সিপিয়াজিন ধীর গম্ভীরস্বরে বল্‌লেনঃ মাফ করবেন, মিঃ প্যাক্‌-লীন! আমি আপনাদের বন্ধুত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করছি। কিন্তু এ অস্বীকার ক'রে কী লাভ? আমার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। আপনার বন্ধুত্বের অনুভূতির চাইতে আমার আত্মীয়তার অনুভূতি কি কম তীব্র আপনি মনে করেন? কিন্তু তারো চাইতে তীব্রতর অনুভূতি আছে—সে হচ্ছে কর্তব্যের অনুভূতি।

কলোমিজেফ সায় দিয়ে বল্‌লোঃ অত্যন্ত ঠিক কথা।

মার্কেলোভ উভয়ের দিকেই একবার তাকালো। বল্‌লোঃ হুজুর! আমি আবার আপনাকে অনুরোধ করছি, এই সব বাচালদের দৃষ্টির অন্তরালে আমায় যেতে দিন।

এইবার গভর্ণরের ধৈর্যচ্যুতি ঘট্‌লো। তীব্রস্বরে তিনি বল্‌লেনঃ মিঃ মার্কেলোভ! তোমার বর্তমান অবস্থায় আমি তোমাকে রসনা

কিঞ্চিৎ সংযত করে কথা বল্‌তে উপদেশ দিই। আর তোমার এই আত্মীয়টি এই সময়েও মাথা ঠান্ডা রেখে কর্তব্যবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর প্রতিও তোমার ব্যবহার শ্রদ্ধাপূর্ণ হওয়া উচিত। পরে সিপিয়াজিনের দিকে ফিরে বল্‌লেনঃ প্রিয় বোরিস! আপনার মহৎ কর্তব্যবুদ্ধির কথা আমি মন্ত্রীসমাজকে জানাবো। আচ্ছা, এই নেজ্‌দানোভ কারখানায় কার সাথে থাকে?

সিপিয়াজিন ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্‌লেনঃ সলোমিন নামে এক ব্যক্তির সাথে, সে সেখানকার চীফ-ইঞ্জিনিয়ার। মিঃ প্যাক্‌লীন তাই তো বল্‌লেন।

প্যাক্‌লীনকে খোঁচা দিয়ে কথা ব'লে সিপিয়াজিন বেশ এক প্রকার আনন্দ উপভোগ করছিলেন। একটা সিগারের জন্যে যে প্যাক্‌লীনকে এতোটা মূল্য দিতে হবে, তা সে ভাবতে পারেনি।

কলোমিজেফ বল্‌লোঃ এই সলোমিন হচ্ছে একজন খাঁটী প্রজাতন্ত্রী। তার প্রতি লক্ষ রাখাও খুব দরকার।

গভর্ণর মার্কেলোভকে জিজ্ঞেস করলেনঃ জানো তুমি এই সলোমিনকে আর...কি নাম তার...নেজ্‌দানোভকে?

নাক ফুলিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করে মার্কেলোভ বল্‌লোঃ হুজুর, আপনি জানেন কি কন্‌ফিউসিয়াস ও টিটাস লিভিয়াসকে?

গভর্ণর কাঁধ কুঞ্চিত করে মুখ ফিরালেন। ক্রুদ্ধকণ্ঠে সহকারীকে আহ্বান করলেন।

সহকারী তাড়াতাড়ি নিকটে এলো। এই অবসরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্যাক্‌লীন সিপিয়াজিনের কাছে গেলো। মৃদুস্বরে সে জিজ্ঞেস করলোঃ এ কি করছেন, হুজুর? আপনার ভাগিনেয়ীকে মেরে ফেল্‌বেন? সে যে নেজ্‌দানোভের সাথেই আছে।

সিপিয়াজিন স্বর চড়িয়ে বল্‌লেনঃ কাকেও আমি মেরে ফেলছিনে। বিবেকের অনুজ্ঞাই আমি মেনে চল্‌ছি। আর—

মার্কেলোভ তেমনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠ্‌লোঃ আর আপনার স্ত্রী —আমার বোন—যা করতে আদেশ করেন, তাই করছেন। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস আপনার নেই।

সিপিয়াজিন দেখালেন যেন তিনি মার্কেলোভের এ-কথা গ্রাহ্যই করেননি, এ যেন গ্রাহ্য করবারও অযোগ্য।

উত্তেজনা কিংবা ভয়ে প্যাক্‌লীনের সর্বশরীর কাঁপতে লাগলো। তার চোখ থেকে আগুনের ফুলকি বেরুলো। চোখের জলে প্রায় তার

কণ্ঠরোধ হোলো। নিজের প্রতি তার ভীষণ রাগ হোলো। সিপিয়াজিনকে সে বল্‌লোঃ শুনুন! আপনাকে বলেছিলুম যে, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু সে-কথা সত্যি নয়। কিন্তু শীগ্‌গির তাদের বিয়ে হবে নিশ্চয়ই। যদি আপনি সে-বিবাহে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, যদি সেখানে পুলিশ হানা দেয়, তবে আপনার বিবেকে যে-কলঙ্ক স্পর্শ করবে, তা আর শত চেষ্টা করেও মুছে ফেলতে পারবেন না। এবং আপনার—

সিপিয়াজিন বাধা দিয়ে তেমনি চড়া গলায় বল্‌লেনঃ আপনি এখন যা বল্‌লেন তা যদি সত্য হয়, তা হলে আমাদের কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে হবে। আর আমার বিবেক সম্বন্ধে আপনার মাথা না ঘামালেও চল্‌বে।

এই সময় মার্কেলোভ আবার বল্‌লোঃ যতো ইচ্ছে ফিস্‌ ফিস্‌ কর, প্যাক্‌লীন! কিন্তু লাভ তাতে হবে না কিছুই।

গভর্ণর এই সময়ে মার্কেলোভকে বাধা দেওয়া দরকার মনে করলেন। বল্‌লেনঃ থামো, যথেষ্ট হয়েছে। পরে সহকারীকে বল্‌লেনঃ মিঃ মার্কেলোভকে এখান থেকে নিয়ে যাও। বোরিস্‌! আর এ-কে তোমার দরকার নেই?

সিপিয়াজিন হাত নেড়ে বল্‌লেনঃ আমার যা বল্‌বার, তা বলা শেষ হয়ে গেছে।

—বেশ। নিয়ে যাও একে।

সহকারী মার্কেলোভের কাছে এসে দাঁড়ালো। মার্কেলোভ তার সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

গভর্ণর বলে চল্‌লেনঃ কারখানায় আমাদের কয়েকজন লোক পাঠাচ্ছি। কিন্তু বোরিস! তুমি বল্‌লে, এই ভদ্রলোক (প্যাক্‌লীনকে দেখিয়ে) তোমায় নাকি বলেছেন যে, তোমার ভাগিনেয়ীও সেখানে আছে। তেমন অবস্থায় কি করে—

সিপিয়াজিন চিন্তিতভাবে বল্‌লেনঃ তাকে কোনো অবস্থায়ই গ্রেফ্‌-তার করা চলে না। সম্ভবতঃ তার শুভবুদ্ধি জাগ্‌বে এবং সে ফিরে আসবে। যদি পারি, তাকে একখানা চিঠি লিখ্‌বো।

—তাই কর, ভাই, তাই কর।

কলোমিজেফ এই সময়ে বলে উঠ্‌লোঃ কিন্তু সলোমিন সম্বন্ধে এখনো কোনো ব্যবস্থা হোলো না। আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি, সেই হচ্ছে দলের সর্দার।

গভর্ণর মৃদুহেসে বল্‌লেনঃ কোনো চিন্তা নেই, সিমিয়ন পেট্রো-

ভিচ্! যদি সে সত্যি ওরূপ হয়, আমাদের হাত এড়াতে সে কিছুতেই পারবে না। সিপিয়াজিনের দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে প্যাক্লীনকে দেখিয়ে তিনি বল্লেনঃ এ-লোকটাকে তেমন মারাত্মক বলে মনে হয় না—কি বলো?

সিপিয়াজিন নীচুস্বরে বল্লেনঃ হাঁ। যেতে দাও ওকে।

গভর্ণর উচ্চৈঃস্বরে প্যাক্লীনকে বল্লেনঃ তুমি এখন যেতে পার—আর তোমাকে আমাদের দরকার নেই। গুড্-ডে।

প্যাক্লীন সকলকে অভিবাদন ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। আজকের অপমান ও নির্বুদ্ধিতায় সে একেবারে মুশ্ড়ে পড়েছিলো। সে ভাবলেঃ কি হোলো এ? আমি কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক?...না, না, আমি ভদ্রলোক। এখনো আমার মধ্যে মনুষ্যত্বের ছিঁটেফোটা আছে।

কিন্তু সিঁড়িতে বসে' ও কে? মার্কেলোভের সেই পুরোনো বৃদ্ধ চাকর! সে প্রভুর বিপদের কথা শুনে তাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলো। প্যাক্লীনের দিকে সে অমন তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইছে কেন? প্যাক্লীন তো মার্কেলোভের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কিছু করেনি।

প্যাক্লীনের মস্তিষ্ক নানা চিন্তায় উত্তেজিত হয়ে উঠলোঃ কেন আমি অনধিকারচর্চা করতে গেলুম? কেন ঘরে বসে রইলুম না? এর-পর সকলে বল্বে—হয়তো ভবিষ্যতে ইতিহাসেও লেখা হবেঃ প্যাক্লীনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই সব পণ্ড হয়ে গেলো। মার্কে-লোভের কথা তার মনে হোলোঃ "যতো ইচ্ছে ফিস্ ফিস্ কর-কিন্তু কোনো লাভ হবে না।" তারপর মার্কেলোভের বৃদ্ধ চাকরের সেই বিষণ্ন চেহারা, ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি! হায়, হায়, এর আগে তার মৃত্যু হোলো না কেন?

ছত্রিশ

পরদিন সকালে মেরিয়ানা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো, নেজ্দানোভ আগের দিনের পোশাক-পরা অবস্থায়ই কোচের উপর এক বাহুর উপর মাথা রেখে বসে আছে, আর এক বাহু যেন অসহায় অবস্থায় তার জানুর উপর পড়ে আছে। মেরিয়ানা তার কাছে এগিয়ে গেলো।

—গুড্মর্ণিং এলেক্সী! ব্যাপার কি? এখনো কাপড় ছাড়োনি? রাতে তোমার ঘুম হয়নি নাকি? তোমাকে ভারী ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

নেজ্দানোভ চোখ মেলে চাইলো। বল্লোঃ আমার ঘুম হয়নি।

—কেন? অসুখ হয়েছে নাকি?

নেজ্‌দানোভ মাথা নেড়ে উত্তর দিলোঃ না। সলোমিন তোমার ঘরে যাওয়ার পর আমি আর ঘুমুতে পারিনি।

—কখন?

—গতরাত্রে।

—এলেক্সী! তোমার ঈর্ষা হয়েছে? কিন্তু ছিঃ! এই কি ঈর্ষা করার সময়? তা' ছাড়া ঈর্ষা করার কি-ই বা আছে? সে আমার ওখানে মাত্র মিনিট পনেরো ছিলো। পুরোহিত জসিম সম্বন্ধে কথা হয়েছিলো। আর আমাদের বিয়ের বন্দোবস্ত কিরূপ হতে পারে, তার আলোচনাই আমরা করেছিলুম।

—আমি জানি, সে তোমার ওখানে মাত্র অল্পক্ষণ ছিলো। তাকে আমি ফিরে আসতেও দেখেছি। আমি মোটেই ঈর্ষান্বিত নই। তবু সে তোমার ঘরে প্রবেশ করার পর আমি ঘুমুতে পারিনি।

—কিন্তু কেন?

নেজ্‌দানোভ নীরব রইলো। পরে বল্‌লোঃ আমি কেবল ভাবছিলুম—

—কি ভাবছিলে?

—তোমার কথা, তার কথা, আমার কথা।

—এ-সব ভাবনার ফল কি হোলো?

—শুন্‌তে চাও?

—হাঁ, বলো।

—আমার মনে হোলো, আমি তোমার পথে, তার পথে আর আমার নিজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি।

—আমার পথে? তার পথে? স্পষ্টই বুঝতে পাচ্ছি, তুমি কি বল্‌তে চাও, তবু কিন্তু তুমি বল্‌ছো, তোমার মনে ঈর্ষার স্থান নেই।

—মেরিয়ানা, আমার মাঝে দু'টি বিরুদ্ধপ্রকৃতির মানুষ আছে—একজন আরেক জনকে বাঁচ্‌তে দিতে চায় না। তাই ভাবছিলুম, উভয়কেই এ-সংসার থেকে বিদায় ক'রে দিতে পারলে কেমন হয়।

—তা কোরো না এলেক্সী! কেন তুমি আমাকে আর নিজেকে এ-ভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছো? বর্তমানে আমাদের প্রধান কর্তব্য, এখান থেকে কি করে সরে পড়া যায় তার উপায় বের করা। তুমি জানো, পুলিস আমাদের শান্তিতে থাক্‌তে দেবে না।

মেরিয়ানার হাত ধরে নেজ্‌দানোভ বল্‌লোঃ আমার পাশে বসো, মেরিয়ানা। এসো আমরা দু'জন কম্‌রেডের মতোই এ-বিষয়ে আলোচনা

করি। তোমার হাত দাও। এসো, আমরা একটা বোঝাপড়া ক'রে ফেলি। তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি সহজেই আমার কথা বুঝতে পারবে, যা আমি বুঝিয়ে বল্‌তে পারবো না, তাও তুমি বুঝবে। বসো এখানে।

নেজ্‌দানোভের স্বর কোমল। তার মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি থেকে একটা অদ্ভুত স্নেহপূর্ণ কারুণ্য ক্ষরে পড়ছিলো।

মেরিয়ানা পাশে বসে নেজ্‌দানোভের হাত নিজের হাতের উপর তুলে নিলো।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লো ঃ ধন্যবাদ প্রিয়তমে! আমি তোমায় বেশীক্ষণ রাখ্‌বো না। কালকে যে-সব কথা তোমায় বলতে চেয়েছিলুম সবই আমি ভালো করে আবার ভেবে দেখেছি। মনে কোরো না, কালকের ঘটনায় আমি খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছি। তবে উপহাসাস্পদ ও বিরক্ত যে খুবই হয়েছিলুম, তাতে সন্দেহ নেই। তুমি নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করে বসোনি—কেমন? সত্যকথা বল্‌তে কি, বিব্রত যে কিছুমাত্রও হইনি, এ-কথা বল্‌লে মিছেকথা বলা হবে। বিব্রত হয়েছি নিশ্চয়ই, তবে তা এ-কারণে নয় যে, আমি বেশী পরিমাণে মাতাল হয়ে পড়েছিলুম; এইজন্যে যে, এই ব্যাপারে আমি আমার অযোগ্যতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হতে পেরেছি। মেরিয়ানা, তোমায় বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি যে, আমি আমাদের এই 'কাজে' বিশ্বাস হারিয়েছি। এই 'কাজের' প্রেরণাই আমাদের পরস্পরকে এক বন্ধনে বেঁধেছিলো—আমরা সিপিয়াজিনের বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি এরই জন্যে। তোমার উৎসাহ এখন আর আমায় উদ্দীপিত করতে পারে না। আমি আর এ-'কাজে' বিশ্বাস করিনে, বিশ্বাস করতে পারিনে।

নেজ্‌দানোভ নিজের হাতে চোখ ঢাক্‌লো এবং কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলো। মেরিয়ানা এর মধ্যে একটি কথাও বলেনি—সে মাথা নীচু করে বসে রইলো। তার মনে হোলো, নেজ্‌দানোভ কোনো নতুন কথাই বলেনি।

চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে, কিন্তু মেরিয়ানার দিকে না চেয়ে, নেজ্‌দানোভ আবার বলতে লাগ্‌লো ঃ এতোদিন আমি ভাবতুম, এই 'কাজের' উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে—শুধু নিজের শক্তি, নিজের কর্মক্ষমতার উপরই বুঝি সে-বিশ্বাস নেই। ভাবতুম, আমার বিশ্বাস যেমন প্রবল, কর্মক্ষমতা তেমন নয়...কিন্তু এ দু'টোকে তো পৃথক করা চলে না। আত্মপ্রতারণায় ফল কি?...নাঃ, এই 'কাজে'র উপরই আর আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু মেরিয়ানা, তুমি বিশ্বাস করো?

মেরিয়ানা সোজা হয়ে বসে মাথা উঁচু করলো। বল্‌লো ঃ হাঁ,

এলেক্সী! আমি বিশ্বাস করি—সমস্ত মন-প্রাণ দিয়েই বিশ্বাস করি। শেষ নিঃশ্বাস না পড়া পর্যন্ত আমি এ-'কাজে' আত্মনিয়োগ করে থাক্‌বো।

নেজ্‌দানোভ মেরিয়ানার দিকে ফিরে তাকালো। তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠ্‌লো কতকটা ঈর্ষার ভাব। বল্‌লোঃ আমি জান্‌তুম, তুমি এই কথাই বল্‌বে। সুতরাং দেখ্‌তেই পাচ্ছো, তোমার আমার মধ্যে একত্রে কাজ করবার কিছুই নেই। এক আঘাতে তুমি আমাদের বন্ধন-সূত্র ছিঁড়ে ফেলেছো।

মেরিয়ানা নীরব হয়ে রইলো।

নেজ্‌দানোভ আবার বল্‌লোঃ ধরো, সলোমিনের কথা। সে-ও এতে বিশ্বাস করে না—

—তোমার এ-কথার মানে ?

—মানে অতি সহজ। আমাদের এই 'কাজে' তারও বিশ্বাস নেই—এ অত্যন্ত সত্যি কথা। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। সে নিজের পথে এগিয়েই চলেছে। শহরে পেঁছুবার উদ্দেশ্যে রাস্তা বেয়ে চলেছে যে-ব্যক্তি, শহরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার মনে প্রশ্ন জাগে না—সে আপন মনেই নিজের পথে চলে। এ-ই সলোমিন। তার কাজ সে ঠিকভাবেই ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু আমি ?......আমি আর এগুতে পারছিনে! ফিরে যাবারও ইচ্ছে নেই—আবার যেখানে আছি সেখানে পড়ে থাকাও আমার অসহ্য। এ-অবস্থায় কি করে অপর কাউকে আমার সাথী হ'তে বল্‌তে পারি ?

মেরিয়ানা অস্থিরভাবে বলে উঠ্‌লোঃ এলেক্সি! আমার মনে হয়, তুমি অতিরঞ্জিত ক'রে বল্‌ছো। আচ্ছা, আমরা পরস্পরকে ভালো-বাসিনে ?

নেজ্‌দানোভ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বল্‌লোঃ মেরিয়ানা...তোমার কাছে হার মান্‌ছি...কিন্তু কথাটা কি জান ? তুমি আমায় দয়া করো, আর পরস্পরের সততার উপর আমাদের পরস্পরের বিশ্বাস আছে—এ-ই হচ্ছে আমাদের সত্যিকার সম্পর্ক। ভালোবাসা এখানে নেই।

—থামো এলেক্সি! তুমি বল্‌ছো'কি ? পুলিস আজকেই আমাদের গ্রেফ্‌তার করতে আস্‌তে পারে...একসঙ্গে আমাদের যেতেই হবে, আর পৃথক হওয়া চল্‌বে না—

—আর সলোমিনের প্রস্তাব অনুসারে ফাদার জসিমের পৌরোহিত্যে আমাদের বিবাহিত হতে হবে—কেমন ? জানি, আমাদের বিবাহকে তুমি মনে করো কতকটা 'পাস-পোর্টের মতো—পুলিসের সাথে হাঙ্গামা এড়াবার

একটা উপায় হিসেবে...কিন্তু তবু এটা কতকটা বন্ধনের মতোই হবে, হয়তো বাধ্য হয়ে একসঙ্গে থাকতে হ'বে ইত্যাদি।

—তোমার এ-সব কথার মানে কি, এলেক্সি! তুমি এখানে থাক্‌তে চাও না?

ইতস্ততঃ করে নেজ্‌দানোভ জওয়াব দিলো ঃ ন-ন-না। 'হাঁ' শব্দটা তার মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে পড়েছিলো। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করলো।

—তবে তুমি অন্যত্র চলে যাচ্ছো? যেখানে আমি যাচ্ছি, সেখানে যাবে না?

নেজ্‌দানোভ সস্নেহে মেরিয়ানার হাত নাড়তে নাড়তে বল্‌লো ঃ না, তা নয়। একজন রক্ষক—একজন নির্ভরযোগ্য লোকের হাতে তুলে না দিয়ে তোমায় পরিত্যাগ ক'রে যাওয়া আমার পক্ষে অন্যায় হবে। যতোই খারাপ হই, তা আমি করবো না। তোমাকে একজন রক্ষকের হাতে দিয়ে যাব, এ-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারো।

মেরিয়ানা নেজ্‌দানোভের দিকে ঝুঁকে পড়লো—তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে সে স্থিরদৃষ্টিতে ব্যাকুলচিত্তে তার চোখে চোখে তাকালো। মনে হোলো, তার দৃষ্টি নেজ্‌দানোভের অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। অবশেষে সে বল্‌লো ঃ ব্যাপার কি, এলেক্সি? তোমার মনের ভেতর কি আছে, আমায় বলো দেখি? আমার বড্ডো ভয় করছে—তোমার কথাগুলি এমনি অদ্ভুত, এমনি প্রহেলিকাপূর্ণ।...আর তোমার মুখ? তোমার এমন মুখ আমি আর কখনো দেখিনি।

নেজ্‌দানোভ ধীরে ধীরে নিজেকে একটু সরিয়ে নিয়ে স্নেহভরে মেরিয়ানার হাতে চুমু দিলে। মেরিয়ানা এই সময়ে কোনোরূপ বাধা দিলো না, তবে হাস্‌লেও না, ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো।

—ভয় পেয়ো না, প্রিয়তমে! এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুনেছি, মার্কেলোভকে কৃষকরা মেরেছে—তারা তার হাড় ভেঙে দিয়েছে। আমি কিন্তু তাদের হাতে মার খাইনি, বরং আমার সাথে তারা আমার স্বাস্থ্যপানই করেছে। কিন্তু মার্কেলোভের হাড়-ভাঙার চাইতেও তারা আমার আত্মার ক্ষতি করেছে অনেক বেশী। যতোই বুদ্ধিমানের মতো কাজ আমি করতে চেয়েছি, আমার কাজ ততোই খারাপ হয়ে গেছে। আমার মুখে তুমি এরই প্রকাশ দেখ্‌তে পাচ্ছো।

মেরিয়ানা ধীরে ধীরে বল্‌লো ঃ এলেক্সি! তোমার কথা সবই হেয়ালী মনে হচ্ছে। আমাকে তোমার মনের কথা সবই খুলে বল্‌ছো না, এ তোমার ভারী অন্যায়।

নেজ্‌দানোভ নিজের হাত দু'টি দৃঢ়-সংবদ্ধ ক'রে বল্‌লো ঃ মেরিয়ানা, আমার কিছুই তো তোমার কাছে গোপন নেই। যখন যা করি, তোমার কাছে প্রথমেই তা প্রকাশ করি।

মেরিয়ানা জিজ্ঞেস করতে চাইলো, তার এ-কথার মানে কি? কিন্তু এই সময়ে সলোমিন এসে সে-ঘরে প্রবেশ করলো।

সলোমিনের গতিতে একটা অস্বাভাবিক দৃঢ়তা ও দ্রুততা দেখা গেলো। তার চোখ অর্ধমুদিত, ওষ্ঠাধর দৃঢ়সংবদ্ধ—তার সারামুখে একটা শুষ্ক, কঠোর, কর্কশ ভাব সুস্পষ্ট। সে বল্‌লো ঃ বন্ধুগণ, তোমাদের আর দেরী করা চল্‌বে না, শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নাও। ঘণ্টা খানেকের ভেতরেই তোমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। বিয়ের কাজটা শীগ্‌গির শেষ করা চাই। প্যাকলীনের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে যে-ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলো, তা ফিরে এসেছে। প্যাক্‌লীনকে আটক করা হয়েছে নিশ্চয়। বোধ হয় এর মধ্যেই তাকে শহরে আনা হয়েছে। আমাদের কথা সব সে ফাঁস করে দেবে, এ-আশঙ্কা আমি করিনে; তবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ফাঁস করতে হতে পারে। জসিমকে তোমাদের যাওয়ার খবর আগেই দেওয়া হয়েছে। তোমাদের সাথে প্যাভেলও যাবে। সে সাক্ষী হ'বে।

—আর তুমি...তুমি? তুমি যাবে না? দেখ্‌ছি, তুমি ভ্রমণের পোশাক পরে এসেছো।

—হাঁ, আমায় এক্ষুনি বেরুতে হ'বে।

—কিন্তু তুমি আমাদের বিয়ের সাক্ষী হ'বে না?

—না, সে হয়ে উঠ্‌বে না।...যাক্‌গে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যাত্রা করার জন্যে তৈরী হও। মেরিয়ানা! তাতিয়ানা বোধ হয় তোমার সাথে দেখা কর্‌তে চায়। সে তোমার জন্যে কি যেন তৈরী করে রেখেছে।

—হাঁ, হাঁ। আমি তার সাথে দেখা কর্‌তে চেয়েছিলুম বটে। বলেই মেরিয়ানা দ্বারের দিকে এগুলো।

নেজ্‌দানোভের মুখে কেমন একপ্রকার ভয় ও হতাশার ভাব ফুটে উঠ্‌লো। সে বল্‌লো ঃ মেরিয়ানা, তুমি যাবে না?

মেরিয়ানা ফিরে দাঁড়ালো। বল্‌লো ঃ আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আস্‌ছি। এর চাইতে বেশী দেরী হবে না।

—আমার কাছে এসো, মেরিয়ানা—

—বেশ। কিন্তু কেন, বলোতো?

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে নেজ্‌দানোভ বল্‌লো ঃ তোমাকে

আর একবার ভালো করে দেখে নিতে চাই।...গুড্‌বাই, মেরিয়ানা, গুড্‌বাই!

মেরিয়ানা হতবুদ্ধি হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো। নেজ্‌দানোভ বল্‌লোঃ তাইতো! এ-সব কী বাজেকথা বলছি? আধ ঘণ্টার মধ্যেই তুমি আস্‌ছো, কেমন?

—নিশ্চয়ই

—কিছু মনে কোরো না। আমায় ক্ষমা করো, প্রিয়তমে! ঘুম না হওয়ায় আমার মাথা ঘুরছে। আচ্ছা যাও, আমি জিনিসপত্র 'প্যাক্‌' করতে শুরু করি।

মেরিয়ানা চলে গেলো। তার পেছনে পেছনে সলোমিনও চলে যাচ্ছিলো—নেজ্‌দানোভ তাকে থামালো। বল্‌লোঃ সলোমিন!

—কেন?

—তোমার হাত দাও, ভাই। তোমার দয়া আর আতিথেয়তার কথা আমি কখনো ভুল্‌বো না। তোমায় ধন্যবাদ।

মৃদু হেসে সলোমিন বল্‌লোঃ এ সব কী বল্‌ছো? সে তার হাত বাড়িয়ে দিলো।

নেজ্‌দানোভ বল্‌লোঃ তোমায় একটা কথা আমার বল্‌বার আছে। ধরো, আমার কিছু হোলো, তখন মেরিয়ানাকে তুমি ত্যাগ করবে না, এ-আশা কি আমি করতে পারি?

—তোমার ভাবী স্ত্রীর কথা বল্‌ছো?

—হাঁ...মেরিয়ানা।

—আমি মনে করিনে, এতো শীগ্‌গিরই কিছু হবে। তুমি বেশ নিশ্চিন্তে থাক্‌তে পারো। মেরিয়ানাকে তোমারই মতন আমিও স্নেহ করি।

—তা আমি জানি...তা আমি জানি। শুনে খুব খুশী হলুম। ধন্যবাদ! ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তো?

—হাঁ, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই।

—আমি তৈরী হচ্ছি। বিদায়, বন্ধু, বিদায়।

সলোমিন চলে গেলো। সিঁড়িতেই তার সাথে মেরিয়ানার দেখা হোলো। নেজ্‌দানোভ সম্বন্ধে সে তাকে কিছু বল্‌তে চাইলো, কিন্তু কি ভেবে তা বল্‌লে না। মেরিয়ানা বুঝতে পারলো, সলোমিন নেজ্‌দানোভ সম্বন্ধে কি যেন বল্‌তে চেয়েও বল্‌লে না।

সাঁইত্রিশ

সলোমিন চলে যাওয়ার সাথে সাথে নেজ্‌দানোভ কোচ থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লো—ঘরের ভেতরে কয়েকবার পায়চারি ক'রে বেড়ালো। তারপর ঘরের মধ্যস্থলে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ সে তার ছদ্মবেশ খুলে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর তার স্বাভাবিক পোশাক পরে সে তিনপায়া টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ড্রয়ার থেকে দু'খানা সিলমোহর-করা চিঠি এবং আরেকটা জিনিস বের করলো। চিঠি দু'টো টেবিলের উপর রাখ্‌লো, আর অপর জিনিসটি কোটের পকেটে ঠেলে দিলে। এর পরই সে ষ্টোভের সমুখ দিয়ে গুটিসুটি মেরে এগিয়ে ক্ষুদ্র দরজাটি খুল্‌লো। ঘরের ভেতরে সেই দরজার মুখে ছিলো একরাশ ছাই। এ-ই হচ্ছে নেজ্‌দানোভের সমস্ত কাগজ-পত্র ও কবিতার খাতার শেষ চিহ্ন।...আগের দিন সারারাত ধরে ওগুলো সে পুড়িয়েছিলো। ষ্টোভের একপাশে মার্কেলোভের দেওয়া মেরিয়ানার ছবিখানা রক্ষিত ছিলো। নেজ্‌দানোভ ওটাকেই শুধু পুড়াতে পারেনি। ছবিখানা সে টেবিলের উপরে চিঠি দু'খানার পাশে রেখে দিলো।

তারপর তাড়াতাড়ি টুপি মাথায় দিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু হঠাৎ থেমে সে পিছন ফিরে মেরিয়ানার কক্ষে প্রবেশ করলো। কিছুক্ষণ সেখানে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লো। হঠাৎ মেরিয়ানার ক্ষুদ্র বিছানার দিকে এগিয়ে গিয়ে সে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বস্‌লো। একটা বাষ্পের বেগ তার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলে উঠ্‌লো—কান্না সে রোধ করতে পারলো না। মেরিয়ানার বিছানার পাদদেশে সে অধর স্পর্শ করলো। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে টুপি মাথায় দিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে পড়লো। সৌভাগ্যবশতঃ অলিন্দে, সিঁড়িতে আর নীচের তলায় কারুর সাথে তার দেখা হোলো না। বিদ্যুৎ-গতিতে সে বাগানের ভেতরে ঢুকে পড়লো। ঘাসের উপর দিয়ে ঢেউয়ের দোলায় বাতাস বইছিলো—তার ফলে গাছগুলি মড় মড় করছিলো। বাড়ীর প্রাঙ্গণ থেকে কয়লা, আলকাত্‌রা আর চর্বির ধূম বেরিয়ে আস্‌ছিলো। কিন্তু কারখানার ঘড় ঘড় শব্দ তখন অনেকটা মন্দীভূত হয়েছিলো। কেউ নিকটে আছে কিনা দেখ্‌বার জন্যে নেজ্‌দানোভ একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলো। তারপর সে একটা পুরোনো আপেল গাছের নীচে সোজা চলে গেলো। গাছের শিকড়ে জন্মেছিলো অসংখ্য শেওলা—সূর্যোত্তাপে তা গেছলো শুকিয়ে। নেজ্‌দানোভ দৃঢ়পদে গাছের নীচে সেই শেওলার উপরে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর

সে টেবিলের ড্রয়ার থেকে যে-জিনিসটি পকেটে পুরেছিলো, তা বের করলো। মেরিয়ানার কক্ষের জানালার দিকে সে কতক্ষণ চেয়ে রইলো। ভাবলো ঃ এ-সময়ে যদি আমায় দেখ্‌বার মতো কেউ থাক্‌তো, তবে হয়তো এ-কাজ আমি করতুম না। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখা গেলো না, মনে হোলো সবাই যেন নেজ্‌দানোভকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে তার থেকে মুখ ফিরিয়েছে। শুধু কারখানার শব্দেই মনে হচ্ছিলো যে, পৃথিবীটা এখনো মরে যায়নি। ঠিক সে-সময়ে আবার বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়া শুরু হোলো।

নেজ্‌দানোভ গাছের শাখার ফাঁক দিয়ে ধূসর আকাশের দিকে তাকালো। তার মনে হোলো, আকাশও আজ তার প্রতি নির্দয়। সে হাই তুল্‌তে তুল্‌তে শুয়ে পড়লো। ভাব্‌লো ঃ নাঃ, এ-ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। না, আমি সেণ্টপিটার্সবুর্গেও আর ফিরে যেতে পারবো না, জেলেও যেতে পারবো না। একটা মধুর তন্দ্রাবেশ তার সমগ্র দেহের উপরে ছড়িয়ে পড়লো...টুপিটা সে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর রিভলভারের মুখটা বুকের উপর চেপে ধরে তার ঘোড়া টিপ্‌লো।...

একটা আকস্মিক আঘাত সে অনুভব করলো মাত্র; কিন্তু তা যে খুবই তীব্র, এমন তার মনে হোলো না।...চিৎ হয়ে শুয়ে সে ভাবতে চেষ্টা করলো, তার কি হয়েছে। হঠাৎ সে যেন তাতিয়ানাকে দেখ্‌তে পেলো। তাকে সে ডাকতেও চেষ্টা করলো...কিন্তু একটা অদ্ভুত জড়তা তাকে ঘিরে ধরেছিলো—তার চোখে, মাথার উপরে, মস্তিষ্কের ভেতরে এক প্রকার গাঢ় সবুজাভ দাগ যেন নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। একটা অসহ ভার যেন তাকে চিরতরে মাটির ভেতর সেঁধিয়ে দিচ্ছিলো।

তাতিয়ানাকে সত্যি নেজ্‌দানোভ দেখতে পেয়েছিলো। যে-মুহূর্তে সে রিভলভারের ঘোড়া টিপেছিলো, তখন তাতিয়ানা এক জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গাছের নীচে নেজ্‌দানোভকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পায়। খালি মাথায় বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে নেজ্‌দানোভ সেখানে কি করছে, এ-কথা ভাবতে-না-ভাবতেই তাতিয়ানা দেখতে পেলো, নেজ্‌দানোভ মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। রিভলভারের আওয়াজ সে শুনতে পায়নি, সে-আওয়াজ ছিলো এমনি ক্ষীণ। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলো, কিছু-একটা অঘটন ঘটেছে নিশ্চয়। সে দৌড়ে বাগানে গেলো।...... নিঃশ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় সে নেজ্‌দানোভের কাছে পৌঁছুলো।

—ব্যাপার কি, এলেক্সী মিত্রিস ?

কিন্তু ইতিপূর্বেই নেজ্‌দানোভের জীবনের চারধারে মরণের গাঢ়

অন্ধকার নেমে এসেছে—সে তখন অচেতন। তাতিয়ানা তার বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে রক্ত দেখতে পেলো।

সে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলোঃ প্যাভেল!

দু'এক মিনিট পরেই মেরিয়ানা, সলোমিন, প্যাভেল এবং আরো দু'জন শ্রমিক বাগানে ছুটে এলো। নেজ্‌দানোভকে ধরাধরি ক'রে তারা ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলো। যে-কোচে বসে নেজ্‌দানোভ গতরাত কাটিয়েছিলো, সেখানে তাকে তারা শুইয়ে দিলো।

নেজ্‌দানোভ অর্ধমুদিত চোখে চিৎ হয়ে পড়ে রইলো। তার মুখমণ্ডল নীলাভ হ'য়ে গেছলো। তার কণ্ঠদেশ থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে আসছিলো। আর মাঝে মাঝে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিলো—তাতে মনে হচ্ছিলো, এই বুঝি তার শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে গেলো। ক্ষীণ জীবন-স্রোত তখনো তার দেহের ভেতরে বইছিলো। মেরিয়ানা ও সলোমিন ছিলো তার দু'ধারে দু'জন দাঁড়িয়ে—তাদের মুখের চেহারাও প্রায় নেজ্‌দানোভের মুখের মতোই বিবর্ণ। তারা উভয়েই, বিশেষ করে মেরিয়ানা, খুবই মর্মাহত হয়েছিলো, কিন্তু কেউই খুব বিস্মিত হয়নি। উভয়েই মনে মনে ভাবলোঃ এ যে ঘটবে, কেন তা আগে বুঝতে পারিনি? তাদের বেশ মনে হোলো, এমনটা যে ঘটতে পারে, এ বুঝতে পারা তাদের খুবই উচিত ছিলো। নেজ্‌দানোভ মেরিয়ানাকে যখন বলেছিলো—আমি যা-ই করি না কেন, তোমার কাছে প্রথমেই তা প্রকাশ করি, তা'ছাড়া যখন সে বলেছিলো—তার ভেতরে দু'জন বিরুদ্ধপ্রকৃতি মানুষ আছে, তাদের একজন আরেকজনকে বাঁচতে দিতে চায় না, তখনই কি এই পরিণতির আভাস তার মনে ফুটে উঠেনি? কেন সে তখন সাবধান হয়নি? মেরিয়ানার মনে হোলো, সে ইচ্ছে করলেই নেজ্‌দানোভকে বাঁচাতে পারতো। উঃ, কী ভুলই হয়ে গেছে।

কোনো আশা নেই জেনেও সলোমিন ডাক্তার আনতে লোক পাঠালো। তাতিয়ানা ঠাণ্ডা জল ও ভিনেগার দিয়ে নেজ্‌দানোভের মাথা ধুইয়ে দিলো। আহত স্থান থেকে তখন আর রক্ত পড়ছিলো না। তাতিয়ানা আহত স্থানে একখণ্ড ঠাণ্ডা স্পঞ্জ রেখে দিলো। হঠাৎ নেজ্‌দানোভের গলার ঘড় ঘড় শব্দ বন্ধ হোলো, সে একটু নড়ে উঠলো।

মৃদুস্বরে সলোমিন বললোঃ তার জ্ঞান ফিরে আসছে।

মেরিয়ানা জানু পেতে তার সামনে বসে পড়লো। নেজ্‌দানোভ তার দিকে চোখ ফিরিয়ে চাইলো...তখনো পর্যন্ত তার চোখের দৃষ্টি যেন কোন্ দূর-জগতের পানে নিবদ্ধ ছিলো।

অস্পষ্টস্বরে হঠাৎ সে বলে উঠলো: আমি......এখনো মরিনি?...... এ-কাজও ঠিকমতো...সম্পন্ন করতে...পারিনি?...তোমাদের দেরী হ'য়ে যাচ্ছে...

মেরিয়ানা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো: এলিওশা!

—আর...বেশীক্ষণ...নয়। আমার কবিতা...তোমার...মনে...আছে, মেরিয়ানা?...ফুলে ফুলে...আমার চারদিক...ঢেকে...দাও।...কিন্তু কোথায় ...ফুল? থাকগে...দরকার নেই।...তুমি যতোক্ষণ...কাছে আছো...ততোক্ষণ ...কোনো-কিছুরই......দরকার...নেই। ঐ...ঐখানে......আমার......চিঠি... রয়েছে...

হঠাৎ তার সর্বশরীর প্রবলবেগে কেঁপে উঠলো। বললো: আহ্! এই......আসছে।......শীগ্‌গির......দু'জন......দুজনের......হাত ...ধরো।...শীগ্‌গির...

সলোমিন মেরিয়ানার হাত ধরলো। মেরিয়ানার মাথা কোচের উপর নুয়ে পড়লো। আহত স্থানের কাছেই সে তার মুখ রাখলো। সলোমিন অবিচল দৃঢ়তার সাথে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

নেজ্‌দানোভের অস্পষ্টস্বর শোনা গেলো: হাঁ...এই ঠিক হয়েছে... ঠিক...

নেজ্‌দানোভের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো!...কান্নার আবেগে তার বক্ষ ও পঞ্জর ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো।

সলোমিন ও মেরিয়ানার সম্মিলিত হাত দু'খানির উপর সে নিজের হাত রাখতে চেষ্টা করলো—কিন্তু পারলো না। হাতখানা একটুখানি উপরে উঠেই আবার নীচে পড়ে গেলো। তাতিয়ানা এমন সময়ে মৃদু-স্বরে বলে উঠলো: ঐ...ঐ শেষ হ'য়ে গেলো।

নেজ্‌দানোভের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ক্রমেই কমে আসতে লাগলো। ......তখনো তার চোখ দু'টি চারদিকে মেরিয়ানাকে খুঁজে ফিরছিলো। কিন্তু চোখের সামনে তখন চিরকালের জন্য একটা দৃষ্টি-অবরোধক সাদা পর্দা পড়ে গেছে।

'ঠিক হয়েছে।'—এই তার শেষকথা।

নেজ্‌দানোভ চিরদিনের জন্যে চলে গেলো। মেরিয়ানা ও সলোমিনের সম্মিলিত হাত দু'খানি তখনো তার বুকের উপর ন্যস্ত ছিলো।

নেজ্‌দানোভ যে চিঠি দু'খানা রেখে গিয়েছিলো, তার সারমর্ম নীচে দেওয়া গেলো। মাত্র কয়েক লাইনের একখানা চিঠি তার বন্ধু সিলিনের

উদ্দেশে লেখা। তাতে ছিলো ঃ

"বিদায়, বন্ধু, বিদায়। এ-চিঠি যখন তুমি পাবে তখন আমি আর এ-জগতে থাকবো না। কেন এবং কি-ভাবে আমার জীবনের অবসান হোলো, তা জিজ্ঞেস কোরো না। দুঃখ কোরো না, বন্ধু! ঠিক জেনো, এ-ই ভালো হ'য়েছে। আমাদের উভয়েরই প্রিয় কবি অমর পুশ্‌কিনের লেখা 'এবজেনিয়া অনোজিন' বইয়ের লেন্সকী চরিত্রের মৃত্যু-বিবরণটা পো'ড়ো। মনে আছে তো?

"আর বেশী-কিছু বলবার মতো নেই। যা বলতে চাই, তার সবই যদি বলতে যাই, তবে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু আমার দেরী করবার উপায় নেই। তোমাকে কিছু না বলে এ-জগৎ ছাড়তে পারলুম না; কারণ কিছু বলে না গেলে তুমি হয়তো বহুদিন পর্যন্ত মনে করবে, আমি জীবিত। এর ফলে আমাদের নির্মল বন্ধুত্বের উপর একটা কৃষ্ণ রেখাপাত হবে। আমি তা চাইনে। তুমি দীর্ঘজীবী হও। বিদায়, বন্ধু বিদায়!

—তোমার বন্ধু নেজ্‌দানোভ।"

অন্য চিঠিখানি একটু দীর্ঘ—মেরিয়ানা ও সলোমিনকে উদ্দেশ ক'রে লেখা। তাতে ছিলো ঃ

"প্রিয় বৎসগণ! (এই সম্বোধনের পরই খানিকটা যায়গা ফাঁক রয়ে গেছে—যেন কোনো শব্দ মুছে ফেলা হয়েছে, কিংবা সে-শব্দের উপর চোখের জল পড়ে তা মুছে গেছে) আমার এরূপ সম্বোধন তোমাদের কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হতে পারে। বিশেষ করে, সলোমিন, তোমার চাইতে আমি বয়সে অনেক ছোট। ছোট হই, কিন্তু আমি মরতে যাচ্ছি যে। জীবনের এই শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকে বৃদ্ধ মনে না ক'রে পারছিনে। আমি তোমাদের উভয়েরই কাছে অপরাধী—বিশেষ করে, মেরিয়ানা, তোমার কাছে। তোমার মনে আমি বড্ডো দুঃখ দিয়েছি (আমি জানি, আমার মৃত্যুতে তুমি খুব দুঃখ করবে)। কিন্তু আমি আর কী করতে পারতুম? আর কোনো রাস্তা খুঁজে পেলুম না বলেই তো এ-কাজ করতে হোলো। নিজেকে আমি 'সরল' করতে পারিনি। তাই নিজেকে একদম সরিয়ে ফেলা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় রইলো না। মেরিয়ানা! আমি তোমার আর আমার উভয়েরই ভারস্বরূপ হ'য়ে উঠতুম। তুমি করুণাময়ী, হয়তো নতুন আত্মোৎসর্গ হিসেবে আমার ভার সানন্দে বহন করতে। কিন্তু তোমার কাছ থেকে এ-আত্মোৎসর্গের দাবী করবার আমার কোনো অধিকারই নেই। তোমার সম্মুখে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর কাজ পড়ে রয়েছে। বৎসগণ! মৃত্যুর পরপারে থেকে তোমাদের

যুগ্ম জীবনকে আমায় এক করে দিতে দাও। তোমরা দীর্ঘজীবী হও, সুখী হও। মেরিয়ানা! আমি জানি, তুমি সলোমিনকে ক্রমে ভালোবাসতে পারবে। আর সে...সে সিপিয়াজিনদের বাড়ীতে প্রথম দর্শনেই তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। কয়েকদিন পরে যদিও আমরা সেখান থেকে পালিয়ে এসে সলোমিনের কারখানায় আশ্রয় নিয়েছিলুম, তবু ব্যাপারটা আমার কাছে গোপন ছিলো না। আহ্, সেদিনকার সকালবেলা কী সুন্দর ছিলো! তার স্মৃতি এখনো আমার মনে ভেসে আসচে—তোমার আর তার মিলিত জীবনের প্রতীকরূপে। সেদিন তার বদলে আমি তোমার পাশে ছিলুম। এ যেন একটা দৈব ঘটনা। যাক, এ-সব কথা আর নয়। আমি অভিযোগ করতে চাইনে—আমি শুধু নিজের উক্তিই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।...আগামী কাল কয়েক মুহূর্ত তোমার খুবই দুঃখে কাটবে। কিন্তু উপায় নেই। এ-ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিলো না। বিদায়, মেরিয়ানা, বিদায়! বিদায়, সলোমিন! তোমার কাছেই তাকে আমি রেখে যাচ্ছি, সলোমিন! তোমরা সুখী হও। পরের সুখই তোমাদের কাম্য হোক। আর মেরিয়ানা! শুধু তোমার আনন্দ-মুহূর্তে আমায় স্মরণ কোরো। মনে কোরো, আমার মধ্যেও মহৎগুণ কিছু কিছু ছিলো, কিন্তু তবু বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যুবরণই আমার পক্ষে ভালো হোলো। তোমাকে আমি সত্যি ভালোবাসতুম কি? তা জানিনে, বন্ধু! কিন্তু এ জানি যে, তোমার চাইতে বেশী ভালোবাসতে আর কাউকে পারিনি। এই ভালোবাসার অনুভূতি যদি না নিয়ে যেতে পারতুম, তবে মৃত্যু আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হোতো।...মেরিয়ানা! মিস্ মাশুরিনা নামে কারুর সাথে যদি এরপর কখনো তোমার দেখা হয়—সলোমিন তাকে ভালো করেই জানে, আর তোমার সাথেও হয়তো ইতিপূর্বে তার দেখা হয়ে থাকবে—তবে তাকে বোলো, মৃত্যুর পূর্বে কৃতজ্ঞচিত্তে তার কথা আমি স্মরণ করেছি। সে বুঝতে পারবে। যাক্, এখন আমাকে চিঠি শেষ করতে হবে। জানালা দিয়ে এখন বাইরে চেয়ে আছি, দূরে দ্রুত চলমান মেঘের মধ্যে একটা উজ্জ্বল তারকা দেখতে পাচ্ছি। তারকাটি আমাকে তোমার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, মেরিয়ানা! এই মুহূর্তে তুমি পাশের কামরায় সন্দেহ-নির্মুক্ত মনে আরামে ঘুমুচ্ছো!...তোমার কামরার দ্বারপার্শ্বে গিয়ে তোমার শান্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি...। বিদায়, বিদায় বৎসগণ! বিদায়, বিদায় বন্ধুগণ!

—তোমাদের এলেক্সী।

"পুঃ—দেখ দেখি কি ভুল। এই শেষ চিঠিতে আমাদের 'কাজের'

কথার কিছু উল্লেখ না করলে কি চলে? মৃত্যুকালে মিছে কথা বলে লাভ নেই। এই 'পুনশ্চ'র জন্যে কিছু মনে কোরো না, মেরিয়ানা!...... ভ্রান্ত আমিই—যে-'কাজে' তোমাদের বিশ্বাস, তাতে মিথ্যা বা ভ্রান্তি কিছু নেই। আরেক কথা। তোমরা হয়তো ভাবতে পারো, মেরিয়ানা, যে, জেলে যাওয়ার ভয়েই আমি মৃত্যুবরণ করে নিলুম। কিন্তু তা ঠিক নয়। জেলবরণ করার মধ্যে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু যে-কাজে নিজের বিশ্বাস নেই, তার জন্যে জেলে আবদ্ধ থাকা অসহনীয়। কাজেই বিশ্বাস করো, মেরিয়ানা, জেলের ভয়েই আমি এ-কাজ করিনি। বিদায়, প্রিয় বন্ধু, বিদায়!"

মেরিয়ানা ও সলোমিন উভয়েই পর পর চিঠিখানা পড়লো। মেরিয়ানা তারপর নিজের ছবিখানা ও চিঠি দু'খানা নিজের পকেটে পুরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

সলোমিন বললোঃ চলো মেরিয়ানা! সবই তৈরী। তার ইচ্ছে আমাদের পূর্ণ করতেই হবে।

মেরিয়ানা নেজ্‌দানোভের দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে তার ললাটে নিজের অধর স্পর্শ করলো। ললাট ততক্ষণে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে।

সলোমিনের দিকে ফিরে বললোঃ হাঁ, চলো।

তারা হাত ধরাধরি ক'রে চলে গেলো।

কয়েক ঘণ্টা পরে কারখানায় পুলিস এসে নেজ্‌দানোভের মৃতদেহ দেখতে পেলো। প্যাভেল খুব সমাদরে তাদের অভ্যর্থনা করলো। নেজ্‌দানোভের আত্মহত্যার সব খুঁটিনাটি বিবরণ পুলিসদের সে জানালো —এমন কি, মদ্যপানে তাদের আপ্যায়িত করতেও ত্রুটি করলো না। সলোমিন ও মেরিয়ানার কথা পুলিস জিজ্ঞেস করলে। নেহাৎ নিরীহভাবে সে জানালো যে, ও-সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। তবে সোৎসাহে মাথা নেড়ে সে প্রতিশ্রুতি দিলো যে, ভ্যাসিলি ফিডোটিচ্‌ যেখানেই গিয়ে থাকুন, কাজ ছেড়ে বাইরে বেশীদিন থাকতে পারেন না। দু'একদিনের মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন। ফিরে এলেই তাঁদের খবর দেওয়া হ'বে। এ-সম্পর্কে তাঁরা তার উপর নির্ভর করতে পারেন।

কাজেই প্যাভেলের কথায় আপ্যায়িত হ'য়ে পুলিস-অফিসারদের চলে যাওয়া ছাড়া উপায় রইলো না। তারা মৃতদেহের পাহারায় একজন প্রহরী রেখে এবং শীগ্‌গির একজন করোনার পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কারখানা ত্যাগ করলো।

আটত্রিশ

উপরোক্ত ঘটনার দু'দিন পরে গরুর গাড়ীতে ক'রে একজন পুরুষ আর একটি স্ত্রীলোককে পুরোহিত জসিমের গৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেখা গেলো। এরা পাঠকগণের মোটেই অপরিচিত নয়। পরদিন এদের বিয়ে হ'য়ে গেলো। বিবাহ-অনুষ্ঠানের পরই তারা কোথায় চলে গেলো।

সলোমিন কারখানার মালিকের নামে একখানা চিঠি প্যাভেলের কাছে রেখে গিয়েছিলো। তাতে কারখানার অবস্থা সবিস্তারে লেখা ছিলো এবং সে তিনমাসের ছুটি চেয়েছিলো। চিঠিখানায় নেজ্দানোভের আত্ম-হত্যার দুইদিন পূর্বেকার তারিখ দেওয়া ছিলো।

বিশেষ অনুসন্ধান করেও নেজ্দানোভের আত্মহত্যা সম্বন্ধে বিশেষ-কিছুই জানতে পারা গেলো না। ফলে মৃতদেহ সমাধিস্থ হোলো।

সিপিয়াজিনও তাঁর ভাগিনেয়ীর আর বিশেষ অনুসন্ধান করলেন না।

নয়মাস পরে মার্কেলোভের বিচার হোলো। গভর্ণরের বাড়ীর মতো বিচারের সময়েও তার শান্ত স্থির ভাব অক্ষুণ্ণ ছিলো। সে আত্মপক্ষ সমর্থন করলো না, নিজের কাজের জন্যে মোটেই দুঃখপ্রকাশ করলো না, কাকেও দোষ দিলে না, কিংবা কারুর নামও প্রকাশ করলো না। তার শীর্ণ মুখমণ্ডলে ও দীপ্তিহীন চোখের উপর মাত্র একটি ভাব ফুটে উঠলো—দৃঢ়ভাবে অদৃষ্টের উপর আত্মসমর্পণ। তার সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, মিথ্যালেশহীন উত্তর শুনে জজদের মনে পর্যন্ত সহানুভূতির উদ্রেক হোলো। এমন কি, যে-কৃষক তাকে ধরিয়ে দিয়েছিলো, সে পর্যন্ত সাক্ষ্য দিতে গিয়ে স্বীকার করলে, এমন ভালো সরল মানুষ আর হয় না। কিন্তু তবু তার অপরাধ গুরুতর—শাস্তি না দিয়ে জজদের উপায় নেই। মার্কেলোভ নিজেও শাস্তি তার প্রাপ্য বলেই যেন মনে করছিলো। তার সাথীদের মধ্যে মাশুরিনা হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। অস্ট্রোডুমোভ এক দোকানদারকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করতে গিয়ে তার হাতে নিহত হয়। গলুশ্কিন যে-প্রায়শ্চিত্ত করলো, তাতে অল্পেই সে মুক্তি পেলো। কিস্লিয়াকোভ্ প্রায় মাস-খানেক হাজতে ছিলো, তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হোলো। আর নেজ্দানোভ তো আগেই মারা গেছলো। সলোমিনকে সন্দেহ করা হয়েছিলো বটে, কিন্তু প্রমাণাভাবে তার কিছুই হোলো না। সে অবিশ্যি ডাক পড়লেই কোর্টে হাজিরা দিতে কোনরূপ ত্রুটি করেনি। কোর্টে মেরিয়ানার নামের উল্লেখই হোলো না। প্যাক্লীনেরও কিছুই

হোলো না। কোর্ট তার খোঁজ নেওয়াই অনাবশ্যক বিবেচনা করলো।

দেড়বৎসর পরের কথা।

১৮৭০ খৃস্টাব্দের শীতকাল। সেন্টপিটার্সবুর্গের এক রাস্তা দিয়ে অপরিচ্ছন্ন কোট-পরা একজন ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছিলো। লোকটি আমাদের পুরোনো বন্ধু প্যাক্‌লীন ছাড়া আর কেউ নয়। শেষ-বার আমরা তাকে যেরূপ দেখেছি, এখন তার চাইতে সে অনেক বদলে গেছে। তার টুপির নীচে থেকে দু'একটা সাদা চুল উঁকি মারছে। কালো রঙের একটা কোটে দেহ আচ্ছাদিত করে একটি লম্বা মোটা স্ত্রীলোক তার দিকে এগিয়ে আসছিলো। স্ত্রীলোকটির দিকে একবার মাত্র কৌতূহলহীন একটুখানি দৃষ্টি হেনে প্যাক্‌লীন এগিয়ে চললো। হঠাৎ সে থেমে পড়লো। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে সে স্ত্রীলোকটির দিকে ছুটে চললো। কাছে গিয়ে সে নীচু হয়ে স্ত্রীলোকটির টুপির নীচে দিয়ে তার মুখের দিকে চাইলো।

হঠাৎ সে নীচুস্বরে বলে উঠলো ঃ কে? মাশুরিনা নয়?

মহিলাটি উদ্ধতভাবে তার দিকে একবার তাকিয়ে কোনো কথা না বলে এগিয়ে চললো।

তার কাছ ঘেসে প্যাক্‌লীন বলে চললো ঃ প্রিয় মাশুরিনা! আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি যে। ভয় পেয়ো না, অনিষ্টের কোনো আশঙ্কা নেই। তোমাকে এতোদিন পরে দেখে ভারী খুশী হয়েছি। আমি প্যাক্‌লীন, নেজ্‌দানোভের বন্ধু। আমাকে চেনো তুমি। এসো, আমার সঙ্গে এসো। আমি এই কাছেই থাকি। এসো।

মহিলাটি ধীরে ধীরে, আশ্চর্য রকম বিশুদ্ধ রুশীয় স্বরে, কিন্তু ইতালীয় ভাষায়, বলে উঠলেন ঃ এ কি বলছো? আমি হচ্ছি রকা-ডি-সেন্টোফিউমের কাউন্টেস।

—কাউন্টেস? ধেৎ! তুমি মাশুরিনা। এসো আমার সাথে—আগের দিনের গল্প করা যাক।

ইতালীয় কাউন্টেস হঠাৎ পরিষ্কার রুশ ভাষায় জিজ্ঞেস করলো ঃ তুমি থাকো কোথায়? আমার বড্ডো তাড়াতাড়ি।

—এই রাস্তায়ই, ঐ তিনতলা ধূসর রঙের বাড়ীটায়। যাক, আমার সৌভাগ্য যে, পরিচয় গোপন করে আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাওনি। তোমার হাত দাও। এসো। এখানে কতোদিন এসেছো? আর এই

কাউন্টেসের মূর্তিই বা ধরলে কেন? ইতালীর কোনো কাউন্টকে বিয়ে করেছো নাকি?

মাশুরিনা মোটেই কোনো ইতালীয় কাউন্টকে বিয়ে করেনি। রকা-ডি-সেন্টোফিউমের কাউন্টেসের নামের একখানা পাসপোর্ট তাকে তার উপরওয়ালা সংগ্রহ করে দিয়েছেন। সত্যিকার কাউন্টেস কিন্তু কিছু-দিন আগে মারা গেছেন। তাতে বাধা হয়নি কিছুই। যদিও সে ইতালীয় ভাষার একটা শব্দও জানে না, কিংবা তার মুখ দেখে রুশীয় মেয়েলোক ছাড়া আর কিছু মনে করা কঠিন, তবু ঐ পাসপোর্টের বলে মাশুরিনা ইতালী থেকে নির্বিঘ্নে রুশিয়ায় চলে এসেছে, এবং রুশিয়ায় ইতালীয় কাউন্টেসের ছদ্মবেশে নির্বিবাদে চলে যাচ্ছে।

প্যাক্‌লীন তার ক্ষুদ্র গৃহে মাশুরিনাকে নিয়ে এলো। তার কুঁজো বোন পাশের কামরা থেকে দৌড়ে এসে অতিথিকে অভ্যর্থনা করে বসালো।

প্যাক্‌লীন তার বোনের সাথে মাশুরিনার পরিচয় করিয়ে দিয়ে তার বোনকে চা নিয়ে আসতে বললো।

নেজ্‌দানোভের নাম উল্লেখ করাতেই মাশুরিনা প্যাক্‌লীনের ঘরে এলো, নতুবা অন্য কোনো কারণে সে কিছুতেই আসতে চাইতো না। তার কিছুই বদলায়নি। এমন কি, দু'বছর আগে তার পরণে যে-পোশাক ছিলো, এখনো তাই আছে। শুধু তার চোখে একটা বিষণ্ণতা আর তার কঠিন মুখমন্ডলের উপর একটা কারুণ্যের ভাব সুস্পষ্ট।

প্যাক্‌লীন ও মাশুরিনা উভয়েই মুখোমুখি হয়ে বসেছিলো। প্যাক্‌লীনের মাথা তার নিজের বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছিলো, আবেগে তার শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হয়ে গেছলো। সে কথা বলতে পারছিলো না। তার চোখে অশ্রু চক্‌ চক্‌ করছিলো। আর মাশুরিনা সোজা হ'য়ে বসে এক পার্শ্বে তাকিয়েছিলো।

প্যাক্‌লীন অবশেষে বলতে লাগলোঃ আহ্‌, কী দিনই গিয়েছে! তোমাকে দেখে আবার কতো কথাই না মনে আসছে! যারা এখনো বেঁচে আছে, আর যারা মারা গেছে, তাদের সবার কথাই একসঙ্গে মনে পড়ছে। নেজ্‌দানোভ! আহা হতভাগ্য নেজ্‌দানোভ! নিশ্চয়ই তার কথা তুমি শুনেছো...

মাশুরিনা আরেক দিকে তাকিয়ে প্যাক্‌লীনকে বাধা দিয়ে বললোঃ হাঁ, শুনেছি।

—অস্ট্রোডুমোভের কি হয়েছে তা-ও নিশ্চয়ই জানো?

মাশ্‌্রিনা সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো। সে কেবল চাইছিলো, প্যাক্‌লীন যেন শুধু নেজ্‌দানোভের কথাই বলে। কিন্তু এ-কথা সে প্রকাশ ক'রে বলতে পারে না। প্যাক্‌লীন তার মনোভাব বুঝতে পারলো।

—শুনেছিলুম, সে নাকি তার শেষ চিঠিতে তোমার কথা উল্লেখ করে গেছে।

মাশ্‌্রিনা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে জবাব দিলোঃ হাঁ।

—আহ্‌, কী চমৎকার লোকই ছিলো! তবে সে ঠিক পথ বেছে নিতে পারেনি। সে কতকটা আমার মতনই বিপ্লবী ছিলো আর কি। জানো, সে কী ছিলো?—বাস্তব আদর্শবাদী। কথাটা বুঝতে পেরেছো?

মাশ্‌্রিনা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্যাক্‌লীনের দিকে তাকালো। তার কথা সে সত্যি বুঝতে পারেনি—বুঝতে চায়ওনি। প্যাক্‌লীন নেজ্‌দানোভের সাথে নিজের তুলনা করলে, এ তার কাছে কতকটা আস্পর্ধার মতো মনে হোলো। সে ভাবলোঃ করুকগে আস্ফালন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ-কে প্যাক্‌লীনের আস্ফালন মোটেই বলা চলে না, এ বরং আত্ম-নিন্দাই।

প্যাক্‌লীন বলতে লাগলোঃ সিলিন নামে এক ছোঁড়া আমার খোঁজ করেছিলো, তার নামেও নাকি নেজ্‌দানোভ একখানা চিঠি রেখে গিয়ে-ছিলো। সে আমাকে ধরে পড়লো, নেজ্‌দানোভের খাতাপত্র কিছু আছে কিনা তার খোঁজ নিতে। আমরা তার জিনিসপত্র সব খুঁজে দেখ্‌লুম, কিন্তু কিচ্ছু পাওয়া গেলো না। আত্মহত্যা করবার আগে নিশ্চয়ই সে সব পুড়িয়ে ফেলেছিলো—এমন কি, কবিতার খাতাও। সে কবিতা লিখ্‌তো, এ-খবর জানো তুমি? কবিতার খাতাও সে নষ্ট করেছে ব'লে আমি ভারী দুঃখিত। তার মধ্যে সত্যি ভালো জিনিস ছিলো। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব গেলো—চিরতরে গেলো। বন্ধুদের হৃদয়ে তার স্মৃতি ছাড়া আর কিচ্ছু রইলো না; কালে তা-ও যাবে।

প্যাক্‌লীন নীরব হোলো। কতকক্ষণ পরে আবার সে বলে চল্‌লোঃ সিপিয়াজিনদের কথা তোমার স্মরণ আছে? ঐ ভদ্রবেশী ঘৃণিত কুক্কুরদের কথা? তারা এখন ক্ষমতা ও গৌরবের উচ্চশিখরে উঠেছে। মাশ্‌্রিনা অবিশ্যি সিপিয়াজিনদের কথা মনে করতে পারলো না। কিন্তু এঁদের উপর প্যাক্‌লীনের এমন জাতক্রোধ হয়েছিলো যে, তাদের সম্বন্ধে গালাগালির প্রয়োগ না ক'রে সে থাকতে পারলো না। সে বলতে লাগলোঃ লোকে বলে, সিপিয়াজিনরা নাকি খোশমেজাজী ভদ্রলোক। সেখানে

নাকি ভালো কথা ছাড়া মন্দ কথার আলোচনা মোটেই হ'তে পারে না। কিন্তু এইটেই একটা খারাপ লক্ষণ বলে আমার ধারণা। এরূপ হলেই মনে করতে হবে, কদর্যতা ঢাকতেই এই শালীনতার আবরণ। হতভাগা এলেক্সী! এদের জন্যেই সে বেচারা মারা গেলো।

—আচ্ছা, সলোমিনের খবর কি? মাশুরিনা জিজ্ঞেস ক'রে উঠলো। সে হঠাৎ নেজ্‌দানোভের কথা ছেড়ে দিয়ে অন্য কথা শুনতে চাইলো।

প্যাক্‌লীন বলে উঠলোঃ সলোমিন! সে বুদ্ধিমান ছোক্‌রা। উৎরেও গেছে বেশ। কারখানা ছেড়ে দিয়ে সে চলে গেছে শুধু তাই নয়, কারখানার ভালো ভালো লোকগুলিও তার সাথে গেছে। প্যাভেল নামে একজন চৌকষ লোক ছিলো সেখানে; তাকেও সে সঙ্গে নিয়ে গেছে। লোকে বলে, সে নাকি পার্ম্‌ শহরের নিকটে কোথাও নিজেই সমবায়-পদ্ধতিতে একটি ক্ষুদ্র কারখানা ফেঁদে বসেছে। বেশ করেছে সে। যাতে সে হাত দেয়, শেষ পর্যন্ত তাতে লেগে থাকে। লোকটার চরিত্রবল আছে। এককোপে সে সামাজিক গলদের ভিত্তি ধ্বংস করতে চায় না। এইখানেই তার শক্তির উৎস নিহিত। আমরা রাশিয়ানরা যেন সৃষ্টিছাড়া প্রকৃতির মানুষ। আমরা চুপ ক'রে বসে অপেক্ষা করতে থাকি, যেন আকাশ থেকে কেউ নেমে এসে আমাদের সব গলদ একদিনে ভালো ক'রে দেবে। কিন্তু কি উপায়ে এ সম্ভব হ'য়ে উঠতে পারে, সে-সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো চিন্তা ভাবনার বালাই নেই। এ আর কিছুই নয়, আলস্য, অকর্মণ্যতা ও চিন্তার অভাবের ফল। সলোমিন এই প্রকৃতির নয়। সে একদিনেই সব ত্রুটি সংশোধন করতে চায় না; সে জানে, কী উপায়ে কী করতে হ'বে।

মাশুরিনা প্যাক্‌লীনের বক্তৃতায় অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠ্‌লো। সে হাতের ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলো, ও-বিষয়ে আর নয়। বল্‌লোঃ সেই মেয়েটি— আমি তার নাম ভুলে গেলাম...যে নেজ্‌দানোভের সাথে পালিয়ে এসে-ছিলো—তার কি হোলো?

—মেরিয়ানা? সে এখন সলোমিনের স্ত্রী। এক বছরের বেশী হোলো তাদের বিয়ে হয়েছে। প্রথমে ছিলো অবিশ্যি নামমাত্র বিয়ে, এখন শুনতে পাই সে নাকি সলোমিনের সত্যিকারের স্ত্রী হতে পেরেছে।

মাশুরিনার মুখে আবার অসহিষ্ণু ভাব ফুটে উঠ্‌লো। এক সময়ে সে এই মেরিয়ানাকে ঈর্ষা করতো। কিন্তু এখন? নেজ্‌দানোভের স্মৃতির এই অপমানে এখন সে তাকে ঘৃণা করে। সহজভাবেই সে বল্‌লোঃ বোধ হয়, এখন তাদের সন্তানাদিও হয়েছে।

—তা আমি জানিনে।

মাশুরিনা টুপি হাতে নিয়েছে দেখে প্যাক্‌লীন জিজ্ঞেস করলো ঃ এ কি ? কোথায় যাচ্ছো ? আরো একটু অপেক্ষা করো। আমার বোন এই চা নিয়ে এলো বলে'।

প্যাক্‌লীনের মনে বহুদিনের কতো কথা জমা হয়ে আছে। উপযুক্ত সঙ্গী-সাথীর অভাবে তা আর বলা হয়ে উঠেনি। সে-সব প্রকাশ করতে না পারায় তার পেট ক্রমাগত ফুলে উঠ্‌ছিলো। মাশুরিনাকে পেয়ে তাই সে মনের দ্বার খুলে দিয়েছে। সে-জন্যেই সে তাকে সহজে ছেড়ে দিতে চায় না।

সেন্টপিটার্সবুর্গে ফিরে আসার পর সে লোকের সাথে—বিশেষ করে তরুণদের সাথে—বেশী মিশ্‌তো না। নেজ্‌দানোভের ব্যাপারটায় সে বড্ডো ভয় পেয়ে গেছ্‌লো। সে আরো সাবধান হোলো—পারতপক্ষে সমাজে সে মিশ্‌তো না। তরুণেরা তাকে কতকটা সন্দেহের চোখে দেখ্‌তো। একবার একটি তরুণ তাকে তার মুখের উপরই 'বিশ্বাসঘাতক' বলে ফেলেছিলো।

প্রবীণদের সাথে মেশামিশি করতেও তার ভালো লাগ্‌তো না। তাই সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তাকে কথা না বলে থাকতে হতো। বোনের সাথে তার মন-খোলা আলাপ চল্‌তো না। তাই সেন্টপিটার্সবুর্গে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠ্‌লো, সে মস্কোয় ফিরে যাওয়ার জন্যে কল্পনা-জল্পনা করতে লাগলো। ঠিক সেই সময়ে মাশুরিনার আবির্ভাব। বাঁধ-ভাঙা জলস্রোতের মতো তার মনের যতো জমা কথা মাশুরিনাকে প্লাবিত ক'রে ফেল্‌লো। সেন্টপিটার্সবুর্গ, সেখানকার জীবন, সমগ্র রুশিয়া প্রভৃতি কোনো-কিছুই বাদ রইলো না। এ-সব খবর সম্বন্ধে মাশুরিনার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই—তাই সে কোনো কথা বল্‌লো না, বা তার কোনো কথার প্রতিবাদ করলো না। প্যাক্‌লীনও এ-ই চাইছিলো।

প্যাক্‌লীনের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমে মাশুরিনা হাই তুল্‌তে লাগ্‌লো। প্যাক্‌লীন বুঝতে পারলো, বিষয় বদ্‌লানো দরকার। সে মাশুরিনার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো ঃ আমি নিজের কথাই কেবল বকে যাচ্ছি। তুমি এ দু'বছর কোথায় ছিলে, কখন ফিরে এলে, কি করছিলে এতোদিন, আর ইতালীয় কাউন্টেস্‌ই বা সাজ্‌লে কেন, এ-সব কথা তো আমাকে বল্‌লে না ?

মাশুরিনা উত্তরে বল্‌লো ঃ সে-সব কথা জান্‌বার তোমার দরকার নেই। এখন শুনে আনন্দও পাবে না। অস্বীকার করবে না বোধ হয় যে, তুমি এখন আমাদের দলের লোক নও ?

প্যাক্‌লীন মনে আঘাত অনুভব করলো। নিজের হতবুদ্ধি ভাব গোপন করবার জন্যে সে শুষ্কহাসি হাসলো। অবশেষে বললোঃ বেশ, তাই হোক। আমি জানি, আমি এখন ব্যাক-নাম্বার। আমাকে তোমাদের দলের লোক মনে করাই মুশ্‌কিল...সে যাক্‌গে। ঐ আমার বোন চা নিয়ে আসছে। আমাদের সাথে এককাপ চা খাও। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। তোমায় আরো কিছু নতুন খবর শোনাতে পারবো।

মাশুরিনা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগ্‌লো।

প্যাক্‌লীন প্রাণখোলা হাসি হেসে বল্‌লোঃ ইতালীয় কাউন্টেসের খোঁজে পুলিস এখানে উপস্থিত নেই, এই যা রক্ষা—

মাশুরিনা চা খেতে খেতে গম্ভীরভাবে বল্‌লোঃ রকা-ডি সেন্টোফিউম।

প্যাক্‌লীন সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলোঃ কাউণ্টেস্‌ রকা-ডি সেন্টোফিউম। তিনি কিন্তু রাশিয়ানরা যে-ভাবে চা পান করেন, ঠিক তেমনিভাবেই চা খাচ্ছেন। এ কিন্তু সন্দেহজনক। দেখতে পেলেই পুলিস পিছু লাগবে।

মাশুরিনা বল্‌লোঃ পুলিসের পোশাক-পরা একটা লোক পেছনে লেগেছিলো বই কি। সে আমাকে জেরার পর জেরা করতে আরম্ভ করলে। আমি আর থাকতে না পেরে বল্‌লুমঃ রক্ষে করো। আমাকে একটু একলা থাক্‌তে দাও, বাবা!

—কথাটা ইতালীয় ভাষায় বল্‌লে?

—না, না, রুশ ভাষায়।

—তখন সে কি করলে?

—করবে আর কি? চলে গেলো।

প্যাক্‌লীন বলে উঠ্‌লোঃ শাবাশ! আচ্ছা কাউন্টেস্‌! আরো এক কাপ চলুক। আরেকটা কথা তোমায় আমি বল্‌তে চাই। তোমার ভাবে বুঝলুম, সলোমিন সম্বন্ধে তোমার খারাপ ধারণা হয়েছে। কিন্তু তোমায় বল্‌ছি আমি, এরাই সত্যিকারের মানুষ। প্রথম দিকে এদের বুঝতে পারা একটু কঠিন; কিন্তু বিশ্বাস করো আমায়, এরাই হচ্ছে খাঁটী লোক। এদের হাতেই রুশিয়ার ভবিষ্যৎ। এরা ঢক্কানিনাদী মুখসর্বস্ব 'বীর' নয় বটে, কিন্তু জনসাধারণের দরকারী শক্ত মানুষ এরা। এখন রুশিয়ার প্রয়োজন এই শ্রেণীর মানুষের। একবার শুধু সলোমিনকে ভালো করে লক্ষ কোরো তুমি। দিনের আলোর মতোই তার মাথা পরিষ্কার, আর ষাঁড়ের মতোই তার সবল দেহ। এ-ই কি একটা আশ্চর্য

ব্যাপার নয়? এ-পর্যন্ত আমরা যে-সব বুদ্ধিমান, হৃদয়বান বা বিবেক-সম্পন্ন লোককে আমাদের মাঝে পেয়েছি, তাঁরা সবাই ছিলেন শারীরিক শক্তিতে হীন। সলোমিনের হৃদয় আমাদের মতোই আবেগচঞ্চল—আমাদের যা ঘৃণার বস্তু, তারও তাই। কিন্তু লৌহকঠিন স্নায়ুর অধিকারী সে, দেহ তার ইচ্ছার অধীন। আমি বল্‌ছি তোমায়, চমৎকার লোক সে। তার নির্দিষ্ট আদর্শ আছে, বাজে বাগাড়ম্বর তার ত্রিসীমায় নেই। সে শিক্ষিত; তদুপরি সাধারণ লোকের ভেতরে তার জন্ম...আর কি চাও?

প্যাক্‌লীনের বক্তৃতার প্রতি মাশুরিনার লক্ষ ছিলো না, সে অন্যদিকে চেয়ে বসেছিলো। কিন্তু প্যাক্‌লীন সে-দিকে লক্ষ না ক'রেই আরো ব'লে চল্‌লো: রুশিয়ায় এখন নানাধরণের উদ্ভট, নানাশ্রেণীর উন্মাদ বাজেলোকের হট্টগোল চল্‌ছে, কিন্তু তাতে কিছু এসে-যাচ্ছে না। তার জন্যে চিন্তার কারণও নেই। আমাদের সত্যিকার মুক্তি এই সলোমিনদের কাজের উপরই নির্ভর করছে—এই বৈশিষ্ট্যহীন, সহজ-সরল, কিন্তু বুদ্ধিমান সলোমিনের দল। মনে রেখো, আমি এ-কথা বল্‌ছি তোমায় ১৮৭০ খৃস্টাব্দের শীতকালে—যখন জার্মানী ফ্রান্সকে ধ্বংস করতে উদ্যত—

প্যাক্‌লীনের পেছন দিক থেকে তার বোন স্নানড়ুলিয়ার কোমল আওয়াজ শোনা গেলো: সিলিশ্‌কা! মনে হয়, রুশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে তুমি ভুলে গেছো আমাদের দেশের ধর্ম ও তার প্রভাবের কথা। তা' ছাড়া মিস্ মাশুরিনা তোমার কথা মোটেই শুন্‌ছেন না। তার চাইতে তুমি বরং তাঁর পেয়ালায় আরো কিছু চা ঢেলে দাও।

প্যাক্‌লীন অপ্রতিভ হয়ে সোজা হয়ে বস্‌লো। বল্‌লো: তাই তো। আরো এক কাপ চা খাও, মাশুরিনা!

কিন্তু মাশুরিনা তার কালো চোখ দু'টির দৃষ্টি প্যাক্‌লীনের মুখে স্থাপন ক'রে বল্‌লো: নেজ্‌দানোভের কোনো চিঠি তোমার কাছে আছে ...কিংবা কোনো ফটোগ্রাফ?

—ফটোগ্রাফ একখানা আছে, আর সেখানা ভালোও। খুব সম্ভব, তা আমার টেবিলের দেরাজেই আছে। এক্ষুনি দেখ্‌ছি।

প্যাক্‌লীন দেরাজ হাৎড়াতে লাগ্‌লো। এই অবসরে স্নানড়ুলিয়া মাশুরিনার কাছে এগিয়ে এলো। তার মুখের উপর সহানুভূতিপূর্ণ সরল দৃষ্টি স্থাপন ক'রে স্নানড়ুলিয়া ঠিক একজন কমরেডের মতোই হাত ধরলো।

প্যাক্‌লীন চেঁচিয়ে উঠ্‌লোঃ এই যে এখানে। সে ফটোখানা মাশুরিনার হাতে দিলো।

মাশুরিনা তাড়াতাড়ি ফটোখানা, এক রকম না দেখেই, নিজের পকেটে ঠেলে দিলো। তার মুখখানা উজ্জ্বল রক্তাভ হয়ে উঠ্‌লো। কোনরূপ ধন্যবাদ না দিয়েই সে টুপি মাথায় দিয়ে দ্বারের দিকে অগ্রসর হোলো।

প্যাক্‌লীন জিজ্ঞেস করলোঃ যাচ্ছো তুমি? আচ্ছা, তুমি থাকো কোথায়? এটা বল্‌তে নিশ্চয়ই বাধা নেই?

—যখন যেখানে হয়।

—বেশ, বুঝলুম। তুমি আমায় জান্‌তে দিতে চাও না। আচ্ছা, তবে এইটুকু অন্ততঃ বলো, এখনো কি তুমি ভ্যাসিলি নিকোলেভিচের অধীনে কাজ করছো?

—তাতে তোমার প্রয়োজন?

—কিংবা অন্য কারুর অধীনে—যেমন সিডর সিডোরিচ্‌?

মাশুরিনা কোনো উত্তর দিলো না।

—কিংবা তোমার পরিচালক কোনো অনামী লোক?

মাশুরিনা ততোক্ষণে দরজার বাইরে পা দিয়েছে।

—সম্ভবতঃ কোনো অনামী লোক।

মাশুরিনা সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে বেরিয়ে পড়লো।

বন্ধ দ্বারের সমুখে প্যাক্‌লীন নিশ্চলভাবে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। অবশেষে ব'লে উঠ্‌লোঃ হায়, অনামী রুশিয়া!

সমাপ্ত।